হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য ইয়েলো গড

রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য ইয়েলো গড

রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু

'আমি আসিকি জাতির মানুষ। আসিকি শব্দটার অর্থ—আত্মা। আমাদের দেবীর এত স্বর্ণ আছে যে, স্বর্ণের কোনও মূল্যই নেই তাঁর কাছে। দেবীর কাছে মূল্যবান হচ্ছে রক্ত...' মেহমানদের গল্প শোনাচ্ছিল অ্যালান ভার্ননের খাস ভৃত্য জিকি।

অ্যালান ভার্নন একজন প্রাক্তন মেজর। নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে, লোক-ঠকানো শেয়ার ব্যবসা করে নিজের পকেট ভারী করা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। ওদিকে প্রচুর টাকা হাতে না এলে ওর বাড়ি ইয়ার্লিজ তো হাতছাড়া হবেই, সঙ্গে প্রেমিকা বারবারাকেও হারাতে হবে।

কাজেই সোনার খোঁজে রহস্যময় আসিকিদের দেশে চলল ও।

এ গল্প ভালবাসার, অন্ধকার আফ্রিকার।

সেই সঙ্গে অভিযান আর রোমাঞ্চেরও।

তা হলে আর দেরি কেন? আসুন, অ্যালানের সঙ্গে আমরাও রওনা হয়ে যাই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের পথে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য ইয়েলো গড

রূপান্তর ■ সাইফুল আরেফিন অপু

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3255-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিউক জন

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE YELLOW GOD
By: Sir Henry Rider Haggard
Trans. By: Saiful Arefin Aupu

সেবা প্রকাশনী

নিরানব্বই টাকা

দ্য ইয়েলো গড

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
এলিসা/কাজী মায়মুর হোসেন
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার/
কাজী মায়মুর হোসেন
শী অ্যাণ্ড অ্যালান/কাজী মায়মুর হোসেন
বেনিটা/সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
রানী শেবার আংটি/সায়েম সোলায়মান
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান/সায়েম সোলায়মান
দ্য লেডি অভ ব্লসহোম/সায়েম সোলায়মান
মেরি/সায়েম সোলায়মান
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড/সায়েম সোলায়মান
ফিনিশ্‌ড/সায়েম সোলায়মান
মণ্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
পার্ল মেইডেন/ইসমাইল আরমান
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট/ইসমাইল আরমান
মিস্টার মিসন'স উইল/ইসমাইল আরমান
দ্য ব্রেদ্‌রেন/ইসমাইল আরমান
মাইওয়ার প্রতিশোধ/ইসমাইল আরমান
নাডা দ্য লিলি/ইসমাইল আরমান
হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার/সাইফুল আরেফিন অপু
ট্রেজার অভ দ্য লেক/সাইফুল আরেফিন অপু
দি আইভরি চাইল্ড/সাইফুল আরেফিন অপু
দ্য ইয়েলো গড/সাইফুল আরেফিন অপু

ভিক্টর হুগো

নাইন্টি থ্রি/ইসমাইল আরমান

সল বেলো

হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং/বাবুল আলম

রাফায়েল সাবাতিনি

দ্য সি-হক/ইসমাইল আরমান
দ্য লায়ন'স স্কিন/সায়েম সোলায়মান

ব্রাম স্টোকার

ড্রাকুলা/রকিব হাসান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস/ইসমাইল আরমান
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম/ইসমাইল আরমান

ফ্রেডা ওয়ারিংটন

রিটার্ন অভ ড্রাকুলা/ইসমাইল আরমান

অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক/ডি.এইচ. লরেন্স

অ্যানি ফ্র্যাঙ্কের ডাইরি+সান্স অ্যাণ্ড লাভার্স
সুরাইয়া আখতার জাহান/কাজী শাহনূর হোসেন

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

লণ্ডন। স্যর রবার্ট এইলওয়ার্ড, বার্ট., এম.পি.-র অফিস কামরা। অফিসটাকে রাজকীয় বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি করা হবে না। এই ম্যানশনের আধ মাইলের মধ্যে এরকম আরেকটা বিল্ডিং নেই। অনেক হিসাব-নিকাশ করে বিল্ডিং-এর বাইরের দেয়ালগুলোয় ব্যবহার করা হয়েছে এবারডিন গ্রানেট। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই উপকরণটি ব্যবহারের সময় মাথায় রাখা হয়েছিল সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের মন-মানসিকতার কথা। তারা যেন এর জৌলুস দেখেই আস্থা ও আশ্বস্ত বোধ করে; ভাবে, এখানে তাদের কষ্টের টাকা বিনিয়োগ করলে কখনও তা বিনষ্ট হবে না। ম্যানশনের আর সব কারুকার্য বা ভাস্কর্যও একই চিন্তা মাথায় রেখে বসানো হয়েছে, যাতে এসব দেখেই সবার মন থেকে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়ে সমস্ত দুর্ভাবনা দূর হয়ে যায়। ইমারতের উপরে বসানো তুলাদণ্ড হাতে চোখ বাঁধা বিচারকের মূর্তি ভরসা জাগায়। আরও কিছু ভাস্কর্য রয়েছে, যেগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এমনই মজবুত করে ম্যানশনটার ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে যে, খুব বড় মাত্রার ভূমিকম্প না হলে এর সামান্যতম ক্ষতিরও আশঙ্কা নেই। ভূমিকম্পের কারণে ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যাণ্ডে যদি বা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, এই ম্যানশনে তার ঢেউ আসবে না, এমনই ধারণা মানুষের।

বলতেই হবে, এত সব আয়োজন বৃথা যায়নি। ভিতরের অবস্থা যা-ই হোক, সাধারণ মানুষের মনে আসলেই আস্থা ও নির্ভরতা তৈরি হয়েছে।

উৎফুল্ল কণ্ঠে স্যর রবার্টের পার্টনার মি. চ্যাম্পার্স-হ্যাসওয়েল বলছিল, 'গ্রানেট ব্যবহারে বাহ্যিক চাকচিক্য বেশি মনে হয় বটে, কিন্তু অবচেতনভাবে হলেও আমরা আসলে চাকচিক্য দেখেই প্রভাবিত হই। বিনিয়োগ থেকে দ্রুত মুনাফা পেতে হলে মানুষকে প্রভাবিত করো, গাম্ভীর্যের সঙ্গে উপস্থাপন করো তোমার বক্তব্য। সাথে আভাস দাও যে, জনগণ তাদের বিনিয়োগের বিনিময়ে পাবে কাঙ্ক্ষিত লাভ। দেখবে, হাতেনাতে ফল পেয়ে গেছ।'

এই প্যাঁচ-ঘোঁচ মারা কথা এইলওয়ার্ডের মাথার উপর দিয়ে গেল। স্যর এইলওয়ার্ড একজন ব্যারন। পার্টনারের দিকে আবেগশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই বিশেষ দৃষ্টি ইতিমধ্যেই তাকে যথেষ্ট পরিচিত করে তুলেছে। বলল, 'অতিকল্পনা মনে হচ্ছে। তবে, যদি বোঝাতে চাও—পাবলিক তোমার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেয়ার মত বোকা, তো আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু এই বিশেষ বিজ্ঞাপনটা একটু ব্যয়বহুল। আমি এর রিটার্নের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে চাই না। ...যা-ই হোক, বিশ হাজার পাউণ্ড খুব বড় অঙ্ক না। ...ঠিক আছে, আর্কিটেক্টকে এই গ্রানেটই ব্যবহার করতে বলে দাও।'

স্যর রবার্টের রুমটা খুব সুন্দর আর পরিপাটি করে সাজানো। তার টেবিলটা এত বড় আর আকর্ষণীয় যে, যে-কোনও সেক্রেটারি অভ দ্য স্টেটেরও সেটা দেখে লোভ হতে পারে। পুরো রুম সেগুন কাঠের প্যানেলিং করা। পুরু কার্পেটের কারণে বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না চলাফেরায়। ঘরের এক কোণে পেডেস্টালের উপর রাখা ভেনাসের মূর্তি, মার্বেল পাথর কুঁদে বানানো। ম্যান্টলপিসের উপর ঝুলছে বিখ্যাত চিত্রকর গেইন্সবারোজের

আঁকা মিসেস এইলওয়ার্ডের চমৎকার এক পোর্ট্রেট।

স্যর রবার্ট বসে আছে তার আবলুশ কাঠের বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনে। হাতে একটা পেন্সিল। নাড়াচাড়া করছে আনমনে। ফায়ারপ্লেস থেকে আলো এসে পড়েছে তার মুখে। মোটামুটি আকর্ষণীয় চেহারা। বয়স চুয়াল্লিশ। কিন্তু এই বয়সেই কেমন একটা ফ্যাকাসে ভাব চলে এসেছে তার চেহারায়। তবে মোটেও সেটা খারাপ বলা যাবে না। বরং একরকম সুন্দরই বলতে হবে। তার চোখ কালো। একই রঙ সুচাগ্র দাড়িরও। নাকটা খাড়া, আভিজাত্য বাড়িয়ে তুলেছে। খুঁত বলতে শুধু মুখখানা। পাতলা ঠোঁট দুটোয় কামুক ভাবের কারণে মনে হয়, চেহারায় সর্বক্ষণ খেলা করছে নির্জলা অসততা। সে নিজেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। সেজন্য গোঁফ রেখে দিয়েছে। ভেবেছে, এতে যদি খুঁতটা একটু ঢাকা পড়ে!

লোকটার আবেগহীন নিস্পৃহ দৃষ্টির কারণে ফ্যাকাসে মুখটাকে প্রথম দেখায় মোমের মুখোশ মনে হতে পারে। যে-কেউ বলবে, 'কী জীবন্ত মুখোশ রে, বাবা! মুখোশের পিছনে মানুষ আছে, না একটা কাঠের মূর্তি আছে, কে জানে!'

তবে এই মুহূর্তে এইলওয়ার্ডের মুখ থেকে খসে গেছে নিস্পৃহতার মুখোশ। টেবিল ছেড়ে উঠে রুমের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে লাগল সে। শব্দ করে কথা বলছে, নিজের সঙ্গেই: ...এবার জমবে খেলা! ...মনে হচ্ছে, এতেই কাজ হবে। হতেই হবে,' এ পর্যন্ত বলে থেমে গেল, থামাল পায়চারি। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে তুলে নিল একখানা বাতিল চিঠি। দ্রুত হাতে একটা খসড়া হিসাব করল ওটার পিছনে। তারপর আনমনেই বলল, 'দশ লাখ সতেরো হাজার পাউণ্ড ক্যাশ আর বিশ লক্ষ পাউণ্ডের সাধারণ শেয়ার। সাথে হয়তো আরও সাত লাখ পঞ্চাশ। ...আর আমার যা আছে, তার দাম কত হতে পারে? আড়াই লাখ?

...এই হচ্ছে আমার সম্পদ...আমার বিশ বছরের পরিশ্রমের ফসল। ...আর যদি "বুম" (হঠাৎ কোনও কারণে যদি শেয়ার বাজারে সাধারণ শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, সেটাকে বলে বুম।) হয়, তা হলে তো কথাই নেই! আরও বিশ লাখ পেয়ে যাচ্ছি! বলা চলে, এখন আমি অনেক বড়লোক। কিন্তু ক'দিন আগেও আমার অবস্থা রীতিমত শোচনীয় ছিল! পাঁচ হাজার পাউণ্ডও ছিল না পকেটে। দেউলিয়া হতে বসেছিলাম একেবারে। সেই আমার এত পরিবর্তন হলো কীভাবে?'

ঘরের কোণে রাখা ভেনাসের মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল এইলওয়ার্ড। ওটার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলল, 'না, তুমি নও। তুমি ধনী বানাওনি আমাকে।'

তারপর ঘুরে চলে এল ঘরটার আরেক কোণে। ওদিকটা ছায়ায় ঢাকা। ওখানে, একটা স্ট্যাণ্ডের উপর রাখা আছে আরেকটা জিনিস। আবছায়াতে থেকে থেকে চকচক করছে। জিনিসটার উচ্চতা দশ থেকে বারো ইঞ্চি। এর বেশি আর কিছু বোধগম্য হচ্ছে না। শুধু ওটার হলুদ রঙ আর প্রায় ব্যাঙের মত আকৃতি বোঝা যাচ্ছে।

সম্ভবত এইলওয়ার্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে জিনিসটা। দাঁড়িয়ে পড়ল ব্যারন। দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। তারপর বাতি জ্বেলে দিল আরেকটা। অন্ধকার থেকে লাফিয়ে আলোয় বেরিয়ে এল যেন হলুদ জিনিসটা।

উজ্জ্বল আলোতে দেখা গেল, কুৎসিত একটা মূর্তি ওটা। দেখেই মনে হবে, এই জিনিস প্রাকৃতিক কিছু হতেই পারে না। বিকৃতদর্শন মূর্তির ফাঁপা শরীরটা ব্যাঙের। কিন্তু সরীসৃপের মত সরু কাঁধের উপরের মাথাটা রমণীর! মূল্যবান রত্ন দিয়ে তৈরি এর চোখ দুটো। ভীষণ শয়তানী মাখা চেহারার মোহনীয় সৌন্দর্য রীতিমত আকর্ষণ করছে যেন। পাথুরে চোখে অপলক তাকিয়ে

রয়েছে উপরের দিকে। রুক্ষ হাতে কারুকাজ করা হলেও তাতে এর শয়তানী ভাব বিন্দু মাত্র কমেনি। অদ্ভুত এক শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন মূর্তিটা থেকে।

বিড়বিড় করে বলল স্যর রবার্ট, 'কুৎসিত এক শয়তান তুমি। স্বর্গ-মর্ত্য কোনও কিছুতেই বিশ্বাস নেই আমার, কিন্তু তোমার ব্যাপার আলাদা। আমার বিশ্বাস, তোমার কারণেই সুদিন ফিরেছে আমার। ভার্নন যেদিন তোমাকে আমার অফিসে নিয়ে এল, সেদিন থেকেই ঘুরতে শুরু করেছে আমার সৌভাগ্যের চাকা। ...তোমার মিষ্টি হাসি বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি। ...চোখ দুটো কী পাথর দিয়ে তৈরি তোমার? যেভাবে রঙ বদলাচ্ছে, মনে হচ্ছে—ওপেল। আজ দেখছি অনেক বেশি চমকাচ্ছে ওগুলো! আগে তো এমন কিছু দেখিনি...'

ঠিক তখন দরজায় নক হলো। বাতি নিভিয়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে গেল স্যর রবার্ট। ভাবাবেগের সব চিহ্ন মুছে গেছে চেহারা থেকে। ওখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভিতরে এসো।'

প্রবেশ করল সুবেশী এক ক্লার্ক। ধূসর-বাদামি চুল তার। গায়ে নিখুঁত ছাঁটের ফ্রক কোট আর পেটেন্ট চামড়ার বুট পায়ে। খানিকটা এগিয়ে এসে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল ব্যারনের ডাকের অপেক্ষায়। বেশ খানিকটা সময় লোকটার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে রইল এইলওয়ার্ড, যেন তাকে দেখতেই পায়নি। এটাও তার একটা স্টাইল। পরিষ্কার গলায় বলল, 'জেফরিস, তোমাকে ডেকেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'না, স্যর, ডাকেননি,' এমন সমীহের সঙ্গে বাউ করল ক্লার্ক, যেন স্বয়ং রাজার সঙ্গে কথা বলছে। 'তবে, স্যর, "দ্য সিনিক" পত্রিকায় আমাদের পাঠানো আর্টিকেলটা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে।'

'প্রেসের ব্যাপার? এতদিনে তো তোমার জেনে যাওয়ার কথা,

এ বিষয়টা আমি দেখি না। মেজর ভার্নন বা মি. হ্যাসওয়েলের কাছে যাও।'

'এই মুহূর্তে তারা কেউ অফিসে নেই, স্যর।'

'ঠিক আছে, বলো কী হয়েছে। তবে সংক্ষেপে। জরুরি কাজ আছে আমার।'

শুনে আরেকবার মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল জেফরিস।

'আমাদের পাঠানো আর্টিকেলটার ব্যাপারে সিনিক থেকে একটু আগে টেলিফোন করেছিল। আপনি বোধ হয় আর্টিকেলটা দেখেছেন। ওটার শুরুটা নিশ্চয় মনে আছে আপনার।' হাতের কাগজটা থেকে পড়তে শুরু করল সে। কাগজটার হেডিং-এ লেখা: *সাহারা লিমিটেড*। 'অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রজেক্ট আমরা হাতে নিয়েছি, যার মূল লক্ষ্য রুক্ষ মরুর বুকে পানি প্রবাহিত করা; যাতে সেই জলপথ দিয়ে চলতে পারে বিশাল সব বাণিজ্য-জাহাজ। এতে করে ওই মরু এলাকায় গড়ে উঠবে নতুন জনবসতি। এলাকাটা উন্নত হয়ে উঠবে সদ্য ফোটা গোলাপ কুঁড়ির মত। পরবর্তী আর্টিকেলগুলোতে এ-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় তুলে ধরা হবে বিনিয়োগকারীদের সামনে। তখন সবাই এর আদ্যোপান্ত যাচাই করতে পারবেন।

'অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের প্রজেক্ট ইতিমধ্যেই বিনিয়োগকারীদের ভিতর যথেষ্ট সাড়া ফেলতে সমর্থ হয়েছে। এখন শুধু তাঁদের জন্য অপেক্ষা, যাঁরা এই মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে নিজেদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখাতে চলেছেন। সঙ্গে সুবিশাল আর্থিক মুনাফা তো থাকছেই। আমাদের বর্তমান আর্টিকেলের উদ্দেশ্য জাতীয় ও রাজকীয় পর্যায়ে প্রজেক্টের গুরুত্ব তুলে ধরা...

স্যর রবার্ট জিজ্ঞেস করল, 'এই বিরক্তিকর জিনিসটা পড়ে

শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে তোমার, জেফরিস?' তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট বিরক্তি।

'আর পড়ব না, স্যর। আর্টিকেলটা প্রকাশ করার জন্য সিনিককে আমরা তিরিশ গিনি দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু ওরা বলছে, "জাতীয় ও রাজকীয় পর্যায়ে" কথাটা এর মধ্যে রাখতে চাইলে আরও বিশ গিনি দিতে হবে।'

'সে কী, কেন?'

'আপনি যেহেতু সবসময় সত্যি কথা শুনতে পছন্দ করেন, তাই বলছি। আসলে ওদের বিজ্ঞাপন বিভাগীয় সম্পাদক মনে করেন, সাহারা লিমিটেড স্রেফ একটা পোশাকী নাম। আমরা জনগণের সাথে বিশাল একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই করব না। তাই পঞ্চাশ গিনির কমে কোনওমতেই তিনি শব্দ দুটো ওই আর্টিকেলে স্থান দেবেন না।'

স্যর রবার্টের মুখে মলিন হাসি দেখা দিল। 'মাত্র পঞ্চাশ? বলতেই হবে, লোকটার আত্মসংযম আছে। ওর জায়গায় আমি হলে আরও বেশি চাইতাম। যা হোক, এখনই লাগতে চাই না ওদের সাথে। যা চায়, দিয়ে দাও। কিন্তু জেফরিস, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি নিশ্চয় আমাকে বিরক্ত করতে আসোনি?'

'না, স্যর। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। সমস্যা মূলত "ডেইলি জাজ"কে নিয়ে। ওরা শুধু আমাদের আর্টিকেলই ফিরিয়ে দেয়নি, আমাদের কোনও বিজ্ঞাপন ছাপতেও অস্বীকার করছে। এমনকী আমাদের প্রসপেক্টাসের তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়েনি।'

খানিক চিন্তার পর স্যর রবার্ট মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, এটা গুরুতর সমস্যা বটে। ভুলভাল বক্তব্য দিলেও সাধারণ মানুষ চোখ বন্ধ করে ওদের কথা বিশ্বাস করে। বিজ্ঞাপনের জন্য আকাশছোঁয়া দামের প্রস্তাব দাও।'

'তা-ও করা হয়েছে, স্যর। কিন্তু ওরা রাজি না।'

হাঁটতে হাঁটতে ঘরের এক কোনায় চলে গেল স্যর রবার্ট। আনমনে চিন্তা করছে। তারপর যেন কোনও বুদ্ধি পেয়েছে, এমনভাবে থেমে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে জেফরিসকে বলল, 'মেজর ভার্নন এলে আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।'

শুনে বাউ করে নিঃশব্দে চলে গেল ক্লার্ক।

'দেখা যাক, এবার কী হয়,' ভাবল স্যর রবার্ট। 'দ্য জাজের এডিটর—বুড়ো জ্যাকসন হচ্ছে ভার্ননের বাবা স্যর উইলিয়াম ভার্ননের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জ্যাকসনের এক বোনকে বিয়ে করেছে সে। সুতরাং কেউ ওর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারলে ভার্ননই পারবে। তবে কথা হচ্ছে, ওর উপরও পুরোপুরি ভরসা রাখা যাচ্ছে না। ভার্ননকে ব্যবসার শেয়ার দিয়েছি, কারণ প্রজেক্ট এলাকাটা খুব ভাল করে চেনে ও। তা ছাড়া স্কিমটা ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে। বলতেই হবে, পরিকল্পনাটা ভাল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এখন ও সবটাই জানতে চাইছে। খুব বেশি নীতিবান হয়ে উঠেছে। ...হ্যাহ্, যেন কোম্পানি নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামায়। ...ওই যে, এসে গেছে আমাদের শ্রীমান।'

ডেস্কে গিয়ে বসল রবার্ট। হিসাবের দিকে নজর দিল। বাইরে ক্লার্কের অফিসে শোনা যাচ্ছে ভরাট গলার আওয়াজ। কণ্ঠটা আন্তরিক। ক্লার্কদের সঙ্গে কথা বলছে। একটু পরে শোনা গেল জোড়া পায়ের শব্দ। দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে আসছে। পুরু কার্পেটের কারণে অবশ্য আওয়াজটা মোলায়েম শোনাচ্ছে। স্যর রবার্টের অফিস কক্ষের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এক লোক। মেজর অ্যালান ভার্নন।

মেজরের বয়স বেশি নয়। বত্রিশ-তেত্রিশ হবে বড়জোর। তবে এই বয়সের অন্যান্য ইংরেজদের মত তার চেহারায় লালচে ভাব নেই খুব একটা। এমনকী তার স্বাস্থ্যও খুব ভাল বলা যাবে

না। পশ্চিম আফ্রিকায় সার্ভিসে থাকাকালীন কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল সে একবার। তাতেই চেহারার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেছে। দুর্বল কোনও মানুষ হলে জ্বর থেকে উঠে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী বলেই আবার দু'পায়ে খাড়া হতে পেরেছে অ্যালান।

অ্যালানের চেহারায় এমন কিছু রয়েছে, যেটা নজর কেড়ে নেয়। মনে হয়, এ লোক নিঃসন্দেহে সৎ ও ভাল মানুষ। আর কেমন একটা রহস্যময়তা খেলা করে তার চোখে। ভাবালু চোখ জোড়া দেখে বলে দেয়া যায়, দূরদৃষ্টি আর নানান আইডিয়া খেলা করছে তার ভিতরে। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ, বড়-বড় বাদামি চোখ, একটু বড় কপাল দেখে মনে হয়, অসুস্থতার কারণে চেহারা মলিন হয়ে গেলেও শরীরের দিক থেকে পুষিয়ে গেছে সেটা। চওড়া কাঁধ আর মজবুত শারীরিক কাঠামোর মানুষটি লম্বায় পাক্কা ছ'ফুট।

সৈনিক হিসেবে প্রশিক্ষণ নিলেও ভার্ননের মনটা সরল, সদয়। মোটেও সন্দেহপ্রবণ নয় সে। নিজে যেমন, অন্যদেরও তেমনি সরলভাবে দেখতেই অভ্যস্ত। কারও দোষ খুঁজতে যায় না সচরাচর। এমনকী খুঁজে পেলেও সেটা বিশ্বাস করতে সময় লেগে যায় ওর। ঠিক এ কারণেই স্যর রবার্ট ও চ্যাম্পার্স-হ্যাসওয়েলের অফিসে একদমই বেমানান মেজর।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অ্যালান একটু উদ্বিগ্ন। ওর বর্তমান মানসিক অবস্থার তুলনা চলে ডাঙায় তোলা মাছের সঙ্গে, কিংবা নোংরা পানিতে মরণাপন্ন মাছ। রবার্টকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে খুঁজছিলেন, স্যর?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'হ্যাঁ, ভার্নন। তোমার আপত্তি না থাকলে একটা কাজ করতে বলব ভাবছিলাম। কাজটা অবশ্য তোমার লাইনের না। আচ্ছা, দ্য জাজের এডিটর জ্যাকসন তো তোমার বন্ধু, তাই না?'

'না। উনি আমার বাবার বন্ধু। তাঁর সাথে সামান্যই পরিচয়

আছে আমার।'

'তাতেই চলবে। যাকে বলে, গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকটা। আমাদের সাহারা স্কিমটা সে মোটেও পছন্দ করছে না। কেউ-না-কেউ তো ওকে ফুঁসলেছে নির্ঘাত। বিজ্ঞাপন তো নিচ্ছেই না, উপরন্তু স্কিমটার তীব্র সমালোচনাও করছে। অন্যান্য পত্রপত্রিকা কিছুই করতে পারবে না আমাদের। এমনকী দরকার হলে ওদের বিরুদ্ধে লড়াইও করতে পারব আমরা। তবে জাজের ব্যাপারটা ভিন্ন। জানোই তো, শত্রুকে ছোট করে না দেখাই ভাল। আসল কথা হচ্ছে, তুমি কি একটু ওদের অফিসে যেতে পারবে? সামনাসামনি কথা বলে এডিটরের ভুলটা ভেঙে দিতে পারলে খুব ভাল হত।'

উত্তর দেয়ার আগে অলস পায়ে হেঁটে জানালার কাছে চলে গেল অ্যালান। বাইরে তাকিয়ে বলল, 'পারিবারিক বন্ধুদের কাছ থেকে উপকার চাইতে ভাল লাগে না আমার। আর আপনি যেমনটা বললেন, ওটা আমার লাইনও নয়। তবে এর সাথে যদি এঞ্জিনিয়ারিং-এর কোনও সম্পর্ক থাকে, তা হলে সানন্দে তাঁর সাথে কথা বলব আমি,' শেষের কথাটা বলার সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যালানের মুখ।

'এঞ্জিনিয়ারিং-এর সাথে কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা বলতে পারব না। তুমি নিজে যদি খোঁজ নিয়ে দেখো, তো খুব ভাল হয়,' একটু কঠোর কণ্ঠেই কথাটা বলল স্যর রবার্ট। 'কিন্তু এত কাটখোট্টাভাবে চিন্তা করলে চলবে কেন? হ্যাঁ, এটা সত্য যে, আমরা সবাই আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, একসাথে হোক বা আলাদা, এন্টারপ্রাইজের জন্য আমরা সবাই-ই দায়বদ্ধ। এই বোধটা তোমার ভিতরে কাজ করে কি না, তা নিয়ে আমি কিন্তু বেশ সন্দিহান,' ধীরে, কিন্তু গাম্ভীর্যের সঙ্গে গায়ে জ্বালা ধরানো

কথাগুলো বলল স্যর রবার্ট।

মৃদু কাঁপছিল অ্যালান। ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'চিন্তাটা আমার মধ্যে আছে...বেশ ভালভাবেই আছে।'

স্যর রবার্ট একজন ব্যারন। আর অ্যালান এঞ্জিনিয়ারিং কোরের রিটায়ার্ড মেজর। যে-কেউই বুঝতে পারবে, তাদের চিন্তা-ভাবনার ব্যবধান দুস্তর। দু'জনের জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা—সবই একেবারে ভিন্ন। কোনও ব্যাপারেই মিল নেই তাদের।

মুহূর্তখানেক অ্যালানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্যর রবার্ট। ভাবছে, মেজরের কথার অন্য কোনও অর্থ রয়েছে কি না। মুখে শুধু বলল, 'ঠিক আছে। নীচে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওটা এখনই তোমাকে ফ্লিট স্ট্রিটে নিয়ে যাবে। ক্লার্কদের কাউকে বলে দিয়ো পত্রিকা অফিসে ফোন করে তোমার যাওয়ার কথা জানিয়ে দিতে। ...আর হ্যাঁ, ডিনারের আগে আজ বেরোচ্ছি না। তোমার কাজিন হ্যাসওয়েল আসতে পারে। সম্ভব হলে এদিকে একবার চক্কর দিয়ে যেয়ো। ...যাও, বুড়ো জ্যাকসনকে ম্যানেজ করে এসো। আর সবার মত ওরও নিশ্চয়ই একটা "মূল্য" আছে। যা-ই সে চাক, সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। স্রেফ রাজি হয়ে যেয়ো। চাই না, আগামী দুয়েক সপ্তাহ গলার কাঁটা হয়ে থাকুক ব্যাটা আমাদের।'

দশ মিনিট পরের কথা। অ্যালানকে নিয়ে স্যর রবার্টের দুই হাজার গিনি দামের গাড়ি রওনা হলো দ্য জাজের অফিসে। অফিসের গেটে পৌঁছুলে দারোয়ান তার পোস্টের নোংরা কাঁচের দেয়ালের ওপাশ থেকেই বাউ করল অ্যালানকে। দরজার পরেই ছোট এক বাক্সমত কেবিনে বসে আছে ছোট একটা ছেলে। অ্যালানকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে তার কী কাজ। অ্যালানের নাম শুনে ছেলেটা বলল, 'গাভনর বলে পাঠিয়েছেন,

মি. অ্যালান এলেই যেন তাঁকে তিনতলায় সম্পাদকের অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়।' তিনতলায় উঠে প্রথমে ডানে, তারপর বামে যেতে হবে, বলল।

জায়গামত পৌঁছে অ্যালান দেখল, ওর অপেক্ষায় রয়েছে উদ্বিগ্ন চেহারার এক ক্লার্ক। তার সঙ্গে প্রায় 'উড়ে' গিয়ে বড় এক অপরিচ্ছন্ন কামরায় ঢুকল অ্যালান। ভঙ্গুর দশা ঘরটার। বড় এক ডেস্কের পিছনে বসে আছে একজন বয়স্ক লোক। ঘরটার মতই চেহারা তার। বিশাল, এলোমেলো আর ভঙ্গুর। হাতে লম্বা একটা কাগজ। প্রুফ শিট। একজন সাব-এডিটরের সঙ্গে ধমকের সুরে কথা বলছিল সে।

অ্যালান নক করে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই লোকটা বলল, 'কেউ কি দেখছে না, আমি ব্যস্ত?'

অপমানিত বোধ করল অ্যালান। ইতস্তত করে বলল, 'মাফ করবেন, কিন্তু আপনার লোকই আমাকে উপরে আসতে বলেছে। আমি অ্যালান ভার্নন।'

'ওহ্, চিনেছি। একটু বসো প্লিজ। আর তুমি, মি. থমাস, এই আবর্জনা নিয়ে ভাগো এখান থেকে। আমি যেভাবে বলেছি, সেভাবে আবার লিখে এনে আমাকে কৃতজ্ঞ করো।'

বাতিল কাগজটা হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচল মি. থমাস। সম্পাদক সহাস্যে বলল, 'লোকটা আস্ত একটা গবেট। ভাগ্য ভাল, লেখাটায় আমার চোখ পড়েছিল। তবে আর সব বস্তা পচা সস্তা লেখকের চেয়ে বেশি খারাপ না সে,' সুইভল চেয়ারটা অ্যালানের দিকে ঘুরিয়ে হেসে উঠল হা হা করে। 'এবার বলো, অ্যালান, তোমার জন্য কী করতে পারি? আমার হাতে পনেরো মিনিট সময় আছে। আরেহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার সাথে দুই যুগ—মানে চব্বিশ বছর পর দেখা হলো। শেষবার যখন দেখি, তখন একেবারেই বাচ্চা ছিলে তুমি। আর আজ আর্মি থেকে

বেরিয়ে এসেছ। বের তো হয়েছই, সাথে ফাইন্যান্সারও বনে গেছ। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে আজ সত্যিই খুশি হতেন।'

'আমি আর্মি ছাড়িনি,' বলল অ্যালান। 'আর্মিই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। অসুস্থতার অজুহাত তুলে কর্তৃপক্ষ আমাকে যুদ্ধ পরিস্থিতির অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। ওদের বক্তব্য হলো: কালাজ্বরে পড়ার পর কখনওই আর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারব না। দেখতেই পাচ্ছেন, ওদের ধারণা ভুল।'

'উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়তে হলো তোমাকে। দুর্ভাগ্য ছাড়া একে আর কী বলব! দেখার চোখ থাকলে ওঅর অফিস ঠিকই চিনত তোমাকে। তোমার চেহারা-নকশা দেখছি অনেকটাই বাপের মত হয়েছে। সাথে আরেকজনেরও আভাস রয়েছে,' মাথা ভরা ধূসর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল বুড়ো এডিটর। 'তবে তার চেহারা সম্ভবত তোমার মনে নেই। যাক গে, কাজের কথায় আসি। অফিসে বসে স্মৃতিচারণ করে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। মনে হচ্ছে, বিশেষ কিছু বলতে বা চাইতে এসেছ?'

খানিকটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে শুরু করল অ্যালান, 'ব্যাপারটা সাহারা ফ্লোটেশন নিয়ে।'

নামটা শুনেই এডিটরের চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল। 'সাহারা ফ্লোটেশন! ওই অভিশপ্ত—' একটু থমকে গেল বুড়ো। তারপর বলল, 'দুনিয়ায় এত কিছু থাকতে ওর মধ্যে কীভাবে গেলে তুমি? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কে যেন বলেছিল, কোম্পানি প্রোমোটার এইলওয়ার্ড আর হ্যাসওয়েল বদমাশটার সাথে এই প্রজেক্টে তোমারও শেয়ার আছে। ধুরন্ধর...ভীষণ ধুরন্ধর এই হ্যাসওয়েল লোকটা। তা, কী বলতে চাও?'

'ব্যাপার হচ্ছে, মি. জ্যাকসন, দ্য জাজ কোম্পানির আর্টিকেলটা প্রকাশ করতে চাইছে না। এমনকী বিজ্ঞাপন

ছাপতেও অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এসব ব্যাপারে আমি অবশ্য ভাল জানিও না, বুঝিও না। কিন্তু স্যর রবার্ট অনুরোধ করেছেন, বিষয়টার কোনও সুরাহা যদি করা যায়...

'বলতে চাইছ, এইলওয়ার্ড জানে যে, আমার সাথে তোমার পারিবারিক পরিচয় আছে। তাই সে তোমাকে পাঠিয়েছে আমাকে ভজাতে। ভুল করেছে। আমি যতক্ষণ এই চেয়ারে আছি, ততক্ষণ কেউ আমাকে দিয়ে এই কাজ করাতে পারবে না। এমনকী কাগজের মালিকেরাও না।'

নীরবতা নেমে এল দু'জনের মাঝে।

অ্যালানই প্রথম নীরবতা ভাঙল। 'বুঝতে পেরেছি। আমি তা হলে আর আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'তোমাকে পনেরো মিনিট সময় দেব বলেছি। মাত্র চার মিনিট পার হয়েছে। বসো। এখন তোমার বাবার পুরানো বন্ধু হিসেবে আমাকে বলো, কী জন্য ওই জংলি শুয়োরের পালে গিয়ে ভিড়লে?'

প্রশ্নটায় কিছু একটা ছিল। হয়তো আন্তরিকতা—যার কারণে কথাটার রুক্ষ ভাবটুকু অতটা কানে বাজেনি।

'প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য এখন আর ঠিক নেই। মরুভূমিতে পানি প্রবাহিত করার আইডিয়াটা মূলত আমার। বছর কয়েক আগের কথা। তখন হাতে কোনও কাজ ছিল না। অবসর সময়টা কাটাই ওই এলাকায় কিছু সার্ভে করে। এরপরই বাধ্য হই মিলিটারি ছেড়ে দিতে। তার পরপরই বাবা মারা যাওয়ায় ইয়ার্লিজে ফিরে আসতে হয়েছিল। ইয়ার্লিজের মালিকানা এখন আমার হাতে। তবে একটা শুটিং স্পট ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ওটা থেকেই দু'চার পয়সা আসে। সেই টাকা আবার ওটার মেরামতির পিছনেই খরচা হয়ে যায়। ফলে সম্পত্তিটাকে একরকম মূল্যহীনই বলা যায়। ওখানেই একদিন মি.

চ্যাম্পার্স-হ্যাসওয়েলের সাথে আলাপ হয়। জানতে পারলাম, আমাদের কাছাকাছিই নাকি থাকে সে। দূর সম্পর্কের কাজিন। জানেন বোধ হয়, আমার মা-ও ছিল একজন চ্যাম্পার্স। কথায় কথায় আমার ব্যাপারটা হ্যাসওয়েলকে জানাই। সে-ই আমাকে স্যর রবার্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ওরা আমাকে কোম্পানির সামান্য কিছু শেয়ার অফার করে। বলে, কোম্পানির জন্য ঠিক আমার মত একজনকেই দরকার ছিল ওদের।'

বুড়ো এডিটর বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ঠিক তোমার মতই একজন। ভার্ননদের শেষ বংশধর, যার নামে কোনও কালিমা নেই। সম্ভাবনাময় একজন এঞ্জিনিয়ার এবং কাউন্টির সবার কাছেই সৎ লোক হিসেবে পরিচিত একটা মুখ। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ঠিক তোমাকেই ওদের দরকার ছিল। তা, তুমি কী করলে? ওদের প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে?'

'হ্যাঁ। গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। কারণ হাতে তখন কোনও কাজ নেই আমার। চেয়েছিলাম দ্রুত কিছু টাকা বানাতে। কয়েক প্রজন্ম ধরেই ইয়ার্লিজে বাস করছে ভার্ননরা। একে বিক্রি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার এটাকে ধরে রাখতেও টাকার দরকার। আর...আর... থেমে গেল অ্যালান।

অন্যমনস্কভাবে এডিটর জিজ্ঞেস করল, 'বারবারা চ্যাম্পার্সের সাথে দেখা হয়েছে তোমার কখনও? আমি দেখেছি একবার। মেয়েটা খুব ভাল। সুন্দরীও। ওর সাথে নিশ্চয় পরিচয় আছে তোমার? মেয়েটার অভিভাবক ওর চাচা। ইয়ার্লিজ থেকে দূরে নয় ওদের বাড়ি। ওর কোনও ব্যাপার নাকি?'

মেজরের চেহারায় একটু রঙ ধরল। হালকা লালচে হয়ে উঠল গাল। 'হ্যাঁ, বারবারার সাথে দেখা হয়েছে। সেটাও একটা কারণ।'

'বারবারা একদিন চ্যাম্পার্সের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

অবশ্য হ্যাসওয়েল যদি ওর সম্পত্তি থেকে হাত ধুয়ে না ফেলে, তবেই।'

'মনে হয়, এইলওয়ার্ডও কথাটা জানে। প্রথম যখন বারবারাকে দেখি, এইলওয়ার্ডও তখন সেখানে ছিল। ঘুরঘুর করছিল মেয়েটার আশপাশে,' খুব জোর দিয়ে বলল অ্যালান।

'স্বাভাবিক। আমার কথা যদি শোনো, তা হলে বলব, যত জলদি সম্ভব ব্যবসাটা থেকে বেরিয়ে এসো।'

'কেন?'

'তুমি নিশ্চয়ই নিজের নাম কলঙ্কিত করতে চাও না? বা তোমার পরিবারের নাম ধুলোয় লুটাক, তা-ও আশা করো না নিশ্চয়ই?' ঘুরে ড্রয়ার থেকে টাইপ করা কয়েক পাতা কাগজ বের করল এডিটর। 'নাও। অবসর সময়ে পড়ে নিয়ো। চ্যাম্পার্স-হ্যাসওয়েল আর এইলওয়ার্ডের ফাইন্যান্সিয়াল ক্যারিয়ারের বিবরণ পাবে এতে। ওদের কোম্পানির উত্থানপর্ব আর যারা বিনিয়োগ করেছিল, তাদের টাকা-পয়সার কী হয়েছে, তা-ও পাবে। গতকালই এটা আমাকে জোগাড় করে দিয়েছে একজন। কাগজটা আমি ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে যাচ্ছি। বাইরে থেকে দেখে বা তোমার এঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও ব্যাপারেই কোনও সমস্যা পাবে না। কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে, মরুর বুকে কখনওই হাওয়া লাগবে না জাহাজের পালে। ব্রিটিশ জনগণের মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা চলে যাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পকেটে। যাক গে...তুর্কি এলাকায় কাজ শুরু করতে যাচ্ছ তোমরা, তা-ই না? সবকিছু বাদ দিলেও প্রজেক্টের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা তুর্কি সুলতানের কাছ থেকেই নিতে হবে, নাকি?'

'কনস্ট্যান্টিনোপোলে থাকতেই স্যর রবার্ট আর হ্যাসওয়েল সুলতানের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়েছে। কাগজটা আমি দেখেছি।'

'তা-ই? সুলতানের স্বাক্ষর চেনো তুমি? আমার কাছে পাকা খবর আছে, গত শরতে ওরা যখন ওখানে ছিল বলেছে, সেসময় সুলতান ছিল খুবই অসুস্থ।'

'তার মানে, আপনি বলতে চান, ওরা...' এতটুকুই বেরোল অ্যালানের মুখ দিয়ে।

'শুধু বলব, এই শেয়ার আর সিকিউরিটিগুলো আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। খবরের জন্য আমাদের নিজস্ব ও নির্ভরযোগ্য সোর্স রয়েছে। এখনই হয়তো কোনও পক্ষ থেকে প্রতিবাদ উঠবে না। বা কেউ হয়তো মুখও খুলবে না। কারণ, জায়গামত "বকশিশ" পৌঁছে গেছে। কিন্তু দু'দিন আগে বা পরে—ঝড় একটা উঠবেই। আর ঝড়ের ধাক্কা শুধু দেশের ভিতর থেকেই আসবে না, বাইরে থেকেও আসবে। সাথে স্ক্যাণ্ডাল তো থাকবেই। এই স্কিমটার উদ্যোক্তাদের জন্য এত বেশি লাভের আয়োজন করা হয়েছে যে, ব্যাপারটা প্রায় নির্লজ্জতার পর্যায়ে পড়ে। তুমিও কিন্তু তাদেরই একজন। ...যাক, সময় শেষ। এখন আমার পরামর্শ চাইলে মানতেও পারো, না-ও মানতে পারো। তবে যা বলেছি, তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে শুধু নয়, সচেতন মানুষ হিসেবেও বলেছি। হাজার পাউণ্ড দিলেও ওই আর্টিকেল নামের হাওয়াই মিঠাই ছাপব না আমি। জানি, এই দাম দেয়ার জন্যও এইলওয়ার্ড এক পায়ে খাড়া। ...এখন যাও। আবার দেখা হবে। কী ঘটল না ঘটল, জানিয়ো।'

বেরিয়ে আসছে মেজর, 'মিস বারবারাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল সম্পাদক, 'যত যা-ই হোক, মেয়েটা আসলেই সৎ।'

দুই

আনমনা অ্যালান নীচে নেমে এল। সিঁড়িতে এক লোকের সঙ্গে ধাক্কাই লেগে যাচ্ছিল প্রায়। এডিটরের রুম থেকে তার জন্যই নিশ্চয় কলিং বেল বাজছিল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিল লোকটা।

পত্রিকা অফিসের গেট থেকে অ্যালানকে এসকর্ট করে নিয়ে এল স্যর রবার্টের মহামূল্য গাড়ির শোফার। গাড়ির মধ্যে সিলিং ল্যাম্প রয়েছে। সেটা জ্বেলে মি. জ্যাকসনের দেয়া কাগজটা পড়তে শুরু করল অ্যালান। পড়ার সুযোগটা পেল অবশ্য ম্যানশনে পৌঁছনোর আগে পনেরো মিনিটের মত রাস্তায় গাড়িটা আটকে যাওয়ায়। সবটুকু পড়ার সময় পেল না যদিও; কিন্তু যতটুকু পড়ল, তাতেই বাদামি চোখ জোড়া কপালে ওঠার জোগাড়।

গাড়ি থামলে নিঃশব্দে নেমে এল অ্যালান। এইলওয়ার্ডের অফিসের দরজার সামনে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। ভাবছে, কী করা উচিত। মন চাইছে এখনই একটা বাসে চড়ে নিজের ঘরে বা কোনও ক্লাবে চলে যেতে, যেখানে এইলওয়ার্ডের ছায়াও থাকবে না। কিন্তু অ্যালান কাপুরুষ নয়। তাই মনস্থির করল, ব্যারনের মুখোমুখি হবে।

অ্যালান জানে, নিজের ভাগ্য নিয়ে খেলছে ও। একটা কাজ করা যায়, ভাবল। মি. জ্যাকসনের বক্তব্য গোপন করে রবার্টকে

স্রেফ বলতে পারে যে, তার দেয়া কাজটা করতে পারেনি। অথবা আরেকটা কাজ করা যায়। ম্যাটাডর হয়ে চেপে বসতে পারে সাহারা লিমিটেড নামের ষাঁড়ের পিঠে। তাতে অবশ্য ফার্মের সঙ্গে ওর সম্পর্ক চুকেবুকে যাবে।

দ্বিতীয় কাজটা করলে নিজের আর্থিক অবস্থার অনিবার্য ধ্বংস মেনে নিতে হবে। অপরদিকে এই কথাগুলো গোপন রাখলে সম্ভবত পনেরো দিনের মধ্যেই পরিণত হবে ও বিরাট ধনীতে।

অ্যালান ভাবছিল, যে যত যা-ই বলুক, সাহারা ফ্লোটেশনের শেয়ার ছাড়া হয়ে গেছে। চড়া দামে প্রিমিয়াম শেয়ার বণ্টনও শেষ। দায়িত্বশীল কিছু লোক যেহেতু এর ভার নিয়েছে, সুতরাং প্রকল্পটা অবশ্যই আলোর মুখ দেখবে। ওর নিজের নামে যে পরিমাণ শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে, টাকার অঙ্কে তা এক লক্ষ পাউণ্ডের সমান। নানান কারণে অ্যালানের অনেক টাকার প্রয়োজন। সুতরাং এই চিন্তাও ওর মাথায় খেলল যে, এত পরিশ্রমের পর কেন সে এই টাকার ভাগ নেবে না? পরে সব 'পরিষ্কার' করে নিলেই তো হয়ে গেল।

আরেকটা ব্যাপারও মাথায় রয়েছে ওর—রবার্ট এইলওয়ার্ডের সঙ্গে চুক্তিটা যে-কোনও সময় ভেঙে ফেলা যাবে। ওটা কোনও স্থায়ী চুক্তি নয়। মি. জ্যাকসন তাকে যে কথাগুলো বললেন বা যে কাগজগুলো দিলেন, সেগুলোতে অনেক কিছুর উপরেই বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ফার্মের বেশ কিছু ব্যাপার ভীষণ গোলমেলে। সেগুলো অ্যালানের চোখে পড়লেও বোধগম্য হয়নি এতদিন। তবে সন্দেহ জেগেছে ঠিকই। মি. জ্যাকসনের দেয়া কাগজগুলো পড়ে এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে সবকিছু। ও ভাবল, প্রজেক্টটা যদি এতই অস্বচ্ছ হয়, তা হলে এর সঙ্গে থাকা বা লাভের অংশ নেয়াটা কি ঠিক হবে? সন্দেহ নেই, মুনাফার টাকাটা আসবে সাধারণ মানুষের পকেট

থেকে। কাজটা নিঃসন্দেহে বিবেকের আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবে ওকে। নিজের কাছেই প্রতারক, চোর হয়ে যাবে ও।

না। এ কাজ অ্যালানকে দিয়ে সম্ভব নয়। ভাগ্য যদি ওকে ভিক্ষুক বানাতে চায়, তা হলে ভিক্ষুকই সই। তাতে অন্তত নিজের সততা নিয়ে বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না।

মাথা উঁচু করে দৃঢ় পদক্ষেপে স্যর রবার্টের রুমে ঢুকল অ্যালান। নক করার সৌজন্যটুকুও করেনি।

বিশাল ডেস্কের একপাশে বসে হ্যাসওয়েল। গভীর মনোযোগে কী একটা কাগজ দেখছিল। অ্যালানকে ঢুকতে দেখেই দ্রুত একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল কাগজটা। অ্যালান খেয়াল করল, ওতে লেখা অক্ষরগুলো অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক।

মি. হ্যাসওয়েল গ্রীক দেবতা জিউসের মতই সুদর্শন। ছোটখাট লোকটার চুলে পাক ধরেছে অনেক আগেই। অ্যালানকে সম্ভাষণ জানাতে তড়িঘড়ি করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'কেমন আছ, অ্যালান?' দূর সম্পর্কের আত্মীয় হওয়ার সুবাদে অ্যালানকে সে নাম ধরে ডাকে। 'মাত্রই প্যারিস থেকে ফিরেছি। শুনে খুশি হবে যে, ওরাও আমাদের সমর্থন দেবে বলে জানিয়েছে। ফরাসি সরকার আমাদের স্কিমটা বুঝতে পেরেছে। ওরাও হয়তো এমন কিছু করার চিন্তা করবে। পুরো উপকূল জুড়েই তো ওদের আধিপত্য, কাজেই সাগরের দিকে হাতটা আরেকটু লম্বা করতে দোষ কী? ...আমাদের মূলধন সঙ্কট কেটে গেছে। বিনিয়োগের নিশ্চয়তা নিয়েই এসেছি আমি প্যারিস থেকে। তা ছাড়া ছোট বিনিয়োগকারী আর স্পেকুলেটরদের বিনিয়োগও বেশ ভাল হবে বলে আশা করছি। রৌদ্রোজ্জ্বল ফ্রান্সে দশ লাখ পাউণ্ডের শেয়ার ছাড়ব আমরা। বাকিটা কুয়াশাঘেরা ইংল্যাণ্ডে। গত এক যুগের সবচেয়ে বড় আর্থিক সাফল্য হতে

যাচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্ট। কী বলো?' শিস বাজাল হ্যাসওয়েল। আওয়াজটা শুনে মনে হতে পারে, ঝুলন্ত ইলেক্ট্রিক কেবলের মাঝ দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

'ঠিক জানি না, মি. হ্যাসওয়েল,' বলল অ্যালান। 'এক বছর পর মন্তব্য করলেই মনে হয় ভাল হবে। ততদিনে কোম্পানি বাস্তবিকই সফল হয়েছে, নাকি স্রেফ হাওয়া ভরা বেলুন উড়িয়েছে, স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

আবার শিস বাজাল হ্যাসওয়েল। 'বাস্তব সাফল্য! ওটা তো আমাদের মত প্রমোটারদের মাথাব্যথা নয়। যারা বিনিয়োগ করবে, তাদের মাথাব্যথা। কিন্তু তোমার হলোটা কী? এই প্রজেক্টের আইডিয়া তো তোমারই। তুমি নিজেই তো বলেছ—বিশাল মুনাফা আসবে প্রজেক্টটা থেকে।'

'হ্যাঁ। স্বাভাবিক একটা মূলধন নিয়ে কাজ শুরু করলে আর পোর্টটা আলোর মুখ দেখলে আসলেই প্রচুর মুনাফা আসবে।'

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অ্যালানের মুখের দিকে চেয়ে রইল হ্যাসওয়েল। স্যর রবার্ট এতক্ষণ শ্রোতার ভূমিকায় ছিল। এবার শীতল কণ্ঠে বলল, 'মনে হয়, এ বিষয়ে অনেক আগেই আমাদের মধ্যে কথা যা হওয়ার, হয়ে গেছে। সত্যি বলতে, এটা নিয়ে কথা বলতে বলতে আমি ক্লান্ত। এখন আমরা এমন একটা অবস্থায় রয়েছি, যেখান থেকে কোনও কিছুই আর পরিবর্তন করা যাবে না। জ্যাকসনের সাথে তোমার মোলাকাত কেমন হলো, মেজর?'

'কাজ হয়নি, স্যর। উনি বলেছেন, কোনও কিছুর বিনিময়েই এ ব্যাপারে নমনীয় হবেন না। উল্টো যতভাবে সম্ভব বাধা দেবেন।'

'আগামীকাল আমাদের আর্টিকেল প্রকাশিত হবে। তখন সে বুঝতে পারবে, তার পক্ষে সমর্থন কতটা কম। জানো নিশ্চয়ই, ফ্রান্সের কেউ দ্য জাজ পড়ে না। এমনকী কনস্ট্যান্টিনোপোলের

লোকেরাও পত্রিকাটার নাম শোনেনি। কাজেই, আমরা যতক্ষণ এক আছি, ভয়ের কিছুই নেই,' অর্থপূর্ণভাবে শেষ কথাটা বলল রবার্ট।

অ্যালান বুঝতে পারল, এখনই বলতে হবে। নইলে চিরতরে ওর শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের হ্যাট খুঁজছে রবার্ট। 'স্যর, মি. হ্যাসওয়েল,' খানিকটা নার্ভাস স্বরে শুরু করল অ্যালান, 'দুয়েকটা কথা বলার ছিল আপনাদের। কথাগুলো ঠিক সুখকর নয়।'

'বলে ফেলো। জলদি। আজ রাতে থিয়েটারে যাবার প্ল্যান। তাড়াতাড়ি ডিনার সারতে হবে। কাপড় বদলাতে হবে।'

'ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের ব্যবসা যেভাবে চলছে, তাতে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। তাই চাইছি, আমার শেয়ার ফেরত দিয়ে ফার্ম থেকে রিটায়ার করতে। চুক্তি অনুসারে সেই অধিকার আমার আছে।'

'তাই? আমার অবশ্য এমন শর্তের কথা খেয়াল নেই। তবে তাই বলে ভেবো না যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে এক মুহূর্তও আটকে রাখব এখানে। শুধু জানতে চাই, কারণটা কী? বুড়ো ভামটা কি তোমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে, নাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সেরে উঠে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল তোমার?'

'কোনওটাই না। যা বললাম...ব্যবসা যে লাইনে চলছে, তা আমার পছন্দ হচ্ছে না। মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারটাই বলুন, বা কাজের গ্যারান্টি—কোনওটাই নয়। আর... একটু থামল অ্যালান। 'আমি এই ফার্মের একজন শেয়ারহোল্ডার। কিন্তু কীভাবে কী হচ্ছে, তা কখনওই আমার কাছে সেভাবে খোলাসা করা হয়নি।'

স্যর রবার্টের চেহারায় মুহূর্তের জন্য একটা কালো ছায়া খেলে গেল। আরেকবার শিস বাজাল হ্যাসওয়েল। এবার অন্য সুরে। রবার্ট বলল, 'একটু আগেই যেহেতু রিজাইন করেছ, কাজেই এ

ব্যাপারে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখছি না। সমস্ত কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল অবশ্য...'

তার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল মি. হ্যাসওয়েল। অ্যালানের অবসরের সিদ্ধান্তে আপসেট হয়ে পড়েছে সে। বলল, 'দেখো, অ্যালান, তোমার সিদ্ধান্তের পিছনে হয়তো কোনও কারণ আছে। তারপরও বলব, তোমার নিজের স্বার্থেই আরেকবার চিন্তা করে দেখো। এক সপ্তাহের মধ্যেই বড়লোক হয়ে যেতে তুমি। এরকম অবস্থায় রিজাইন করাটা কি পাগলামি নয়?'

'সিণ্ডিকেটের সতেরো শ' শেয়ার তোমার আছে,' বলল স্যর রবার্ট, 'এগুলোর দাম এখন শেয়ার প্রতি ১৮ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। নাকি ভাবছ, নগদে এগুলোর মুনাফা তুলে নেবে।'

'ভুল করছেন, স্যর। যেভাবে ওগুলোর দাম বাড়ানো হয়েছে, সেটাও আমার আপত্তির আরেকটা প্রধান কারণ। আমি শুধু ওগুলোর ফেসভ্যালু চাই। যে দামে কিনেছিলাম, সেটাই।'

এ কথায় রীতিমত হতভম্ভ হয়ে গেল দুই সিনিয়র পার্টনার। এমন সততা বা অন্য অর্থে বোকামি তাদের কল্পনারও বাইরে। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে বলল স্যর রবার্ট, 'ভাল। তোমার উপর হুকুমদারি করা আমাদের কাজ নয়। তোমার পথ তোমারই। তর্ক করলে তাতে আমাদের সম্পর্কই খারাপ হবে।' কলিং বেলের দিকে আঙুল বাড়াল সে। 'তুমি একজন ভদ্র ও সম্মানিত মানুষ। আশা করছি, আমাদের কোনও তথ্য কখনও বাইরে প্রকাশ করবে না। আমাদের ক্ষতি বা তোমার ব্যক্তিগত লাভের জন্য হলেও না।'

'অবশ্যই,' জবাবে বলল অ্যালান, 'যদি কখনও আমার চরিত্র বা সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা না হয় বা যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় যে, কোনও কিছু প্রকাশে আমি একান্ত বাধ্য হই, তা হলে আমার মুখে তালা আঁটা থাকবে।'

'তেমনটা কখনও হবে না,' বাউ করে বলল এইলওয়ার্ড।

ঘরে ঢুকল হেড ক্লার্ক জেফরিস। স্যর রবার্ট তাকে বলল, 'মি. জেফরিস, মি. ভার্ননের সাথে আমাদের চুক্তিপত্রটা নিয়ে এসো। সাহারা সিণ্ডিকেটে তাঁর নামে যে শেয়ারগুলো রয়েছে, সেগুলো ফেসভ্যালুতে ট্রান্সফারের কাগজও তৈরি করতে হবে। একটা চেক তৈরি কোরো অ্যামাউন্টটার জন্য। যেসব কাগজপত্রে মি. ভার্ননের নাম রয়েছে, সেগুলোও সংশোধন করতে হবে। আর শোনো, স্পেকটনে ফোন করবে—মানে আর্লকে। বলবে, মডারেট দামে কতগুলো শেয়ার রয়েছে তার জন্য। বোর্ডে একটা জায়গাও রাখা হয়েছে। সে রাজি থাকলে তার নাম আমরা প্রসপেক্টাসে তুলে দেব। ...ঠিক আছে তো, হ্যাসওয়েল? ...তা হলে এভাবেই সব রেডি করো, জেফরিস। একটু জলদি কোরো। আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে চাইছি।'

নির্বিকার জেফরিস চোখের কোণ দিয়ে মেজর ভার্ননের দিকে দৃক্‌পাত করল একবার। তারপর রবার্টকে বাউ করে চলে গেল।

পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরে। বিচ্ছিরি অবস্থা। সবকিছু চুকেবুকে গেছে। কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে কাগজে সই করা বাকি। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙল হ্যাসওয়েল। মন্তব্য করল, এপ্রিল মাসের হিসেবে বাইরের আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। অ্যালানও একমত হলো। স্যর রবার্ট তার হ্যাটটা কোটের আস্তিন দিয়ে মুছছিল। অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতি পছন্দ হচ্ছিল না মি. হ্যাসওয়েলের। বিড়বিড় করে অ্যালানকে বলল রোববার হার্টফোর্ডশায়ারে তার বাড়ি যাওয়ার জন্য।

'দাওয়াত তো আগে দিয়েছেন,' বলল অ্যালান, 'আজকের ঘটনার পরও কি আমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছা আছে আমাকে?'

'কেন নয়? আমি নিয়ম করেছি, রোববারে ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও আলাপ-আলোচনা করব না। তারপরও যদি করি, তা

হলে আমাদের মত পরিবর্তন তো হতেও পারে। স্যর রবার্ট যাচ্ছেন। তুমি না গেলে বারবারা হয়তো মাইণ্ড করে বসবে। বেচারী আসলে খুবই সরল। শহুরে জটিলতার কিছুই বোঝে না।'

বারবারার নাম শুনে মুখ তুলে চাইল স্যর রবার্ট। তার চোখে যে অভিব্যক্তি, তাকে চ্যালেঞ্জ বললে ভুল হবে না। একটু আগেও অ্যালান ভাবছিল, কোনও কিছুর বিনিময়েই সে প্রাক্তন পার্টনারদের মুখোমুখি হবে না। কিন্তু বারবারার কথায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল। 'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'ডিনারের আগেই চলে আসব আমি। বারবারাকে আমার যাওয়ার কথা জানিয়ে দিতে পারেন।'

'ও খুব খুশি হবে,' বলল হ্যাসওয়েল, 'কয়েক দিন আগে তোমার কথা বলছিল ও। সম্ভবত জুলাই মাসে কোনও নাটক-টাটক দেখা বা করা নিয়ে তোমার সাথে কথা বলবে।'

মৃদু হাসল অ্যালান। 'জুলাই মাসে! জুলাই মাসে কোথায় থাকব, কে জানে।'

আবার চুপ হয়ে গেল সবাই। এবারের নীরবতা এমনকী স্যর রবার্টের স্নায়ুতেও নাড়া দিচ্ছিল হ্যাটটা রেখে উঠে পড়ল সে। এগিয়ে গেল সোনালি মূর্তিটার দিকে। আজ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ওটার উপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'এই জিনিসটা তোমার। আমাদের সম্পর্কে যেহেতু একটা ছেদ পড়েছে, তুমি বোধ হয় এটা ফেরত নিয়ে যাবে। এটার ইতিহাসটা কিন্তু কখনও বলোনি।'

'সে এক বিরাট গল্প। আমার এক চাচা ছিল মিশনারি। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সে-ই এনেছিল জিনিসটা। খুঁটিনাটি ভুলে গেছি। তবে আমার নিগ্রো চাকর জিকির মনে থাকতে পারে। ওকে বলির বেদি থেকে উদ্ধার করে এনেছিল চাচা। সঠিক মনে নেই, ওখানে হয়তো এরই পূজা চলছিল। সেই থেকে আমাদের সাথে আছে

জিকি। ওর গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে, মূর্তিটার জাদুকরী ক্ষমতা আছে। ওরা এটাকে "সাঁতারু-মাথা" নামে ডাকে। খেয়াল করলে দেখবেন, দুই কাঁধের মাঝখানে মাথাটা সাঁতার কাটছে বলে মনে হয়। পূজারীদের মাঝে অবশ্য মূর্তিটার আরেকটা নাম প্রচলিত আছে। নামটা মনে পড়ছে না।'

'কুৎসিত মুখটার প্রশংসা করতেই হয়,' বলল স্যর রবার্ট, 'এই কুটিল কিন্তু শৈল্পিক চেহারাটা—কী বলব...অনেকটা যেন ফাইন্যান্সিং-এর মত। ভার্নন, আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। হয়তো এরপর থেকে পরস্পরকে আমরা শত্রু ভাবতে পারি। সত্যি বলতে, সেটা হবে বোকামির চূড়ান্ত। স্বীকার করছি, কিছু ব্যাপারে তোমার সাথে কঠোর আচরণ করেছি। ওই শেয়ারগুলো হাতে থাকলে বাজার থেকে শেয়ার প্রতি দশ পাউণ্ড পেতে পারতে তুমি, এখন পাচ্ছ মাত্র এক পাউণ্ড। তাই বলে যে ব্যাপারটাকে আমরা ন্যায্য একটা চেহারা দিতে পারি না, তা তো নয়। মূর্তিটা আমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। এটা আমাকে দিয়ে দাও। বিনিময়ে তোমার পাওনা সতেরো শ' পাউণ্ডের চেকটাকে সতেরো হাজার বানিয়ে দিচ্ছি।'

'প্রস্তাবটা দারুণ,' বলল অ্যালান, 'একটু চিন্তা করে দেখি।'

মূর্তির সামনে চলে গেল সে। ওটার চকচকে চোখে কী দেখতে পেল, সে-ই জানে, সিদ্ধান্ত নিল—সতেরো শ' বা হাজার, কোনও অঙ্কের বিনিময়েই হাতছাড়া করবে না মূর্তিটা।

সে বলল, 'প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে ভাল। কিন্তু মূর্তিটা আমি বিক্রি করতে চাই না। এটাকে সাজিয়ে রাখার জন্য ভাল একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। সপ্তাহখানেক লাগবে হয়তো। ততদিন এটা এখানেই থাকুক।'

ঠোঁট গোল করে শিস দিয়ে উঠল মি. হ্যাসওয়েল। অবাক হয়ে সে ভাবছিল, আফ্রিকার এক টুকরো সোনা—যার দাম হয়তো

এক শ' পাউণ্ডও হবে না, তার জন্য কেউ সতেরো হাজার পাউণ্ড ছেড়ে দিতে পারে! কিন্তু রবার্টকে বিন্দুমাত্রও বিস্মিত দেখাচ্ছে না। তবে হতাশ। হাসিমুখেই বলল, 'ধন্যবাদ।'

কাগজপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল জেফরিস। ওখান থেকে একটা দলিল তুলে নিয়ে অ্যালানকে দেখতে দিল স্যর রবার্ট। অ্যালান সেটাকে তার চুক্তি বলে সনাক্ত করার পর দলিলটা ওর হাত থেকে নিয়ে সোজা ছুঁড়ে ফেলল ফায়ারপ্লেসের আগুনে। বলল, ব্যবসা থেকে তার অবসরের বিষয়টা আনুষ্ঠানিকভাবে গেজেটে ছাপা হবে। কাগজপত্র সাইন করার পর চেকটাও হাতবদল হলো।

'উঠি তা হলে। রোববার পর্যন্ত বিদায়,' বলে দু'জনকে নড করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অ্যালান। প্যাসেজে, ছোট একটা রুমে জেফরিসের অফিস। একাই বসে। চোখাচোখি হতে দরজা ঠেলে ক্লার্কের রুমে ঢুকল অ্যালান। নিজের ডেস্ক, স্ট্রংরুম আর চেম্বারের দরজার চাবি বুঝিয়ে দিল জেফরিসকে। জিনিসগুলো হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা রিসিপ্ট লিখে ফেলল জেফরিস। খানিকটা দুঃখিত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, মেজর?'

'যেতে হচ্ছে,' বলল অ্যালান। তারপর একটু যেন আন্তরিক সুরেই জিজ্ঞেস করল, 'খারাপ লাগছে?'

'লাগছে,' বলল জেফরিস, 'তবে আপনি কিন্তু ঠিক কাজই করেছেন।'

'বুঝলাম না! কী বোঝাতে চাইছ?'

'বোঝাতে চাইছি, আপনি এমন কোনও কাজ করেননি কখনও, যেটার দুর্গন্ধময় "অবশিষ্টাংশ" আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। আপনার কাছ থেকে সবসময়ই প্রকৃত ভদ্রলোকের আচরণ পেয়েছি। আমাকে স্রেফ কাজ করার একটা মেশিন মনে করেননি আপনি। আর এমন কোনও কিছুও করেননি যাতে মনে হয়,

আমার চাইতে ভাল কাউকে পেলে লাথি দিয়ে বিদায় করবেন আমাকে। ...খুবই মিস করব আমি আপনাকে।'

'তুমি খুব ভাল মানুষ, জেফরিস। তাই এমন কথা বলছ। তোমার জন্য কখনও বিশেষ কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'পড়বে কীভাবে? আপনি যা করেছেন, তা আপনার জন্য খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মনে তা দাগ কেটে আছে। যা-ই হোক, দুঃখ পেলেও বলব, আমি খুশি। ওনারা হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই বিপুল অঙ্কের টাকা কামিয়ে নেবেন। আপনার মত মানুষদের জায়গা এটা নয়, তাই চলে যাচ্ছেন। আর যাচ্ছেনই যেহেতু, তো বলি, আমরা সবাই-ই ভাবতাম, আপনি এখানে কী করছেন! আপনি আসার আগেও অনেক দুর্গন্ধময় ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে এখানে।'

'কী হয়েছিল?'

'কী আর হবে! মেসার্স এইলওয়ার্ড ও হ্যাসওয়েল ওসব গায়েও মাখে না। হয়তো একসময় তাঁরা পার্টনারশিপ ভেঙে ফেলবেন। বা ভাঙার ভান করবেন। এদিক-ওদিক দুয়েকটা মিথ্যা কথা বলবেন। আমার তাতে কিছু যায়-আসে না। আমি এখানে চাকরি করি মাত্র। তবে ততদিন পর্যন্ত আপনি থাকলে এর আঁচ আপনার গায়ে অবশ্যই লাগত। কারণ, আপনি ওই কিসিমের মানুষ নন। এসব ঘটনায় আপনার নামে কালো দাগ পড়ত। মনও ভেঙে যেত আপনার। নাম-চরিত্র কলঙ্কিত হলে টাকা-পয়সার কী দাম! ...একটা কথা বলি, মেজর,' ফিসফিস করে বলল সে, 'সাধ্যে কুলালে আমিও আপনার পথ ধরতাম। কিন্তু আমার সে সাধ্য নেই। বাড়িতে অসুস্থ স্ত্রী, বড়সড় একটা পরিবার আর অসুস্থ মা আছে। একবার আমি স্যর রবার্টের সাহারা প্রজেক্টের মত এক "উদ্যোগে" সমস্ত টাকা খাটিয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, সব সঞ্চয়

খুইয়েছি। তাই সাহারা প্রজেক্ট ডুবে যাওয়ার আগেই আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। একবারে পাঁচ হাজার পাউণ্ড যদি পাই, তা হলে সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব। বাড়িতে একটা খামার দিয়ে সেখানেই থিতু হয়ে বসব। আশা করছি টাকাটা পাব। কারণ, এখানকার অনেক কিছু আমি জানি। ...আর কথা বলা যাচ্ছে না। বেল বাজছে। ডাক পড়ল বোধ হয় আমার। মাঝেসাঝে দুয়েক পাতা লিখব আপনাকে। জানি, ভুলে যাবেন না আমাকে। বিদায়। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।' অ্যালানের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে একটা আন্তরিক ঝাঁকুনি দিল জেফরিস। তারপর চলে গেল।

অ্যালানও বেরিয়ে এল রুম থেকে। ওর বিদায় নেয়ার ঘটনা অন্যান্য ক্লার্কদের কানেও পৌঁছেছে। কাচঘেরা রুম থেকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে সবাই। দৃষ্টিতে যুগপৎ দুঃখ ও প্রশংসা। বেরিয়ে যাওয়ার সময় পোস্ট থেকে উঠে এল পোর্টার। ইনফর্মাল স্যালুট করল নিজের ক্যাপ স্পর্শ করে। জানতে চাইল, ক্যাব ডেকে দিতে হবে কি না।

'নাহ্, দরকার নেই, সার্জেন্ট। বাসে করে চলে যাব। গত ক্রিসমাসে তোমাকে কোনও উপহার দিইনি। ভুলে গিয়েছিলাম। এখন কিছু দিলে নেবে?' দশ শিলিং দিল অ্যালান সার্জেন্টকে। 'আরও বেশি দিতে পারলে খুশি হতাম।'

আবার স্যালুট করল সার্জেন্ট। 'অনেক ধন্যবাদ, মেজর। অন্য কোনও ভদ্রলোকের কাছ থেকে দশ পাউণ্ড নেয়ার চেয়ে আপনার কাছ থেকে দশ শিলিং পেয়েই আমি খুশি। আপনার সাথে আবার পশ্চিম উপকূলে চলে যেতে পারলে খুশি হতাম, মেজর। ওই জায়গা দুর্গন্ধময় আর বর্বর হলেও এই কুটিল শহরের চেয়ে অনেক ভাল।'

ঘটনা হচ্ছে—এই সার্জেন্ট আর অ্যালান পশ্চিম আফ্রিকার রণাঙ্গনে ছিল একসঙ্গে।

গ্রানেটের বিশাল ভবনটা পিছনে ফেলে এল অ্যালান। হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছন ফিরে দেখল, সন্ধ্যার কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে গেছে বিল্ডিংটা। অ্যালানের মনে হলো, বিল্ডিং নয়, যেন মস্ত এক দুঃস্বপ্নকে পিছনে ফেলে এসেছে। এক বছরের শেকলবন্দি জীবনের পর এবার সে মুক্ত। এই এক বছরে অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু পয়সাপাতি কামাতে পারেনি তেমন। বরঞ্চ যে টাকা নিয়ে সাহারা লিমিটেডে যোগ দিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কম পয়সা নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়েছে। তবে বড় কথা হচ্ছে, সে এখন স্বাধীন। সাহারা লিমিটেডের প্রসপেক্টাস থেকে মুছে গেছে ওর নাম। চুক্তিটা শেকলের মত এঁটে ছিল গলায়। ঐশ্বর্যময় সলোমনের আমলে রূপাকে কেউ মূল্যবান বস্তু হিসেবে গোনায় ধরত না। ঠিক তেমনি সাহারা লিমিটেডে ওর নামও অগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায়। ওর কট্টরতম শত্রুও বলতে পারবে না, এই এণ্টারপ্রাইজ থেকে কানাকড়ি লাভ করেছে ও। প্রতিষ্ঠানটার সঙ্গে থেকে যেটুকু কালিমা গায়ে লেগেছিল, বরফশীতল পানিতে গোসল করার মত ওসব ধুয়ে ফেলেছে অ্যালান। ও মনে করতে পারল না, সেই শৈশবের পর থেকে শেষ কবে এতটা নির্ভার বোধ করেছে। মনে মনে বলল, মিলিয়ন পাউণ্ড দিলেও আর মান-সম্মানের কবরের উপর স্বর্ণের পাহাড় গড়ার চিন্তা করব না। ভবিষ্যৎ নিয়েও ওর কোনও মাথাব্যথা নেই। জগৎ-সংসারে ওর উপরে নির্ভর করার মত নেই কেউ।

উল্লসিত অ্যালান বাচ্চা ছেলের মত দৌড়ে রাস্তা পার হলো। রাস্তা পরিষ্কার করতে থাকা এক ঝাড়ুদারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল ওর। 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে লোকটাকে ছয় পেন্স দিল ও খুশি মনে। ম্যানশন হাউসের গেটে পৌঁছে ওখান থেকেই বাসে চড়ল অ্যালান। লোকে লোকারণ্য গাড়ি। যাত্রীদের বেশির ভাগই কেরানি। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরছে। ক্লান্ত।

অবসন্ন।

অ্যালান ভাবছিল, আগামীকাল হোক বা দু'বছর পর, এমনটা হতই। ফলস্বরূপ, বাপ-দাদার স্মৃতিবিজড়িত বাড়িখানা হাতছাড়া করতেই হত। একটু আফসোসও লাগছে ওর। মনে হচ্ছে, সতেরো হাজার পাউণ্ডে মূর্তিটা বেচে দিলেই ভাল হত। এর মধ্যে তো আর শেয়ার বেচাকেনার ব্যাপার নেই। বড়লোক কেউ যদি নিজের খায়েশ মেটানোর জন্য আকাশচুম্বী দাম দিতে চায়, তা হলে সে নেবে না কেন? এতে ওর বাড়িটা অন্তত বেঁচে যেত। বিশ হাজার পাউণ্ডে মর্টগেজ রাখা আছে ওটা। আসলে, তখন ও অত চিন্তা-ভাবনা করেনি। স্রেফ যা মনে হয়েছে, বলে ফেলেছে। আর বলে যখন ফেলেছে, কথার নড়চড় করে কীভাবে? আরেকটা বিষয় হতে পারে। ছোটবেলায় ওর চাচা বলেছিল, জিনিসটা অনন্য। অথবা নিগ্রো চাকর জিকি যা বলল, তা-ই হয়তো ঘুরছিল ওর মাথায়। ওর বিশ্বাস, মূর্তিটা সৌভাগ্য বয়ে আনে। যা-ই হোক, ঘটনার ইতি ওখানেই—এটাই শেষ কথা।

তবে...টাকা ওর দরকার। মর্টগেজ থেকে ইয়ার্লিজকে ছোটাতে হবে। তার চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে বারবারা। যে-কোনও কিছুর চাইতে মেয়েটাকে সে অনেক বেশি ভালবাসে। চ্যাম্পার্স-হ্যাসওয়েলের ভাতিজি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবেও স্বীকৃত। কাজেই, বিরাট সৌভাগ্য না হলে ভরা পকেট ছাড়া মেয়েটাকে বিয়ে করার সুযোগ নেই, বলা যায়। ব্যবসা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে সেই সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে অ্যালান। বারবারার বাবার উইল মোতাবেক পঁচিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটার সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব চাচা হ্যাসওয়েলের। লোকটা খুবই অহঙ্কারী। সে কি...যাক গে, আগামী রোববারেই তো দেখা হচ্ছে। যদিও প্রাক্তন পার্টনারদের সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ওর মোটেই

ছিল না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল অ্যালান, নয়া গন্তব্যে রওনা হওয়ার আগে পুরো ঘটনা সম্বন্ধে জানিয়ে যাবে বারবারাকে, যাতে ও অ্যালানকে ভুল না বোঝে। ...নয়া গন্তব্য? হয়তো আফ্রিকা।

কিন্তু রোববার আসার আগেই অসুস্থ আর দুর্বল হয়ে পড়ল অ্যালান। জ্বরের কারণে প্রায় হপ্তাখানেক বিছানায় পড়ে থাকতে হলো ওকে।

অ্যালান যখন অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল, স্যর রবার্ট শুধাল মি. হ্যাসওয়েলকে, 'কী হলো এটা?'

'ঠিক বুঝলাম না। বুড়ো শয়তানটা—জ্যাকসনের কথা বলছি...ও ব্যাটা হয়তো ওকে কিছু একটা দেখিয়েছে...প্রজেক্টের ছোট একটা ফুটো...নয়তো বড়।'

স্যর রবার্ট নড করে বলল, 'কিন্তু কথা হচ্ছে, থলের ইঁদুরটাকে ও কি থলেতেই রাখবে, নাকি বাইরে বের করে দেবে? কী মনে হয় তোমার?'

'তেমন কিছু করবে বলে মনে হয় না। যতটুকু দেখেছি, অ্যালান এক কথার মানুষ। কিছুই ফাঁস করবে না। ভেবে দেখো, শেয়ারগুলো নিয়ে কী করল ও। তারপরেও মনে হয় সমস্যাটার একটা স্থায়ী সমাধান দরকার। অতি আত্মসম্মানবোধ অতি হিংসার মতই। দুটোই ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর।'

'বুঝতে পারছি না তোমার সাথে একমত হব কি না। এটাও বুঝতে পারছি না দূর ভবিষ্যতে আমরা ওই আর্টিকেলটায় বলা কথার চেয়ে ভাল কিছু করতে পারব কি না। তবে অ্যালানকে হারাতে হওয়ায় আমি দুঃখিত। আসলেই দুঃখিত। আমি মনে করি না ও বোকা। ওর গুণগুলোকে আমি সত্যিই সম্মান করি।'

'তা আমিও করি বটে। আসল কথা হচ্ছে, ওর উপদেশগুলো আমরা মোটেই কানে তুলিনি। বরং পুরো উল্টো কাজ করেছি।

কাজেই, ও বিরক্ত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। ওর আইডিয়াটা ছিল নিখাদ ব্যবসায়িক প্রস্তাবনা। বিনিয়োগের বিপরীতে দশ পার্সেন্ট হারে রিটার্ন পেতাম। কিন্তু তোমার আর আমার জন্য দশ পার্সেন্টের মূল্য কী? আমাদের দরকার মিলিয়ন-মিলিয়ন টাকা। সেটা আমরা পেতেও যাচ্ছি। ...যা হোক, রোববারে ও আমার ওখানে আসবে। বারবারাকে জানিয়ে রাখব আমি। অ্যালানের উপরে ওর দারুণ প্রভাব রয়েছে। হয়তো তুমিও অ্যালানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে।'

'শুধু অ্যালান কেন, মিস চ্যাম্পার্সকে জানার সামান্যতম সুযোগ যাদের হয়েছে, তাদের সবার উপরই বিরাট প্রভাব রয়েছে ওর,' সৌজন্য দেখিয়ে বলল রবার্ট। 'তবে অ্যালানের উপরে মিসের প্রভাব এবার কাজে লাগবে কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বহু আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে অ্যালান। ব্যাপারটা আগেই খেয়াল করেছি বলে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি। আজ শুধু সিদ্ধান্তটা কার্যকর করেছে ও। আমার মনে হয় না, হ্যাসওয়েল, আর কখনও আমরা অ্যালানকে এই অফিসে দেখতে পাব। সৌভাগ্যও মনে হয় আমাদের সাথে আর থাকবে না। যতটুকু এসেছে, অ্যালানের হাত ধরেই এসেছে।'

'যা-ই ঘটুক না কেন, এইলওয়ার্ড, আগামী এক সপ্তার ভিতরেই আমরা বড়লোক হয়ে যাব। বিরাট বড়লোক।'

'হ্যাঁ, হ্যাসওয়েল,' এইলওয়ার্ড বলল, 'এক জীবনের তরে বিরাট বড়লোক হয়ে যাব আমরা। কিন্তু বলতে পারো, জীবন আসলে কী? আমার চোখে তো স্রেফ একটা বুদ্বুদ। সামান্য একটা কাঁটা যখন-তখন একে ফুটো করে দিতে পারে। আমি ধার্মিক নই। তবে মনে আছে, ছোটবেলায় শেখানো হয়েছিল, সবসময় স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, আর প্রার্থনা করতে হবে, যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাদেরকে সম্পদের আশীর্বাদ থেকে

বঞ্চিত না করেন। এর সঙ্গে আকস্মিক মৃত্যু আর দুর্ভাগ্যের কথাও শেখানো হয়েছিল। মনে নেই পুরোটা। ...যা-ই হোক, ধর্মের কচকচানি অনেক হয়েছে। চলো, বেরোই। নইলে দেখা যাবে, কুসংস্কারের চক্করে পড়ে গেছি। জানো বোধ হয়, যে কোনও কিছুই বিশ্বাস করে না, তাকেও কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করতেই হয়। তোমার হ্যাট আর কোট নিয়েছ?'

বাতি নিভিয়ে দিতেই অন্ধকার নেমে এল ঘরে। ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু আগুনের হালকা আভা ছাড়া আর কোনও আলো নেই। মৃদু হাসল এইলওয়ার্ড। দরজার দিকে যেতে যেতে প্রার্থনা স্তবক আওড়াতে লাগল। হ্যাসওয়েলও তাল মেলাচ্ছিল তার সঙ্গে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, ওটা কী?'

ঘুরে তাকাতেই ভারী আশ্চর্য একটা দৃশ্য দেখতে পেল স্যর রবার্ট। হলুদ মূর্তিটা তার পিলারের আবাস ছেড়ে হাওয়ায় ভেসে উঠেছে। ফায়ারপ্লেসের ধিকিধিকি আগুনের আভায় দেখা যাচ্ছে, মেঝের কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে ভেসে এগিয়ে আসছে ওটা ওদের দিকে। কাছাকাছি এসে এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল। তারপর সোজা উঠতে শুরু করল উপরের দিকে। মি. হ্যাসওয়েলের মুখোমুখি থামল। মোহনীয় রমণীর মুখাবয়ব বিশিষ্ট মূর্তিটা এমনভাবে ভেসে রয়েছে, যেন রক্তমাংসের কোনও মহিলা তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে।

আর্তনাদের মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল হ্যাসওয়েলের মুখ দিয়ে। মরক্কো চামড়ায় মোড়া একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। বলা ভাল, পড়ে গেল। সোনালি রঙের চকচকে, মুখোশাকৃতি মূর্তিটা তখনও ভেসে রয়েছে শূন্যে। তারপর আরও একটু উঁচুতে উঠল জিনিসটা। ভেসে চলে এল স্যর রবার্টের সামনে।

ততক্ষণে চেয়ার থেকে নিজেকে টেনে তুলেছে হ্যাসওয়েল। ম্যান্টলপিসের দিকে এগোতে এগোতে দেয়াল হাতড়ে চলল

মরিয়ার মত। লাইটের সুইচটা খুঁজছে। কাঠের প্যানেল করা দেয়ালের সঙ্গে নখের ঘর্ষণের শব্দে মনে হচ্ছে, একটা ইঁদুর বুঝি ছুটে যাচ্ছে দেয়ালের উপর দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত সুইচটা খুঁজে পেল সে। পরমুহূর্তেই আলোয় ভরে গেল সারা ঘর। হ্যাসওয়েলের মুখ প্রচণ্ড ভয়ে ফ্যাকাসে। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে। হ্যাট আর ছাতা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। ওদিকে প্রচণ্ড আতঙ্কজনক অবস্থার ভিতর দিয়ে গেলে মানুষকে যেমনটা দেখানোর কথা, তেমনই দেখাচ্ছে স্যর রবার্টকে।

অবাক কাণ্ড, ওদের সামনে থেকে মূর্তিটা উধাও! সেটা যথাস্থানেই রয়েছে—পিলারের উপরে। এক চুলও নড়েনি। পাশে রাখা ভেনাসের নিষ্প্রাণ মূর্তির মতই অনড়।

স্যর রবার্টই প্রথমে নিজেকে সামলে নিল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাসওয়েল, অস্বাভাবিক কোনও কিছু কি তোমার চোখে পড়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলল হ্যাসওয়েল, 'ওই জঘন্য আফ্রিকান মূর্তিটাকে দেখেছি। দেখলাম, ওটা মেঝের উপর দিয়ে ভেসে আমার সামনে চলে এল। তারপর আরও উপরে উঠে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। ওটার নিষ্পলক চোখে কী যেন দেখলাম...'

'কী দেখেছ?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না। ছবির মত কী যেন দেখলাম এক ঝলক...কী যেন...ও খোদা, মৃত্যু! মৃত্যুর দৃশ্য! ...আসলেই কি দেখেছি? নাকি বিভ্রম...একটু আগে তোমার বলা কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া?'

'কী জানি! আমি নিজেও তেমন কিছু দেখেছি বলে মনে হলো।'

'কী দেখলে?'

'বিভীষিকাময় মৃত্যু। সাথে আরও কিছু ছিল।'

নীরবতা নেমে এল ঘরে। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে এইলওয়ার্ড বলল, 'চলো, বেরোই। কাজের চাপে গরম হয়ে গেছে মাথা। তাই হয়তো ভুলভাল দেখেছি। কাউকে বোলো না এসব আজগুবি কথা। শুনলে সবাই মিলে পাগলাগারদে ঢোকাবে।'

'বলব না। কিন্তু এই মূর্তিটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা যায় না?'

'কোনওমতেই না। এমনকী ওটা যদি আমাকে সর্বক্ষণ ধাওয়া করে, তা হলেও না। আমাদের সাহারা ফ্লোটেশন বাজারে আসবে সোমবার। তার আগে আমি সরাব না মূর্তিটা। এর জন্য যদি এটাকে স্ট্রংরুমে ঢুকিয়ে দরজার চাবি টেমসে ফেলে দিতে হয়, তা-ও সই। কারণ, আমি নিশ্চিত, এটাকে সরিয়ে ফেলার সাথে সাথে সৌভাগ্যের চাকাও ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। শেয়ারগুলো বাজারে আসার পরই যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাক না ভার্নন।'

শিস বাজাল হ্যাসওয়েল। 'সৌভাগ্য গেলে যাক। সৌভাগ্যের চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশি। এখন মনে পড়ছে, ঠিক কী দেখেছি ওটার চোখে...বলি দেয়া হচ্ছে আমাদের!'

তিন

চ্যাম্পার্স-হ্যাসওয়েলের বাড়ির নাম 'দ্য কোর্ট'। অনেকটা শহুরে আদলে গড়া। বিশাল দালান। বেডরুমই ঊনতিরিশটা। প্রতিটার

সাথেই অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম। রয়েছে অনেকগুলো সিটিং রুম, গ্যারাজ, আস্তাবল আর সুসজ্জিত অফিস কামরা। কয়েক একর জায়গা নিয়ে বানানো সুদৃশ্য বাগান ঘিরে রয়েছে পুরো বাড়িটাকে।

স্যর রবার্টের বাড়ির নাম 'ওল্ড হল'। দ্য কোর্ট থেকে কয়েক মাইল দূরে। নামে 'ওল্ড' হলেও খুব বেশি পুরানো নয় বাড়িটা। এক শ' বছর আগে মূল বাড়িটায় আগুন লেগে ধ্বসে পড়েছিল। ওই দুর্ঘটনার অনেক পরে আগের জায়গা থেকে একটু পিছনে, একটু ছোট আকারে বাড়িটা পুনর্নির্মাণ করিয়েছে রবার্ট। নিচু টিউডর (Tudor) স্টাইলে বানানো লম্বা, বিশাল বাড়িটা লোকটার শৈল্পিক রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিচ্ছে। টালি দিয়ে ছাওয়া অনেকগুলো ছাদ দোচালা। ধূসর পাথরে নির্মিত এই বাড়ি দেখতে যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি এর ভিতরটাও অত্যন্ত বিলাসবহুল।

তারপরও ইয়ার্লিজের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। নিখাদ এলিজাবেথীয় স্টাইলে নির্মিত ভার্নন পরিবারের বাসস্থান। ওক কাঠের ছাতঅলা একটা ঘর রয়েছে বাড়িটায়। রাজা জনের আমলে তৈরি। একদা ওটাই নাকি ছিল এ-বাড়ির মূল ঘর।

ইয়ার্লিজে বৈদ্যুতিক সংযোগ বা অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নেই। মনোমুগ্ধকর নির্মাণশৈলী আর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই সবাই দেখতে আসে বাড়িটা।

ইয়ার্লিজের তিন দিক গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা। উন্মুক্ত দিকটায় বিশাল খোলা মাঠ। বাড়ির জানালাগুলো বিশাল। মূল ফটকের সঙ্গে রয়েছে লাল ইটের টাওয়ার। ঘরগুলো নিচু প্যানেল করা। দেয়ালে অ্যালানের পূর্বপুরুষদের পোর্ট্রেট। সব মিলিয়ে চমৎকার ইংলিশ বাড়ি। তবে, অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা বাগান আর বাতাসে ভেসে বেড়ানো পুরানো সোঁদা গন্ধই বলে দেয়, এর

সুদিন ফুরিয়েছে বেশ আগেই।

দ্য কোর্টে মি. হ্যাসওয়েলের সাপ্তাহিক পার্টির আয়োজনে দশজনের নিমন্ত্রণ ছিল। এদেরই একজন অ্যালান। ও ছাড়া বাকি সবাই নামী, পয়সাঅলা ব্যবসায়ী। নয়জনের দু'জন ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার, তিনজন ইহুদি বণিক। এরা সাহারা সিণ্ডিকেটের উদ্যোক্তা। অন্যরা সাহারা ফ্লোটেশনের শেয়ার নিয়ে আগ্রহী। টাকার কুমির সব্বাই। সকাল থেকেই নিজেদের দামি মোটরকারে চেপে দ্য কোর্টে হাজির হতে শুরু করেছে। সবার সঙ্গেই ভ্যালে বা শোফার। তাদের হাতের ছড়ি, আঙুলের আংটি, চেহারা—সবকিছুতেই জৌলুস। অর্থ নামের অদৃশ্য সুতোর বাঁধন এক করেছে তাদের।

ডিনারের জন্য পোশাক বদলের সময় হওয়ার আগে অবশ্য অ্যালান ওখানে নাক জাগায়নি। কারণ ও জানত, ওই সময়ের আগে বারবারা নীচে নামবে না। খাস ভৃত্য জিকিকে সঙ্গে নিয়ে রাত আটটার সময় দ্য কোর্টে উপস্থিত হলো অ্যালান। জিকিকে এনেছে ওর সাহায্যকারী হিসেবে।

দ্য কোর্টে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল হেড বাটলার। জানাল, 'মি. হ্যাসওয়েল পোশাক বদলাতে উপরে গেছেন। আর আপনাকে দেয়ার জন্য এ নোটটা দিয়ে গেছেন মিস হ্যাসওয়েল। তিনি আপনাকে জানাতে বলেছেন, সাড়ে আটটায় ডিনার পরিবেশন করা হবে।'

নোটটা হাতে নিয়ে ওর ঘর দেখাতে অনুরোধ করল অ্যালান। হাতে সময় রয়েছে মাত্র পঁচিশ মিনিট। তাড়াহুড়ো করে নোটটা খুলল ও। ওতে লেখা:

প্রিয় অ্যালান,

দেরি কোরো না। দেরি করলে আমার পাশের চেয়ারটা

তোমার জন্য ধরে রাখতে পারব না। আজ অবশ্য আমাকে টেবিলে নিয়ে যাবে স্যর রবার্ট। সবাইকে আজ অন্য দিনের চাইতে বেশি অসহ্য লাগছে। অ্যাডিয়োস (বিদায়)। আমার ডান পাশে যদি ওদের কেউ বসে, মনে হয় না সহ্য করতে পারব।

ইতি,

তোমার বি।

পুনশ্চ: তুমি করেছটা কী, বলো তো? চাচার কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু 'জঘন্য' ওই মেহমানরাও দেখলাম তোমাকে নিয়ে খুব উত্তেজিত। ফুল সাজানোর নাম করে ওদের কিছু কথা শুনেছি। তোমাকে নিয়ে কটু কথা বলতে শুনলাম একজনকে। স্যর রবার্টও বলছিল, 'সন্দেহ নেই ঘাড়ত্যাড়া গাধাও লাথি হাঁকাতে জানে। আর কে না জানে, অন্যের ফলের ঝুড়ি লাথি দিয়ে ফেলে দিতে মহা ওস্তাদ গাধা।'

আচ্ছা, এই ফলের ঝুড়িটা কি সাহারা ফ্লোটেশন? তা-ই যদি হয়, তা হলে তোমার সব দোষ মাফ করে দিচ্ছি।

পুনশ্চ ২: মনে থাকে যেন, কাল সকালে আমরা দু'জন চার্চে যাব। গায়ে চড়ানোর জন্য ভারী কিছু এনো। আমি আসব গলফের পোশাকে। ভাব দেখাব, গলফ খেলতে যাচ্ছি। পরে না হয় খ্রীষ্টান হওয়া যাবে। অমন পোশাক না পরলে ইহুদিরা ছাড়া সবাই চার্চে আসতে চাইবে।

পুনশ্চ ৩: বেখেয়াল হয়ো না। পড়া হলে ফেলে রেখো না চিঠিটা। কারণ, তোমার জন্য নিযুক্ত আণ্ডার-ফুটম্যান সমস্ত ফেলে দেয়া চিঠি পড়ার বদভ্যাস রপ্ত করেছে। বাটলার স্মিথই এ বাড়িতে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য লোক।

চিঠিটা পড়ে আপন মনেই হাসল অ্যালান। গত কয়েক দিন

থেকেই ওর মনটা বেশ খারাপ ছিল। এখন টনিকের কাজ করেছে বারবারার চিঠিটা। ভাল করে দিয়েছে মন। তপ্ত ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক যেন চিঠিটা। রেখে দেয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বারবারার সতর্কবাণী আমলে নিয়ে আগুনে ফেলে দিল সেটা। গলা খাঁকারি দিয়ে মনে করিয়ে দিল জিকি, ডিনারের জন্য পোশাক পরিবর্তনের সময় হয়ে গেছে। আনমনে একবার ওর দিকে তাকাল অ্যালান।

জিকি লম্বা। ওর গায়ের রঙ এতই কালো যে, গা যেন চকচক করছে। কোঁকড়া চুল। গুচ্ছ-গুচ্ছ দাড়ি। চুল-দাড়ি—দুটোই একদম সাদা। হাতের পেশিতে প্রচণ্ড শক্তির আভাস। লম্বা, গোলাপি আঙুলে হ্যাজেলনাটের মত নখ। কালো চোখ জোড়ায় জ্বলজ্বল করছে কৌতুক। তবে কৌতুক বা অন্য যে-কোনও আবেগ তখনই প্রকাশ পায়, যখন সে প্রকাশ করতে চায়।

'আপনার জুতোর ফিতা খুলে দেব, মেজর?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল জিকি ভরাট গলায়। 'আর নয় মিনিটের মধ্যেই ডিনারের বেল বাজানো হবে।'

'বেল বাজুক, তারপর নীচে নামব। ও, না...ভুলেই গেছিলাম, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ফায়ারপ্লেসের আগুনটা নিভিয়ে দাও। আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর জানালাগুলো খুলে দিয়ো। ঘরটা হট হাউসের মত গরম হয়ে আছে।'

'বুঝেছি, মেজর। আগুন নিভিয়ে জানালা খুলে দেব, যাতে বাতাস আসতে পারে।'

'কে-কে আসছে, শুনেছ নাকি কিছু?'

'দুয়েকটা নাম কানে এসেছে। তিনজনের সাথে আপনার কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু...' এতক্ষণ ব্যাকরণ মানা ইংরেজিতে কথা বললেও পরের কথাগুলো নিজের মত করে বলতে লাগল জিকি, কালোদের মধ্যে প্রচলিত অদ্ভুত ইংরেজিতে। ...জিকি

মনে করে, ওরা কালো নিগ্রোদের মত। চোর। এই বাড়িতে এখন আপনি, মিস বারবারা আর জিকি ছাড়া সাদা মনের কোনও মানুষ নেই। নীচে ভৃত্যদের কাছ থেকে জিকি এসব জেনেছে। সবাই জিকির কাছে ভিতরের কথা বলে ফেলে। কারণ তারা ভাবে, জিকি স্রেফ একটা বুড়ো আফ্রিকান গাধা। সে-ও সেইমতই আচরণ করে। বোকার ভাব ধরে। কিন্তু জিকির চোখ-কান সবসময়ই খোলা।'

'খুব ভাল। চোখ-কান খোলাই রেখো আর কী হয় না হয় সময়মত জানিয়ো।'

শুদ্ধ ইংরেজি ফিরে এল আবার জিকির জবানিতে। 'অবশ্যই, মেজর। আপনার কাজে লাগে, এমন খবর জোগাড় করতে পারলে অবশ্যই জানাব। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এসব খারাপ লোক থেকে দূরে থাকাই ভাল।'

'ওই যে...বেল বাজছে। ভুলে যেয়ো না আবার, ডিনারের সময় তোমাকে নীচে নামতে হবে,' বলতে বলতে তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে গেল অ্যালান।

মেহমানরা সবাই জড়ো হয়েছে হলরুমে। সবার হাতে শেরি আর বিটার (Bitter)। অ্যালানকে দেখে এগিয়ে এল হ্যাসওয়েল। আন্তরিক সম্ভাষণ জানাল। ও খেয়াল করল, মি. হ্যাসওয়েলকে কেমন যেন মলিন আর আনমনা দেখাচ্ছে। একজন ইহুদি ব্যবসায়ীকে ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার আর ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কারকে ইহুদি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল ভদ্রলোক। ব্যাপারটা ভালভাবে নেয়নি ওই দু'জন। স্যর রবার্টের চোখ পড়ল এসময় ওর উপর। সোজা এগিয়ে এল অ্যালানের দিকে। করমর্দন করে বলল, 'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, ভার্নন।' কথাটা বলার সময় এমনভাবে তাকিয়ে রইল অ্যালানের দিকে, যেন ওর কপাল ফুঁড়ে পড়তে চাইছে চিন্তাগুলো। 'রোজকার বিরক্তিকর ব্যবসায়িক

কাজের পর ভালই লাগছে পার্টিটা। কী বলো? তুমি হয়তো ভাবছ, যা-ই করি না কেন, তার সাথে ব্যবসার কোনও সম্পর্ক থাকবেই।' চারপাশের মানুষগুলোর দিকে ইশারা করল। 'দোষটা আসলে হ্যাসওয়েলের। ও কখনওই ব্যবসার চিন্তা থেকে সরতে পারে না। বিশ্রামও নেয় না হয়তো। এক স্বর্ণমুদ্রা বাজি রাখতে পারি, ও ব্যাটা পাশের রুমে স্টেনোগ্রাফার বসিয়ে রেখেছে। আলাপ-আলোচনা থেকে ব্যবসার কোনও সুযোগ তৈরি হলে ঝটপট যাতে কাগজপত্র বানিয়ে ফেলতে পারে। ব্যাপারটা চমৎকার নিঃসন্দেহে, কিন্তু জ্ঞানীর কাজ নয়। এতটা ধকল সইতে না-ও পারে ওর হৃৎপিণ্ড। শেষে সময়ের আগেই বেঁকে বসবে। ...শুনছ? সাহারা নিয়ে কথা বলছে সবাই। আহ্, ওই মরুভূমিতে যেতে পারতাম যদি। পায়ের নীচে আদিগন্তবিস্তৃত বালি আর মাথার উপরে তারা জ্বলা আকাশ! বড় ভাল লাগত।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

অ্যালান খেয়াল করল, স্যর রবার্টের মুখটা মলিন আর বয়স্ক দেখাচ্ছে।

'আমারও একই চাওয়া,' সমান ব্যগ্রতা নিয়ে বলল অ্যালান।

এক ফরাসি ভদ্রলোক এই সময় খেয়াল করল ওকে। তার জানা ছিল, সাহারা স্কিমের বুদ্ধিটা অ্যালানের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। লোকটা ওকে সম্বোধন করল 'চার মেইত্র্' (Cher maitre) বলে। অ্যালানের ফ্রেঞ্চজ্ঞান সুবিধার নয়। আর ভদ্রলোক এত দ্রুত কথা বলছে যে, কিছুই ওর মাথায় ঢুকছে না। তারপরও চেষ্টা করল কিছু বলার। ঠিক তখনই ঘরে প্রবেশ করল বারবারা চ্যাম্পার্স।

হলঘরটা অনেক বড়। দূর থেকে ছোট্ট দেখাচ্ছে ওকে। তবে ভুলের কোনও অবকাশ নেই যে, ও-ই বারবারা। বাদামি চুল। হাস্যোজ্জ্বল বাদামি চোখ। মাঝারি উচ্চতার একহারা, আকর্ষণীয়

ফিগার। মুখের আদল চমৎকার গোল। ওর মত বা ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে হয়তো অনেক আছে। তারপরও বারবারার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, যা ওকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে আসছে মেয়েটা। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি। লোকের চোখে সরাসরি তাকানোর গুণ রয়েছে ওর। তীব্র দৃষ্টি নয়, কুমারীর নির্ভীক কৌতূহলের দীপ্তি ফুটে ওঠে সে-চোখে। সেই আভা যারা দেখেছে, তাদের মনে হবে, জল-জঙ্গলের কোনও পরী বুঝি তাকিয়ে আছে।

বারবারার বয়স তেইশ। ডিনারে ও এসেছে রুপোর সুতোয় কারুকাজ করা সাদা রোব পরে। অলঙ্কার বলতে গলায় একটা মুক্তোর মালা। আর পোশাকের বুকের উপর বসানো পদ্ম ফুল।

সোজা হেঁটে এসে নড করল ওর চাচাকে। চাচার সামনে আসার আগে ডানে-বামে কারও দিকেই তাকায়নি। অ্যালানের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ? লাঞ্চের সময় আসোনি কেন? ভেবেছিলাম, বিকেলে তোমার সাথে গলফ খেলব।'

উত্তরে ইয়ার্লিজে ব্যস্ততার অজুহাত দেখাল অ্যালান।

'ইয়ার্লিজ! আমি তো জানতাম তুমি শহরে থাকো! শেয়ার ব্যবসা করে ধনী হওয়ার তালে আছ।'

'মিস বারবারা,' মাঝখান দিয়ে বলে উঠল স্যর রবার্ট। 'আমি তো বলেছিলাম আমার সাথে খেলতে। কিন্তু এলে না তো!'

'আসিনি, কারণ, অ্যালানের সাথে খেলতেই আমার বেশি ভাল লাগে।'

বারবারা সচরাচর সবার সঙ্গেই বিনয়ী, নম্র সুরে কথা বলে। কিন্তু এখন ওর গলায় কাঠিন্য। একটু প্রত্যাখ্যানের সুর। সেটা রবার্টকে রাগিয়ে দিলেও উৎফুল্ল করে দিল অ্যালানের মন। ওর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল স্যর রবার্ট। তার

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে লেখা: 'তুমি আমার শত্রু। তোমাকে আমি ঘৃণা করি, অ্যালান।'

বারবারাও ব্যাপারটা খেয়াল করল। 'আহ্,' বলে উঠল সে, 'ডিনার সার্ভ করেছে শেষ পর্যন্ত। স্যর রবার্ট, আপনি কি আমাকে টেবিল পর্যন্ত নিয়ে যাবেন? আর, অ্যালান, তুমি আমার অন্য পাশে বসো, প্লিজ।'

বেশ লম্বা সময় ধরে হলো ডিনারটা। আয়োজনটা সত্যিই দারুণ। উপভোগ্য। প্রতিটা ডিশই খুব ব্যয়বহুল। এতটাই যে, কোনও একটা ডিশের খরচ দিয়ে দরিদ্র কোনও পরিবার সারা মাস চলতে পারবে। খাওয়া শেষে যে ওয়াইন পরিবেশিত হলো, তা-ও খুব দামি। এক-একটা বোতলের দামে দুই-এক বছর অনায়াসে চলতে পারবে পরিবারটি।

ওয়াইনের দারুণ প্রশংসা করল সবাই। প্রচুর শ্যাম্পেন গিলে ফেলেছে এইলওয়ার্ড। ফলাফল, পাশে বসা একজনের সঙ্গে কিছু একটা নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়ে দিল। বারবারা অবশ্য ওয়াইন মুখেই তোলেনি। শুধু পানি খেয়েছে। আর মাত্রই জ্বর থেকে ওঠায় অ্যালানও তেমন কিছু খেতে পারেনি। শুধু একটু ক্লারেট আর প্রচুর পানি আর সোডা মিশিয়ে একটু উইস্কি নিয়েছে।

নিচু স্বরে বলল বারবারা, 'কী হয়েছে, খুলে বলো তো, অ্যালান। আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।'

অ্যালান বলল, 'ওদের সাথে আমার ছোটখাট একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। ফার্ম ছেড়ে দিয়েছি আমি। ব্যবসাটা আমার ভাল লাগছে না।'

বারবারার চোখ দুটো যেন খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। 'শুনে খুশি হলাম। অনেক দিন পর ভাল একটা কথা শুনলাম। ...যদি তা-ই হয়, তা হলে এখানে কী করছ তুমি?'

'তোমাকে দেখতে এলাম,' বলতে গিয়ে অ্যালানের হাত

থেকে ছুরিটা পড়ে গেল মাংসের প্লেটের উপর। ছিটকে ওঠা তেল-ঝোলে শার্টের দফারফা। ওর দুরবস্থা দেখে অনাবিল হাসিতে ভেঙে পড়ল বারবারা। হাসতে হাসতেই রুমাল বাড়িয়ে দিল। রুমালটা নিল অ্যালান। আলতো ছোঁয়াছুঁয়ি হলো দু'জনের আঙুলের। ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত, নাকি বেখেয়ালে—বলা মুশকিল। তবে অ্যালান তাতে যারপরনাই খুশি। কাপড়টা যে ন্যাপকিন নয়—মেয়েটার রুমাল, সেটা বুঝতে পেরে আনন্দ আরও বেড়ে গেল। তেল-ঝোল মুছে নিয়ে জিনিসটা নিজের কাছেই রেখে দিল ও। বারবারাও ফেরত চাইল না।

প্রসঙ্গের খেই ধরল বারবারা, 'তুমি যেহেতু এখন ওদের সাথে নেই, এবার আমি ওদের আড়ং ধোলাই দেব। এতদিন কিছু বলিনি শুধু তোমার জন্য,' বলে এক ধ্যানে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওদিকে দামি ডিশ আর শ্যাম্পেনের কল্যাণে ডিনার টেবিলে একরকম নীরবতা নেমে এসেছে।

স্যর রবার্টের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলল বারবারা, 'আপনি তো একজন এক্সপার্ট। এই অজ্ঞকে আলোর পথ দেখান। দুয়েকটা ব্যাপার আমি একটু বুঝতে চাইছিলাম।'

'এই বান্দা সবসময় তোমার খেদমতে হাজির, মিস চ্যাম্পার্স।' রবার্ট একা নয়, অন্যদেরও কান খাড়া তাদের মেজবানের প্রতি।

শান্ত কণ্ঠে বারবারা বলল, 'আমি আর মেজর ভার্নন ছাড়া এখানে উপস্থিত সবাই বড় মাপের বিনিয়োগকারী। মেজর নিজেও ফাইন্যান্সার হতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওর চেষ্টা ব্যর্থ হতই। কারণ, স্রষ্টা ওকে ওই ধাতুতেই বানাননি। ও একজন সৈনিক।'

স্যর রবার্ট বিড়বিড় করে কী যেন বলল। বারবারা বোধ হয় বুঝতে পারল তার কথা। ও না থেমে বলে চলল, 'আপনারা ধনী

আর সফল ব্যবসায়ী। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্ভবত আরও ধনী, আরও সফল হবেন। সেটা কীভাবে, তা-ই আমি জানতে চাই।'

স্পষ্ট বুঝতে পারল স্যর রবার্ট, তার দিকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হলো। এবং চ্যালেঞ্জটা সে কোনওমতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না। 'বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে,' বলল সে।

'বুঝলাম না। বলছেন—বিনিয়োগ। কিন্তু আমি যদ্দূর শুনেছি, ব্যাপারটা হবে কোম্পানি ফ্লোটেশনের মাধ্যমে। ফ্লোটেশন মানে তো বিনিয়োগ "করা হয়নি, তবে হবে", তা-ই না? আজ বিকেলে একটা বই পড়ছিলাম, নাম "ডিরেক্টরি অভ ডিরেক্টরস"। তাতে ওই ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকদের ছাড়া সবার নামই দেখলাম। এ-ও দেখেছি, যেসব কোম্পানির নাম আছে ওতে, সেগুলোর একটাও কখনও ডিভিডেণ্ড আয় করেনি। মুনাফাকে কোম্পানির ডিভিডেণ্ডই তো বলেন আপনারা, তা-ই না? প্রশ্ন হচ্ছে, মুনাফা না করা সত্ত্বেও আপনারা সবাই এত ধনী হলেন কী করে? আর মানুষই বা কেন এতে বিনিয়োগ করবে?'

স্যর রবার্টের চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল। আর অ্যালানের চেহারা হলো লাল। আশপাশের কয়েকজন অস্বস্তির সঙ্গে হেসে উঠল। সেই ফরাসি ভদ্রলোক, অ্যালানকে যে পাকড়াও করেছিল; মোটামুটি ইংরেজি বোঝে। পাশের জনকে বলল, 'আহ্, ভদ্রমহিলাটি দারুণ তো! এক্কেবারে জায়গামত হাত দিয়ে ফেলেছেন।' তারপর ফ্রেঞ্চ ভাষায় হড়বড় করে কী যেন বলল। অন্যরা তার কথা বুঝল কি না, তা বোঝা না গেলেও মি. হ্যাসওয়েল যে ঠিকই বুঝেছে, সেটা মেজবানের অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকের কথা কানে যাওয়া মাত্রই টার্কি মোরগের মত লাল হয়ে উঠল তার চেহারা।

'বারবারা,' বলল সে, 'যে ব্যাপারগুলো তুমি বোঝো না, সেগুলো নিয়ে আপাতত ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। তা ছাড়া আজ

আমরা এখানে ডিনার করতে বসেছি। ফাইন্যান্স বা ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে নয়।'

'ঠিক আছে, চাচা। আমি মনে হয় বেশি বলে ফেলেছি। তারপরও বলব, যে অন্ধকারে আমি ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেছি।'

জোর করে হাসল রবার্ট। 'এ ব্যাপারে যদি সত্যিই জানার আগ্রহ থাকে তোমার, তা হলে কয়েকটা কোর্স করো, ট্রেনিং নাও...আর...' বলতে যাচ্ছিল, "ম্যামনের শ্রাইনে (উপাসনালয়) আমাদের মত একটু পূজা-অর্চনা করো।" কিন্তু তার মনে হলো, "ম্যামন" কথাটা শ্রুতিমধুর নয়। সেজন্য বলল, 'হলুদ দেবতাকে একটু-আধটু তোয়াজ করো।'

ঝট করে প্লেট থেকে মুখ তুলল অ্যালান। দেখল, মি. চ্যাম্পার্সের মুখটা লাল থেকে হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল বারবারা, 'হলুদ দেবতা! মানে কী এর? টাকা-পয়সা, নাকি সোনালি মূর্তিটার কথা বলছেন? ওই যে...মহিলার মুখঅলা যেটা...আপনাদের অফিসে দেখেছিলাম বোধ হয়। অ্যালান, বলো না ওটার ব্যাপারে! মূর্তিটার ইতিহাস কী? কোত্থেকেই বা এনেছ?'

'অস্টিন নামে আমার এক চাচা ছিল,' বলল অ্যালান, 'পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সে-ই মূর্তিটা নিয়ে এসেছে...বহুদিন আগের কথা। মূর্তিপূজারী উপজাতি-এলাকায় পা রাখা প্রথম শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি আমার এই চাচা। পুরো গল্পটা অবশ্য আমার জানা নেই। তবে তোমরা চাইলে গল্পটা শোনাতে পারে জিকি। ওই উপজাতিরই লোক ও। চাচার সাথে পালিয়ে এসেছে।'

আগেই চলে গিয়েছিল জিকি। অতিথিরা চাইল তক্ষুণি তাকে ডেকে আনতে। কিন্তু মি. হ্যাসওয়েল আপত্তি করল। ডিনার শেষে ধূমপান ও বিনোদনের জন্য বিলিয়ার্ড রুমে চলে গেল অতিথিরা।

বিলিয়ার্ড রুমটা বিশাল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অন্তত ষাট ফুট তো হবেই। এখানে-ওখানে সাদা রঙ আর রুপোর কারুকাজ করা নানান আকৃতি-প্রকৃতির জিনিসপত্র। রুমে ঢুকে অতিথিরা আবিষ্কার করল, বিশাল ফায়ারপ্লেসের ধারে দাঁড়িয়ে বারবারা। 'আপনাদের বিরক্ত করলাম না তো?' বলল, 'আমি আসলে হলুদ দেবতার গল্প শুনতে চাইছিলাম। তাই এখানে আসার লোভ সামলাতে পারিনি। ...ধূমপান চালিয়ে যান আপনারা। আমার অসুবিধা হচ্ছে না। ...অ্যালান, জিকিকে কি ডাকবে? না হলে শুতে চলে যাচ্ছি আমি।'

আবার বাধা দিতে গেল বারবারার চাচা। কিন্তু এইলওয়ার্ডের হস্তক্ষেপে নিমরাজি হলো। অন্যদেরও বেশ আগ্রহী মনে হচ্ছে। তারা জিকিকে সামনাসামনি দেখতে আর ওর মুখ থেকে গল্পটা শুনতে চায়।

ডাকা হলো জিকিকে। নীচে এসে সোজা অ্যালানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মিলিটারি স্যালুট ঠুকে বলল, 'ডেকেছেন, মেজর?' মিলিটারি আমল থেকেই অ্যালানের খাস ভৃত্য ও।

'হ্যাঁ, জিকি, ডেকেছি। এই ভদ্রলোকেরা আর মিস বারবারা হলুদ দেবতার গল্প শুনতে চান। যা যা জানা আছে তোমার, আমাদের বলো।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল জিকি। চোখের মণি গায়েব হয়ে গেছে ওর, পুরোপুরি সাদা দেখাচ্ছে চোখের জায়গাটা। একসময় স্বাভাবিক হয়ে কেতাবি ইংরেজিতে বলল, 'ব্যাপারটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত। এখানে এত লোকের মাঝে সেসব বলতে চাইছি না।'

হতাশা মিশ্রিত অসন্তুষ্টির গুঞ্জন শোনা গেল। এক ইহুদি এগিয়ে গেল জিকির দিকে। দুটো স্বর্ণমুদ্রা বাড়িয়ে ধরল। এত দ্রুত পয়সা দুটো পকেটস্থ করে ফেলল জিকি, যেন কী করছে, সে ব্যাপারে সচেতন নয়।

'জিকি,' বলল বারবারা, 'গল্পটা বলে ফেলো এবার।'

'ঠিক আছে, মিসি। আপনার কথা ফেলতে পারব না। আপনারা চান, আমি হলুদ দেবতার গল্প বলি। কিন্তু আমার গল্পটা আসলে হলুদ দেবীকে নিয়ে। তিনিই আমাদের উপাস্য।'

হাসতে শুরু করল সবাই। চোখ উল্টে অপেক্ষায় রইল জিকি। হাসাহাসি থামতেই শুরু হলো গল্প: 'এখন আমি একজন ভাল খ্রীষ্টান। তবে আগে যাঁর পূজা করতাম, তাঁর প্রচুর স্বর্ণ আছে। এতই যে, স্বর্ণের কোনও মূল্যই নেই তাঁর কাছে।'

'তা হলে কোন্ জিনিস দামি তার কাছে?' কেউ একজন প্রশ্ন করল।

'রক্ত। মৃত্যুর দেবী তিনি। তাঁর নাম ছোট বনসা বা সাঁতারু-মাথা। তিনি বড় বনসা বা মহান সাঁতারু-মাথার স্ত্রী।'

আবার হাসির রোল উঠল। তবে এবার হাসির বেগ একটু কম। স্যর রবার্ট আর চ্যাম্পার্স হাসাহাসিতে যোগ দেয়নি। অন্যদের উপহাস জিকিকে উত্তেজিত করে তুলল। কেতাবি ভাষা বাদ দিয়ে ফিরে গেল সে কালোদের ইংরেজিতে। হড়বড় করে বলল, 'আপনারা হলুদ দেবতার গল্প শুনতে চান তো! বেশ, শুনুন তা হলে। আপনারা, অহঙ্কারী সাদা মানুষরা ভাবেন, আপনারাই সব জানেন। আপনারা ভূত বিশ্বাস করেন না। অথচ এই আপনারাই সবসময় ঘরে ঢুকে দরজার পিছনটা ভাল করে দেখে নেন, ওখানে কোনও ভূত লুকিয়ে আছে কি না।

'আমি আসিকি জাতির মানুষ। আসিকি শব্দটার অর্থ—আত্মা। আমরা হলুদ দেবতার পূজা করি। দু'জন দেবতা আমাদের—ছোট হলুদ দেবী আর বড় হলুদ দেবতা। ছোট দেবী তাঁর যাত্রাপথে কিছুদিনের জন্য আপনাদের এখানে থেমেছেন। বড় দেবতার দেখা মিলবে বড় নদীর অনেক উজানে। নদী থেকে অনেকটা উজানে গিয়ে বাঁয়ের পথ ধরতে হয়। ছয় দিনের হাঁটা পথ পাড়ি

দিয়ে পৌঁছতে হয় জঙ্গলের ধারে। সেই জঙ্গলে বাস করে বামুন জাতি। ওরা সবসময় বিষাক্ত তীর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওই তীরের এক খোঁচায় মৃত্যু নিশ্চিত। জঙ্গলে পৌঁছে নদীর ধার ধরে আরও উজানে যেতে হবে। পথে দেখা মিলবে দানবীয় সব বুনো জন্তুর। পথের মাথায় গিয়ে আবার বামে ঘুরতে হবে। ওখান থেকে ক্যানুতে চড়ে পাড়ি দিতে হবে জলাভূমি আর লেক। জ্বরের ছদ্মবেশে ওখানে সবসময় ওত পেতে থাকে মৃত্যুদূত। তারপর পাড়ি দিতে হবে বিশাল ঘেসো জমি আর পাহাড়। সেখানেই এক ক্লুফের ধারে জন্মেছে বিরাট সব কালো-কালো গাছ। বজ্রগর্জন তুলে নীচে পড়ছে নদী। আসিকি জাতির লোকেরা বাস করে ওখানে। ওখানেই রয়েছে হলুদ দেবতার স্বর্ণকক্ষ।

'সেখানে পুরো পাহাড় জুড়ে আছে শুধু সোনা আর সোনা। স্বর্ণকক্ষের নীচে লেকের পানিতে ভেসে থাকেন হলুদ দেবতা। আর সেখানেই থাকেন আসিকি জাতির প্রধান। তিনি নারী। তাঁকে আপনারা হয়তো "রানী" বলবেন। খুবই সুন্দরী আর মোহনীয় তিনি। নাম আসিকা। চেহারা অনেকটা ওই হলুদ দেবীর মত। খুবই কুটিল মনের মানুষ আসিকা। প্রতি বছরই নতুন একজন স্বামী বেছে নেন। কারণ, তিনি সবসময় নিখুঁত পুরুষ খুঁজে বেড়ান। কিন্তু আজ পর্যন্ত পাননি।'

'সে কি আগের স্বামীকে খুন করে ফেলে?' জিজ্ঞেস করল বারবারা।

'না, না। আসিকা তাকে মারেন না। সে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলে। সন্তুষ্টির সাথে আত্মহত্যা করে আসিকার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। চলে যায় আত্মাদের দেশে। যতদিন আসিকার স্বামী থাকে সে, খুব ভালভাবে কাটায়। প্রচুর খাবার, অনেক স্ত্রী আর ঘর ভর্তি সোনা; যদিও সোনা খরচ করার কোনও জায়গা নেই ওখানে। ওদিকে প্রতিদিন একটু-একটু করে তার আত্মাকে

খেয়ে ফেলতে থাকেন আসিকা। লোকটা তখন দিন-রাত ভূত দেখতে থাকে। তার আগে যারা মারা গেছে, তাদের ভূত। তারা এসে লোকটার আশপাশে বসে থাকে। বড়-বড় চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। যতদিন পর্যন্ত না আসিকা লোকটার আত্মা পুরোপুরি খেয়ে ফেলেন, ততদিন এমনটা চলতেই থাকে। শেষে পাগল হয়ে যায় সে। জাহান্নামে চিরতরে আটকা-পড়া আত্মাদের মত আর্তনাদ করতে থাকে। তারপর হয়তো এক হপ্তা বা এক মাস বা এক বছর পর নিজেকে ফিরে পায় ক্ষণিকের জন্য। তখন তার মনে শুধু নিজেকে মেরে ফেলার মত শক্তি আসে। কোনও এক রাতে পালায় লোকটা। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর পানিতে। চুকিয়ে দেয় জীবনখাতার হিসাব। তারপর হয়তো আশ্রয় পায় হলুদ দেবের কাছে। সঠিক বলতে পারব না। আসিকা তখন হা-হা করে হাসতে থাকেন। আরেকটা নতুন মানুষের জন্য তাঁর ক্ষুধা কখনওই শান্ত হয় না।'

হলঘরের দূরপ্রান্তে মিলিয়ে গেল জিকির কণ্ঠ। নীরবতা নেমে এল চারদিকে। ইলেক্ট্রিক লাইটের উজ্জ্বল আলো আর হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস থাকা সত্ত্বেও কল্পনার ঘোড়দৌড় থামাতে পারছে না কেউ। গল্প বলায় ওস্তাদ জিকি। ওর গল্পের আবহে এমনভাবে মজেছে সবাই, যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ভুতুড়ে নদীর উপর হলুদ দেবতার ভাসমান মূর্তি। চন্দ্রালোকিত রাতে কোনও এক উন্মাদ-প্রায় লোক পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে। আর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসছে তার ডাইনী স্ত্রী, যে কি না আরও 'আত্মা খাওয়া'র জন্য সবসময়ই ক্ষুধার্ত। নিজের ভয় ছড়িয়ে দিয়েছে জিকি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে।

নীরবতা ভাঙল বারবারা। 'আচ্ছা, জিকি, রানীর প্রাক্তন স্বামীরা প্রতি রাতে তার বর্তমান স্বামীর কাছে কেন আসে? আর কোথা থেকেই বা আসে?'

'মৃত্যুলোক থেকে আসে তারা, মিসি। ওখান থেকেই তো আসল দুনিয়ার শুরু। আসিকিদের ভাষায় ওই জায়গাকে বলে মুঙ্গানাস। হলুদ দেবতার জন্য সবসময়ই বলি দেয়া হয়। দূর-দূর সব প্রান্ত থেকে কালো নিগ্রোরা বলি পাঠায়। এ আশায় যে, তাদের জাতির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে তা। কখনও তারা পাঠায় রাজাদের, কখনও তাদের মহান মানুষ বা ওঝাদের। কখনও বলি হিসেবে আসে যমজ সন্তানের মা, দুষ্ট জাদুকর—যারা বিষ খেয়েছে, কিন্তু মরেনি। এই বিষকে কালোরা বলে মুয়াভি। কখনও আসে তাদের ভালবাসার সন্তান। তাদের পাঠানো হয় অভিশাপের রাহুগ্রাস থেকে ঘরদুয়ারের মুক্তির আশায়। এরা এলে আসিকিদের মৃত্যুসভা বসে। সভায় আসিকি ওঝারা ঠিক করে, কাকে কখন নিয়ে যাওয়া হবে মৃত্যুমুখে। পূর্ণিমা রাতে নির্বাচিত জনকে বলি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয় নদীর পাড়ে। এমনই এক সভায় ওরা আমাকে নির্বাচন করেছিল বলি হিসেবে।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভিজে ওঠা ভ্রূর ঘাম মুছল জিকি। 'কিন্তু হলুদ দেবতা তখন জিকিকে চাননি। তারপরই ওখান থেকে পালাই আমি।'

'কীভাবে?' প্রশ্ন করল স্যর রবার্ট।

'আমার মাস্টার, অর্থাৎ মেজরের চাচা রেভারেণ্ড অস্টিন, যিনি আসিকিদের খ্রীষ্টান বানাতে চেয়েছিলেন, তাঁর সাথে পালিয়েছিলাম। হলুদ দেবতার ছোট মুখোশটা পরে নিয়েছিলেন তিনি। ছোট মুখোশ মানে ছোট বনসার মূর্তি, যেটা আছে আপনার অফিসে। পাথরের উপরে বসে থাকা ব্যাঙের মত দেখতে। মাস্টারের মাথায় মুখোশ দেখে পুরোহিতরা ভাবল, দেবী বোধ হয় মানুষের রূপ নিয়েছেন। রেভারেণ্ড ওদের বললেন, তাঁর ছুটি দরকার। তাই বনে যাচ্ছেন। আমাকে নিচ্ছেন মেরে খাবেন বলে। আসিকিরা যেতে দিল আমাদের। বনে ঢুকে এমনভাবে ছুটতে শুরু

করলাম, খোদ শয়তান যেন লাথি মেরেছে আমাদের। একবারও পিছন ফিরে তাকাইনি। পথে আসিকিদের দেখা পাইনি আর। সত্যি বলতে, ছোট বনসাকে নিয়ে আসায় আমি খুশি। তিনি সৌভাগ্যের দেবী। তা ছাড়া তাঁকে ফেলে এলে নিশ্চয়ই বসে থাকতেন না তিনি।

'এখন তিনি আপনাদের অফিসে বসে আছেন। তিনি জানেন, আপনারাও তাঁর পূজা করেন। তাঁর কারণেই আপনাদের হাতে হঠাৎ করে অনেক টাকা চলে এসেছে।'

'ব্যাপ্টাইজ্‌ড্‌ খ্রীষ্টান হয়েও এ কথা বলছ?' মন্তব্য করল বারবারা। 'দেবতা তোমাকে পছন্দ করেনি—এ কথার মানে কী?'

'বলির জন্য কাউকে আনা হলে পুরোহিতরা তাকে মহান দেবতার সামনে হাজির করে। হলুদ দেবতা যদি চান, লোকটাকে বলি দেয়া হোক, তা হলে পাড়ের দিকে সাঁতরে আসেন তিনি।'

'সাঁতরে আসে মানে? এই না বললে, দেবতা একটা মুখোশ বা মুখোশের মত মূর্তি?'

'সঠিক জানি না, মিসি। হয়তো দেবতার আত্মা আসে, নয়তো দেবতার মুখোশ পরে থাকা কোনও লোক। শুধু জানি, রাতে এটা সাঁতার কেটে বেড়ায়। শুধু রাতে। দিনের বেলা সাঁতার কাটে না। কাউকে বলি হিসেবে পছন্দ হলে সাঁতরে তার দিকে আসে কিংবা ডুব দিয়ে লোকটার মুখের সামনে ভেসে ওঠে। পুরোহিতরা তখন বলি দেয়। তবে কখনও-কখনও ওদের হাত থেকে দুয়েকজন পালিয়েও যায়। কিন্তু পুরোহিতরা কখনওই তার পিছু নেয় না। তারা জানে, পালিয়ে বাঁচতে পারবে না কেউ। এক বছরের মধ্যে মারা যাবেই। কারও মুখের সামনে হলুদ দেবতা ভেসে উঠলে তার আর রক্ষা নেই। সেটা বড় বনসাই হোক বা ছোট বনসা। বলি গ্রহণের জন্য যে-কোনও একজনের সম্মতিই যথেষ্ট।'

জিকির কথা শেষ হতেই অ্যালানের মনে হলো, ওর আশপাশে কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটছে। তাকিয়ে দেখল, ডান পাশে দাঁড়ানো হ্যাসওয়েলের হাত থেকে খসে পড়ছে সদ্য ধরানো দামি চুরুটখানা। চেহারা মলিন, কাগজের মত সাদা। ভারসাম্য হারিয়ে টলছে সামনে-পিছনে। পড়ে যাবে যে-কোনও সময়। লোকটাকে ধরে ফেলল অ্যালান। অন্যরাও এগিয়ে এল। ধরাধরি করে সোফায় শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। কাছেই একটা টেবিলের উপর সোডা আর নানান লিকার। অবাক হয়ে দেখল অ্যালান, স্যর রবার্ট একটা টাম্বলারের অর্ধেকটা ভরে কনিয়াক নিল। তারপর এক ঢোকেই পুরোটা চালান করে দিল পেটে। দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার অবস্থাও খুব একটা সুবিধার নয়।

সবাই দ্বিধান্বিত। হুড়োহুড়ি করছে। একজন গিয়ে ফোন করল ডাক্তারকে। গুরুগম্ভীর গলায় বলল জিকি, 'হলুদ দেবী তাঁর কাজ করেছেন। হ্যাঁ, ছোট বনসা কাজ করেছেন। অত্যন্ত শক্তিশালী আফ্রিকান দেবী তিনি। আমার ধারণা, কোনও-না-কোনওভাবে তাঁর নজর পড়েছিল আপনাদের এই ফার্মের উপর। সে কারণেই রেভারেণ্ড আর আমাকে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে এ দেশে নিয়ে আসতে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দেবী ত্রিকালদর্শী। সবই তাঁর জানা।'

'তোমার দেব-দেবীর আজগুবি গল্প থামিয়ে ভাগো এখান থেকে।' ধমকে উঠল অ্যালান।

ধমক খেয়ে মন খারাপ করল জিকি। ফিরে গেল ইংলিশ বাটলারের খোলসে। নিচু গলায়, কিন্তু সৌজন্যের সঙ্গে বলল, 'রক্তলিপ্সু দেব-দেবীর গল্প তো আমি বলতে চাইনি, মেজর। আমাকে বলানো হয়েছে। গল্প শুনে খ্রীষ্টান ভদ্রলোকেরা যদি প্রথমবার ফেরিতে চড়া লোকের মত অসুস্থ হয়ে পড়েন, তার জন্য

আমি কেন বকা শুনব?'

'যাও তো এখান থেকে,' মাটিতে পা ঠুকল অ্যালান।

চলে যাচ্ছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে এক ইহুদির সামনে পড়ল জিকি। এ-ও গল্প শুনেছে। কিছুটা অসুস্থ বোধ করছে সে-ও। কুবুদ্ধি চাপল জিকির মাথায়। বলল, 'স্যর, গল্পটা আপনার পছন্দ হয়েছে, তা-ই না? আপনার ভাইয়ের মত আপনিও তা হলে কিছু টাকা "উপহার" দিন। হলুদ দেবতারা খুশি হবেন। তাঁরা আপনার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবেন।'

জিকির আজব দাবি শুনে পকেটে হাত ঢোকাল ইহুদি। এক থাবায় বের করে আনল অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা। ওগুলো সে এনেছিল ব্রিজ খেলায় বাজি ধরার জন্য। সব তুলে দিল জিকির হাতে। মুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেল সব।

দাঁত বের করে হাসল জিকি। সবিনয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, স্যর। দেবতারা নিশ্চয় আপনার উপর সৌভাগ্যবৃষ্টি বর্ষণ করবেন।'

চার

সেরাতে আর ব্রিজ বা বিলিয়ার্ড খেলা হয়নি। হ্যাসওয়েলকে তার রুমে নিয়ে যাওয়ার পর অতিথিদের অনেকেই বিছানায় চলে গেল। স্যর রবার্টও রয়েছে সেই দলে। তার কথা, বসে থেকে তো কোনও ফায়দা নেই। বাকিরা ডাক্তারের অপেক্ষায় রইল।

কোর্ট থেকে ডাক্তারের বাড়ি ছয় মাইল। তিনি আসার আধ ঘণ্টা পর বিলিয়ার্ড রুমে এল বারবারা। জানাল, চাচা মোটামুটি সুস্থ এখন। তারপরও রাতটা দেখবেন ডাক্তার। তেমন কিছু নয়। অতিরিক্ত কাজের চাপ বা উত্তেজনা থেকে মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

পরদিন সকাল। ঘুম ভাঙতেই অ্যালানের কানে এল ডাক্তারের ডগ কার্টের আওয়াজ। চলে যাচ্ছেন তিনি। সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল জিকি। বলল, মি. হ্যাসওয়েল এখন সুস্থ। কিন্তু সারা রাত সে একটা জেলির টুকরোর মত কাঁপাকাঁপি করেছে। অ্যালান জিজ্ঞেস করল, আসল ঘটনা সে জানে কি না। একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল জিকি, না। তারপর মন্তব্য করল, 'মনে হয়, হলুদ দেবতা তাকে "স্পর্শ করেছে"।'

ব্রেকফাস্টের সময়ই ডাইনিং টেবিলে এল বারবারা। আগেই অবশ্য অ্যালানকে নোট পাঠিয়েছিল, আসবে। টেবিলে স্যর রবার্টও রয়েছে। খুবই মলিন দেখাচ্ছে তাকে। জানতে চাইল, গলফ খেলতে যাবে কি না বারবারা। জবাবে মেয়েটা বলল, ভেবে দেখবে।

নিরানন্দ পরিবেশে ব্রেকফাস্ট সারল সবাই। টেবিলে হলুদ দেবতার প্রসঙ্গ তুলল না কেউ। উঠে যাওয়ার সময় ফিসফিস করে অ্যালানের কানে বলল বারবারা, 'সাড়ে দশটায় রান্নাঘরের লাগোয়া বাগানে দেখা কোরো।'

সময়মতই গেল অ্যালান। কারও চোখে যাতে না পড়ে, সেজন্য ঘুরপথ ধরল। রান্নাঘরটা মূল বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই শ' মিটার দূরে। চারদিকে এমনভাবে গাছ লাগানো হয়েছে যে, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ওখানে দালান বা আর কিছু রয়েছে। বাগানে গিয়ে গাছের সারির মধ্যে পায়চারি করতে লাগল অ্যালান। একটু পরে আড়াল থেকে উদয় হলো বারবারা। 'চলো,

দেরি করা যাবে না। সময়মত চার্চে পৌঁছতে হবে।'

ঘরপালানো শিশুর মত ছুটল ওরা চার্চ অভিমুখে। যেতে যেতেই বারবারার চাচার খবর জানতে চাইল অ্যালান।

'এখন ভাল,' বলল, 'তবে বেশ ভাল একটা ঝাঁকুনি খেয়েছে। হলুদ দেবতার গল্পই এর জন্য দায়ী। ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়েছি স্যর রবার্টের সাথে চাচার কথোপকথন শুনে। চাচা বলছিল, মাথাটা মেঝের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে এগিয়ে আসছিল তার দিকে। স্যর রবার্ট জোর করে চুপ করিয়ে দেয় তাকে। কি মনে হয়, জানো, তোমার এই মূর্তিটা নিয়ে নির্ঘাত কোনও আজব ঘটনা ঘটেছে।'

'কী জানি। হতে পারে। তবে হলেও সেটা হয়েছে আমি চলে আসার পর। যদ্দিন আমি ছিলাম, তোমার চাচা বা স্যর রবার্ট—কারও কাছ থেকে কোনও অদ্ভুত ঘটনার ইঙ্গিত পাইনি। আর ভূত-টুত দেখার মত কল্পনাবিলাসী মানুষও ওরা নয়। গতকালই স্যর রবার্ট সতেরো হাজার পাউণ্ড দেয়ার প্রস্তাব করেছিল আমাকে ওই মূর্তিটার জন্য। তখন কিন্তু মনে হয়নি যে, ওটা তাকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'সে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার তোমাকে প্রস্তাবটা দেয়নি? আজ সকালে শুনলাম, চাচাকে বলছে, ওটা আজকের মধ্যেই ইয়ার্লিজে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এত দাম দিয়ে জিনিসটা কিনতে চাইছিল কেন?'

যে মুহূর্তে ওরা গ্রামের চার্চে গিয়ে পৌঁছল, ঠিক তখনই এগারোটা বাজার ঘোষণা দিল চার্চের ঘণ্টা।

'চলো, ভিতরে যাই,' বারবারা বলল। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে। কারণ, তিনি আজ তোমাকে বিশেষ এক উপহার দিতে চলেছেন।'

কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অ্যালানকে টেনে নিয়ে

গেল ও চার্চের ভিতরে। একসময় এ জায়গা মুখরিত হত ধর্মভীরুদের প্রার্থনাস্তবে। কিন্তু কোর্ট নির্মাণের সময় চার্চের মূল ভবন ভেঙে ফেলেছে মি. হ্যাসওয়েল। সেই থেকে এখানে আর লোকজন আসে না।

ধর্মকর্মের দিকে কোনও কালেই মন ছিল না হ্যাসওয়েলের। তারই ভাতিজি ও তার বন্ধুকে চার্চে দেখে যারপরনাই খুশি হলেন ফাদার। পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু স্তোত্র পড়ে শোনালেন তিনি, মূল কথা: এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষ ভালকে খারাপ বলবে, খারাপকে ভাল। এমনকী তারা খারাপ কাজকে স্বীকৃতিও দেবে। তখন মহান ঈশ্বরের ঘর পড়ে রইবে জনমানবহীন, শূন্য অবস্থায়।

চমৎকার করে পড়ছিলেন ফাদার। শুনতে শুনতে অ্যালান ভাবল, হাজার বছর আগে যা বলে গেছেন যিশু, তা এখনও কত প্রাসঙ্গিক! বারবারাও একই কথা ভাবছিল। ঠোঁটে মৃদু হাসি। প্রার্থনা শেষে চার্চ থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'চলো, বনের ভিতর দিয়ে ফিরি,' প্রস্তাব করল বারবারা। 'মাইল তিনেক হাঁটতে হবে অবশ্য। কিন্তু লাঞ্চের তো এখনও অনেক দেরি। আমরা সাধারণত দুটোর আগে লাঞ্চে বসি না।'

'না' করার কোনও কারণ নেই। বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল ওরা। পথটায় ওরা ছাড়া আর কোনও জনমনিষ্যি নেই। নিবিড় প্রকৃতিতে এখনও কারও লোভী থাবা পড়েনি। গা জুড়ানো শরতের হাওয়া। পায়ের নীচে ব্লুবেল আর প্রিমরোজের পাতার কার্পেট। ডালে ডালে নাচছে পাখি। মিষ্টি সুরে গান শোনাচ্ছে।

'বারবারা,' বলল অ্যালান, 'বিশেষ উপহারটা কী?'

সরাসরি তাকাল মেয়েটা অ্যালানের চোখের দিকে। তারপর আওড়ে গেল একটু আগে শোনা বাইবেলের স্তোত্রগুলো। হাত দিয়ে দেখাল দ্য কোর্ট ও সংলগ্ন বিস্তৃর্ণ জমি। বলল, 'এবার

বুঝতে পেরেছ?'

'সম্ভবত। বলতে চাইছ, আমি এতদিন অসৎসঙ্গে ছিলাম?'

'শুধু অসৎ না, ভীষণ খারাপ মানুষদের সঙ্গে ছিলে। যদিও ওদের একজন আমার চাচা। তবে তাতে তো আর সত্য মুছে যাচ্ছে না। একটা চোরের চেয়ে কোনও অংশে ভাল নয় সে। অন্যেরটা চুরি করেই নিজের সাম্রাজ্য গড়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এখন ওসব থেকে মুক্ত...লোভ তোমাকে পেয়ে বসার আগেই।'

'সাহারা সিণ্ডিকেটের দায় থেকে আমি এখনও মুক্ত নই। কারণ, প্রজেক্টের আইডিয়াটা আমার মাথা থেকেই বেরিয়েছে। তবে সৎভাবে চালিয়েও প্রজেক্টটা থেকে বিপুল মুনাফা বের করা সম্ভব।'

'জানি। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও ভাল করে জানো, তেমনটা ওদের ইচ্ছে নয়। ওদের একমাত্র ইচ্ছে লোক ঠকিয়ে পকেট ভারী করা। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি চাচার সাথে আছি। ওর ব্যবসার গলিঘুঁজি মোটামুটি জানা। দশ বছর ধরে দেখছি তো! এরকম স্কিম আগেও ছাড়া হয়েছে বাজারে...অন্তত আধ ডজন। দিনে দিনে খারাপ হয়েছে হাল। যারাই বিনিয়োগ করেছিল, ধরা খেয়েছে সবাই। কিন্তু চাচা আর স্যর রবার্ট টাকার ঝর্ণা থেকে স্রোতস্বিনী হয়েছে। ধনী থেকে আরও ধনী। ...বাদ দাও ওসব। এগুলো নিয়ে এখন আর বেশি ভাবিও না। কিছু তো করতে পারব না। ওই টাকার একটা পয়সাও ছুঁতে হয় না আমাকে, সেটাই বাঁচোয়া। ভাগ্যিস, নিজেরই যথেষ্ট আছে আমার। ...তুমি কি জানো, আমার দাদার দিকের সবাই ছিল খেটে খাওয়া মানুষ। দাদা কাপড় ব্যবসায়ী ছিল। কয়লার ব্যবসা করে প্রচুর পয়সার মুখ দেখেছিল বাবা। আর চাচা বেছে নিয়েছে বিনিয়োগ ব্যবসা। তার উপরে অটল বিশ্বাস ছিল বাবার। মারা

যাওয়ার সময় চাচার তত্ত্বাবধানে রেখে যায় আমাকে। চাচাই আমার আইনগত বৈধ অভিভাবক।

'বাবার উইল অনুযায়ী, বয়স পঁচিশ হওয়ার আগে চাচার অনুমতি ছাড়া বাবার সম্পত্তিতে হাত দিতে পারব না আমি। নিজের ইচ্ছায় বিয়েও করতে পারব না। পঁচিশের আগেই যদি চাচার সম্মতি ছাড়া বিয়ে করি, তা হলে সম্পত্তির প্রায় সবটুকুই তার নামে চলে যাবে।'

'আমার তো মনে হয়, এখনই চলে গেছে,' অ্যালানের মন্তব্য।

'না, যায়নি। দলিলপত্র ঘেঁটে দেখেছি। সম্পত্তিগুলো আমার নামে নয় ঠিকই, তবে চাচার নামেও নয়। আমার স্বাক্ষর ছাড়া কিছুই নিতে পারবে না সে। আর, আমিও কোনও কাগজপত্রে সই-টই দিচ্ছি না। চেষ্টা করেনি, তা নয়। বলেছি, পঁচিশ হোক, তারপর ভেবে দেখব। বাবার উইলের কথা জানতে পেরে কিংসওয়েলের এক উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। তিনিই পরামর্শ দিয়েছেন, যেন কোনও কাগজে কখনও সই না করি। একমাত্র বাঁকা পথে ছাড়া চাচা আমার কাছ থেকে কিছু নিতে পারবে না। বাবা ধনী ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আমার এই পোশাকের চাইতেও মূল্যহীন।'

হাসতে হাসতে বলল অ্যালান, 'তা হলে তো আমরা একই পথের পথিক। আমার পকেটে এখন আছে সতেরো শ' পাউণ্ড। ছেড়ে দেয়া শেয়ারের দাম এটা। ইয়ার্লিজ থেকে বছরে এক শ' পাউণ্ডেরও কম আয় হয়। ওটা এমনকী এর মর্টগেজের সুদ আর রক্ষণাবেক্ষণের খরচের চেয়েও কম। সাহারা সিণ্ডিকেটের সাথে থাকলে হয়তো এক হপ্তা বা তারও কম সময়ের মধ্যে এক লাখ পাউণ্ডের মালিক হয়ে যেতাম। তিরিশটা বসন্ত পেরিয়ে গেছে, অথচ বলার মত কোনও রেকর্ড নেই আমার। অযোগ্যতার তকমা লাগিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে আর্মি। ঝরাপাতার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি

হাওয়ার সাথে।'

'অদ্ভুত লোক তুমি, অ্যালান।' বারবারার বাদামি চোখ জোড়া থেকে সহানুভূতি ঝরে পড়ছে। 'সতেরো হাজার পাউণ্ড, নিলে না কেন? ওটা তোমাকে শক্ত জমিনের উপর দাঁড় করিয়ে দিত।'

'ঠিক বলতে পারব না, কেন,' একরাশ দুঃখবোধ অ্যালানের কণ্ঠে। 'যা হওয়ার হয়েছে। এখন আর ওসব নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। চাচা একবার বলেছিল, মূর্তিটা যেন কখনও হাতছাড়া না করি। জিনিসটা নাকি সৌভাগ্য বয়ে আনে। জিকিরও তা-ই ধারণা। হয়তো সে কারণে।'

'হ্যাঁ, তোমার প্রতিবেশীদের জন্য তো আনছেই।'

চুপচাপ হাঁটছে ওরা। উপড়ে পড়া একটা গাছের কাণ্ডের উপর আচমকা বসে পড়ল বারবারা। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে।

'কী হয়েছে, বারবারা?'

'সোনার খাঁচায় বন্দি আমি, অ্যালান। চাচাকে মোটেই পছন্দ করি না। যেসব লোককে সে বাড়িতে নিয়ে আসে, তাদেরও সহ্য হয় না। আমার কোনও বন্ধু নেই। কোনও মহিলার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। এমন কেউ নেই, যার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি। একমাত্র তুমি ছাড়া। দুটো কথা বলার সুযোগ পাই তোমার সাথে। সেই তুমিও হয়তো কাজের খোঁজে চলে যাবে।'

অ্যালানের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। বারবারার জন্য ওর লালিত ভালবাসার চারাটা এতদিনে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কেঁদো না। তোমার কান্না আমার মন খারাপ করে দেয়। ...তোমার চাচার উত্তরাধিকারী তো তুমিই, তা-ই না?'

'এখনই বলা যাচ্ছে না সেটা। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'কারণ আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি। এমনটা না হলে অনেক আগেই তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতাম। এখনও দিতে পারি।

কিন্তু ঠিক হবে না সেটা।'

অ্যালানের কথা শুনে বারবারার কান্না থেমে গেল। হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে বলল, 'আমি যত বোকা দেখেছি, অ্যালান, তুমি তাদের সেরা। একটা উজবুক তুমি। তবে কথা হচ্ছে, একদল চোর-বাটপারের চাইতে উজবুক অনেক ভাল।'

'আমি জানি, আমি একটা গাধা। নইলে আমার দুর্দশার গীত গাইতাম না তোমার কাছে। কি জানো, একা একা যন্ত্রণা বহন করা কখনও কখনও খুবই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। ভুলে যাও, কী বলেছি। ক্ষমা চাইছি উল্টোপাল্টা বকার জন্য।'

'ক্ষমা ইতিমধ্যেই করেছি। একটা মেয়ে যাকে পছন্দ করে, তার ভুল ক্ষমা করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। এই মানবীয় দুর্বলতা মনে হয় সব মেয়ের ভিতরেই আছে। কিন্তু ভুলে যাওয়া আলাদা ব্যাপার। যে মানুষটা আমার ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবে, তার কোনও কথা আমার ভুলে যেতে হবে, এমন তো কোনও কারণ দেখি না।' অ্যালানের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে বারবারা। একদমই অন্যরকম দৃষ্টিটা।

অ্যালান প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। পুরুষদের সাধারণ সব অনুভূতিই ওর ভিতরে কাজ করে। বারবারার দৃষ্টির ভুল অনুবাদ করেনি সে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে মেয়েটার মনের কথা। বিস্ময়ে খানিকটা বেসামাল হয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না...মানে, তুমি বলছ... শেষ হলো না কথা। দাঁড়িয়ে রইল সে বোকার মত।

'তুমি যদি স্পষ্ট করে প্রশ্ন করো, তা হলে হয়তো আমি উত্তর দিতে পারব।'

'মানে, বলতে চাইছি, তোমার নিশ্চয়ই আমার জন্য বিশেষ কোনও অনুভূতি নেই, মানে...যেমনটা আমার আছে তোমার জন্য?'

'কেন থাকবে না? বলিনি, আছে। কিন্তু থাকবে না, মনে হচ্ছে কেন?'

'সেই পুরানো ব্যাপার। ধনী-গরিবের ব্যবধান। সবাই জানে, তেল আর জল মিশ খায় না।'

'কাকে ধনী বলছ? তা ছাড়া আমি কিন্তু অস্বীকার করিনি। অন্তত এখনও না।'

ধপ করে বারবারার পাশে বসে পড়ল অ্যালান। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। পাগলা ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। চোখের কোণ দিয়ে অ্যালানের দিকে তাকিয়ে আছে বারবারা। হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল ওকে অ্যালান।

গাছের ডালে বসে ছিল একটা কাঠবিড়ালি। নীচের দৃশ্যটা দেখে দৌড়ে পালাল। লজ্জায়, নাকি খবরটা নিজেদের মধ্যে চাউর করতে, কে জানে।

পাগলের মত বারবার বলছে অ্যালান, 'ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি।'

'আমি জানি।' বলল বারবারা দুর্বল কণ্ঠে।

'আমায় ভালবাসো তুমি?'

'না বেসে উপায় নেই। হ্যাঁ, আমিও তোমাকে ভালবাসি। উফ, অ্যালান... অ্যালানের কাঁধে মাথা রাখল বারবারা। ওর হ্যাটটা দুমড়ে গেছে। ওটাকে আর ঠিক করার উপায় নেই। আবার পানি চলে এসেছে চোখে। তবে এবারেরটা আনন্দাশ্রু।

বারবারার চোখ থেকে পানিটুকু মুছে দিল অ্যালান। কী বলবে, বুঝতে পারছে না। হঠাৎ বলে বসল, 'বিয়ে করবে আমাকে, বারবারা?'

'দু'জনেই রাজি যখন, তেমনটাই তো হবার কথা। তবে তুমি যদি সরাসরি জানতে চাও, তো বলি, হ্যাঁ, করব। চাচা রাজি থাকলে এখুনি করতাম। তা তো হবার নয়। মাত্রই একটা

ঝামেলা হয়েছে তোমার ওদের সাথে। ...আরও দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিনে পঁচিশ হয়ে যাবে আমার বয়স। ইচ্ছামত সব করতে পারব। চাচার অবাধ্য হয়ে এখনই সব খোয়াতে চাই না। আমাদের একজনের তো অন্তত সংসার চালাবার মত অবস্থা থাকতে হবে। ঘর ভর্তি কাপড়, বুক ভরা ভালবাসা আর হলুদ দেবতার মূর্তি ছাড়া আর তো কিছু নেই। গতরাতের ঘটনার পর, মনে হয় না, মূর্তিটা থেকে নগদ নারায়ণ প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা আছে।'

'টাকা আমাকে পেতেই হবে।'

'সৎভাবে আয় করা সহজ নয়, অ্যালান। যার টাকা নেই, তাকে ব্যবসার অংশীদার করতে চাইবে কেউ?'

গুঙিয়ে উঠল অ্যালান। বারবারা বলল, 'কিংসওয়েলের সেই লইয়ারের সাথে কথা বলব। তিনি হয়তো কোনও উপায় বাতলাতে পারবেন। চাচার থেকে কিছু টাকা উদ্ধারের ব্যবস্থাও হতে পারে।'

'তোমার টাকার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে চাই না, বারবারা। সেটা ঠিকও নয়।'

'বাজে বোকো না। আমি কিছু টাকা ম্যানেজ করতে পারলে তা দিয়ে তুমি আরও টাকা বানাতে পারবে। তবে টাকা পাওয়ার আশা মনে হচ্ছে খুবই ক্ষীণ। যদ্দূর জানি, আমার সব টাকাই বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের উপর বিনিয়োগ করে রাখা। এদিকে বাজারের অবস্থা মন্দা।'

'হুম।'

'এখন আমার কী মনে হচ্ছে, জানো? চাচা কোনওভাবেই আমাদের এক হতে দেবে না। যা করার, আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। ভয় কী? সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে, তা আমরা দু'জনেই জানি। তেমন কিছু হলে সরাসরি বিয়ে করে ফেলব

তোমাকে। তাতে যদি সর্বস্ব খোয়াতেও হয়, পরোয়া করি না।'

'না, না, সেটা ঠিক হবে না। এতে তোমার তো ক্ষতি হবেই, তোমার পূর্বপুরুষদেরও অসম্মান হবে।'

'তা হলে আর কী। অপেক্ষাই করি। ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইতেও পারে। জানো, অ্যালান, আমার এই ছোট্ট জীবনে আজকের মত এত আনন্দিত কোনও দিন হইনি। গতরাতে জিকি আসিকিদের সোনার গল্প শোনাল। সেই সোনাও এই আনন্দের কাছে কিছু নয়। সম্পদ না থাক, তোমাকে আমি হারাতে চাই না, অ্যালান।'

'আমিও না। তোমাকে পাওয়ার জন্যই ব্যবসায় নাম লিখিয়েছিলাম। চেয়েছিলাম দ্রুত বড়লোক হতে, যাতে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারি। এখন তো সবই খোয়ালাম। এই অবস্থায় তুমি কেন, কোনও মেয়েকেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়া উচিত না। অথচ তা-ই করে বসে আছি।'

'এখন বুঝতে পারছ তো, আরও এক বা দুই বছর আগেও প্রস্তাব দিতে পারতে। তখন ব্যাপারটা আরও সহজ হত। ভাগ্যের খেলা সবই। সে যাক, বাড়ি ফেরা উচিত আমাদের। নইলে দেখা যাবে, বিরাট এক সার্চ পার্টি নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়ে গেছে স্যর রবার্ট।'

রবার্ট নামটা ভরা গ্রীষ্মে ডিসেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মত কাঁপিয়ে দিল ওদের।

'তুমি লোকটাকে ভয় পাও, বারবারা?'

'কিছুটা। ভয় পাওয়ার মতই লোক সে। তুমি পাও না?'

'কিছুটা। লোকটা বেশ ঝামেলা করবে, মনে হচ্ছে। ওর অনেক ক্ষমতা।'

'হ্যাঁ, ক্ষমতা ওর আছে। কিছু ক্ষমতা তো আমাদেরও আছে। খুন করা ছাড়া আর কোনওভাবে সে আমাদেরকে আলাদা করতে

পারবে না। তবে সে এমন কিছু করবে বলে আমার মনে হয় না। লোকটা যে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, এতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই।'

হাঁটছে দু'জনে। চিন্তামগ্ন। খানিক বাদে অ্যালানের মুখের দিকে তাকাল বারবারা। দেখল, হঠাৎ করেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর। কারণটা জানতে চাইল।

'একটা চিন্তা এসেছে মাথায়। স্বর্ণভাণ্ডারের কথা শোনাল না জিকি? ওই সোনা পাওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি।'

'তোমার কথা চাচার ধান্দাবাজির মত শোনাচ্ছে।'

'আরে, নাহ্। ধান্দাবাজি করব না। ওখানকার পথ চেনে জিকি। চাচাও ডায়েরিতে পথের হদিস আর আসিকিদের সম্পর্কে লিখে গেছে। সোনার খোঁজ আমি করতেই পারি। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে তিন বছর কাটিয়েছি। অনেকগুলো আদিবাসী ভাষা আমার জানা। একবার কালাজ্বর হয়ে ও-জিনিস গা-সওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঝুঁকি আছে বৈকি। তবে এ নিয়ে মোটেও ভয় পাচ্ছি না।'

'ওসব কথা এখন থাক। চাচাকে কী করে সামলানো যায়, বলো।'

'আমি তার সাথে কথা বলব। চেষ্টা করব মানাতে।'

'সেটাই ভাল। চাচা তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু আমাদের যোগাযোগে বাধা দিতে পারবে না। তেমন বুঝলে আমিই তোমার সাথে দেখা করব ইয়ার্লিজে।'

পাঁচ

জঙ্গলে অ্যালান আর বারবারা যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আনন্দময় সময় কাটাচ্ছিল, হ্যাসওয়েলের বাড়িতে তখন ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা।

পার্টনারের অপেক্ষায় সিটিং রুমে বসে আছে স্যর রবার্ট। অনেক টাকা খরচ করে বাড়ির ডেকোরেশন করিয়েছে হ্যাসওয়েল। কিন্তু রবার্টের কাছে এই সাজসজ্জা 'ভয়াবহ' লাগছে। ধনুকাকৃতি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, নির্মল প্রকৃতির দিকে। এই সৌন্দর্যে অন্তত এখনও কেউ হাত দেয়নি।

ড্রেসিং গাউন গায়ে নেমে এল হ্যাসওয়েল।

'তোমাকে সুস্থ দেখে ভাল লাগছে, হ্যাসওয়েল,' বলল স্যর রবার্ট।

'না, এইলওয়ার্ড, আমি ভাল নেই, একটুও ভাল নেই। জীবনে আর কখনও আজকের মত আপসেট হয়েছি বলে মনে পড়ছে না। অ্যালানের জংলি চাকরটার গল্প শুনে মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে আমার। তুমি তো অনেক কিছু বোঝো; এটা বলো তো, ওর কথাগুলোর মানে কী? অফিসে কী দেখলাম আমরা?'

'জানি না। সত্যিই জানি না। ওসব ছাইপাঁশে কখনওই বিশ্বাস করিনি। নিজ চোখে যা দেখিনি, নিজ কানে যা শুনিনি, তাতে

আমার একদমই বিশ্বাস নেই। সময় পেলে নানান ধর্মগ্রন্থ উল্টেপাল্টে দেখি বটে, কিন্তু সবই জঞ্জাল মনে হয় আমার কাছে। ওতে যা বলা হয়েছে, তার চাইতে বরং এটাই বিশ্বাস করি যে, আমরা আসলে উন্নত শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রাকৃতিক কোনও কারণে সৃষ্টি হয়েছি। হঠাৎ করে। আবার যখন সময় ফুরিয়ে যাবে, তখন যে অসীম শূন্যতা থেকে এসেছিলাম, সেখানেই ফের হারিয়ে যাব। তথাকথিত উচ্চতর ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়, তার সবই কুসংস্কার বলে মনে হয় আমার কাছে। যে শূন্যতার কথা বললাম, সেটার উৎস খুঁজতে গিয়ে মানুষই হাজারও দেব-দেবী সৃষ্টি করেছে বলে আমার ধারণা। এসব নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে, জানোই তো। অফিসের ঘটনাটার কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। ওই মূর্তি নিয়ে আমার আগ্রহের একমাত্র কারণ, ওটা আমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। তা-ই মনে করি আমি। সেজন্য ভার্ননকে সতেরো হাজার পাউণ্ড প্রস্তাব করেছিলাম। সেরাতেই ভেলকি দেখাল ওটা আমাদের। তার সাথে এখন যোগ হয়েছে জিকির বলা গল্প। বুঝতে পারছি না, কী বলব।'

'আমার চিন্তা-ভাবনাও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে,' বলল হ্যাসওয়েল, 'আমি ঠিক তোমার মত নই। ছোটবেলায় আমাকে খ্রীষ্টান রীতিনীতি শেখানো হয়েছিল। পরবর্তীতে ওসবে খুব একটা মনোযোগ দিইনি যদিও, তবে মন থেকে একেবারে মুছেও ফেলিনি। কোথাও কেউ একজন অবশ্যই আছে, সে দেখে রাখছে আমাদের, নিয়ন্ত্রণ করছে সব। ওই কালো লোকটা যখন গল্প বলছিল, মনে হচ্ছিল, সেই "একজন" আমার খুব কাছেই রয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। ...এইলওয়ার্ড, আমাদের বংশের সবাই খুব ধার্মিক। স্রষ্টার প্রতি অনুগত। খালি আমার জীবনধারাটাই আলাদা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রবার্ট। 'ওটা হ্যালুসিনেশনও হতে পারে। ফ্লোটেশনটা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করছি আমরা। কাজের চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা—সব মিলে ভুলভাল দেখাটা অস্বাভাবিক নয়। একতাল সোনা কীভাবে নড়বে? তারপরও জেনে খুশি হবে যে, আগামীকালই অফিস থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে ওটা। জিনিসটা আর আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না। ...কাজের কথায় আসি। একটা ব্যাপারে আলাপ ছিল।'

'ব্যবসার কথা বোলো না। ওসবের জন্য পুরো সপ্তাহ পড়ে আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যাসওয়েল।

'না, ব্যবসা না। তার চেয়েও জরুরি। তোমার ভাতিজির ব্যাপারে।'

রবার্টের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল হ্যাসওয়েল। দৃষ্টি দিয়ে যেন গেঁথে ফেলবে। 'বারবারা? ওকে নিয়ে কী?'

'অনুমান করতে পারছ না? এসব ব্যাপারে তুমি তো এক্সপার্ট। আচ্ছা, সরাসরিই বলি। বারবারাকে বিয়ে করতে চাই আমি।'

পার্টনারের প্রস্তাব শুনে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল হ্যাসওয়েল। 'আচ্ছা! তোমার যে বিয়ের আগ্রহ আছে, সেটাই তো জানতাম না। সবসময়ই তো বিয়ে-শাদির বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছ। তা, ও কি রাজি?'

'ওকে বলিনি এখনও। সকালে বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে। সম্ভবত অ্যালানের সাথে।'

আবারও শিস বেজে উঠল। এবারের সুরটা ভিন্ন।

'তোমার এই শিস না বাজালে হয় না? আওয়াজটা আমার স্নায়ুর উপর গিয়ে পড়ে। এমনিতেই আজ টানটান হয়ে আছে নার্ভ। ...যা বলছিলাম...ব্যাপারটা আসলেও অদ্ভুত। ওই হলুদ মূর্তির ভেসে ওঠার চেয়েও আজব। আমার চুয়াল্লিশ বছরের

জীবনে এমন আর হয়নি। এই প্রথমবার কারও প্রেমে পড়েছি আমি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, ওকে পছন্দ করলেও ও আমাকে বাজে চোখে দেখে। সাহারা ফ্লোটেশনের ব্যর্থতা আমি মেনে নিতে পারব, কিন্তু বারবারার প্রত্যাখ্যান সহ্য হবে না। ওকে হারাবার চেয়ে সম্পত্তির তিন-চতুর্থাংশ খোয়াতেও রাজি আমি। বুঝতে পারছ, কী বলছি?'

শিস বাজাবার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল হ্যাসওয়েল। 'পাগল নাকি তুমি! বারবারা চমৎকার মেয়ে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি তো ওর বাপের বয়সী। ভীমরতি? নাকি ভেনাস না কিউপিড...কী যেন বলে...তার পাল্লায় পড়েছ?'

'দেব-দেবীর কথা বাদ দাও। ওসব নিয়ে যথেষ্ট মাতামাতি হয়েছে। আমার জানা দরকার, তোমার সাপোর্ট আমি পাব কি না। ...আমার প্রস্তাবটা কি ফেলে দেয়ার মত? বিশাল সম্পদের মালিক আমি। আছে ব্যারনিটসি। তা ছাড়া খুব দ্রুত আমি পিয়ারিজ হয়ে যাচ্ছি।'

'পিয়ারিজ! সব ঠিক করে ফেলেছ নাকি?'

'ধরে নিতে পারো, সবকিছু রেডিই আছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে। নগদ টাকার অভাব আছে, এমন কোনও পলিটিক্যাল পার্টির সাথে দুই লাখ পাউণ্ড লেনদেন হবে ওইসময়। বারবারা তখন হবে লেডি এইলওয়ার্ড। অথবা তার পছন্দের কোনও নাম সে গ্রহণ করতে পারবে। সেই সাথে আমার সম্পদের অর্ধেকও ওর হয়ে যাচ্ছে। ও হবে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে ধনী মহিলাদের একজন। এখন বলো, সমর্থন পাচ্ছি তোমার?'

'অবশ্যই, বন্ধু! কেন নয়? তবে সমস্যা হচ্ছে, বারবারা টাকা চায় না। প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটি বণ্ড হিসেবে ওর নিজেরই অনেক টাকা আছে। জানি না, কত। ও তো বরাবরই কোনও

কাগজপত্রে সাইন করতে অসম্মতি জানিয়ে এসেছে। ...তা ছাড়া ও-ই সম্ভবত আমার উত্তরাধিকারী হচ্ছে। ...জানি না, আমি আর ক'দিন বাঁচব।' হ্যাসওয়েলের চেহারায় কেমন একটা দুর্বল কিন্তু সতর্ক ভাব ফুটে উঠল। 'আজ সকালে ডাক্তার আমার চেক-আপ করেছে। বলেছে, হার্ট দুর্বল হয়ে আসছে। এইলওয়ার্ড, আমার বোধ হয় সময় ঘনিয়ে এসেছে। যে-কোনও দিন মারা যেতে পারি।'

'ধুর, যে-কোনও দিন মারা তো আমরা যে-কেউই যেতে পারি,' হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল বটে, তবে খুব একটা সফল হলো না রবার্ট।

দু'হাতে মুখ ঢাকল হ্যাসওয়েল। কিছুক্ষণ পর একটা শ্বাস ছেড়ে মুখ তুলল। 'হ্যাঁ, আমার সাপোর্ট পাবে তুমি। বারবারা আমার একমাত্র আত্মীয়। ওকে সুযোগ্য পাত্রের হাতেই দিতে চাই। ওর বাবার করা উইল মোতাবেক, বয়স পঁচিশ না হওয়া তক আমার সম্মতি ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবে না ও। করলে বেশির ভাগ সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেগুলো চলে যাবে চ্যারিটি ফাণ্ডে। শুধু বছরে দুই শ' পাউণ্ড মাসোহারা পাবে তখন। মেয়ে কোন্ উড়নচণ্ডীকে বিয়ে করে বসে, এই ভয় ছিল ওর বাপের। সেজন্য মরার আগে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে।

'এইলওয়ার্ড, আমি যদি ভুল না করি, তোমার একজন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। আমাদের সাবেক পার্টনার ভার্নন। বারবারা ওকে খুব পছন্দ করে। যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, স্রেফ বন্ধু ওরা।'

অ্যালানের নাম শুনে এইলওয়ার্ডের চেহারা রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। 'এই ভয়টাই করছিলাম। অ্যালান আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট। একে যুদ্ধফেরত সৈনিক, তায় ব্যবসায়ীও না। স্রেফ সাধারণ লোক। আর আমি একজন ব্যারন, কিছুদিনের মধ্যে

পিয়ারও হব। ওর আর আমাদের ক্লাস মোটেও এক নয়। চাইলে অ্যালানকে আমি পিষে ফেলতে পারি। দরকার পড়লে তা-ই করব। ইয়ার্লিজ আমার কাছে মর্টগেজ রাখা আছে। ওর তো নিজের বলতে এখন ফুটো পয়সাও নেই। তুমি যদি দুই নৌকায় পা না দাও, তা হলে অ্যালানের কোনও চান্সই নেই।' হুমকির সুরে যোগ করল, 'দিয়ো না। শত্রু হিসেবে আমি খুব খারাপ।'

মাথা নাড়ল হ্যাসওয়েল। 'বারবারার ধাঁচ আলাদা। চাইলে ও একটা কপর্দকশূন্য লোককেও বিয়ে করতে পারে। কে আটকাচ্ছে? আর, ভাই, ভার্ননকে পিষে মারার কথাটা ভাল লাগল না। এ অন্যায়। পাপ কাউকে ছাড়ে না। একসময়-না-একসময় কর্মফল পেতেই হয়। দুঃখ যে, ওর মত একজন সৎ ও নীতিবান মানুষ আমাদের ফার্ম ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের আসলে ওর মত একজনকেই দরকার ছিল। যা হোক, আর কথা বলতে পারছি না। ক্লান্ত লাগছে ভীষণ। ডাক্তার উত্তেজিত হতে বারণ করেছে আমাকে। আগে বারবারার সম্মতি আদায় করো, তারপর দেখা যাবে। ...স্যুপ এসে গেছে আমার। আপাতত বিদায়। পরে কথা হবে।'

লাঞ্চের সময় নীচে নেমে এল রবার্ট। দেখে খুশিতে ঝলমল করে উঠল বারবারা। এক ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চেয়ার টেনে নিচ্ছিল সে।

চেয়ার টেনে নিতে নিতে বলল স্যর রবার্ট, 'দুঃখিত, আমি মনে হয় একটু বেশি দেরি করে ফেলেছি। আসলে তোমার চাচার সাথে কথা বলছিলাম। আগামীকাল আমাদের ফ্লোটেশন আলোর মুখ দেখবে। সেজন্য পত্রিকাতেও একটু চোখ বুলিয়ে এলাম। দুয়েকটা বিষয় বাদ দিলে মোটের উপর রিপোর্টগুলো ভালই বলা চলে।'

'*মোঁন দিঁউ*,' বলল ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক। 'যে পরিমাণ খরচ

আপনারা করেছেন, তাতে ভাল হওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'মিস বারবারা, সকালে কোথাও গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট। 'ভেবেছিলাম আজ এক রাউণ্ড গলফ খেলব। ক্যাডিরা (ক্যাডি: গলফ ক্লাব/স্টিক বহনকারী) রেডি ছিল, ছিলাম আমিও। পরিষ্কার মাঠ ছিল। ছিলে না শুধু তুমি।'

'ভার্ননের সাথে চার্চে গিয়েছিলাম। স্যাবাথ নিয়ে দারুণ একটা সারমন শুনলাম।'

'সপ্তাহভর কাজ করার পর রোববার আমরা ছুটি কাটাই। এদিন নির্দোষ কোনও খেলাধুলায় আপত্তি আছে নাকি তোমার?'

'তা কেন হবে?' বলেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বারবারা। 'আপনি চাইলে বিকেলে এক রাউণ্ড গলফ খেলা যেতে পারে। দু'জন, না চারজন?'

'দু'জনই ভাল। সেরা খেলোয়াড়ই জিতবে, আশা করি।'

'দেখা যাবে।'

অ্যালানের চোখে রাগের আভাস দেখে বারবারা বলল, 'রাগ কোরো না। সবকিছু তো মিটমাট করতেই হত। আসছি আমি। চায়ের সময় হওয়ার আগেই ফিরে আসব। তারপর দু'জনে মিলে চাচার কাছে যাব।'

নয় গর্তের রাউণ্ড। একটা সিঙ্গেল স্ট্রোকে জিতল বারবারা। দারুণ খুশি। ওকে হারাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে স্যর রবার্ট। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল ম্যাচটা।

'হেরে গেলাম,' চেষ্টাকৃত হাসি এনে বলল রবার্ট। অসন্তুষ্ট। 'পরাজয়কে আমি ঘৃণা করি।'

'কী বুঝলেন?' বলল বারবারা। 'মেয়েরা চাইলেই জিততে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয় দ্বিধা আর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে। কিন্তু সিরিয়াস হলে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী তারা।'

'সেই সাথে ভাল বন্ধুও বটে।' ক্যাডিকে একটা হাফ ক্রাউন

বকশিশ দিল রবার্ট। ছেলেটা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে বলল, 'অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম, তুমি আমার তেমন বন্ধু হবে কি না।'

'আমি তো ব্যবসার কিছুই জানি না। ওসবের প্রতি আমার তেমন আগ্রহও নেই।'

'তুমি ভাল করেই জানো, আমি ব্যবসার কথা বলছি না। যে সম্পর্ক আইনগতভাবে নারী ও পুরুষকে আবদ্ধ করে, তার কথা বলছি। হ্যাঁ, বিয়ে। তুমি কি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে আমাকে?'

বারবারা মুখ খুলতে যেতেই রবার্ট হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে। 'জবাব দেয়ার আগে শোনো। আমার অযোগ্যতা সম্পর্কে আমি খুব ভাল করেই জানি। জানি, আমার বয়সটা তোমার কাছে বেশি বলে মনে হবে। আমার বংশ, ব্যবসা, ইত্যাদি নিয়ে তোমার যে এক ধরনের বিতৃষ্ণা রয়েছে, তা একেবারে অযৌক্তিক, তা-ও বলব না। প্রথম দুটো বদলাতে পারব না আমি। কিন্তু আরগুলো? দেখো, বারবারা, আমি যদি হপ্তায় দুই পাউণ্ড রোজগার করা সামান্য কেরানির ছেলে হতাম, তা হলে কী হত? কিংবা ধরো, যদি আমার জন্ম হত কোনও বেসমেণ্টে, তা হলে? তা হয়নি। আমি এক ধনী দেশের ধনীর ঘরে জন্মেছি। এবং মরব একজন পিয়ার হয়ে। সন্তানদের জন্য রেখে যাব মিলিয়ন মিলিয়ন পাউণ্ড আর সম্মান। এখনকার পেশা ছেড়ে দিচ্ছি আমি, বারবারা। বছরখানেক আগেই চিন্তা করে রেখেছিলাম এ ব্যাপারে। আগামী হপ্তা আসতে আসতেই প্রচুর পয়সা চলে আসবে আমার পকেটে। সেজন্য আরও উঁচুতে স্থির করেছি লক্ষ্য। রাজনীতি করব। নিজেকে একজন শাসক হিসেবে দেখতে চাই আমি। ক্ষমতায় যেতে চাই, সুস্থ ও সক্ষম থাকতে থাকতেই। যারা বিপুল অর্থ-সম্পদের অধিকারী, অথচ কোথায় খরচ করবে, জানে না, ছাড়িয়ে যেতে চাই তাদেরকে। তোমাকে পাশে পেলে তা তো পারবই,

আরও অনেক দূর যেতে পারব। যা-যা বললাম, তেমনটা করবার ওয়াদা করছি আমি।'

বারবারা মুখ খুলতে যেতেই আবারও তাকে থামিয়ে দিল রবার্ট, 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। তোমাকে আমি ভালবাসি, বারবারা। জীবনে কখনও প্রেম-ভালবাসা নিয়ে ভাবিনি, বরং বিরোধিতা করেছি, অথচ আজ আমিই তোমার প্রেমে পাগল। এ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না আমি। এই বয়সে এসব হয়তো বোকামিই। কিন্তু এটাই সত্যি। ...তুমি পাশে থাকলে কী যে আনন্দ হয় আমার! যেখানে তুমি নেই, সেখানটা শূন্য মনে হয়। তোমার সরাসরি কথা বলাটাও আমার পছন্দ। বারবারা, আমার মত আর কোনও পুরুষ এমনভাবে ভালবাসতে পারবে না তোমাকে। এবার বলো, তোমার কী বক্তব্য। ভাল-খারাপ—যা-ই হোক, শুনতে প্রস্তুত আমি।'

বারবারা মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। রবার্টের কথাগুলো ছুঁয়ে গেছে ওকে। অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত, স্যর রবার্ট, আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা আছেন, যাঁরা সত্যিই আপনার যোগ্য। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাঁরা আপনাকে ভালওবাসবেন। তাঁদের কাউকে বেছে নিন।'

রবার্টের মুখে আবেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। বারবারা দেখল। কিন্তু কিছু বলল না। প্রথমে নীরব রইল, তারপর শান্ত গলায় বলল স্যর রবার্ট, 'খুব কঠিন কথা শোনালে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা কি নেই?'

'না, দুঃখিত।'

'তুমি কি আর কাউকে পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ, একজনের সাথে আমি এনগেজড,' নিঃসঙ্কোচে বলল বারবারা।

'কে সে? ভার্নন?'

মাথা নাড়ল বারবারা।

'কবে থেকে?'

'আজ সকালে।'

'সকালে! খোদা! তা হলে তো গতরাতেই বলা উচিত ছিল আমার। চেয়েওছিলাম বলতে। ওই অভিশপ্ত দেবতার গল্প শোনার জন্য সবাই যদি পাগল না হত, বা হ্যাসওয়েল যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ত, হয়তো সফল হতাম আমি।'

'আমার তা মনে হয় না।'

রবার্টের চোখে টলমল করছে পানি। কিন্তু তার মনে হচ্ছে, চোখের পানি যেন আগুন হয়ে জ্বলছে। 'আশা ছাড়ছি না আমি,' বলল, 'জীবনে কখনও ব্যর্থ হইনি। এবারও হব না। অ্যালানকে আমি একরকম শ্রদ্ধার চোখেই দেখতাম, কিন্তু প্রথম থেকেই জানতাম, ও আমার শত্রু, আমার ক্ষতির কারণ হবে। সেটা ওর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। স্রষ্টা ওর সহায় হোন। ও এখন বুঝবে, আমি ওর থেকে কত শক্তিশালী।'

'অবুঝের মত কথা বলছেন আপনি,' রাগ দেখিয়ে বলল বারবারা। 'আপনারা যাঁরা কিছু টাকা-পয়সা করেছেন, সাথে নামও কামিয়েছেন, তাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। নিজেদেরকে ভাবেন মহান, উপরতলার কেউ। ভুলে যাচ্ছেন, জীবন খুব ছোট। সবকিছুই শেষ হবে একদিন। তারপর আপনাকেও একজনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আজ আপনার যা ইচ্ছা, কিনে নিতে পারছেন। চাটুকাররা "মাই লর্ড, মাই লর্ড" বলতে বলতে ফেনা তুলে ফেলছে মুখে। আপনি হেন করবেন, তেন করবেন, ইত্যাদি অনেক কিছুই বলছেন। আপনাকে আমরা ভয় পাই না। যা পারেন, করে দেখান। আমি বলছি, আপনি ব্যর্থ হবেন। আর হেরে যাওয়ার তিক্ত স্বাদ যেদিন পাবেন, সেদিন আমার কথাগুলো

স্মরণ করবেন।

'আরেকটা কথা, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে আমি যদি কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি, জানবেন, সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করিনি। আপনার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু যে মানুষটা আমাকে ভালবেসে সম্মানিত করেছে আর যাকে আমি ভালবেসে সব মানুষের উপরে স্থান দিয়েছি, তাকে আপনি হুমকি দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তাই এর বিচার করবেন,' কান্নায় ভেঙে পড়ে ত্বরিত ওখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো বারবারা।

ওর চলে যাওয়া দেখল রবার্ট। আনমনে বলল, 'এ মেয়েকে কে-ই বা হারাতে চাইবে!'

কোর্টে ফিরে এল সে। এসেই বলল গাড়ি বের করতে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল। বলল, জরুরি একটা কাজের জন্য টেলিগ্রাম আসায় পত্রপাঠ চলে যেতে হচ্ছে। সত্তর হর্সপাওয়ারের মার্সিডিজ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে হ্যাসওয়েলের হাতে একটা নোট গুঁজে দিল। পেনসিলে লেখা।

চেষ্টা করেছি, আপাতত রাজি করাতে পারিনি ওকে। দুর্ভাগ্যবশত আমাকে টেক্কা দিয়েছে অ্যালান। গতরাতে তুমি অসুস্থ না হলে হয়তো আমি ওর সম্মতি পেতাম। হাল ছাড়ছি না। আশা করি, শেষ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে থাকবে। ভার্ননকে ইচ্ছা হলে ধরে রাখতে পারো, আবার ছেড়েও দিতে পারো। ভাল হয় ফ্লোটেশন আলোর মুখ দেখার আগ পর্যন্ত দৃশ্যপট থেকে ওকে কোনওভাবে সরিয়ে দিতে পারলে। যা-ই করো না কেন, আশা করব, ওদের এনগেজমেন্টে মত দেবে না তুমি। অভিভাবক হিসেবে তোমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে মেয়েটাকে বাধা দেবে। পড়া শেষে নোটটা পুড়িয়ে ফেলো।

আর. এ.

ছয়

অদ্ভুত রুচির ছাপ মি. হ্যাসওয়েলের সিটিং রুমে। আগুনের পাশে একটা কাউচে বসে ভদ্রলোক। সামনে অ্যালান আর ভাতিজি। অল্পকথায় বারবারার সঙ্গে এনগেজমেন্টের কথা জানিয়েছে তাকে ছেলেটা। বারবারা কিছুই বলেনি। স্বভাবমত কয়েকবার শিস বাজিয়ে নিশ্চুপ রইল কিছুক্ষণ হ্যাসওয়েল। মুখ খুলল যখন, বোঝা গেল—জোর করে বন্ধুসুলভ মনোভাব বজায় রেখেছে। 'আমার উত্তরাধিকারীর পাণিপ্রার্থনা করছ, অ্যালান,' বলল, 'কিন্তু তোমার যোগ্যতা? তার বেলায় কী বলবে?'

'কী আর বলব। সবই তো আপনি জানেন। ফার্ম ছাড়ার পর আমি একরকম নিঃস্বই বলা চলে।'

'তুমি যদি ফার্ম না ছাড়তে, তা হলে আজকালের মধ্যে বেশ বড় অঙ্কের টাকা চলে আসত তোমার হাতে। তখন হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম হত। মানে, হতে পারত। সেজন্যই বলছি, রিজাইনের ব্যাপারটা আরেকবার বিবেচনা করে দেখবে? সামনের রোববারেই না হয় জানাও।'

উত্তর দেয়ার আগে কিছুক্ষণ চিন্তা করল অ্যালান। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এই শর্তের উপরই নির্ভর করছে হ্যাসওয়েলের স্বীকৃতি পাওয়া-না-পাওয়া। বারবারার দিকে তাকাল একবার। এ পর্যন্ত কোনও কথাই বলেনি মেয়েটা। বুঝল, সিদ্ধান্তটা ওর

নিজেকেই নিতে হবে। প্রেমিকার কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। একদিকে বারবারা, আরেক দিকে নিজের নৈতিকতা। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার পর স্থির সিদ্ধান্তে এল। ভাবল, এখনই সেটা বলবে কি না। নাকি আত্মসমর্পণের ভাব দেখাবে? ফ্লোটেশনের শেয়ার তো বাজারে আসবেই। স্ক্যাণ্ডালও ছড়াবে। তবে তা কয়েক মাস পর। এমনকী বছরও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তার আগেই ফার্ম থেকে নিজের নাম মুছে ফেলতে পারবে। অন্যরাও তা-ই করবে হয়তো।

তারপরও এ কাজ অ্যালানের পক্ষে সম্ভব নয়। ওর নৈতিকতা ওকে এ কাজ করতে দেবে না কখনওই। 'এ ব্যাপারে আর কথা বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না, মি. হ্যাসওয়েল,' অ্যালান বলল, 'গত শুক্রবারেই সব ফয়সালা হয়ে গেছে।'

সন্তুষ্ট বারবারা তাকাল রঙ করা ছাতের দিকে। তবে মুখ ফুটে বলল না কিছু।

অ্যালানের বক্তব্য শুনে শিস বাজাল আবার হ্যাসওয়েল। তারপর বলল, 'তা হলে তো বারবারার ভবিষ্যৎ নিয়েও আর কথা বলার দরকার দেখি না। সরাসরিই বলি, ওর বিয়ের ব্যাপারে আমার ইচ্ছা অন্যরকম। বারবারার বাবার উইল মোতাবেক, অভিভাবক হিসাবে তোমাদের সম্পর্কের বিরুদ্ধে জোর খাটানোর অধিকার আমার আছে। বয়স পঁচিশ হওয়ার আগে ও যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করে, তা হলে সমস্ত সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে ওর। ওকে পথের ভিখারি বানাবার মত স্বার্থপর নও তুমি নিশ্চয়ই?'

'না, সেই ভয় নেই। আমার হাতে এখন টাকা-পয়সা নেই, তাই আমার প্রস্তাবে সম্মতি নেই আপনার। তাতে খুব একটা অসুবিধা নেই। দুটো বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে...এই যা। খুব বেশি সময় নয় এটা। এর মধ্যে চেষ্টা করব অবস্থার

উন্নতি করতে।'

'যা ইচ্ছা করো!' রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল হ্যাসওয়েল। জোর করে ধরে রাখা ভদ্রতার মুখোশ খসে গেছে চেহারা থেকে। বেরিয়ে এসেছে নির্দয় ব্যবসায়ীর আসল রূপ। 'কিন্তু মনে রেখো, আমার ভাতিজির সাথে কোনওরকম যোগাযোগ করতে পারবে না। আমার আতিথেয়তার অপমান করেছ তুমি। ভালমানুষির সুযোগ নিয়েছ। এখন তুমি বিদায় হলেই খুশি হব।'

'যাচ্ছি। তবে যাওয়ার আগে জানিয়ে রাখি, 'বারবারা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে। ও কথা দিয়েছে, আমার স্ত্রী হবে। ...আমি ওর সাথে যোগাযোগ রাখবই,' বেরোনোর জন্য উঠল অ্যালান।

এতক্ষণ নীরব থাকলেও এবার বারবারা দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু দাঁড়াও, অ্যালান। আমারও কিছু বলার আছে। আমি চাই, তুমিও কথাগুলো শোনো।' তারপর চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এইমাত্র তুমি বললে, বিয়ে নিয়ে অন্য চিন্তা আছে। নিশ্চয়ই স্যর রবার্টের সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা। তোমাকে জানিয়ে রাখি, চাচা, আজ বিকেলেই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি আমি। আরেকটা কথা পরিষ্কার বলে রাখছি, যাকে আমি অপছন্দ করি, তাকে বিয়ে করতে পৃথিবীর কোনও শক্তিই বাধ্য করতে পারবে না আমাকে। স্যর রবার্টের সম্পদের ব্যাপারে তোমার যে এত ঝোঁক, আমার তো ধারণা, ওসব অবৈধ উপায়ে অর্জিত।'

রাগে ফেটে পড়ল হ্যাসওয়েল। 'কী আবোল-তাবোল বলছ? অনেক বছর ধরে আমার পার্টনার ও। নাকি আমাকে ইঙ্গিত করে কিছু বলছ?'

'দুঃখিত। কিন্তু আমি আমার কথা ফিরিয়ে নেব না। স্যর রবার্টকে জানিয়ে দিয়ো, অ্যালান মারা গেলেও ওই লোককে বিয়ে করব না আমি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে সম্পত্তি কেড়ে নেবে তো? সেই সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি না। বয়স পঁচিশ হওয়া

তক অপেক্ষা করব, তারপর নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা নিজেই করব আমি। ততদিন পর্যন্ত যখন ইচ্ছা অ্যালানের সাথে দেখা করব, যখন ইচ্ছা চিঠি লিখব। বাধা দিলে চ্যান্সেরি কোর্টে যাব কিন্তু। সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ সহায়তার আবেদন জানাব কোর্টে। জানি, কোর্ট আমাকে সাহায্য করবে।'

'অকৃতজ্ঞ শয়তান মেয়ে কোথাকার!' অ্যালান আর বারবারাকে উদ্দেশ্য করে এরপর যে ভাষায় গালাগালি করতে লাগল হ্যাসওয়েল, তা ছাপার অযোগ্য।

চাচার ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষায় রইল বারবারা। ভদ্রলোক থামলে পরে বলল, 'চাচা, তোমার হার্ট এখনও দুর্বল। উত্তেজিত হওয়া মোটেই উচিত হচ্ছে না। মেজাজ ঠাণ্ডা করো। এরপর যদি আমার সাথে এরকম ভাষায় কথা বলো, তখন-তখনই কোর্টে চলে যাব আমি। কথাটা মনে রেখো।' তারপর প্রেমিককে বলল, 'ক্ষমা চাইছি, অ্যালান। একটা বাজে পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছি তোমাকে। চলে এসো। ডগকার্ট আনার ব্যবস্থা করছি তোমার জন্য।' অ্যালানের হাত ধরে বেরিয়ে গেল সে।

হতভম্ব হ্যাসওয়েল আপন মনেই বলল, 'কে ওকে চ্যান্সেরিতে যাওয়ার বুদ্ধি দিল? ...কোনও লইয়ার? ...হয়তো বা। ...চ্যান্সেরিতে গেলে তো আমার আর কিছু করার থাকবে না।' ছাতের দিকে তাকিয়ে রীতিমত চিৎকার করে উঠল সে, 'অসম্ভব। বেঁচে থাকতে ওদের বিয়ে হতে দেব না আমি।' সারা ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল হ্যাসওয়েলের শেষ কথাগুলো। মিলিয়েও গেল একসময়। শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডের জোরাল স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে হ্যাসওয়েল।

বাড়ি পৌঁছে জিকিকে খেতে দিতে বলল অ্যালান। জিকি ইতোমধ্যেই সব জেনে গেছে। কীভাবে? বেশির ভাগ খবর ও জোগাড় করেছে সার্ভেন্টস' রুম থেকে। আরও স্পষ্ট করে বললে,

গলফ ক্যাডির কাছ থেকে। দুই ক্যাডির একজন মালির ছেলে। রবার্টের কাছ থেকে বখশিশ নিয়ে চলে আসেনি ও। একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে শুনেছে রবার্ট আর বারবারার কথোপকথন।

এক বোতল ক্লারেট আর ঠাণ্ডা মাংস নিয়ে এল জিকি। কিন্তু কিছুই মুখে তুলতে পারল না অ্যালান। টোস্ট আর মাখন চাইল ও। জিকি বলল, 'কোর্টের সুস্বাদু খাবারের পর ঠাণ্ডা মাংসের চপ খারাপ লাগারই কথা। ডিনার পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করলেই তো পারতেন, মেজর।'

শুনে হেসে ফেলল অ্যালান। 'চলে এসেছি। লাথি মেরে বের করে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'ওহ। আপনার তা-ই ধারণা? আমি তো জানি, লাথিটা লেগেছে বাতাসের গায়ে। স্যর রবার্টও নাকি লাথি খেয়েছে। ছোট পায়ের লাথি।'

আবার হেসে উঠল অ্যালান। মনের ভার কেটে গেছে অনেকটা। 'তুমি এতসব জানলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল।

'এই এদিক-ওদিক কান পেতে জেনেছি।'

'তোমার কানের ক্ষমতা সত্যিই অসাধারণ!'

'ধন্যবাদ, মেজর। মিস বারবারার চোখ দেখলাম ভোরের আকাশের মত লাল। কারণটা কী? ভাবতে শুরু করলাম। এদিকে আপনার মুখ সন্ধ্যার মেঘের মত কালো হয়ে আছে। ভাবতে লাগলাম। কান পাতলাম মি. হ্যাসওয়েলের রুমের দরজায়। শুনলাম, লোকটা "সন্ন্যাসী"দের মত অভিশাপ আর গালি দিচ্ছে। আপনাদের গলার আওয়াজও কানে এল। কী বলছিলেন, শুনতে পাইনি অবশ্য। আবার চিন্তা করলাম। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বের করলাম, আপনি, একজন খাঁটি ভদ্রলোকের মত মিস বারবারাকে ভালবাসা ও বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। মিসিও আপনার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে এক শ' ভাগ নয়, দশ ভাগ।

অবশ্য চক্রবৃদ্ধি হারে ভালবাসা বাড়বে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু শিস-বাজানো-ভদ্রলোক তাতে অসম্মতি জানায়। সে বলে, মান-সম্মানের সাথে নগদ টাকা-পয়সার প্রশ্ন জড়িত। স্যর রবার্টের ওই জিনিস প্রচুর আছে। কিন্তু আপনার একেবারেই নেই। কাজেই সে বলল, বেরিয়ে যাও, "গরীব লোক"।

'আমি যখন ছোট ছিলাম, বহুবার এমনটা ঘটতে দেখেছি। এরকম ঘটনা সবখানেই মনে হয় একই রকম। কাজেই, দুইয়ে-দুইয়ে চার।'

'ব্যাটা রাস্কেল!' হাসতে লাগল অ্যালান। হাসির চোটে পানি বেরিয়ে এল ওর চোখ থেকে।

'হ্যাঁ, মেজর,' জিকি বলল, 'বিরাট রাস্কেল এই জিকি। দুনিয়ার সবাই-ই কিন্তু তা-ই।'

'আচ্ছা, বাবা। তুমি রাস্কেল হলেও দয়ালু। অন্তরটা তোমার ভালবাসায় ভরা...'

'খুবই সত্যি কথা, মেজর। দিবালোক যেমন সত্যি, তেমনি আমি যে আপনাকে ভালবাসি, সেটাও সত্যি। আমার বুড়ি বউটার পর আপনাকেই আমি পৃথিবীর যে-কারও চেয়ে বেশি ভালবাসি। ও মারা গেছে। সবচেয়ে ভাল ওক কাঠের কফিনে শুইয়ে কবর দিয়েছি ওকে। সব মিলিয়ে চার শ' দশ পাউণ্ড খরচ পড়েছে তাতে। ...আপনার প্রয়াত চাচা, রেভারেণ্ড মি. অস্টিনকেও খুব ভালবাসতাম। তিনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। আজ তিনিও নেই।' তারপর অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'আমি কবর সহ্য করতে পারি না, মেজর। অনেক কবর দেখেছি আমি। মৃত্যু-নদীর ওপারে কী আছে, জানি না। যদিও সবাই বলে, তারা জানে। প্রাসাদোপম বাড়ি। অনন্ত ভোগ-বিলাস। অজস্র স্বর্ণালঙ্কার। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। হয়তো এসব কিছুই নেই সেখানে। আছে স্রেফ কালো একটা গর্ত। যেটা থেকে বেরোনোর কোনও উপায়

নেই। ...কী বলতে কী বলি...হ্যাঁ, খুবই ভালবাসি আপনাকে। এমনকী মিস বারবারার চেয়েও বেশি। জানেনই তো, মেয়েদের ভালবাসা বড় ঠুনকো। এই আছে, এই নেই। কিন্তু দরকার পড়লে আমি আপনার জন্য জানও দিয়ে দেব।' হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। অ্যালানের হাতটা টেনে নিয়ে চুমু খেল তাতে।

'খুব ভাল তুমি, জিকি। তবে এখনই জান দেয়ার মত কিছু ঘটেনি। ...এখন ওঠো। ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো। উইস্কি খাও। বেশি খেয়ো না আবার। একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শ দরকার।'

'জী, মেজর।' উইস্কির বোতল নিয়ে বসে পড়ল জিকি। জিনিসটা ওর খুব পছন্দ। হাতের টাম্বলারের অর্ধেকটা ভরে নিল তরলে।

'ঘটনা হচ্ছে, মিস বারবারা আর আমি... এ পর্যন্ত বলে একটু দ্বিধা করল অ্যালান।

'জানি, মেজর,' বলে উঠল জিকি। 'আমি আর আমার বুড়ি বউয়ের মতন...' নির্জলা উইস্কির অর্ধেকটা চালান করে দিল ও গলায়।

'আর স্যর রবার্টের ব্যাপারটা...'

'জানি। একই কাহিনি।'

'মি. হ্যাসওয়েল...'

হাতে ধরা বোতলের উইস্কির দিকে হতাশাভরা চোখে তাকিয়ে আছে জিকি। 'এ সবই আমি জানি। আসল কথায় আসুন, মেজর।'

'আসল কথা হলো, আমি এখন কপর্দকশূন্য।'

'বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে পাঁচ শ' পাউণ্ড আছে। জমিয়েছি। গতরাতে দেবতার গল্প শুনিয়ে পেয়েছি আরও বিশ পাউণ্ড। এতে যদি কাজ চলে আপনার, তা হলে যে-কোনও সময়

নিতে পারেন।'

'পাঁচ শ' পাউণ্ডে কিছুই হবে না। আমার দরকার পঞ্চাশ হাজার বা পাঁচ লাখ। বলো, কীভাবে সেটা পেতে পারি।'

'শহরে গেলে টাকা কামানো যায়। কিন্তু আপনি শহরে গিয়ে টাকা কামানোর পক্ষে একটু বেশি সৎ। আপনার বর্তমান অবস্থায় এই গুণটা খুবই বিপজ্জনক। অবশ্য আফ্রিকাতেও এমনটা হতে দেখেছি।'

'শহরে গেলে হয়তো টাকা কামাতে পারব, কিন্তু শহরে আর কখনও ফিরে যাচ্ছি না।'

'জী, মেজর। শহর আসলেই বাজে জায়গা। চারদিকে ধুলো-ময়লা। সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হয় পকেটমারের ভয়ে। আর দোকানে ঢুকলে পকেট উপুড় করে দিয়ে আসতে হয় সব। তার উপর কখনও যেতে হয় পুলিশের কাছে, আবার কখনও কখনও ঘটনা বিচারকের কাঠগড়া পর্যন্ত গড়ায়। বাজে। খুবই বাজে।'

'তা হলে আর বাকি রইল কী? গতরাতে তুমি সোনার পাহাড় বা এই জাতীয় কিছু একটা বলেছিলে। কী মনে হয় তোমার? সেখানে যদি যাই?'

টাম্বলারে উইস্কি নিল আবার জিকি। 'আমার মনে হয় না, মেজর, ওই সোনা রাজা এডওয়ার্ডের ছাপ দেয়া স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তর করা যাবে। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

'আসিকিদের কাছে সোনার কোনও মূল্য নেই। বহু বছর আগে মাটি খুঁড়ে স্বর্ণ তোলা হয়েছিল। চোরের হাত থেকে রক্ষার জন্য ওই সোনা দিয়ে বনসার মূর্তি বানানো হয়। আমাদের ঐতিহ্য হলো, কেউ যদি সুন্দর পাথর খুঁজে পায়, সেগুলো ভেট হিসাবে বনসার বেদিতে অর্পণ করা হয়। এভাবে প্রচুর দামি রত্ন জমা হয়েছে সেখানে। ঘর সাজানো কিংবা বেসিন, টুল, রান্নার পাত্র—এসব বানানোর জন্য কখনও কখনও সোনা বা পাথর নেয়া

হয় সেখান থেকে। একবার এক আরব এসেছিল আমাদের গাঁয়ে। লোহার লাঙলের দাম স্বর্ণ দিয়ে পরিশোধ করা হয়েছিল তাকে। ওই বেচারাকে পরে মেরে ফেলা হয়। কিছু না, আসিকিদের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, এই ভয়ে।'

'আসিকিদের সাথে ব্যবসা করা যায় না, জিকি?'

সাদা চুলে ভরা মাথাটা নাড়ল জিকি। দ্বিধাগ্রস্ত। 'যেতে পারে। যদি এমন কিছু আপনার থাকে, যেটা ওরা কিনতে আগ্রহী, আর সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ওখানে, তা হলে। তবে আমার মনে হয়, কেবল একটা জিনিসেই ওরা আগ্রহী। আর সেটা আপনার আছেও।'

'কী?'

তবলার তাল ঠুকল জিকি অ্যালানের হাঁটুতে। ষড়যন্ত্রীর মত গলা নামিয়ে বলল, 'ছোট বনসা। আসিকিদের কাছে ওটা আর সবকিছুর চেয়ে পবিত্র। এমনকী বড় বনসার চেয়েও। কারণ, স্বামীর চেয়েও ছোট বনসার ক্ষমতা বেশি। ...আসিকার বাড়ির সামনে রয়েছে ছোট বনসার বেদি। বছরে এক কি দু'বার তিনি মুখোশের মত করে পরে নিতেন মূর্তিটা। আর সামনে যাকে পেতেন, তাকেই বলি দিতেন ছোট বনসার উদ্দেশে। যেন লোকগুলো দেবীর পুরোহিত হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীতে।'

'দারুণ গল্প। তা, মূর্তিটা হারানোর পর আসিকার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'খেপেছেন নির্ঘাত। ছোট বনসার সাথে তারা তাদের সৌভাগ্যও খুইয়েছে। সেই সৌভাগ্য গেছে তাদেরই কাছে, যাদের জিম্মায় রয়েছে এখন মূর্তিটা। সে কারণেই এইলওয়ার্ড আর হ্যাসওয়েল হঠাৎ এত টাকার মুখ দেখেছে। ...মূর্তিটার জন্যই কালাজ্বর হওয়ার পরও আপনি মারা যাননি। ছোট বনসার কারণেই ওই বাটপারির ব্যবসা থেকে সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে বেরিয়ে

আসতে পেরেছেন। পেয়েছেন মিস বারবারার ভালবাসা। সবই বনসার কৃপা। দেবীর জন্যই আপনার চাচা আসিকিদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছিলেন।'

দৃশ্যটা কল্পনা করল অ্যালান। একজন মিশনারি তার ভাবগাম্ভীর্য ভুলে দেবীর মুখোশ পরে দৌড়াচ্ছে, আর তার পিছন-পিছন ধাওয়া করে আসছে কতগুলো জংলি। চিন্তা করে আমোদ পেল সে। হেসে উঠল। 'আসল কথায় এসো, মূর্তি পূজারী।'

'মেজর, আমি আর এখন মূর্তি পূজারী নই। তারপরও বলব, খ্রীষ্ট ধর্ম ছাড়াও দুনিয়ায় আরও অনেক কিছুই আছে, যা মিথ্যা নয়। আপনার রেভারেণ্ড চাচার মত বনসার মুখোশ পরে আসিকিদের কাছে গেলে ওরা সমস্ত স্বর্ণ আপনাকে দিয়ে দেবে। ছোট বনসা সোনার চেয়েও বিরাট কিছু ওদের কাছে। খুবই ভালবাসে ওরা দেবীকে। তারপরও আমি চাই না, আপনি ওই গাঁয়ে যান। ...অনেক, অনেক প্রাচীন আমাদের এই দেবী। বহুকাল ধরে বনসার উপাসনা করছে আসিকিরা।'

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসল অ্যালান। আনমনেই বলল, 'আসলেই বোধ হয় কিছু একটা আছে মূর্তিটার মধ্যে। ঠিকই বলেছ। আমরা যা বিশ্বাস করি, তার বাইরে আসলেই আরও অনেক কিছু আছে। কথা সেটা নয়। কথা হচ্ছে, ওখানে যাব কেমন করে?'

'সেটা কোনও সমস্যা না। ছোট বনসা এখন ভীষণ ক্ষুধার্ত। রক্ত চান তিনি। আর অনেক দিন ধরেই চাইছেন নিজের দেশে ফিরে যেতে। দেবীর নামে একটা শুয়োর—নিদেন পক্ষে ভেড়া বলি দিন, তাতেই চলবে। তিনিও জানে, খ্রীষ্টান দেশে কখনওই মানুষের বলি চড়ানো হবে না। ...বলি দেয়ার পর বনসা নিজেই আপনাকে পথ দেখাবেন।'

'বাজে কথা বোলো না, জিকি। আমার দরকার একজন

গাইড। যাবে তুমি?'

বড় বড় চোখ করল জিকি। 'না! কক্ষনো না! আসিকিদের দেশ নেটিভদের জন্য নিরাপদ নয়। কিন্তু আপনি গেলে বাধ্য হয়ে আমাকেও যেতে হবে। আমি ছোট বনসার দাস। দেবী রওনা হওয়ার পরও পিছনে রয়ে গেলে রেগে যাবেন তিনি। মেরে ফেলবেন আমাকে। তারচেয়ে দেবীকে স্বর্ণঘরে নিয়ে গেলে খুশি হয়ে মাফ করে দিতেও পারেন। তা ছাড়া আমি গেলে আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

ঠাণ্ডা মাংসের প্লেটটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কয়েক কদম গিয়েই ফিরে এল আবার। টেবিলে প্লেটটা রেখে আন্তরিক গলায় বলল, 'মেজর, আপনাকে কিছু সত্য কথা জানাতে চাই। আসিকিল্যাণ্ডে যেতেই হবে আমাকে। গত কিছুদিন ধরে দুঃস্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে ছোট বনসা এসে পা দিয়ে আমার মুখে আঁচড়ান। বলেন, "ওঠো, বনসা-পুত্র, জলদি ওঠো। এই কুয়াশাচ্ছন্ন শহরে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখানে আমার কাজ শেষ। কিন্তু আসিকিল্যাণ্ডে অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে। নয়তো বুঝবে সত্যিকারের বিপদ কী জিনিস।" '

'এ-ই?' বলল অ্যালান, 'নাকি আরও কিছু বলেছে?'

'বলেছেন, মেজর। "সাথে অবশ্যই তোমার সাদা মালিককে নেবে। তার মাথায় চেপেই ফিরতে চাই আমি। ...আরও একজন তাকে ওখানে দেখতে চায়। তোমার মালিক তাকে ভুলে গেলেও সে তোমার মালিককে কখনওই ভোলেনি। ...মালিককে বোলো, ছোট বনসার কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তাকে নিয়ে। যথাসময়ে তার বাস্তবায়ন হবে। আরও বোলো, এই সফর থেকে অনেক কিছু পাবে সে। আমিই দেব। তার প্রতি কোনও অভিযোগ নেই আমার। কিন্তু সে যদি না যায়, তা হলে দেখবে বনসার রাগ কী

জিনিস। তার প্রাক্তন অংশীদাররাও যথাসময়ে কর্মফল ভোগ করবে...” ’

‘থাক-থাক। আর বোলো না। তোমার দুঃস্বপ্ন আমাকে শুনিয়ে লাভ কী? শুধু-শুধু সময় নষ্ট।’

‘জী, মেজর। আপনি না চাইলে বলব না। তবে আমার যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে। মাকে দেখতে চাই আমি।’

‘তোমার মা?’ আশ্চর্য হয়ে গেল অ্যালান। ‘তোমার যে মা আছে, তা তো বলোনি কোনও দিন! তা ছাড়া তুমি নিজেই বুড়ো হয়ে গেছ, তোমার মা এখনও বেঁচে আছে?’

‘মা-ও স্বপ্নে এসেছিল। দেখলাম, সুস্থ-স্বাভাবিক আছে সে। তা ছাড়া মা খুব শক্ত মহিলা। এত সহজে মরার কথা না।’

‘তোমার বাবাও কি বেঁচে?’

‘মনে হয় না, মেজর। মা সবসময় বলত, বাবাকে সে ভুলে গেছে। আসলে তার সম্বন্ধে কথা বলতে চাইত না। এই যে আমি এখনও এত শক্ত-সমর্থ, বুদ্ধিমান আর সুন্দর রয়েছি, এর কারণটা কী? কারণ, আমি এক মহান পিতার সন্তান। ভুল অবশ্য আমিও করি, স্বপ্ন দেখি উল্টাপাল্টা। সেজন্য বাধ্য হয়েই সাপারে উইস্কি গিলতে হয় প্রচুর। জানি না...এতদিনে হয়তো মরেই গেছে মা...কী জানি!’

‘হুম। যা-ই হোক...আমি বিছানায় যাচ্ছি। বাসন-কোসন পরিষ্কার করে ঘুমিয়ে পোড়ো। আমাদের এই আলোচনার কথা কাউকে বোলো না যেন। কাউকেই না। বললে কিন্তু রেগে যাব আমি। ভীষণ রেগে যাব। বুঝতে পেরেছ?’

‘পেরেছি, মেজর। যদি বলি, তা হলে ছোট বনসা সিংহের রূপ ধরে এসে আমার গলা দু’ফাঁক করে ফেলবেন। ভয় পাবেন না। কাউকেই কিছু বলব না আমি। কিচ্ছু না।’ আনমনে মাথা দোলাতে দোলাতে এঁটো বাসনকোসন নিয়ে চলে গেল জিকি।

'কুসংস্কার,' স্বগতোক্তি করল অ্যালান। 'তবে কিছু ফায়দা হয়তো পাওয়া যেতে পারে এ থেকে। শুধু যদি ওদেরকে রাজি করানো যায় ব্যবসায়...'

পাইপে আগুন ধরিয়ে ভাবল আজকের দিনটার কথা, প্রেয়সীর কথা। অদ্ভুত! দিনটা একই সঙ্গে পয়া, আবার অপয়া। কিন্তু সব ছাপিয়ে বারবারার মন পাওয়ার ব্যাপারটাই বড় হয়ে ধরা দিল। নারীর মন যখন পাওয়া গেছে, তখন ছোট বনসার দিকে নজর তো দেয়াই যায়।

রাতে ভাল ঘুম হলো না ওর। বারবার বড় আর ছোট বনসাকে স্বপ্নে দেখল। অ্যালানের বিছানার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন। ওকে নিয়েই কিছু একটা আলাপ করছে। জিকি আর এইলওয়ার্ড দাঁড়ানো মাথা আর পায়ের কাছে। একজন ভাল, আরেকজন যেন শয়তান জিনের প্রতীক। গায়ে কাঁটা দেয়া অর্থহীন একটা গান গাইছিল ওরা।

স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল ওর। ঘড়ি টেনে নিয়ে দেখল রাত স্রেফ একটা। কাজেই শুয়ে পড়ল আবার। কিন্তু নিদ্রাদেবী চোখের ধারে-কাছেও এল না আর। একটা ঘণ্টা ব্যর্থ চেষ্টার পর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল অ্যালান। ভাবল, কী করা যায়। হঠাৎ মনে পড়ল চাচার ডায়েরির কথা। মূর্তি আর আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে ওটাও পেয়েছে সে উত্তরাধিকার সূত্রে। কখনও খুলে দেখা হয়নি, ভিতরে কী আছে। আর্মিতে ঢোকার সময় থেকেই বাক্সবন্দি হয়ে লাইব্রেরিতে পড়ে আছে ওসব। প্রায় পনেরো বছর তো হবেই। ভাবল, ঘুম যেহেতু আসছেই না, অতএব ওগুলোই ঘেঁটে দেখা যাক। ইন্টারেস্টিং কিছু বেরিয়ে যেতে পারে।

লাইব্রেরিটা এক কথায় বিশাল। ওক কাঠের প্যানেলিং করা বুককেস। সেই এলিজাবেথের আমলের কাজ। ও যে বাক্সটা খুঁজছিল, সেটা একটা কাবার্ডে রাখা। সেগুন কাঠে তৈরি। উপরে

লেখা: 'রেভারেণ্ড হেনরি অস্টিন। এক্রার যাত্রী।'

তালার চাবিটা বাক্সের হাতলেই বাঁধা। বাক্স খুলতেই নাকে ঝাপটা মারল পুরানো কাগজের সোঁদা গন্ধ। প্রচুর কাগজপত্র বাণ্ডিল করে রাখা ভিতরে। একটা-একটা করে বের করে নীচে নামিয়ে রাখল সেগুলো।

বাক্সের একেবারে নীচের দিকে পাওয়া গেল ডায়েরিটা। মলাটের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা: 'জার্নাল'। সঙ্গে সাল আর মালিকের ঠিকানা।

আরও কয়েকটা মোমবাতি জ্বালল অ্যালান। জার্নালটা হাতে নিল। খুলে দেখল, ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা রয়েছে এতে। এর মধ্যে একটা: 'পশ্চিম আফ্রিকা'। পাশে ব্রাকেটে লেখা: 'এই অংশে রয়েছে শয়তান পূজারী আসিকিদের কাছ থেকে জিকিকে উদ্ধার করে আনার বর্ণনা।'

বাকি সব আবার বাক্সে ঢুকিয়ে রেখে ডায়েরিটা নিয়ে চলে এল অ্যালান বিছানায়। কিন্তু পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করল, ওতে আসলে পাঠযোগ্য খুব বেশি কিছু নেই। জিনিসটা কোনওভাবে পানিতে পড়ে ভিজে গিয়েছিল। ফলে নষ্ট হয়ে গেছে পেনসিল দিয়ে লেখা সিংহভাগ লেখা। শুধু মাঝখানের কিছু পাতার লেখা পড়া যাচ্ছে। লেখার সঙ্গে কালিতে আঁকা একটা ম্যাপ। এটা সম্ভবত পরে আঁকা হয়েছে। ম্যাপটার পিছনে লেখা:

'আসিকিদের দেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সুবিধাজনক সময়ে আবার লেখার ইচ্ছা রইল। নদীতে ক্যানু উল্টে গিয়ে আসল লেখাগুলো হারিয়ে গেছে। আমার যৎসামান্য যা কিছু সম্পদ, তা-ও খুইয়েছি তখন। বেঁচে গেছে শুধু এই জার্নালটা আর একটা স্বর্ণনির্মিত মুখোশ, যাকে আসিকিরা বলে ছোট বনসা বা ছোট সাঁতারু-মাথা। ধর্মীয় কোনও কারণে নয়, স্রেফ ব্যক্তিগত আগ্রহে এর কথা লিখেছিলাম। খুনপিয়াসী বন্য আসিকিদের দেশে মহান

ঈশ্বরের বাণী আমি উচ্চারণ করতে পারিনি। আমার ধারণা, শয়তান ওখানে নিজে না থাকলেও তার কাছাকাছি কাউকে বসিয়ে রেখেছে। আর অনুসারীদের কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

'পুনশ্চ, শয়তানের লীলাভূমি থেকে অন্তত একটা রত্ন বের করে আনতে পেরেছি। এক নিগ্রো বালক। নাম জিকি। ছেলেটার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা আর আনুগত্যের জোরেই ওখান থেকে পালাতে পেরেছিলাম। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর ওকে ব্যাপ্টাইজ্‌ড্‌ করতে সক্ষম হই। তবে আমার ধারণা, ওর মধ্যে এখনও মূর্তিপূজার প্রবণতা রয়ে গেছে। ছয় মাসও হয়নি, ওকে দেখেছি ছোট বনসার কাছে সাদা মোরগ বলি দিতে। হাতেনাতে ধরে ফেলতে বলল, ক্যাথেড্রাল আমাকে "অনারারি ক্যানন অভ দ্য ক্যাথেড্রাল" হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় বলি দিয়ে ধন্যবাদ দিচ্ছিল ছোট বনসাকে। রীতিমত আতঙ্কের ব্যাপার!

'অজস্র মানুষের রক্ত লেগে আছে মূর্তিটায়। তখনই ওকে হুকুম করলাম, ওটার চোখ থেকে রত্ন দুটো তুলে মূর্তিটা স্টোভে গলিয়ে ফেলতে। ওই স্বর্ণ বেচে পাওয়া টাকা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়। পুরো ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখতে চেয়েছিলাম। না হয় ছেলেটা না গলিয়ে লুকিয়ে ফেলতে পারে। ও বলল, ওটার নাকি জাদুক্ষমতা আছে। ওটাকে ধ্বংস করলে সে নিজেও মারা যাবে। সাথে মরব আমিও। কী অদ্ভুত বিশ্বাস পৌত্তলিকদের!

'আরেকটা কাজ করা যায়। না গলিয়ে কোনও জাদুঘরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারি। ছেলেটার মনে কষ্ট দেয়ার চেয়ে এ-ই বোধ হয় ভাল। সত্যি বলতে, জিনিসটা অনন্য।'

সাত

আসিকিদের দেশ থেকে রেভারেণ্ড অস্টিনের চলে আসার পর অনেক বছর কেটে গেছে। কাজেই অ্যালান ধারণা করছে, ম্যাপটাতে পথনির্দেশ হিসেবে যেসব মাইলফলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এতদিনে সেগুলোতে নির্ঘাত অনেক পরিবর্তন এসেছে। ম্যাপটা ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝল, এতে দেখানো পথ শুরু হয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার বাইট অভ বায়াফ্রার ওল্ড ক্যালাবার থেকে। আর শেষ হয়েছে কুয়া নদে গিয়ে। পথটা আক্ষরিক অর্থেই বিশাল। এরপর ম্যাপে উত্তরমুখী একটা জায়গা ঘন বন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাথায় দেখানো হয়েছে কাটসানা নামে একটা নদী। নদীর তীর ধরে পুবমুখী রাস্তা। রাস্তাটা অনেক দূর গিয়ে একটা জলাভূমির ভিতর দিয়ে উত্তরমুখো হয়েছে। শেষ হয়েছে একটা পাহাড়শ্রেণীর কাছে। নাম শাকু। ম্যাপে এই পাহাড়শ্রেণীর গায়ে লেখা: 'এখানে রাবা নদীর পাড়ে বাস করে আসিকি গোত্র।'

ম্যাপটা খসড়া হিসেবে আঁকা হয়েছিল। আঁকিয়ের ইচ্ছা ছিল পরবর্তীতে আরও সূক্ষ্ম বিবরণসহ পূর্ণাঙ্গ ম্যাপ আঁকার। তবে অ্যালান যেহেতু একজন এঞ্জিনিয়ার, তাই এই ম্যাপ ধরে হিসাব-নিকাশ করতে ওর সমস্যা হলো না। এ ধরনের ম্যাপের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় থাকার কারণে খুব সহজেই ও রাবা নদী থেকে ওল্ড

ক্যালাবারের দূরত্ব বের করে ফেলল। সূচনাবিন্দু থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা টানলে দূরত্ব দাঁড়ায় সাড়ে তিন শ' মাইল। তবে আসল রাস্তা তো আর সোজা রেখা নয়। কাজেই অ্যালান ধরে নিল, মোটামুটি পাঁচ শ' মাইল পথটার দৈর্ঘ্য। ম্যাপটা ভালমত বুঝে নিয়ে মন দিল ও ডায়েরিতে। পাতার পর পাতা উল্টে কয়েকটা মাত্র লাইন পাওয়া গেল, যেগুলো পড়া যায়। কথাগুলো এরকম:

'...তাই ওই সুন্দরী কিন্তু ভয়ানক মহিলাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আমি। আমি একজন খ্রীষ্টান মিনিস্টার, আমি কি না হব এক পৌত্তলিক দেব পূজারীর স্বামী! ভাবাই যায় না। তার উপর আমাকে বনসার কাছে বলি দেয়া হবে।'

বেশ কিছু পাতা ওল্টানোর পর পাওয়া গেল পাঠযোগ্য আরেকটা প্যারা:

'...সোনার কাপে করে ওরা আমাকে বিন খেতে দিয়েছিল। এ জিনিসের খুনে-গুণ সম্বন্ধে ভালই জানা আছে আমার। পরপারে পাড়ি জমাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিলাম। তবে স্রষ্টার অশেষ দয়া, আমার পেটটা একটু বেশি স্পর্শকাতর। সাথে সাথেই উগরে দিলাম জিনিসটা। সেই মুহূর্তে হাততালি দিয়ে উঠল আসিকিরা সবাই। ওরা ধরে নিল, আমি নিষ্পাপ আর বিরাট বড় ওঝা। ...এ ঘটনার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বিছানায় পড়ে ছিলাম।'

আরেক পাতায় লেখা:

...একসাথে এত সোনা দেখিনি আর কখনও। সবকিছুতেই সোনা। তবে সেই দিনগুলোতে সোনা নিয়ে টানাটানি করার সময় ছিল না।'

এরপর অনেকগুলো পৃষ্ঠার লেখা কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। সব নষ্ট হয়ে গেছে। শেষ যতটুকু পড়া গেল, তা এরকম:

'...তাই ছোট বনসা নামের সোনার মুখোশটা মাথায় চড়িয়ে

জিকির হাত ধরে ছুটে চললাম। আমার গায়ে তখন পুরানো কালো ক্লারজিম্যান (খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকারী) কোট। দৃশ্যটা মনে হয় দর্শনীয় ছিল। আসিকিদের বোধ হয় মনে হচ্ছিল, ওরা যার পূজা করে, খোদ সেই শয়তান ওদের মাঝ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। মুখোশের ভিতরে থাকা হুইসেলটা বাজাতে বাজাতে ষাঁড়ের মত মাথা ঝুঁকিয়ে ছুটছি আমরা। চন্দ্রালোকিত রাতের সেই পলায়নের মাধ্যমেই শুরু হয় উপকূলের দিকে আমাদের দীর্ঘ ছয় মাসের ভ্রমণ। স্রষ্টার অসীম দয়া ছাড়া কোনওমতেই সেখান থেকে পালানো সম্ভব ছিল না। তবে মুখোশের অবদানও কম নয় পালানোর পিছনে। আশপাশের কয়েক শ' মাইল জুড়ে বিভিন্ন জাতি, গোত্র, এমনকী জংলিদের মধ্যেও মূর্তিটার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। এ কারণেই গোটা রাস্তায় রসদের অভাব হয়নি। যখনই খাবার দরকার, সাথে সাথেই পেয়ে গেছি। বেয়ারা বা ক্যানু দরকার যখন, তা-ও জাদুর মত হাজির। গোটা পশ্চিম আফ্রিকাতে ছোট ও বড় বনসার খ্যাতি। এমনকী আসিকিদের এলাকা থেকে অনেক দূরের বিভিন্ন গোত্রও এর নাম জানে। তারা একে বলে *হলুদ দেবতা*।'

এরপর আর একটা শব্দও বুঝতে পারল না অ্যালান। ডায়েরিটা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়ল ও। ঠিক যখন দিনের শুরু হলো, ঘুমিয়ে পড়ল তখন।

ঘুম ভাঙল বেলা এগারোয়। নাশতার পর পাইপ টানতে চলে গেল ও পুরানো হলঘরে। এলিজাবেথীয় আমলের কাঠের কারুকাজ ঘরের দেয়ালে। যে-কোনও ডিলার ওগুলোর জন্য কয়েক শ' পাউণ্ড সাধত। বিনা দ্বিধায়।

আকাশে ভেসে যাচ্ছে ছোট ছোট মেঘের ভেলা। চমৎকার হালকা বাতাস। এ যেন ইংল্যাণ্ড নয়, ইতালির রোদেলা এক সকাল। ইংল্যাণ্ডবাসীদের কাছে এমন চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল

খুব একটা আসে না। কেবল এপ্রিল মাসে দুয়েকবার ছাড়া। সামনে, পার্কের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল অ্যালান এলমের সারিতে ছোট ছোট সবুজ পাতার আভাস। অ্যাশ গাছের পাতাগুলো অবশ্য এখনও কালোই রয়ে গেছে। বড় বড় ওয়ালনাট আর ওক গাছের মাথা এখনও বরফের শ্বেত পোশাকে ঢাকা।

আনমনেই ভাবতে শুরু করল অ্যালান। না জানি ওর কয়পুরুষ এখানে দাঁড়িয়ে গাছগুলো দেখেছে! ওই গাছগুলোও তো অসংখ্য জীবন, মৃত্যু, বিয়ে আর অনেক মানুষের ব্যাপ্টিজমে দীক্ষা নেয়ার সাক্ষী। ওসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরাই হয়তো সেসব ভুলে গেছে। তাদের ক'জন সুপ্রাচীন এই বাড়িতে বাস করেছে, কে জানে! কত হাতেই না হাতবদল হয়েছে বাড়িটার মালিকানা। কেউ কি ইতিহাসের সাক্ষী ওই গাছগুলোর কথা মনে রেখেছে?

গাছগুলোর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইয়ার্লিজকে যদি বাঁচানো না যায়, তা হলে শুধু ওগুলো কেন, সবই যাবে। জায়গাটা হয়তো চলে যাবে ধনী কোনও লোকের হাতে। কাটা পড়বে তখন গাছগুলো। হয়তো পুরো এলাকার সমস্ত প্রাচীন স্থাপনাই সরিয়ে ফেলা হবে। শুধু দেয়ালে ঝুলবে এখানকার কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ।

পরিবর্তন আসবেই। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। তবুও চিন্তাটা মন খারাপ করে দিয়েছে অ্যালানের। এখনও যদি ও সাহারা ফ্লোটেশনে থাকত, তা হলে ঘটনা হয়তো অন্যরকম হত। এই মুহূর্তে হয়তো মিস্টার হ্যাসওয়েল আর স্যর রবার্ট তাদের রাজকীয় অফিসে বসে আছে। কথা বলছে স্পেকটনের লর্ডের সঙ্গে। তাকে হয়তো বোর্ড অভ ডিরেক্টরের সদস্য করে নেয়া হয়েছে। নানা দিক থেকে টেলিফোন-টেলিগ্রামে দাম বাড়ার খবর আসছে শেয়ারের। জেফরিসের আনা খবরগুলো নির্বিকার মুখে শুনছে রবার্ট। ওদিকে হ্যাসওয়েল হয়তো খুশিতে হাত দুটো

কচলাচ্ছে আর থেকে থেকে শিস বাজাচ্ছে।

হলঘরের একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অ্যালান। পকেটে ফুটো কড়িও নেই। উদাস মনে ভাবছে অনেক কথা। লম্বা একটা শ্বাস ফেলে ঘুরল ও। নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলল। পোশাক বদলে বাইরে হাঁটতে যাবে। পিচ্ছিল কিসিমের এক ভাড়াটিয়া আছে ওর। লোকটা কয়েক দিন ধরে ঘ্যান-ঘ্যান করছে: নতুন বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে ওর জন্য, নয়তো ভাড়া কমাতে হবে, যা অ্যালানের পক্ষে অসম্ভব। হয় সে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে, নয়তো বলতে হবে চলে যেতে।

এসব নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে ও। ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোন। ফার্মে থাকতে ব্যয়বহুল এই অনুষঙ্গটি যোগ করা হয়েছিল বাড়িতে। সেসময় অফিসের সঙ্গে যখন-তখন যোগাযোগ করার প্রয়োজন পড়ত। টেলিফোনের রিং শুনে মনে মনে ভাবল অ্যালান: অফিসের ওরাই কি?

ছোট এক রুমে ফোনটা রাখা। রুমটা স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করে অ্যালান। রিসিভার কানে তুলে বলল, 'ইয়ার্লিজ থেকে অ্যালান ভার্নন বলছি। আপনি কে বলছেন?'

'অ্যালান, আমি বারবারা। কেমন আছ? রাতে ঘুম হয়েছে ভাল?'

'নাহ, ঘুম হয়নি।'

'তুমি নার্ভাস হয়ে আছ, অ্যালান। সেজন্যই হয়তো...আমার সময়টা তোমার চেয়ে অনেক খারাপ গেছে। তারপরও ন'টার মধ্যেই শুতে চলে গিয়েছিলাম। টানা ঘুম দিয়ে উঠেছি সকাল ন'টায়। পুরো বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। ...এবার বলো, ফোন করার বুদ্ধিটা ভাল না? তুমি তো কখনওই ফোন করো না। চাচা সকালেই লণ্ডন চলে গেছে। মার্শাল ল জারি করে গেছে যে, তোমার কোনও চিঠি যেন বাড়িতে ঢুকতে না পারে। তবে আমার

অতি বুদ্ধিমান চাচা ভুলে গিয়েছিল যে, এ বাড়ির প্রতিটা ঘরেই টেলিফোন আছে। চাচার অফিস থেকেই ফোন করেছি আমি। কিন্তু কিচ্ছু টের পাবে না সে। যে লোক টেলিফোন আবিষ্কার করেছে, ধন্যবাদ দিতেই হচ্ছে তাকে। এতদিন জিনিসটাকে বিরক্তিকর শব্দ করা যন্ত্র ভাবতাম। ...মন ভাল তো তোমার, অ্যালান?'

'না, খুব খারাপ। জীবনে আর কখনও এত খারাপ হয়েছে কি না, মনে করতে পারছি না। এমনকী যেবার কালাজ্বর হলো, ভেবেছিলাম আর ছ'ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাচ্ছি, তখনও এত মন খারাপ হয়নি। অনেক কিছু নিয়ে তোমার সাথে কথা বলা দরকার। তা-ও তো পারছি না। তোমার চাচা হয়তো লাইনটা কোথাও ট্যাপ করে রেখেছে।'

'আমিও সেটা ভেবেছি। আমি আসলে ফোন করেছি তোমাকে গুড মর্নিং বলতে আর জানাতে যে, আমি তোমার ওখানে আসছি। দুপুরে একসাথে লাঞ্চ করব। ভাল কথা, সাথে আমার পরিচারিকা-কাম-চ্যাপেরন (কুমারী মেয়ের দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত) স্নেল আর শোফার থাকবে। আমার জন্য বেশি কিছুর দরকার নেই লাঞ্চে। শুধু ওদের জন্য যা হয় একটা কিছু কোরো। দুপুর একটায় আসছি কিন্তু। কে কী বলল, তা নিয়ে ভেবো না। রাখছি, বিদায়।'

ডেড হয়ে গেল ফোন। মাঠে মারা গেল অ্যালানের 'হ্যালো, হ্যালো' আর 'শুনতে পাচ্ছ?' বলে ডাকাডাকি। কেয়ারটেকারকে সবচেয়ে ভাল লাঞ্চের আয়োজন করতে বলে ফুরফুরে মন নিয়ে রওনা হলো ও ভাড়াটের ঘরের দিকে। লোকটাকে আরও এক বছর থাকতে রাজি করিয়ে মনটা আরও ভাল হয়ে গেল। এই এক বছরের মধ্যে নতুন কোনও দালান তুলতে হবে না। ফিরে আসার সময় ভাবছিল, অনেক 'কিছুই তো ঘটে যেতে পারে এই এক

বছরে। এসব ভাবতে ভাবতেই ওকের সারির কাছে চলে এল ও। কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। দৃশ্যটা মন খারাপ করে দেয়ার মত। কারণ, গাছটায় মাত্র ছোট ছোট পাতা গজাতে শুরু করেছে। এমন বিশাল একটা গাছ কেটে ফেলতে মন চায়? জোর করে নিজেকে বোঝাল, অনেক বেশি গাছপালা এখানে। তা ছাড়া চেরাই করা কাঠগুলো এস্টেটের কাজে লাগবে। বারবারার জন্য কয়েকটা সাদা ভায়োলেট ফুল তুলে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল অ্যালান। এই সময় দেখল, এস্টেটের গর্ব, ওয়ালনাট অ্যাভিনিউ দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসছে একটা মোটরকার। ভিতরে দেখা যাচ্ছে বারবারাকে। সঙ্গে ওর মধ্যবয়স্ক পরিচারিকা। শোফার তো রয়েছেই। সদর দরজার সামনে গিয়ে থামল গাড়িটা। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল বারবারা। খুশিতে উদ্ভাসিত।

'তোমাকে নিয়ে কথা উঠবে,' হলঘরে পৌঁছে বলল অ্যালান।

জবাবে বারবারা বলল, 'তা তো উঠবেই। তবে তোমার জন্য প্রতিদিনই যদি এমন কথা ওঠে, কেয়ার করি না তাতে। অন্তত যতদিন নিজের মর্জিমত চলার স্বাধীনতা না পাই। আর আমাকে যদি সেই স্বাধীনতা দেয়া না হয়, তা হলে যা বলেছি তা-ই করব। সোজা চ্যান্সেরির কোর্টে গিয়ে আইনের সহায়তা নেব। ভাল কথা, আজকের দ্য জাজের একটা কপি নিয়ে এসেছি। সাহারা ফ্লোটেশনকে ওরা একেবারে ধুয়ে দিয়েছে। তোমার কথাও ছাপা হয়েছে ওতে। লিখেছে, ফ্লোটেশন ছেড়ে দিয়েছ তুমি। এর জন্য ওরা তোমার প্রশংসা করেছে।'

হেডলাইন দেখে গুঙিয়ে উঠল অ্যালান। বলল, 'ওরা ভাববে, এসব আমিই করিয়েছি। আর্টিকেলটার জন্য ওরা আরও বেশি ঘৃণা করবে আমাকে। এর মানে জানো, বারবারা? সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করা।'

'দরকার হলে তা-ই করব,' বলল বারবারা, 'তবে স্বীকার করছি, তোমার জন্য ব্যাপারটা খুবই অসুবিধার।'

'তা-ই তো বলছি। এখান থেকে দূরে সরে যেতে চাই আমি। যত দূরে যেতে পারব, ততই ভাল। অন্তত যতদিন তোমার বয়স পঁচিশ না হচ্ছে, ততদিনের জন্য।'

'কোথায় যাবে?'

'পশ্চিম আফ্রিকা।'

'পশ্চিম আফ্রিকা? আসিকিদের সোনার খোঁজে?'

'হ্যাঁ। এসো, আগে লাঞ্চ করে নিই। অনেক কথা আছে। কয়েকটা জিনিস দেখাব তোমাকে।'

নানান বিষয়ে কথা বলতে বলতে লাঞ্চ সারল ওরা। খাওয়া শেষ হতেই একটা বাক্স আর মোটাসোটা এক খাম নিয়ে ঘরে ঢুকল জিকি। খামের উপরে অ্যালানের নাম লেখা। লণ্ডন থেকে এসেছে।

হাতের লেখাটা অ্যালানের পরিচিত। খানিক সন্দেহ আর ভয় নিয়ে বলল ও, 'বাক্সের ভিতরে কী?'

'ঠিক বলতে পারব না, মেজর। মনে হচ্ছে, ছোট বনসার মূর্তি। কাঠের উপর দিয়েই ওটার গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

'আচ্ছা, খুলে দেখো,' বলে ও নিজেই খামের সিল ভেঙে ফেলল। ভিতর থেকে বেরোল ফার্মে ওর পার্টনারশিপ খতমের ডকুমেন্ট আর গ্যাজেট থেকে নাম বাদ দেয়ার ব্যাপারে ওর সম্মতিপত্র। সই করে এটা আবার ফেরত পাঠাতে হবে। আরও বেরোল ইয়ার্লিজের বিপরীতে পনেরো হাজার পাউণ্ডের একটা মর্টগেজ দলিল। টাকাটা শোধ করার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। আর আছে ওর নামে ছোট একটা নগদ হিসেবের বিবরণী, সেই সঙ্গে ছোট বনসার মূর্তি বুঝে পাওয়ার রিসিপ্ট। প্রাপ্তিস্বীকার করে এটাও স্বাক্ষর সমেত ফেরত পাঠাতে হবে।

কাগজগুলো বারবারার দিকে ঠেলে দিল অ্যালান। 'দেখো। যা-যা বলেছি, সবই ফলে গেছে।'

'তা-ই তো দেখছি। ওরা দেখছি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। আমি চাই না তুমি দূরে কোথাও যাও। কিন্তু সেটাই এখন তোমার জন্য ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে। এখানে থাকলে ওরা তোমার জীবন নরক বানিয়ে ছাড়বে।'

এদিকে বড় একটা জ্যাক নাইফ আর পোকারের (ফায়ারপ্লেসের আগুন খোঁচানোর দণ্ড) সাহায্যে বাক্সটা খুলে ফেলেছে জিকি। হাঁটু মুড়ে বসে অজানা এক ভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বলছে আর বাক্সের মূর্তিটাকে বাউ করছে।

'কী করছ, জিকি?' বারবারা জিজ্ঞেস করল।

'ছোট বনসাকে সম্মান করছি, মিস বারবারা। বলছি যে তাঁকে শহর থেকে ফিরতে দেখে আমি কত খুশি হয়েছি। স্বাগত জানাচ্ছি তাঁকে। আপনিও আসুন, বাউ করুন। ছোট বনসা খুব খুশি হবেন।'

'না, থাক। তবে দেখব একবার। গল্প তো অনেক শুনলাম। এবার কাছ থেকে দেখি তোমার হলুদ দেবতাকে।'

'আসুন, দেখুন।' মূর্তিটা তুলে টেবিলের উপর রাখল জিকি। শোয়ানো অবস্থায় ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না ওটা।

'ও, গড! কী ভয়ানক! অথচ কী আশ্চর্য সুন্দর!' কথাগুলো বারবারার মুখ থেকে বেরিয়ে সারতে পারেনি, টেবিল থেকে পড়ে যাচ্ছিল মূর্তিটা। ভেঙে যেতে পারে ভেবে লাফিয়ে উঠে ওটা ধরে ফেলল সে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'বাঁচোয়া!' জিনিসটা টেবিলে তুলে রাখল ও আবার।

ঘটনা দেখে নাচানাচি শুরু করেছে জিকি। ওঅর ড্যান্স। 'লেডি,' বলল ও, 'তাড়াতাড়ি হাঁটু মুড়ে বসুন। ছোট বনসা লাফিয়ে আপনার কোলে গিয়ে উঠেছেন। বিরাট সৌভাগ্য এটা।

আপনার জন্যও, আমাদের জন্যও। ছোট বনসা যখন এরকম করেন, তখন আর ভয় নেই। সবকিছু বৃষ্টির পানির মত স্বচ্ছ আর সহজ হয়ে যায়।'

'ননসেন্স।' একটু দূর থেকে মূর্তিটা দেখতে লাগল বারবারা।

ওটার পায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল জিকি। 'দেখুন, মূর্তিটার পায়ের সাথে ফিতা বেঁধে মাথায় জড়ানো হয়।' পরে দেখাল জিকি। কালো লোকটাকে দেখতে লাগছে বড় ভয়ানক। বলল, 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, মিস। কিন্তু আপনি আমাকে দেখছেন না। শুনতে পাচ্ছেন অবশ্যই।' মূর্তিটার ভিতর সেট করা কোনও মেকানিজম থেকে শিস বাজাল। শুনতে লাগল নেকড়ের গা শিউরানো প্রলম্বিত চিৎকারের মত।

ওই শব্দে কেঁপে উঠল বারবারা। 'নামাও ওটা মাথা থেকে। এখানে কোনও ভূত বা ভৌতিক কিছু দেখতে চাই না।'

'ভূত! না, না, মিস, এটা আফ্রিকা থেকে আনা দশ হাজার বছরের পুরানো খাঁটি দেবতার বিগ্রহ। মানুষের আত্মা খায় এটা। কত লোকের আত্মা যে খেয়েছে, তার কোনও হিসাব নেই। এখনও খাচ্ছে।'

কুৎসিত মূর্তিটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল বারবারা। এটার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও কথা হবে না। হয়তো হাজার বছরের পুরানো; হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আরবে ইসলাম প্রচার শুরু করারও অনেক আগে বানানো হয়েছে। মাথায় পরলে ভিতরে যেখানে ঘষা লাগে কপাল, সে জায়গাটা একদম মসৃণ। আসিকিদের বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান বা পূজা—হয়তো বলিদানের সময় প্রধান পুরোহিত এটা পরত। আরও কত শত লোকে যে মুখোশটা ব্যবহার করেছে, কে জানে! বহু বছর ধরে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফল এই মসৃণতা। মুখোশের ভিতরের বাঁশিটার বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। লবণ আর অ্যাসিডের সংস্পর্শে

সোনার কারুকাজ একটু ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গেছে এখানে-ওখানে। কী ধরনের লবণ, সেটা পরীক্ষা সাপেক্ষ। যত যা-ই হোক, মুখোশের মূল আদলটা কিন্তু একদম অবিকৃত। চিরস্থায়ী শয়তানী হাসি মুখে।

মুখোশের ভিতরে উৎকর্ণ লেখা দেখিয়ে বারবারা জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কী?'

'জানি না, মিস। বহু আগের লেখা এটা। এই ভাষায় কথা বলার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেই। কালো লোকেরা লিখতে শেখার আগেই ওই ভাষাভাষীদের সবাই অন্ধকার জগতে চলে গেছে। তবে আসিকি পুরোহিতরা বলে, এর প্রতিটা চিহ্ন তাদের মুখস্থ। সে কারণেই কেউ ছোট বনসার নকল বানাতে পারে না। পুরোহিতরা বলে, যত লোক ছোট বনসার জন্য মারা যায়, তাদের নাম লেখা হয়ে যায় এখানে। লেখা হতে হতে জায়গাটা ভরে গেলে আবার প্রথম থেকে শুরু করেন ছোট বনসা। সত্য-মিথ্যা জানি না।'

'হুম। এখন মুখোশটা আমার সামনে থেকে সরাও। যতই সৌভাগ্য নিয়ে আসুক, জিনিসটার দিকে তাকাতেই অস্বস্তি লাগছে।'

'কোথায় রাখব, মেজর?' অ্যালানকে জিজ্ঞেস করল জিকি। 'লাইব্রেরির বাক্সটায়, যেখানে আগে ছিল? নাকি প্লেট-চামচের সাথে কাবার্ডে রেখে দেব? আপনার বিছানার নীচেও রাখা যেতে পারে। ওখানে বসে দেবী আপনার দিকে নজর রাখতে পারবেন।'

'না, কাবার্ডে রাখো।'

মূর্তিটা নিয়ে চলে গেল জিকি।

বারবারা বলল, 'আবার তোমার এখানে লাঞ্চ করতে এলে মনে হয় আমার নিজের প্লেট-চামচ নিয়ে আসতে হবে। ওই জিনিসের সাথে রাখা চামচ-প্লেট আমি ব্যবহার করতে পারব না।

...কীসের ম্যাপ আর ডায়েরি দেখাবে বলেছিলে। দেখাও।'

বারবারার চিঠি পড়ছে অ্যালান:

প্রিয় অ্যালান,

তোমার প্ল্যানটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে দেখলাম, তুমি যেহেতু আফ্রিকা যেতে আগ্রহী, কাজেই তোমার রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল। অভিযানটা যদিও পাগলামি বলে মনে হচ্ছে। তবে ভাগ্যে বিশ্বাস করি আমি। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে আমাদের সবার ভালমন্দের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন তিনি। তোমার বা আমার—কারও কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখানে থাকলে তোমার কষ্টই শুধু বাড়বে। এটাও নিশ্চিত, তোমার সাথে যোগাযোগ করাটা কঠিন হয়ে উঠবে ক্রমেই। ফোনে তোমার সাথে কথা বলেছি, এটা কোনওভাবে জেনে গেছে চাচা। ভয়ানক খেপে আছে সে তোমার উপর। রেগেমেগে ফোনের লাইন কেটে দিয়েছে। তার ধারণা, আমার সম্পত্তি হাত করার লোভে আমাকে স্রেফ ব্যবহার করছ তুমি। উকিল বন্ধুর কাছে পরামর্শের জন্য গিয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক সিনিয়র সহকারীর সঙ্গে পরামর্শ করে বলেছেন, চাইলে এখনই তোমাকে বিয়ে করতে পারি। সে ক্ষেত্রে বাবার উইল কার্যকর হবে। সমস্ত সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে আমার। চলে যাবে চাচার হাতে। আমি শুধু বছরে দুই শ' পাউণ্ড মাসোহারা পাব। যদিও আমি অর্থলোভী নই, তারপরও চাচাকে আমার সম্পত্তি পাওয়ার সুখ পেতে দেব না। তিনি বলেছেন, একটা উইল যেহেতু আছে, অতএব কোর্ট অভ চ্যান্সেরিও এখানে নাক গলাতে পারবে না। ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না আপাতত। অন্তত যতদিন না স্বাধীনতা পাচ্ছি, ততদিন ধৈর্য ধরতেই হবে।

আর ওই সময়ের মধ্যে তুমি যদি আফ্রিকা থেকে কিছু টাকা-পয়সা বানাতে পারো, তা হলে তো আরও ভাল। মনস্থির করে ফেললে তাড়াতাড়ি রওনা হও। আমি চাই না, আমার জন্য দেরি হোক তোমার। যেদিন ফিরে আসবে, আমাকে পাবে তোমার অপেক্ষায়। আর যদি না-ই ফেরো, তবুও অপেক্ষা করব।

পুনশ্চ: জেনে খুশি হয়েছি যে, ইয়ার্লিজের উপর থেকে মর্টগেজের দায় সরাতে পেরেছ। সুযোগ পেলে চিঠি লিখো আমাকে। তবে বাড়ির ঠিকানায় নয়, আমার উকিলের ঠিকানায়। বিদায়, প্রিয়তম। প্রার্থনা করি, স্রষ্টা যেন আমাদের সহ্য করার শক্তি দেন।

পুনশ্চ ২: জাজের কঠিন আক্রমণ সত্ত্বেও দারুণ বাজার পেয়েছে সাহারা ফ্লোটেশন। চাচা আর স্যর রবার্ট মিলিয়ন ডলার কামিয়ে নিয়েছে স্কিমটা থেকে। তবে টাকাগুলো কয়দিন তাদের পকেটে থাকবে, সেটাই হচ্ছে কথা।

আট

পশ্চিম আফ্রিকা। সকাল। সারা রাত প্রবল বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টির তোড়ে মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে বুঝি নদীর মুখ খুলে দেয়া হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকায় বৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই এই। অবিরাম, অবিরত বর্ষণ। ভোরের দিকে কমে এসেছে বৃষ্টির তোড়। পানি থেকে উঠছে হালকা কুয়াশার মত জলীয় বাষ্প। গাছের ঝুড়ির গায়ে যেমন উলের মত শ্যাওলা ঝুলে থাকে, পানির উপর ঝুলে

থাকা কুয়াশাও দেখতে তেমন লাগছে।

নদীর পাড়ে একটা তাঁবু। ধূসর ফ্লানেলের শার্ট আর ট্রাউজার পরা এক শ্বেতাঙ্গ বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। অ্যালান ভার্নন। বেশ করিৎকর্মা দেখাচ্ছে ওকে। লণ্ডন অফিসের তুলনায় তো বটেই, এমনকী ইয়ার্লিজের চাইতেও। অনেক বদলে গেছে সে। দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেছে গালে। রোদে পুড়ে বাদামি ত্বক। ভিতরেও পরিবর্তন এসেছে প্রচুর। আগের সেই নরম লোকটি আর সে নয়। নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। যেন খুঁজে পেয়েছে নিজের আসল জায়গা।

'জিকি,' বলল অ্যালান, 'লোকগুলোকে ডেকে তোলো। আর কফি দাও আমাকে।'

'নাক ডাকা বন্ধ কর, কালো কুত্তারা,' নেটিভদের ভাষায় হাঁকডাক শুরু হলো জিকির। ভারী কণ্ঠ। 'তোদের মালিক ডাকছে।' কথার সঙ্গে বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকা লোকগুলোর উপর চলল মাঝারি লাথি, চাপড় আর শাপ-শাপান্ত।

পরিবর্তন এসেছে জিকির পোশাক আর আচরণেও। এখন ওর পরনে ইউরোপিয়ান স্যুট-কোটের বদলে সাদা আলখেল্লা আর পায়ে খোলা স্যাণ্ডেল।

'সুপ্রভাত, মেজর,' বলল সে। 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে, আশা করি। অন্তত আধা-পানিভরা ওই নৌকার চেয়ে ভাল তো বটেই। অবশ্য মন্দের ভাল। এই জায়গা, কাল্লুগুলোর গায়ের গন্ধ আর মশার অত্যাচারের ব্যাপারে কিছু বলার নেই। ভাগ্যিস, বৃষ্টি কমেছে, সূর্যও উঠে গেছে। নয়তো কে জানে, পরিস্থিতি এর চাইতেও খারাপ হতে পারত।'

'হয়তো,' কাঁপতে কাঁপতে বলল অ্যালান। 'আমার বিশ্বাস, আর জ্বর ধরবে না আমাকে। ধরলে গতরাতেই ধরত। এখন কুইনাইন দাও। আগাম সতর্কতা হিসেবে পাঁচ গ্রেন খেয়ে রাখি।'

'হ্যাঁ, মেজর, সতর্ক থাকতে হবে।' ওষুধের বাক্স থেকে কুইনাইন এনে দিল জিকি। ও ভাল করেই জানে, বছরের এই সময়ে এই এলাকা সাদাদের জন্য মারাত্মক। 'নাশতায় কী খাবেন?' জানতে চাইল সে। 'কুইনাইনের কল্যাণে চট করে খিদে লাগার কথা। মাছ আছে, ঠাণ্ডা মাংস আছে। নাকি গতকাল যে হাঁসটা মেরেছেন, সেটা খাবেন...

'মাংসই দাও। হাঁসটা মাল্লাদের দিয়ে দিয়ো। এই গরমে ও-জিনিস পেটে সইবে না আমার। ভাল কথা, জিকি। এখানেই তো আমরা কুয়া নদী ছেড়ে দিচ্ছি, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, মেজর। জায়গাটা খুব ভাল করে মনে আছে আমার। আপনার রেভারেণ্ড চাচা পুরো একটা ঘণ্টা প্রার্থনা করেছিলেন এখানে বসে। আমিও চাইছিলাম গডকে ধন্যবাদ দিতে। কিন্তু তখনও আমার মন দেব পূজারী। তাই মনে মনে ছোট বনসাকেই ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আজ থেকেই আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করব। এদিকের চেয়ে ওই রাস্তা বেশি ঠাণ্ডা আর ছায়াময়। খানিকটা আরাম হবে। শুধু প্রার্থনা, পথে যেন বামুনদের দেখা না পাই।'

'বেয়ারা চারজন আমাদের সঙ্গে যাবে না?'

'যাবে, মেজর। গতরাতে ভয় পাচ্ছিল ওরা। বলছিল, জঙ্গলে ঢুকবে না। বামুনদেরকে ওদের ভীষণ ভয়। তবে চিন্তার কিছু নেই। রাতেই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছি। বলেছি, ওদের চুল আর পায়ের নখ জোগাড় করে রেখেছি আমি। যদি না যায়, তা হলে ওসব একটা বিশেষ ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে জাদু করব। তখন আর কখনও বাড়ির মুখ দেখবে না ওরা। ওরা ভেবেছে, বিরাট কোনও জাদুকর আমি। আবার এটাও ভাবছে যে, আমাদের সঙ্গে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। তারপরও আসবে। চিন্তার কিছু নেই। ...নিন, মেজর, আপনার কফি। গরম-গরম খেয়ে গোসল করে নিন।

পানির গভীরে যাবেন না। কুমিরও সকাল-সকাল জেগে ওঠে।'

হাসতে হাসতে গোসল করতে গেল অ্যালান। মশার দল মেঘের মত ঘিরে রেখেছে ওকে চারদিক থেকে। ঠাণ্ডা পানির শীতল স্পর্শে নিমেষেই মন থেকে মুছে গেল নির্ঘুম রাত কাটানোর ক্লান্তি।

এক মাস হয় ক্যালাবার ছেড়েছে ওরা। বৃষ্টির ক্রমাগত অত্যাচারে অগ্রগতি খুবই ধীর। বছরের এই সময়টায় ওকে উজানে রওনা হতে দেখে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গরা ভেবেছে, নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাউকে কিচ্ছু বলেনি অ্যালান। সবাই জানে, স্রেফ পাগলাটে এক অভিযাত্রী সে। ভাল লাগলে হয়তো কিছু শিকারও করবে। আর দেখবে, কোথাও মাইনিং-এর সম্ভাবনা আছে কি না। সাদা লোকগুলোর এদিকে মাইনিং-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই, ও কী পেতে পারে-না-পারে, জানা আছে ওদের। আর সে কারণেই ডালপালা মেলেছে গুজব। সবচেয়ে জনপ্রিয় গুজবটা হলো, অ্যালান এসেছে কোনও সরকারি কাজে। কিন্তু কোনও কারণে মিশনের উদ্দেশ্য গোপন করছে ও।

গুজব ছড়ানোর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান জিকির। নৌকার মাঝি-মাল্লারাও কম যায় না।

কাদা, মশার বিরক্তিকর গুনগুনানির সঙ্গে হুলের খোঁচা, পায়ে পায়ে দুর্ভোগ আর এক মাল্লার মৃত্যু—সংক্ষেপে এই হচ্ছে অ্যালানের ভ্রমণবৃত্তান্ত। ঘুমের মধ্যে বেচারাকে পানিতে টেনে নিয়ে গেছে কুমির। লাশটা আর পাওয়া যায়নি।

আগের রাতেই বারবারাকে লম্বা একটা চিঠি লিখেছে অ্যালান। চিঠিতে এসব ঝামেলার কথা জানায়নি। গতকাল যখন মাল্লারা ক্যালাবারের দিকে ফিরে গেছে, ওদের একজনের হাতে দিয়ে দিয়েছে চিঠিটা। বারবারার সঙ্গে ওটাই ওর শেষ পত্র-

যোগাযোগ। অবশ্য যদি সেই মাল্লা ঠিক মত ক্যালাবার পৌঁছাতে পারে; যদি সে চিঠিটা ঠিক মত ডাকে ফেলে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আধঘণ্টা পর রওনা হলো সবাই। দলনেতা হিসেবে আগে-আগে রয়েছে অ্যালান। ওর হাতে একটা ডাবল ব্যারেল রাইফেল। ডাম্প থেকে রক্ষা পেতে পিতলের কেসে রেখেছে পঞ্চাশ রাউণ্ড রাইফেলের গুলি। সঙ্গে একটা রিভলবার, হাণ্টিং নাইফ, ম্যাকিণ্টশ কাপড় আর পিঠে ন্যাপস্যাকের মত করে বেঁধে নেয়া টিনের ক্যানেস্তারা—ভিতরে ছোট বনসার মূর্তি। মহামূল্যবান জিনিসটা অন্য কারও হাতে দিতে ভরসা হয়নি তার।

পরিবেশ ও আবহাওয়ার বিচারে যে-কোনও সাদা মানুষের জন্য এই বোঝা বিশাল। কিন্তু অ্যালানের কাছে এটা কোনও ওজন বলেই মনে হচ্ছে না। অন্তত এখনও নয়।

অ্যালানের পিছনেই চার বেয়ারা। ছোট তাঁবু, টিনজাত খাবারের মজুত, ব্র্যাণ্ডি, অ্যামিউনিশন আর একটা বাক্সের মধ্যে উপহার সামগ্রী হিসেবে পুঁতি, ঘড়ি ইত্যাদি নিয়েছে ওরা। আরও নিয়েছে কম্বল, অতিরিক্ত কাপড় ও টুকিটাকি কিছু জিনিস। সবাই ওরা শক্তিশালী। ভালই ধারণা রয়েছে জঙ্গল সম্বন্ধে। কিন্তু এই মুহূর্তে সাহসের শেষ বিন্দুটুকুও হারিয়ে ফেলেছে ওরা। জিকির 'ওষুধের' ভয় বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে মাথার বোঝা মাটিতে ফেলে ঘুরে দৌড় দিল। সব ক'জনই। এক দৌড়ে নদীর পাড়ে। এমন হতে পারে, চিন্তা করে আগে থেকেই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল জিকি। গুলি করল সে। শটগানের গুলিতে ফুটো হলো বেয়ারাদের নৌকার তলা। এখন চাইলে ওরা ওখানে বসে ক্ষুধায় কাতর হতে পারে, অথবা পারে শয়তান দেবতার কাছে সাহায্য চাইতে। আর নয়তো সৎ মানুষের মত চুক্তি মোতাবেক বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে পারে। সিদ্ধান্ত ওদের, জানাল জিকি।

শেষেরটাই করল ওরা বাধ্য হয়ে। ভয়ানক চেহারা করে পিছন-পিছন এল জিকি। হাতে লোডেড শটগান। নলের খোঁচা দিচ্ছে মাঝে মাঝে বেয়ারাদের পিঠে।

ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে জিকিকে। গায়ে বাঁধা রান্নার সরঞ্জাম। কাঁধে কর্কের ম্যাট্রেস আর ম্যাকিন্টশের একটা শিট। একটা বাক্সে অতি জরুরি কিছু ওষুধ আর খাবার। বাক্সটা সে মাথায় তুলেছে। বিশাল এক হ্যাট তার মাথায়। হ্যাটের কিনারা থেকে ঝুলছে সবুজ রঙের আস্ত এক মশারি। মশারির ঘেরের মধ্যে হাঁটছে জিকি—দেখার মত দৃশ্যই বটে।

অ্যালান বলেছিল ম্যাট্রেসটা ফেলে দিতে। এই প্রচণ্ড গরমে ওটা কোনও কাজে আসবে না। কিন্তু গরমের জন্য নয়, অন্য কথা ভেবে ম্যাট্রেসটা ফেলেনি জিকি। ও জানে, স্যাঁতসেঁতে ভেজা মাটিতে শুতে মেজরের খুবই কষ্ট হবে।

নদীর পাড় থেকে এক মাইলের মত রাস্তা গেছে চমৎকার ম্যানগ্রোভ গাছের সারির ভিতর দিয়ে। কাদামাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি বেরিয়ে আছে গাছগুলোর শ্বাসমূল। হালকা কুয়াশার চাদর মাটির উপরে। উঁচু ডালে বসে গান গাইছে বন্য পাখির ঝাঁক। দেখতে দেখতে মাথার উপরে উঠে এল আফ্রিকার খরতপ্ত সূর্য। পাখির কলতান যেন স্বাগত জানাল উজ্জ্বল সূর্যালোককে। প্রচণ্ড গরম। বাষ্প হতে শুরু করল কুয়াশা।

স্প্রুসের ঝোপ আর ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা তাল আর তুলা গাছ দেখা যেতে শুরু হলো জঙ্গলের আসল সীমানা।

ভীষণ অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরটা। যেন গ্রীক উপকথার পাতাল-দেবতা হেইডিসের জগতে প্রবেশ করল ওরা। আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাতাল থেকে উঠে আসা আত্মারা। আহাজারি করছে। বিশাল গাছগুলোর কাণ্ড উঠে গেছে চার্চ-টাওয়ারের সমান উচ্চতায়। আগ্রাসী পরগাছা বেড়ে উঠেছে কাণ্ডগুলোকে আশ্রয়

করে। মনে হচ্ছে, ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে আসা আলোটুকু বুভুক্ষুর মত গিলে খাচ্ছে ওগুলো।

বাজ পড়ার মত একটা শব্দ হলো কড়াৎ করে। সাথে ভেসে এল সেটার প্রতিধ্বনি। কোথাও একটা গাছ ভেঙে পড়েছে।

জঙ্গলে প্রবেশের দ্বিতীয় দিনে এভাবে গাছ ভেঙে পড়ার দৃশ্য চোখে পড়ল অ্যালানদের। লম্বা ডালপালা সমৃদ্ধ একটা গাছ। দাঁড়িয়ে ছিল একাকী। অনায়াসে ওটাকে ব্যবহার করা যায় ল্যাণ্ডমার্ক হিসেবে। ধীর কদমে গাছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা ছ'জন। তপ্ত বিকেলে এক ফোঁটা বাতাসও বইছে না কোথাও। হঠাৎ কাণ্ড কাঁপতে শুরু করল গাছটার। তারপরই বজ্রপাতের মত তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে লুটিয়ে পড়ল শতাব্দীপ্রাচীন মহীরুহ। ডালপালাগুলো এমনভাবে নড়ছিল, যেন সাহায্যের আশায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভেঙে পড়ার শব্দটা মৃত্যুপথযাত্রী কারও তীব্র যন্ত্রণায় কাতরানোর মত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরবতা ফিরে এল বনে। আনন্দিত গলায় বলল জিকি, 'ছোট বনসাকে ধন্যবাদ যে, বুড়ো গাছটা আমাদের ঘাড়ের উপর পড়েনি। এই যে, কালো কুত্তারা, দাঁড়িয়ে গেলি কেন? হাঁট, হাঁটতে থাক। কান্নাকাটি আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁচবার জন্য টাকা দেয়া হচ্ছে তোদের? এগো, নয়তো বাড়ি মেরে মোটা মাথাগুলো ভেঙে ফেলব,' বলতে বলতে শটগান দিয়ে ভীত বেয়ারাদের গায়ে খোঁচা মারল সে।

জঙ্গলের প্রথম দিন বলার মত কিছুই ঘটেনি। প্রাণের কোনও সাড়াই নেই যেন এখানে। কেবল মাঝে মধ্যে এক-আধটা টিয়া পাখির ডাক। আবছায়ার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফাচ্ছে বানরের দল। এটা দিনের দৃশ্য। রাতের চিত্র একদমই আলাদা। কোনও শব্দই নেই। আরেকটা ব্যাপার হলো, শিকারি জানোয়ার নেই এখানে। থাকবে কী, শিকারই নেই

যে!

রাস্তাটা দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে অ্যালানকে। পথটার ডানে-বাঁয়ে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে গেছে তৃণ-জাতীয় লতাগুল্মের ঝাড়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অনেক পুরানো পথ। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঘাস-লতা কিছুই গজায়নি ওর উপর। কোথাও কোথাও আবার পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে গাছ। বয়সে প্রাচীন। স্রোত যেমন নদীবক্ষে থাকা বিশাল পাথরখণ্ডকে দু'পাশ দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে, পথটাও তেমনি গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে।

জিকিকে জিজ্ঞেস করল অ্যালান, 'রাস্তাটা বানিয়েছে কে?'

'মনে হয়, নূহ নবীর কিস্তি থেকে যারা নেমেছিল, তারাই।' বলল জিকি, 'কিস্তি থেকে নামার পর যাতে বানের পানিতে ভেসে যেতে না হয়, সেজন্য এ পথ ধরে টিলায় গিয়ে উঠেছে তারা। পথ পরিষ্কার করতে পাঠিয়েছে দুটো হাতি। আর না হয় বামুনরা বানিয়েছে এই পথ। আদিম আমলের ইহুদিদের মত মানুষ বলি দিতে যারা আসিকিদের দেশে যেত, তারাও বানিয়ে থাকতে পারে।'

'তার মানে, কে বা কারা পথটা বানিয়েছে, সেটা জানা নেই তোমার, তা-ই তো?' বিরক্ত অ্যালান।

'হ্যাঁ, মেজর। কে কবে জঙ্গলে একটা রাস্তা বানিয়েছে, তা কেউই জানে না। আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমি উত্তর দিয়েছি। ওই মুটেগুলোর মত চোখ উল্টে অজ্ঞতা প্রকাশ করার চেয়ে এটা ভাল না?'

চতুর্থ রাত। সেরাতেই প্রথম ঝামেলা হলো। শুকনো ডাল, উপড়ে পড়া গাছের শিকড় দিয়ে বিশাল করে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। পচা গরমে অত বড় আগুনের দরকার ছিল না। রান্নার আয়োজন খুবই সামান্য। প্রশ্ন করতে বেয়ারারা বলল, স্রেফ মনটাকে প্রফুল্ল রাখতেই আগুন জ্বালানো। ঘন কালো অন্ধকারের

মাঝে কিছুটা আলো তো দরকার। কিন্তু সেই 'কিছুটা' আগুনের উচ্চতা ছিল পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট। বলাই বাহুল্য, কাঠ ফাটা আর বাকল পোড়ার চিড়চিড়ে আওয়াজ বনের নিস্তব্ধতাকে দূরে সরিয়ে রাখল। অবশ্য আওয়াজটা যে খুব একটা খারাপ শোনাচ্ছিল, তা নয়।

ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে ছিল অ্যালান। তাঁবু খাটানোর প্রয়োজন মনে করেনি। আপাতত ছাতের প্রয়োজন নেই মাথার উপর। ভারী বৃষ্টি না হলে লাগবেও না। হালকা বা মাঝারি বৃষ্টির পানি মাটি পর্যন্ত আসার জো নেই। উপরের দিকের পাতাগুলোই শুষে নেয় পানি।

শুয়ে থাকাটা রীতিমত উপভোগ করছিল অ্যালান। অন্ধকারের পটভূমিতে এখানে-ওখানে হঠাৎ-হঠাৎ কিছু একটা চকমক করে উঠছিল। বোধহয় পাতা। কয়েক রাত আগের বৃষ্টি ধুয়ে-মুছে চকচকে করে দিয়েছে ওগুলো। ফলে আগুনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে পাতায়-পাতায়। দৃশ্যটা ইন্দ্রিয়সুখ দিচ্ছিল অ্যালানকে। অন্ধকারে তাকিয়ে বারবারার কথা ভাবছিল ও।

ঠিক সেই সময় লতাপাতার আড়াল থেকে উঁকি দিল একটা আদিবাসী মুখ। অ্যালান যেদিকে তাকিয়ে আছে, সেদিকেই উদয় হয়েছে। গোলগাল, ছোট চেহারাটা দেখে অ্যালানের মনে হলো—বাচ্চা কোনও ছেলে। মোটামুটি কুৎসিতদর্শন। ওর অবস্থান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। অত দূর থেকে চেহারার বৈশিষ্ট্য খুব একটা ধরা পড়ছে না চোখে। শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটার ঠোঁট অনেক পুরু। নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঝলসে উঠছে সাদা দাঁত।

ইশারায় ঝোপটা দেখিয়ে বলল অ্যালান জিকিকে, 'ওদিকে তাকাও।'

তাকাল জিকি। একটা কথাও না বলে পাশ থেকে তুলে নিল

শটগানটা। সরাসরি গুলি চালিয়ে দিল ঝোপের উপর। ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে এল আহত জন্তুর তীব্র আর্তনাদ। ওদিকে গুলির শব্দে চমকে গেছে বেয়ারারা। লাফঝাঁপ শুরু করেছে। 'বসে থাক,' বলল জিকি ওদেরকে, 'আমাদের পিছু নিয়ে একটা চিতাবাঘ এসেছিল। ওটাকে তাড়াতে গুলি করেছি। ওই ঝোপের ধারে-কাছে কেউ যাবি না। জন্তুটা আহত হয়ে থাকতে পারে। ...এক কাজ কর, আমাদের চারপাশে একটা বোমা (অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য কাঁটাঝোপ দিয়ে তৈরি বেড়া) দাঁড় করা। আশপাশে ওটার সঙ্গী-সাথী থাকতে পারে।'

বেয়ারারা এক-একজন কুসংস্কারের ডিপো। চিতাবাঘ নিয়েও নানারকম কুসংস্কার ওদের। খবরটা শুনে আত্মার পানি শুকিয়ে হাওয়া। কোনও প্রশ্ন না করে ডালপালা কুড়াতে শুরু করল। দ্রুতই বানিয়ে ফেলল একটা বোমা।

'ওটা কিন্তু চিতাবাঘ না,' বলল অ্যালান, 'একটা মানুষ।'

'শুধু মানুষই না, মেজর,' বলল জিকি। 'বামুন। শয়তান বামুন। বিষ মাখানো তীর ব্যবহার করে ওরা।' হাতের রাইফেলটা দেখিয়ে বলল, 'তবে এই "গুলি ছোঁড়া দেবতা"কে ওদের অনেক ভয়। আশা করি, আজ রাতে শয়তানটা আর মুখ দেখাবে না। কিন্তু কাল কী হবে, কে জানে! বেয়ারাদের কিছু বলবেন না, মেজর। বললে ওরা সব ফেলে পালাবে।'

'আমার মনে হয়, তুমি ভুল করেছ। ওকে ওর মত থাকতে দিলে ও-ও আমাদেরকে থাকতে দিত আমাদের মত। তোমার শটগান যদি ওর রক্ত ঝরিয়ে থাকে, তা হলে এর বদলা ওরা নেবেই।'

'একমত নই, মেজর। আপনার মত নরম চিন্তার বালাই নেই ওদের মধ্যে। আমি আগে গুলি না করলে ও আগে তীর ছুঁড়ত। ...এখন ঘুমাতে যান। আমি পাহারায় থাকছি। ...আর দু'দিন।

এর পরই আমরা খোলা এলাকায় পৌঁছে যাব। বামুনরা সাধারণত ওদিকে যায় না। সিংহের উপদ্রব বেশি কি না! তা ছাড়া মানুষখেকোরাও আছে। ওরা আবার বামুনদের খেতে খুব পছন্দ করে।'

আর কিছু করার নেই। ঘুমিয়ে পড়ল অ্যালান। লতাপাতার ছাঁকনি চুইয়ে ভোরের আলো নীচে আসার আগে আর ঘুম ভাঙেনি ওর।

সকালে কফি নিয়ে এসে জিকি বলল, 'ঝোপটা দেখতে গিয়েছিলাম। রক্ত পড়ে আছে। শয়তানটাকে গুলি লাগাতে পেরেছি। জানেনই তো, আমার হাতের টিপ খুব ভাল। পাথর, বর্শা, ছুরি বা বন্দুক—সবকিছুতেই পারদর্শী। এখন খেয়েদেয়ে দ্রুত তৈরি হয়ে নিন। বেয়ারারা কিছু সন্দেহ করার আগেই এখান থেকে সরে যেতে হবে। নিন, চটপট নাশতা করুন। আমি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি।'

কিছুটা ভয় নিয়ে রওনা হলো সবাই। জিকি আর অ্যালান একটু বেশি সতর্ক রইল। বেয়ারারা তটস্থ। জিকির ভাষায়, 'ইঁদুর'-এর গন্ধ পেয়ে গেছে ওরা। অথবা কোনওভাবে আন্দাজ করে নিয়েছে যে, কোনও ঝামেলা হয়েছে।

মাঝদুপুরের দিকে খাওয়ার জন্য থামতে হলো। বিশ্রাম না নিয়ে আর চলতে পারছিল না বেয়ারারা। প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকেই ওরা একটা খোলা জায়গা খুঁজছে। পায়নি। বাধ্য হয়ে জঙ্গলের ভিতরই থামতে হলো। খাওয়া শেষ করে রওনা হবে যখন, তখনই ঘটল বিপত্তি। যা ভয় করছিল! পিছনের গাছপালার আড়াল থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক নলখাগড়ার তীর। এক বেয়ারার গলায় বিঁধল একটা। আরেকটা অ্যালানের হ্যাটে। তবে সেটা ওর চামড়া স্পর্শ করেনি। ওদিকে জিকির শরীরে লেগেছে অন্তত তিনটা তীর। কিন্তু ওর গায়ে ছিল কর্কের ম্যাট্রেস। হালকা

ওই তীরের সাধ্য ছিল না, কর্কের আবরণ ভেদ করে গায়ে বিঁধবে।

হতভাগ্য বেয়ারার জুগুলার ভেইনের আশপাশে লেগেছে তীরটা। নিদারুণ যন্ত্রণায় পা ছুঁড়ছে লোকটা। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল একবার। ফ্যাঁসফেঁসে গলা। কিছুই বোঝা গেল না কথা। পরমুহূর্তে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল তার। খুব দ্রুত কাজ করেছে বিষ। মুহূর্তে অচল করে দিয়েছে হার্ট।

সঙ্গীর এহেন মৃত্যুতে ভীষণ ভয় পেল বাকি তিনজন। সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করে মাথার বোঝা ফেলে দিল দৌড়। চিৎকার করতে করতে হাওয়া হয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর।

বামুনরা দেখা দিচ্ছে না। আড়ালে-আড়ালে রয়েছে। তবে পুরোপুরি সফল হলো না। একজনকে দেখে ফেলল অ্যালান। ও-ই বেয়ারার খুনি। খুন করতে পেরে সম্ভবত সাহস বেড়ে গেছে লোকটার। দুটো বড় গাছের ফাঁক দিয়ে ছোটার সময় খোলা জায়গায় চলে এল সে।

অ্যালানের রাগ চরমে। লোকটাকে দেখা মাত্রই খুন করার সিদ্ধান্ত নিল ও। এক ঝটকায় রাইফেলের বাট তুলে নিল কাঁধে। অভিজ্ঞ চোখ দুটোর কাছে ছুটন্ত টার্গেট মোটেও কঠিন কিছু নয়। ঠিক যখন বামুনটা ঝোপের আড়ালে চলে যাওয়ার জন্য লাফিয়ে উঠল খরগোসের মত, গুলি করল অ্যালান। ভারী গুলির ধাক্কায় ঝোপের ওপাশে আছড়ে পড়ল টার্গেট। তীব্র যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'দারুণ শট!' চেঁচিয়ে উঠল জিকি। 'আসলেই দারুণ। ...চলুন, ভাগি।'

'তুমি আহত হওনি তো? তোমার পিঠ তো তীরে বোঝাই!'

'না, কোনওটাই চামড়া পর্যন্ত পৌঁছেনি। পঁচিশ শিলিং দিয়ে কিনেছিলাম ম্যাট্রেসটা। বাজারের সেরা জিনিস। বিষ মাখানো

তীরের বিরুদ্ধে ভাল কাজে দিয়েছে। কিন্তু এটা এখানেই ফেলে যেতে হবে। নইলে দৌড়াতে পারব না।' গা থেকে ফেলে দিল সে ম্যাট্রেসটা। বেয়ারাদের ফেলে যাওয়া মালামালগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরও অনেক কিছুই ফেলে যেতে হবে। দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু পবিত্র বই (বাইবেল) বলছে: যে-কোনও কিছুর চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। আগামীকাল কী হবে, তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। বামুনরাই আমাদের হয়ে ওই চিন্তা করবে। চলুন, মেজর, চলতে শুরু করি।' কার্ট্রিজের বড়সড় পোঁটলাটা গলায় ঝুলিয়ে নিল জিকি। তার সঙ্গে ক্যানড মাংসের ছোট এক কেস। হাতে ধরা বন্দুকের মাজল দিয়ে অ্যালানের পিঠে খোঁচা দিল সে। বোঝাল, ও প্রস্তুত। এবার রওনা হওয়া যায়।

খোঁচা খেয়ে রেগে গেল অ্যালান। 'তোমার অভিশপ্ত বন্দুকের নলটা দূরে সরিয়ে রাখো। কতবার বলেছি, কক করা বন্দুক কারও দিকে তাক করবে না!'

'হাজারবার বলেছেন, মেজর,' জিকি নির্বিকার। 'তবে কি না, এমন পরিবেশে ওসব কথা মাথায় থাকে না। আমার পরিবারের সবাই বলত, আমার মা-ও ছিল আমার মত। বাদ দিন, ওই গল্প শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করব না। চলুন, চলুন। বামুনরা আবার ফিরে আসবে। আসুক। আজকের ঘটনার শোধ ছোট বনসা একদিন তুলবেনই।'

আবার শুরু হলো চলা। জিকির গায়ের এখানে-ওখানে ঝুলে থাকা জিনিসগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে লেগে ঝনঝন-ঠনঠন—নানারকম আওয়াজ করছে। কিন্তু এত ওজন বওয়া সত্ত্বেও একটিবারের জন্যও অভিযোগ করল না সে। পঞ্চাশের বেশি বয়স। চুল সব পেকে তুষার-সাদা। তবু, শক্তি-উদ্যমে এতটুকু ভাটা পড়েনি।

সেদিনের পুরোটাই দৌড়াতে হলো ওদের। কোথাও থামার

সাহস হয়নি। এমনকী রাতেরও অনেকটা জুড়ে ছুটল। জিকি কিন্তু একবারের জন্যও ক্লান্ত হয়নি। বরং ক্যালাবার থেকে রওনা হবার সময় যেমন ছিল, তেমনই অক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। এত ছুটোছুটির পরও উদ্যমের ঘাটতি হয়নি ওর।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বামুনদের আনাগোনার প্রচুর চিহ্ন দেখল ওরা। বেশ কিছু তীরও পড়ে আছে আশপাশে। তবে ওগুলো কোথাও বিঁধে নেই। সম্ভবত অনেক দূর থেকে ছোঁড়া হয়েছে। 'ওরা এখনও ভয় পাচ্ছে,' মন্তব্য করল জিকি, 'তারপরও কফির জন্য থামা যাবে না। চলার উপরেই থাকতে হবে।'

তা-ই করল ওরা। দুপুরের দিকে জঙ্গলের ঘনত্ব কমতে লাগল। আলো বাড়া শুরু হতেই অনুসরণরত বামুনদের দেখা পাওয়া গেল। সংখ্যায় কয়েক শ' তো হবেই। অ্যালানদের দু'পাশ দিয়ে বেশ অনেকটা দূরত্ব রেখে ছুটছে।

'একটা গুলি করে দেখুন। বদমাশগুলোকে হয়তো ভয় পাইয়ে দিতে পারবেন,' বলল জিকি।

কথাটা মনে ধরল অ্যালানের। গুলি করল ও। সঙ্গে সঙ্গেই ভূপাতিত হলো এক বামুন। উপহাস করে বলল জিকি ওদের, 'পেটে গুলি খেতে কেমন লাগছে, বাট্টু? মনে রাখিস, এই গুলি আড়াই শ' গজ যেতে পারে। পরের বার কাছাকাছি আসার আগে কথাটা মনে রাখিস।'

এরপর ওরা মোটামুটি খাড়া একটা পথ বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল। জিকি জানাল, 'এই ঢালটা পার হলেই শুরু হবে নদী। সেখানে পৌঁছে গেলে বাঁদরের দল আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না।'

কিন্তু ভয় পেলেও হাল ছাড়ছে না 'বাঁদর'রা। রেগে আছে ওরা। বন্দুকের আওতার মধ্যে আসছে না ঠিকই, কিন্তু দু'পাশ থেকে অ্যালানদের ঘিরে রেখে এগোচ্ছে। ওরা ভাল করেই জানে,

একসময় না একসময় ক্লান্ত হবেই অ্যালানরা। তখন এগিয়ে যাবে ওরা গলা কাটতে। কাজেই, চলতেই লাগল ধাওয়া। একসময় অ্যালানের মনে হলো, এভাবে পালানোর চেয়ে বামুনদের মুখোমুখি হওয়াটাই বেশি ভাল। তাতে যদি মরতে হয়, তা-ই সই।

শুনে প্রবল আপত্তি করল জিকি। 'না, না, মরার কথা মুখেও আনবেন না। তা হলে ওটাই নিয়তি হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। ওই যে...চূড়া দেখা যায়। আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক কাছে ওটা।' আচমকা ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে উঠল ও, 'ওরে, মা রে! এগুলো আবার কোন্ জাহান্নাম থেকে পয়দা হলো?'

নদীর দিক থেকে চূড়ার দিকে উঠে আসছে একদল বর্শাধারী। ওরাও দেখল অ্যালানদের। বর্শাধারীদের দেখে আতঙ্কিত চিৎকার ছাড়ল বামুনরা। তারপর ঘুরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল বনের দিকে। দেরি হয়ে গিয়েছিল। শিকারে বেরোনো জংলি বর্শাবাহকরা উল্লসিত হুঙ্কার ছাড়ল। শুরু হলো তাদের বামুন শিকার।

বামুনদের চেয়ে অনেক লম্বা ওরা। ফলে দ্রুতই শিকারের নাগাল পেয়ে গেল। অতি সৌভাগ্যবান দুয়েকজন ছাড়া কেউই রেহাই পেল না জংলিদের হাত থেকে। নির্দয়ভাবে খুন হলো। প্রবল আতঙ্কে তীর ব্যবহারের কথাও ভুলে গেছে বামুনরা।

বহু প্রজন্ম ধরে দুই গোত্রের মধ্যে লড়াই চলে আসছে। অন্যান্য উপজাতিরাও বামুনদের ঘেন্না করে। মনে করে, বিপজ্জনক বানর-বিশেষ বামুনরা। বাঁদর শিকারের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল বর্শাধারীরা।

জংলিদলটাকে দেখার পর, এই প্রথমবারের মত ভয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে জিকির চেহারায়। একটা আর্তনাদ করে ঝপ করে মাটিতে বসে পড়েছে ও। হাত ধরে টেনে অ্যালানকেও

বসিয়ে দিয়েছে। 'ওগুলা!' ভয় মেশানো গলা জিকির। 'চুল আর বর্শা দেখেই চিনেছি। ভাল মত লুকিয়ে বসুন।'

'কেন? কারা ওরা?'

'মানুষখেকো, মেজর। ধরতে পারলে আমাদের রসিয়ে রসিয়ে খাবে। প্রার্থনা-টার্থনা যা করার, করে নিন।'

হাতের বন্দুকটা তুলতে তুলতে অ্যালান বলল, 'ওদের দুয়েকটাকে মেরে তারপর মরব।'

'না, না, মেজর। গুলি করা যাবে না এখন। ভাব দেখাতে হবে, মোটেই ভয় পাইনি আমরা। আপাতত ওটাই সুযোগ। একটু চিন্তা করতে দিন।' বিরাট হাতের তালু দিয়ে কপালে মৃদু চাপড় দিতে লাগল জিকি। মুহূর্তখানেক পর অ্যালানের হাত ধরে একটা পাথরের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। মনিবের পিঠে বাঁধা টিনের বাক্সটায় ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিল ছুরির ফলা। ভিতর থেকে বের করে আনল আরেকটা বাক্স। সময় কম বলে চাবি দিয়ে না খুলে এক মোচড়ে ভেঙে ফেলল তালাটা।

'আরে, কী করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'কথা বলার সময় নেই, মেজর। আসিকি পুরোহিত সাজিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলারা ছোট বনসাকে চেনে। জলদি করুন, জলদি, হাতে একদম সময় নেই।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জিকির কাজ শেষ হয়ে গেল। চামড়ার ফিতা দিয়ে বেঁধে অ্যালানের মাথায় পরিয়ে দিল ছোট বনসার মুখোশ। নিজের হ্যাটের সঙ্গে বাঁধা মশারির ঝুল ফেলে দিল।

'এবার বের হওয়া যায়। মাঝে মাঝে হুইসেলটা বাজাবেন। আমি পিছন পিছন স্তুতি করছি।'

পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। মানুষখেকো জংলির দল ওদের খুব কাছে চলে এসেছে। ওদের সর্দার গিয়ে

উঠেছে ফেলে আসা টিলার মাথায়। অ্যালানদের কাছ থেকে দূরত্ব মাত্র বিশ গজ। জংলিরা তাদের পাথরের পিছনে আশ্রয় নিতে দেখেছে। এখন বর্শা তুলে এগিয়ে আসছে মারতে।

কিন্তু স্বর্ণমূর্তির উপর চোখ পড়তেই নিম্নমুখী হয়ে গেল ওগুলাদের উদ্যত বর্শার ফলা। অতি সাহসীদেরও মুখ ঝুলে পড়েছে। কয়েকজন ঘুরে দৌড় দিয়েছে উল্টো দিকে। অদ্ভুত পোশাক পরা মানুষ আর স্বর্ণমূর্তি দেখে জংলি-সর্দারও হতভম্ব। লোকটার গলায় বেবুনের থাবার মালা। ঝুলে পড়া মুখের ভিতরে ভয়াবহ নোংরা হলুদ দাঁত।

মুখোশের ভিতরে বসানো হুইসেলে ফুঁ দিল অ্যালান। ওই আওয়াজে আক্ষরিক অর্থেই কাঁপুনি উঠে গেল জংলিদের। সেই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে কথা শুরু করল জিকি। অ্যালানের অজানা একটা ভাষায় কথা বলছে ও। জংলিরা অবশ্য জিকির কথা বুঝতে পারছে।

জিকির কথার সরল অনুবাদ: 'ছোট বনসা আর তাঁর পুরোহিতকে হুমকি দিচ্ছ, ওগুলা? বলো, কেন তোমাদের আমরা শাস্তি দেব না? কেন তোমাদের দেবীর কাছ থেকে ধার করা এই সাদা লোকের জাদুর শক্তিতে হত্যা করব না? কী, আছে কোনও জবাব?' হাতে ধরা বন্দুকে চাপড় দিল সে।

হতভম্ব সর্দার বলল, 'এ তো জাদু! একটু আগেই দেখলাম, বামুনদের ধাওয়া খেয়ে দু'জন লোক পালিয়ে যাচ্ছে। আর এখন চোখের সামনে এ কী দেখছি!' লোকটা এক মুহূর্ত চোখ ঢেকে রাখল দু'হাতে। তারপর হাত সরিয়ে বলল, 'আমার বাবার আমলে ছোট বনসা এ দেশ ত্যাগ করেছিল। এক সাদা লোকের কাঁধে চেপে চলে গিয়েছিল দেশ থেকে। শুনেছি, সেই থেকে আসিকি পুরোহিতরা দেবীর জন্য আহাজারি করছে।'

'বোকা, দেবী যেমন সাদা লোকের কাঁধে চেপে চলে

গিয়েছিলেন, তেমনি আবার সাদা লোকের মাথায় চড়ে ফিরে এসেছেন। তোমাদের মধ্যে চুল-পাকা একজনকে দেখতে পাচ্ছি। কোনও সন্দেহ নেই, ছোটবেলা থেকেই সে ছোট বনসাকে চেনে। সামনে আসতে বলো তাকে। দেখে বলুক, ইনিই আসল দেবী কি না।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল সর্দার। বয়স্ক লোকটাকে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও। দেখো, এটাই আসল দেবী কি না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামনে বাড়ল লোকটা। ভয় পাচ্ছে। শক্ত করে ধরে রেখেছে বর্শাটা। লোকটাকে যথেষ্ট কাছে আসতে দিল অ্যালান। তারপর ফুঁ দিল হুইসেলে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল আতঙ্কিত বৃদ্ধ। বলা উচিত, শক্তি হারিয়ে পড়ে গেল। ভীত, কম্পিত কণ্ঠে সে বলল, 'ছোট বনসা...অবশ্যই ছোট বনসা। আমি চিনি দেবীকে। আমার বাবা আর বড় ভাইকে বলি দেয়া হয়েছিল তার কাছে। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম, কারণ দেবী আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মাথা নোয়ান, সর্দার। দেবী আপনার প্রাণ নেয়ার আগেই সম্মান দেখান তাকে।'

লোকটার কথা শেষ হতেই সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ল সবাই। গলা চড়িয়ে বলল জিকি, 'ছোট বনসা ফিরে এসেছেন। উপহার হিসেবে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন এক মহা ভোজ—বামুনদের। সেই বামুন, যারা জঙ্গলের অন্ধকারে গাছপালা আর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে তোমাদের। প্রশংসা করো, দেবীর প্রশংসা করো। শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন তোমাদের ছোট বনসা। মাথা নত করো তাঁর সামনে। আর আসিকিদের কাছে দূত পাঠাও। জানাও তাদের, বিশাল কালো নদী পেরিয়ে ফিরে এসেছেন ছোট বনসা। সঙ্গে এনেছেন সাদা পাদ্রীকে, যাকে আসিকিদের বাবার আমলে দেবীই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বাইরে। বলে

পাঠাও, দেবী আর দেবীকে ফিরিয়ে আনা জাদুকরকে স্বাগত জানিয়ে দেশে নিয়ে যেতে তারা যেন গণ্যমান্য লোকদের পাঠায়। তারা দেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে দেবীর ঘরে। আরও বোলো, সাদা জাদুকরের জন্য তারা যেন স্বর্ণ প্রস্তুত রাখে। পঞ্চাশ জন শক্তসমর্থ মানুষ বইতে পারে, অতখানি সোনা চাই। এক মুঠো কম বা বেশি হলে চলবে না। যদি আসিকিরা এই উপহার দিতে অস্বীকার করে, তা হলে দেবী এখান থেকেই চিরতরে গায়েব হয়ে যাবেন। কেউ আর কোনও দিন তাঁর দেখা পাবে না। উপরন্তু, ওদের উপর নেমে আসবে অভিশাপ আর দুর্ভাগ্যের মস্ত ঢেউ। জলদি কাজ দেখাও, ওগুলার সর্দার।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সর্দার। 'আপনার হুকুম পালিত হবে, মহান পুরোহিত। মহান দেবীর ইচ্ছা নিয়ে আগামীকাল সকালেই রওনা হবে আমাদের সবচেয়ে দ্রুতগামী দূত। আজ রওনা হতে পারবে না, কারণ আমরা সবাই খুব ক্ষুধার্ত। আগে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।'

'খাবে? কী খাবে তোমরা?' প্রবল সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন করল জিকি।

হতাশ কণ্ঠে সর্দার বলল, 'ভেবেছিলাম সাদা মানুষকে খাব। আগে কখনও সাদা মাংসের স্বাদ নিইনি। কিন্তু আপনারা যেহেতু পবিত্র মানুষ, দেবীর অভিভাবক, খাই কী করে? বামুনরাই হবে আজ রাতের ভোজ।'

খেপে গেল জিকি। অসংলগ্ন ভাষা চলে এল মুখে। তীব্র স্বরে বলল, 'কুকুর কোথাকার, ভেবেছিলি, সাদা মানুষ আর তাঁর মহান সঙ্গী আমাকে দেবী এখানে পাঠিয়েছেন তোদের কুৎসিত নোংরা পেটে যাওয়ার জন্য? খবরদার, বলছি! আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছা করলেও তোদের কপালে নেমে আসবে মহা দুর্ভোগ। শরীরের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাসা বাঁধবে ভয়াবহ সব

অসুখ। এমনভাবে মরবি যে, মনে হবে বিষাক্ত কোনও ফল খেয়েছিস। জেনে রাখ, আমরা মানুষের মাংস খাই না। এমনকী দেখতেও চাই না খাওয়া। এটা আমাদের জন্য অরুন্দা (নিষিদ্ধ)। ওই মাংস কখনওই আমাদের ঠোঁট পার হয়ে মুখে যাবে না। আমরা তোদের থেকে দূরে ক্যাম্প করব। ওখানেই খুঁজে নেব খাবার। কিন্তু কাল ভোরেই দেবীর বার্তা নিয়ে দূত রওনা করা চাই। সেই সাথে তোদের মধ্যে থেকে কয়েকজন শক্তিশালী লোক দিতে হবে, যাতে অভ্যর্থনাকারীদের দেখা পাওয়ার আগ পর্যন্ত ছোট বনসাকে যতটা সম্ভব এগিয়ে নেয়া যায় ক্যানুতে করে।'

জিকির রাগ দেখে মিইয়ে গেল সর্দার। অতিশয় ভদ্রভাবে বলল, 'দেবীর ইচ্ছা অবশ্যই প্রতিপালিত হবে। প্রার্থনা করি, দেবী যেন ওগুলা জাতির উপর অভিশাপ না ফেলে আশীর্বাদ দিয়ে যায়। এখন বলুন, কোথায় ক্যাম্প করতে চান। আমার লোকেরাই আপনাদের আর দেবীর বিশ্রামের জন্য ঘর বানিয়ে দেবে।'

নয়

শান্ত হলো জিকি। নদীর উজান থেকে ভাটি পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখল। ওদের অবস্থান থেকে আধ মাইল দূরে, নদীর মোটামুটি মাঝখানে ছোট্ট টিলাসহ একটা চর দেখা যাচ্ছে। ঝোপঝাড় আর অল্প কিছু গাছ চরটায়। সেদিকে দেখাল জিকি। বলল, 'ওখানে থাকবেন ছোট বনসা। ঘর তোলো, আগুন জ্বালাও। আর দাঁড়িসহ ভাল একটা ক্যানু এনে রাখো দেবীর জন্য। তারপর ভাগো।

বেশিক্ষণ দেবীর চোখের সামনে থাকলে বলি চাইতে পারেন। তা ছাড়া দেবী কোথায় নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন, সেটা দেখাও কারও উচিত না।'

দ্রুত সরে পড়ল ওগুলারা সেখান থেকে। কয়েকজন ছুটে গেল আশপাশে থাকা অন্যান্যদের খবর দিতে যে, ছোট বনসা এখানে আছে। কেউ যেন তাকে বা তার সঙ্গীদের বিরক্ত না করে।

সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জিকি। 'যাক, বাবা, সময়মতই সবকিছু সামলে নিয়েছেন ছোট বনসা। বদমাশ বামুনগুলো আর কোনও দিন বিকালের নাশতা খেতে বাড়ি ফিরবে না। উল্টো নিজেরাই নাশতা হয়ে গেছে।'

'বকবকানি বাদ দিয়ে এই জাহান্নামের মুখোশটা খোলো তাড়াতাড়ি। একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেছি,' ফাঁপা কণ্ঠে বলল অ্যালান।

'না, না, মেজর! জাহান্নামের মুখোশ বলবেন না, স্বর্গীয় মুখোশ বলুন। ছোট বনসা মহিলা। মহিলাদের মতই প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেন তিনি। আর প্রশংসা করবেন না-ই বা কেন? দেবী তো আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন,' মুখোশের ফিতে খুলতে খুলতে বলল জিকি। মুখোশটা খুলে হতভম্ব হয়ে পড়ল ও। 'হায়, খোদা! আপনার চেহারা তো গাজরের মত লাল হয়ে গেছে!' প্রবোধ দিল, 'কী আর করা। মাঝদুপুরের এই কড়া রোদের মধ্যে সোনার মুখোশ পরলে এমন তো হবেই। না পরেও তো উপায় ছিল না। ...এখন আস্তে-ধীরে আমার সাথে আসুন। যেতে যেতে বলছি পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে।'

অ্যালানদের থেকে খানিকটা দূরে কয়েকজন বামুনকে ভেড়ার মত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা ক্যানুর দিকে। সেদিকে আঙুল তুলে জিকি বলল, 'ওই দেখুন। ওগুলাদের শহরে নিয়ে

যাচ্ছে বামুনগুলোকে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, বুঝলেন। আর ভয় নেই। বনের রাস্তা এখন নিরাপদ।'

'ঠিকই বলেছ। বেঁচে গেছি। ছোট বনসার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস এসে যাচ্ছে আমার।'

'হ্যাঁ, মেজর। বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন দেবী। তবে...' জিকি কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। মন খারাপ করা সুরে বলল, 'বাড়ি ফেরার পর কী করবেন, জানি না।'

'না জানলাম। আপাতত ডিনারের আয়োজন করলেই খুশি। খিদে লেগেছে প্রচণ্ড। এদিকে খাওয়ার কিছু নেই।'

'খাবার...হ্যাঁ, পরিস্থিতি যা-ই হোক, পেট তো ভরাতেই হবে। দুর্ভাগ্য আমাদের। অমন করেই পেট জিনিসটাকে বানিয়েছেন ঈশ্বর। ওগুলারা কি আর সাধে বামুন ধরে!' বলতে বলতে চারদিকে চোখ বোলাল জিকি। খানিকটা আনমনা হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে রাইফেলটা তুলল। ধুড়ুম!

'পেয়ে গেলাম শিকার! ছোট বনসা আমাদের চাহিদার কথা শুনেছেন। তাই ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন,' মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা ডুইকার হরিণটা দেখিয়ে বলল জিকি। 'আগামী তিন দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। চলুন, ক্যাম্পে যাই। ওখান থেকে কাউকে পাঠিয়ে দেব। হরিণটার চামড়া ছাড়িয়ে মাংস নিয়ে যাবে।'

নদীর পাড়ের দিকে চলল ওরা। পাড়ে পৌঁছে পেট ভরে খেল নদীর মিষ্টি পানি। খুব একটা গভীর নয় নদী ওখানে। তাই ক্যানুর জন্য অপেক্ষা না করে পানি ভেঙেই চরে গিয়ে উঠল দু'জনে। গিয়ে দেখল, স্বয়ং সর্দারের তত্ত্বাবধানে একদল ওগুলা বিশাল বাঁকা ছুরি দিয়ে নলখাগড়া পরিষ্কার করছে। দেবীর ঘর তৈরি হবে ওখানে। একটা দল চরের উপরের দিকে চলে গেছে গাছ কাটতে। কাজের ফাঁকে থেকে থেকে অ্যালানকে দেখছে ওরা। আড়চোখে। সন্দেহ নেই, আগে কখনও সাদা মানুষ

দেখেনি।

চরে নেমেই হুকুমদারি শুরু হলো জিকির। গম্ভীর গলায় দু'জন ওগুলাকে বলল নদীর পাড়ে চলে যেতে। 'দেবীর স্বামী', মানে অ্যালান বজ্রাঘাতে একটা হরিণ মেরেছে। ওটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

দৌড় দিল দু'জন। বসে পড়ে ঘর বানানো দেখতে লাগল জিকি। অ্যালানও বসল পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ির উপর। দেখল, চোখা একটা কাঠি আর কিছু ছোট শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে এক জংলি।

ঠিক সেই সময় উপরের দলটার দিক থেকে ভেসে এল একটা গর্জন। সঙ্গে একজন মানুষের আর্তনাদ। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অ্যালান। রাইফেল নিয়ে দৌড় দিল। নলখাগড়ার ঘন ঝাড় ঠেলে উপরে পৌঁছে দেখতে পেল অদ্ভুত দৃশ্য।

ওগুলারা যেখানে গাছপালা কাটছিল, সেটা ছিল এক সিংহীর আস্তানা। নিজের বাসস্থানের উপর হামলা চেয়ে চেয়ে দেখার বান্দা সিংহী নয়। আবার ওগুলারাও ভীতু নয়। ওরা চাইছিল সিংহীটাকে মারতে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে জানোয়ারটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে জংলিদের উপর। থাবার আঘাতে কুপোকাত করে ফেলেছে হলুদ দাঁতঅলা সর্দারকে। তারপর একটা পা তুলে দিয়েছে লোকটার বুকে। হিংস্র দৃষ্টিতে দেখছে ঘিরে থাকা ওগুলাদের।

ঠিক সেই সময় অকুস্থলে পৌঁছল অ্যালান। ওগুলারা সিংহীটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। ভয় দেখাতে চাইছে চিৎকার করে। তবে আক্রমণ করছে না। করলে যদি সর্দারকে মেরে ফেলে ওটা! তা-ই করতে যাচ্ছিল সিংহীটা। এক কামড়ে গলা আলাদা করে ফেলার ইচ্ছা।

গুলি করল অ্যালান। সিংহীর মাথা আর কাঁধের মাঝে

শিরদাঁড়ায় গিয়ে লাগল গুলি। মেরুদণ্ড ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে পটল তুলল ওটা। পাথরের মত আছড়ে পড়ল মাটির উপর। কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দলটা। প্রবল বিস্ময় চোখে। ওদের দুয়েকজন আগে বন্দুক দেখেছে। বাকিরা শুনেছে। কিন্তু আজই প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারল জিনিসটার ভয়াবহতা সম্বন্ধে। বিকট আওয়াজের সঙ্গে ওটার মৃত্যু ওগরানোর ক্ষমতা স্তম্ভিত করে দিয়েছে ওদের। আতঙ্কে 'জাদু! জাদু!' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

জিকিও ততক্ষণে অকুস্থলে পৌঁছে গেছে। সায় দিয়ে বলল ও, 'অবশ্যই জাদু। উনি দেবীর স্বামী। সবচেয়ে শক্তিশালী জাদু জানবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। এখন যা, সিংহীটাকে সরা সর্দারের বুকের উপর থেকে। নয়তো ওজনের চাপেই মারা যাবে লোকটা।'

তাড়াতাড়ি করে সরানো হলো জানোয়ারটাকে সর্দারের উপর থেকে। সর্দারও বিস্মিত। হতভম্ব। দু'চোখে ভয়। রক্তে মাখামাখি সারা শরীর। সিংহীর রক্ত আর নিজের রক্ত। থাবার আঘাতে কেটে-ছড়ে গেছে। তবে বড় কোনও আঘাত সে পায়নি। যখন বুঝতে পারল, তার আত্মা ছেড়ে যায়নি তাকে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যালানের সামনে গিয়ে নতজানু হলো। চুমু খেল ওর পায়ে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

'দারুণ,' মন্তব্য করল জিকি। 'ছোট বনসা আবার খেল দেখালেন আমাদের পক্ষে। মানুষখেকোরা আজ থেকে আমাদের বিশ্বস্ত গোলাম হয়ে গেল। চলুন, মেজর, রান্না করে ফেলি।'

খাওয়া শেষ হতে হতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। নলখাগড়া দিয়ে ঘর বানিয়ে দিয়েছে ওগুলারা। শুতে যাবার আগে ওরা দেখতে গেল, সিংহীটার ছাল ছাড়ানো হয়েছে কি না।

হয়েছে তো বটেই, এমনকী মাংস পর্যন্ত নিয়ে গেছে

অসভ্যগুলো। খাবে নিশ্চয়। হাঁটতে হাঁটতে অ্যালানরা চলে এল টিলার উপরে। নীচে তাকিয়ে দেখতে পেল ওগুলাদের। প্রায় দুই শ' গজ নীচে ক্যাম্প করেছে। বিশাল এক আগুন ঘিরে বসে আছে কয়েকজন। মহা ভোজে ব্যস্ত। আগুনের আভায় নগ্ন মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে নরক থেকে উঠে আসা প্রেত।

'সিংহীর মাংস খাচ্ছে, মনে হয়,' অ্যালানের গলায় সন্দেহ।

'না, মেজর, সিংহী না। বামুনদের মাংস খাচ্ছে ওরা। অনেক উপরে আছি, তাই দেখতে পাচ্ছেন না ভাল করে।'

'জানোয়ার!' মন্তব্য করল অ্যালান। 'আমার অসুস্থ লাগছে। চলো, যাই। রাতে এসে আবার গলা কাটবে না তো?'

'তা কাটবে না। ওরা ভয় পাচ্ছে আমাদের। তা ছাড়া আমরা তো ওদের রক্তের ভাই হয়ে গেছি। গালিগালাজ করবেন না, মেজর। ওদের মধ্যেও ভাল মানুষ আছে। আদতে সবাই-ই উষ্ণ হৃদয়ের লোক। পরিবার-পরিজনকে ভালবাসে। আর এই বীভৎস খাদ্যাভ্যাস তো স্রষ্টার ইচ্ছা। স্বর্গ থেকেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে এটা। সে কারণেই গায়ে-গতরে অমন তাগড়া। প্রচুর শক্তি ধরে শরীরে। ...আর মানুষ খাওয়ারও একটা উপকারিতা আছে। জনসংখ্যা বাড়ছে না। জানেন, স্বগোত্রীয় বুড়িদেরও ওরা খেয়ে ফেলে যাতে দীর্ঘায়ু হতে হতে বিরক্ত হয়ে না যায় বুড়িরা!'

ওগুলাদের হয়ে জিকির সাফাই শুনে হা-হা করে হেসে উঠল অ্যালান। দ্রুত ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। ছোট বনসার বাক্সটাকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যালান।

ঘুম ভেঙে দেখল, রোদ উঠে গেছে। প্রাতঃকৃত্যাদি সারল ও। গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নিল। সেদিনের মত আর কখনও এত শান্তি পায়নি গোসল করে। জঙ্গল দিয়ে চলার দিনগুলোতে সুযোগ ছিল না গোসলের। গোসল সেরে ফিরতে দেখল, ওর জামাকাপড়

সব ভালভাবে ঝেড়ে রোদে শুকাতে দেয়া হয়েছে। ফ্রাইং প্যানে কী যেন ভাজছে জিকি। ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। খুশি-খুশি ভাব। এই একটা ব্যাপার, এত যে লম্বা পথ ওরা পাড়ি দিয়েছে, তাতে জিকির খোশমেজাজের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

অ্যালানকে দেখতে পেয়ে দুঃখ ঝরাল জিকি, 'কফি নেই, মেজর। পালানোর সময় সবকিছু বনে ফেলে এসেছি। তবে গরম পানি আছে। নার্ভের জন্য গরম পানি খুবই ভাল জিনিস। সুসংবাদ হলো, ওগুলাদের দূত চলে গেছে আসিকিদের কাছে। আসিকার জন্য আপনার উপহার হিসেবে সিংহীর শুকনো চামড়া আর নখ পাঠিয়ে দিয়েছি। নেকলেস বানাতে পারবেন। ওদের দেশে কোনও সিংহ নেই। তবে সিংহ ভালবাসেন আসিকা। বাইবেলের স্যামসনের মত যে লোক হিংস্র সিংহ মেরে ফেলতে পারে, তাকেও আসিকা ভালবেসে ফেলতে পারেন। আমাদেরই লাভ তাতে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমার ঘুষ কোনও কাজে আসবে না। ...তা, আমরা রওনা হচ্ছি কখন?'

'এক ঘণ্টার মধ্যেই। সবচেয়ে ভাল ক্যানুটা আমরা নেব। শক্তসমর্থ দেখে কিছু লোকও বাছাই করে রেখেছি। সর্দার লোকটার নাম ফ্যানি। সে এতই কৃতজ্ঞ যে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের সঙ্গে যাবে।'

নামটা অবশ্য ফ্যানি নয়, ফেহনি। লোকটা এক কথার মানুষ। এক ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই বারোজন শক্তিশালী লোক আর বিশাল একটা ক্যানু নিয়ে হাজির হয়ে গেল সে। পাড়ে এসে লাফিয়ে নামল ক্যানু থেকে। তারপর গতদিনের মত হাঁটু মুড়ে বসে চুমু খেল অ্যালানের পায়ে। বেশ লম্বা-চওড়া একটা ভাষণ দিল।

শুনে জিকির মন্তব্য, 'বেশ ভাল।' তারপর সংক্ষেপে

অ্যালানকে শোনাল ফেহনির বক্তব্য। 'লোকটা বলছে, মেজর: "মহান জাদুকর, মালিক, যিনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন আর জানেন ছোট বনসার সমস্ত গোপন ব্যাপার এবং আরও অনেক কিছু...যদি দরকার পড়ে, তা হলে আপনার জন্য একদিনে দু'বার মরতে পারি আমি। দরকার হলে তার পরের দিন, পরের মাস, পরের বছর—এভাবে সারা জীবন মরব। আপনাকে আমি নিরাপদে পৌঁছে দেব আসিকিদের কাছে। আর যেহেতু আপনি মানুষের মাংস খান না, তাই আপনার সম্মানে পুরো এক মাস বা তারও বেশি ওই জিনিস ছোঁব না আমিও।"

নদীর নাম কাটসানা। উজানের দিকে রওনা হলো ওরা। ক্যানুর পিছন দিকে রাজকীয় ঢঙে বসে অ্যালান আর জিকি। মাথার উপর টাঙানো গাছের ডাল আর ঘাসের মাদুর দিয়ে বানানো বিরাট সামিয়ানা। আগের সব ঝক্কি-ঝামেলার কথা ধরলে এ রীতিমত বিলাসী ভ্রমণ। নদীর দুই পাড়ের দৃশ্য নয়ন জুড়ানো। মানুষ না থাকায় বড় বড় অনেক প্রাণী অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে। হঠাৎ হঠাৎ উদয় হওয়া ঝর্ণাগুলো ছাড়া ব্যাহত হচ্ছে না ওদের যাত্রা। তখন পানিতে নেমে ক্যানু টেনে তোলা ছাড়া উপায় নেই।

দিনগুলো কাটতে লাগল এভাবে। বেশির ভাগ সময়ই কাটছে ক্যানুতে। মাল্লারা প্রাণপণে বৈঠা বাইছে। পারতপক্ষে কথা বলছে না ওরা। সাদা মানুষের ক্ষমতার ভয়ে ভীত। তার চেয়েও বড় কথা: স্বয়ং দেবী রয়েছে নৌকায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে নদীর পাড়ে ভেড়ে ক্যানু। পরদিন ভোর পর্যন্ত বিরতি। তারপর আবার রওনা করা। খাবারের কোনও অভাব নেই। প্রচুর জন্তু-জানোয়ার আশপাশে। শুধু হেঁটে ওগুলোর কাছে যাওয়া। বন্দুক আর মানুষ সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ প্রাণীগুলো। ফলে কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না ধরতে। হাতি,

গণ্ডার, মহিষ—সবার ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। এমনকী কয়েকবার জিরাফের পালও দেখেছে অ্যালানরা। কিন্তু এটা যেহেতু শিকার অভিযান নয়, আর গুলির স্টকও সীমিত, তাই জিরাফের পিছনে ছুটছে না কেউ। খাবার জন্য হার্টবিস্ট বা ইল্যাণ্ড মারছে অ্যালান।

ওগুলারা মাংসের ভক্ত। নিয়মিত মাংস পেয়ে অ্যালানরাও চনমনে। সর্দার ফেহনি বলল, তাদের যদি সাদা মানুষের মত একটা 'জাদুর পাইপ' থাকত, তা হলে খুশি মনে নরমাংস খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করত। অবশ্য উৎসব-আয়োজনের কথা ভিন্ন। দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল সে, শিগগিরই হয়তো তেমনটাই ঘটতে চলেছে। আগের মত মানুষ আর মিলছে না। শাকসবজি ভীষণ অপছন্দ ওগুলাদের। খাওয়ার মত মানুষ না পেলে বা শিকার করতে না পারলে ওরা হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গরু-বাছুর পালে না ওগুলারা। চল নেই। শুধু দুয়েক বাড়িতে কয়েকটা গরু আছে। দুধের জন্য। অ্যালান ওদের গবাদি পশু বাড়ানোর উপদেশ দিল। বলল, 'কুকুরের মাংস কুকুর খায় না। তেমনি মানুষেরও উচিত মানুষের মাংস না খাওয়া।'

জবাবে সর্দার বলল, ফিরে গিয়ে গ্রামপ্রধানদের কাছে সাদা মানুষের কথাগুলো তুলে ধরবে সে। সেদিন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল অ্যালান, জিকির বলা কথাগুলো আসলেই সত্যি। ওগুলারা আসলেই ভদ্র ও দয়ালু। ওরা মানুষ মেরে খায়, কারণ এটা তাদের ঐতিহ্য। কিন্তু কেউ যদি বিকল্প পথ দেখায়, তা হলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কু-অভ্যাস থেকে সরে আসবে। খুবই সাহসী ও অনুগত ওরা। নিরস্ত্র অবস্থায় একবার একটা মদ্দা হাতির সামনে পড়ে গিয়েছিল অ্যালানরা। হাতিটা ওদের দিকে তেড়ে আসে। ওগুলারা তখন বর্শা নিয়ে হই-হই করে ছুটে যায় জানোয়ারটার দিকে। ওটাকে তাড়িয়েই তারপর ফিরে আসে। সেদিন একজন

লোক হারিয়েছিল ওগুলারা। বদমাশ হাতিটা বেচারাকে পায়ের তলায় ফেলে পিষ্ট করেছিল।

ধীর গতিতে চলছে ওদের উজানমুখী যাত্রা। আসিকিদের ভাষায় কথা বলার তালিম নিয়ে দিনগুলো কাটছে অ্যালানের। ইংল্যাণ্ড ছাড়ার পর থেকেই ওই ভাষায় তালিম নিচ্ছে সে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, ভাষাটার কোনও লিখিত রূপ নেই। আর জিকিও দেশ ছেড়েছে প্রায় তিরিশ বছর আগে। খুঁটিনাটি ওরও মনে নেই। তবে আফ্রিকার অনেক ভাষাই যেহেতু অ্যালানের জানা, আর নতুন ভাষা শেখার একটা সহজাত প্রবণতা রয়েছে, কাজেই মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলেছে ও ভাষাটা। থেমে থেমে কথা বলতে পারছে ওই ভাষায়।

যাত্রার পঞ্চম দিন পৌঁছল গিয়ে ওরা উত্তরমুখী একটা শাখানদী বা খালের মুখে। এটা ধরেই আসিকিদের দেশে যেতে হবে। খালটা সরু আর নোংরা। এখানে-ওখানে বিশাল সব জলাভূমি। ওই জলা এলাকা এতই অস্বাস্থ্যকর যে, শক্তপোক্ত ওগুলাদের কয়েকজনও জ্বরে পড়ে গেল। কুইনাইনের কড়া ডোজ দিয়ে ওদের সুস্থ হতে সাহায্য করল অ্যালান। সৌভাগ্যবশত ওষুধের বাক্সটা হাতছাড়া হয়নি। সর্দার অবশ্য চাইছিল 'অকেজো' লোকগুলোকে ক্যানু থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। সাদা মানুষের জাদুর ওষুধের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল ওরা। তারপর থেকে ওদের কাছে অ্যালানের স্থান হলো ছোট বনসারও উপরে বা তার সমান।

ভীষণ পেরেশানির যাত্রা। তার উপর বৃষ্টির মৌসুম। প্রায় সময়ই ক্যানু ভেড়াবার মত শুকনো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ক্যানুতে রাত কাটাতে হচ্ছে। মশার অত্যাচার যে কত ভয়াবহ হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সবাই। তায় রয়েছে জলহস্তির ভয়। নিজের এলাকা নিয়ে অতি সচেতন ভয়ঙ্কর হিংস্র

এই জন্তুর ভয়ে তটস্থ থাকতে হচ্ছে সবসময়। এদিকে আবার অন্য কোনও শিকার পাওয়া যাচ্ছে না বলে প্রাণীটার মাংসের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে ওগুলাদের। ধরতে পারলে বনমোরগ খায়। ভাগ্য ভাল হলে মাছ।

বেশির ভাগ সময়ই রান্না করা যাচ্ছে না। লাকড়ির অভাব। তবে রান্না নিয়ে ওগুলাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কাঁচাই খেতে পারে ওরা। বেশি খিদে পেলে জিকিও ওই দলে শামিল হয়ে যায়। অ্যালানের পক্ষে কাঁচা মাংস খাওয়া সম্ভব নয়। দাঁতে দাঁত চেপে খিদে সহ্য করে ও।

ভয়ঙ্কর সব বজ্রঝড় হচ্ছে। লাগাতার আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। নামলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে পানিতে ভরে যায় ক্যানু। জিকির মতে, সময়টা শুধু হাঁস আর কুমিরের। এ সময় ঘর থেকে বেরোনোর আগে মানুষের মনে রাখা উচিত, প্রকৃতি কত প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখে। উচিত শীতের জন্য অপেক্ষা করা। যখন জলাগুলো শুকিয়ে তলানিতে চলে যায়। একমাত্র তখনই যাতায়াত করা সহজ।

একদিন ঝড় হচ্ছে। উত্তরোত্তর বাড়ছেই ঝড়ের দাপট। এমনভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে বিজলির আগুনে-তলোয়ার সবকিছু ফালাফালা করে দিচ্ছে। এমন প্রচণ্ড বজ্রপাত হচ্ছে আশপাশে যে, রোজ কেয়ামত বুঝি শুরু হয়ে গেল। সবকিছু ধ্বংস না করে কোনওমতেই থামবে না। নিরেট একটা পর্দার মত নেমে আসছে বৃষ্টির অঝোর ধারা। বৃষ্টি আর বাতাসের তোড়ে নলখাগড়ার ডগাগুলো শুয়ে পড়েছে। অন্ধকারের পটভূমিতে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ছে ওগুলো বজ্রঝলকে। যেন হাজার হাজার আন্দোলিত হাত। নলখাগড়ার দঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় তীব্র আর্তনাদ করছে বাতাস। টিকতে না পেরে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে বনমোরগের দল। এই দেখা যাচ্ছে, এই

আবার হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

প্রায় নগ্ন ওগুলারা প্রচণ্ড ভয় আর তীব্র ঠাণ্ডায় ঠক-ঠক করে কাঁপছে। এক পর্যায়ে অ্যালানের দিকে ফিরে মিনতি করল ওদেরকে রক্ষা করতে। ওদের ধারণা, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে সাদা মানুষ! জিকির চোখেও আবেদন। সেটা বনসার প্রতি, না অন্য কারও, বোঝা দায়।

অ্যালানের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। জ্বর-টর না হলেও ঠাণ্ডায় কাহিল। তার উপর গত দু'দিন বলতে গেলে কিছুই খায়নি। আগের হপ্তায়ও খেয়েছে খুব সামান্য। জলহস্তির আধপোড়া চর্বি আর বনমুরগীর আধা-সেদ্ধ মাংস মুখে রোচেনি ওর। রাইফেলের গুলিও ফুরিয়ে গেছে। শুধু কয়েকটা কার্তুজ রয়েছে রিভলভারের। শিকারের অনুপযুক্ত। ওই জঘন্য খালে মাছ যা-ও বা দুয়েকটা ছিল, কারও হাতে ধরা দিতে রাজি নয়। শামুক-ঝিনুক খাওয়া ছাড়া বাঁচার আর কোনও রাস্তা নেই। এই অবস্থায় জেঁকে বসেছে অন্য ভয়। ক্ষুধার তাড়নায় বন্ধুত্ব আর আনুগত্য ভুলে অ্যালানদেরকেই না খেয়ে ফেলে ওগুলারা!

ঝড়ের তোড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে ওরা। লক্ষ্যহীনভাবে ভাসতে ভাসতে নলখাগড়াময় জলাভূমির উপর দিয়ে চলেছে ক্যানু নিজের ইচ্ছামত।

ওগুলাদের পথনির্দেশ মোতাবেক আরও কয়েকটা দিন আগেই বড় লেকে পড়ার কথা ওদের। সেখানে উঁচু একটা জায়গা দেখে ক্যানু থেকে নামার কথা। আসিকি এলাকা। কিন্তু কই! অ্যালানের সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ কখনও কথিত সেই এলাকায় পৌঁছাতে পারবে কি না। মৃত্যুর কবলে পড়ে সন্দেহটা এখন গাঢ় হচ্ছে।

জিকির কথাই ঠিক। পাগল ছাড়া কেউ অভিযানে বেরোয় না বর্ষা মৌসুমে। একদিকে প্রাণসংহারী জলা, আরেক দিকে বিশাল

সব পাহাড়। বাইরের দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন আসিকিরা।

ভাগ্য ভাল, ঝড়ের তাণ্ডব কমল একটু। জিকিকে জিজ্ঞেস করল অ্যালান, ঝড় থেমে যাচ্ছে কি না। উত্তরে সে বলল, 'বলতে পারছি না, মেজর। কুকুর-বিড়ালের ঝগড়া থেমেছে আপাতত। যা আছে, তা ওগুলোর বাচ্চা। কিন্তু...ওই মেঘটাকে দেখুন।' আকাশের পশ্চিম কোণে আঙুল তাক করল। 'আরও বড় ঝড় আসছে, মালুম হয়।' অন্ধকার সত্ত্বেও ঘন কালো মেঘের প্রান্তটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'ভুল হয়ে গেছে, জিকি। এই পরিস্থিতির মধ্যে তোমাকে বা ওই বেচারাদের টেনে আনা উচিত হয়নি। ভাবছি...'

'বেশি ভাববেন না, মেজর,' বাধা দিয়ে বলে উঠল জিকি। 'বেশি ভাবলে বাঁচতে পারবেন না। মনে হবে, না জন্মালেই ভাল হত। আশপাশে অনেক কিছু ঘটছে। বেশি ভাবলে তার কিছুই দেখতে বা বুঝতে পারবেন না। কাজেই ভাবনা-চিন্তা বাদ দিন। মনে রাখবেন, খোদা যা করেন, সবার ভালর জন্যই। মরতেই যদি হয়, তা হলে শহরের মেকি দোকানঘরের চেয়ে এখানে ডুবে মরাই ভাল। ভয় নেই, ডুবব না। ডুবলে আগেই যেতাম। ছোট বনসার খেল, বুঝলেন না! বাড়ির এত কাছে এসে জলার কাদায় ডুবতে চাইবেন নাকি তিনি? বামুনদের হাত থেকে যেমন বেরিয়েছি, তেমনি এখান থেকেও কোনও-না-কোনও উপায়ে বেরোবই। অন্ধকারের পিছনেই থাকে আলোর রেখা। ওই ঘন কালো মেঘটার পিছনেও আলো আছে। ও, খোদা!'

শেষ বাক্যটা বেরোল প্রকৃতির শক্তির আস্ফালন দেখে। মেঘের পিছনে 'আশার আলো'র বদলে জ্বলে উঠেছে তীব্র সোনালি আলো। খোদ স্বর্গেই বুঝি আগুন লেগে গেছে। লক্ষ কামানের গর্জন তুলে ক্যানুর দশ গজের ভিতরে বাজ পড়ল। শকের ধাক্কায়, কিংবা ভয়ে—ক্যানুতে থাকা ওগুলারা মুখ থুবড়ে

পড়ল। শুরু হলো ঘূর্ণিঝড়। ঝড়টা এতই শক্তিশালী যে, বৃষ্টির ফোঁটাকেও নীচে নামতে দিচ্ছে না। বাতাসের তোড় পেয়ে বসল ক্যানুকে। এক জায়গায় ঘুরতে লাগল সেটা। তারপর একটা তীরের মত সোজা ছুটে চলল সামনের দিকে। জমে থাকা পানি আর মানুষের ভার রয়েছে বলে উল্টে যায়নি এখনও।

মেঘের কারণে আকাশ দেখার উপায় নেই। নিকষ অন্ধকারের দেয়াল ভেদ করে ছুটে চলেছে ক্যানু সামনের দিকে। কেউ কথা বলছে না। আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না কেউ। কথা বললেও তা কারও কান পর্যন্ত পৌঁছাবে না। শেষ যেটা অ্যালানের মনে পড়ে, জিকি ওর উপর ঘাসের মাদুর টেনে দিচ্ছে। নিভন্ত কুপির মত সংজ্ঞা হারাল ও।

একসময় জ্ঞান ফিরলেও পুরোপুরি সচেতন হতে পারল না অ্যালান। শারীরিক দুর্বলতার কারণে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখতে শুরু করল একসময়। দেখল, জিকি যেসব দোকানকে বলে 'শহুরে বালতি', তার একটাতে ফিরে গেছে অ্যালান। ফোনে কারও সঙ্গে দামাদামি করছে। হঠাৎ ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল জাহান্নামের আর্তনাদ। ওর হাতে তখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল পেপার। সেটায় লেখা: ছোট বনসা সিণ্ডিকেট নামে এক কোম্পানির শেয়ার ফ্লোট করাতে যাচ্ছে ও। পরক্ষণে মনে হলো, কোর্টের বাগানে রয়েছে। গাছের ডালে পাখিরা এমন বিকট শব্দে চেঁচামেচি করছে যে, বারবারার গলাই শুনতে পাচ্ছে না। ছোট বনসার মূর্তিটা মাথায় পরেছে বারবারা। হেলমেটের মত করে। কোথা থেকে যেন আগুনের গোলা এসে পড়ল মেয়েটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল ও। স্বপ্ন শেষ।

একসময় জেগে উঠল অ্যালান। মাথার উপর ঝলসাচ্ছে খরতপ্ত সূর্য। সামনে কুয়াশার পাঁচিল। পাঁচিলের পিছনে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ঢেউ খেলানো পাথুরে পাহাড়শ্রেণী।

আরও দূরে থাকতেই পাহাড়টা দেখতে পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওরা এগোচ্ছে নলখাগড়ার দঙ্গল ঠেলে। সীমিত হয়ে পড়েছে দৃষ্টিসীমা। পিছনে এক পলক তাকাল অ্যালান। সর্দারকে ঘিরে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে ওগুলারা। কোথায় এসে পৌঁছেছে, হুঁশ নেই। গুনে দেখল, দু'জন গায়েব। ঝড় গিলে নিয়েছে ওদের। কে যে কোথায় পড়েছে, কে জানে!

সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল অদ্ভুত এক দৃশ্য। ক্যানুর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিকি। গায়ে কোনওমতে লটকে আছে সাদা আলখেল্লাটা। মাথায় হ্যাট। হ্যাট থেকে ঝুলছে মশারি। অ্যালান ভাবল, এই অদ্ভুত সাজপোশাকের দরকারটা কী। ঠিক তখনই ওর কানে এল বুনো, বিষণ্ন গান। কুয়াশার দেয়ালের ওপাশ থেকে আসছে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে জিকি। একটু পরে ভরাট, উঁচু কিন্তু সুরেলা গলায় ও-ও গান গেয়ে উঠল। যেন ওপাশের গানের জবাব দিচ্ছে। কী বলছে, বুঝতে পারল না অ্যালান। কিন্তু ভাষার ধরনটা শুনে বুঝে নিল, ওটা আসিকিদের ভাষা।

এক মুহূর্তের বিরতি। কুয়াশা ভেদ করে ভেসে এল কিছু দ্বিধান্বিত কণ্ঠ। তারপর আবার গান। আবার গান গেয়ে জিকির উত্তর।

'করছটা কী, জিকি? আমরা কোথায় আছি?'

ঘুরে হাস্যোজ্জ্বল চোখে অ্যালানের দিকে তাকাল জিকি। 'আহ, জেগে উঠেছেন, মেজর? সূর্য তা হলে তার কাজ করেছে। আপনার হার্টবিট টের পাচ্ছেন? পালসটা একটু দ্রুত মনে হচ্ছিল। শুধু গায়ের তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিক নয়। ...ভাল খবর আছে। আজ ছোট বনসা খেল ভালই দেখিয়েছেন। খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে আসিকি পুরোহিতরা। নলখাগড়ার জন্য ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না। তবে গানের মাধ্যমে ওদের প্রশ্ন করার রীতি জানা ছিল

আমার। কী উত্তর দিতে হবে, তা-ও জানি। ওরা সেই তিরিশ বছর আগের মতই আছে এখনও। একটুও বদলায়নি। আমাদের জন্য সেটা ভালই হয়েছে। নয়তো এতদিন পর এসে ভীষণ সমস্যা হত।'

ওগুলাদের দেখিয়ে অ্যালান বলল, 'ওরা কি মরে গেছে নাকি?'

'নাহ, মরেনি। ঘুমিয়ে আছে। ওরা ঠাণ্ডা মোটেও পছন্দ করে না। আসল কথা হচ্ছে, আপনি আর আমি বেঁচে আছি। বাকিরা বাঁচল না মরল, কী আসে-যায়? হাজার হাজার ওগুলা আছে ওদের দেশে। সুতরাং, ওদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বাঁচে তো বাঁচল। আর মরে গেলে ঈশ্বর ওদের আত্মাকে শান্তি দিন। অবশ্য, মানুষখেকোদের আত্মা যদি থাকে, তবেই। ...আহ, পৌঁছে গেছি,' বলতে বলতে বৈঠা রেখে দিল জিকি। তারপর ক্যানুতে জমে থাকা ছয় ইঞ্চি পানির নীচ থেকে টেনে তুলল ছোট বনসাকে রাখা বাক্সটা। মুখোশটা ভেজা থাকলেও ছিল অক্ষত। ওটা হাতে নিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি মাথায় চড়িয়ে গলুইতে এসে বসুন। যথাযথ নিয়মে আসিকিদের সামনে যেতে হবে। পুরোহিতরা ভাবছে, আপনার রেভারেণ্ড চাচা ফিরে এসেছেন। ওভাবেই জাহির করবেন নিজেকে। আসুন।'

'পারব না, জিকি। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার।'

'পারতেই হবে, মেজর। তীরে এসে তরী ডোবাবেন না। তীর থেকে আমরা আর এক কদম মাত্র দূরে। একটা লাফ দিলেই পাড়ে পৌঁছে যাব। কাজেই মুখোশটা পরতেই হবে। তীরে নেমে একবার শিস বাজাবেন। বাকি যা করার, আমি করব বলব, সবই জাদু। তারপর এক হপ্তা ঘুমাবেন। কেউ কিচ্ছুটি বলবে না। এ পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের সহায়তা করেছে। ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে মরার আশঙ্কা করছিলাম। অথচ ঝড়টাই আমাদের পৌঁছে দিয়েছে

এখানে। আসুন, মেজর। দেরি করার সময় নেই। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। ওরা আপনাকে দেখে ফেলবে।'

অ্যালানের উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখোশটা পরিয়ে দিল ওকে জিকি। চামড়ার ফিতেটা বেঁধে টেনে নিয়ে গেল ওকে গলুইয়ের কাছে। ছোট এক টুলের উপর বসিয়ে দিল। নিজে দাঁড়াল অ্যালানের পিছনে। বিজয়ীর গর্বে আবার শুরু করল গান।

একটা পর্দার মত সরে গেল কুয়াশা। তীরে ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ—সবাই রয়েছে। সবার পরনেই সাদা আলখেল্লা। নিজেদের পদমর্যাদা অনুসারে দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো। স্তুতিমূলক গান গাইছে। খালের দিকে চোখ।

আসিকিরা দেখতে পাচ্ছে, মৃদু বাতাসের ধাক্কায় তীরের দিকে ভেসে আসছে একটা ক্যানু। ওতে বসা এক শ্বেতাঙ্গ। মাথায় সেই মূর্তি, যা এক প্রজন্ম আগে হারিয়ে গিয়েছিল। এক সাদা লোকের মাথায় চড়ে চলে গিয়েছিলেন দেবী। অবাক কাণ্ড, ফিরে আসছেন সাদা লোকের মাথায় চড়েই। দেবীমূর্তি দৃশ্যমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সবাই।

'শিস বাজান, মেজর, শিস বাজান!' ফিসফিস করে বলল জিকি। দুর্বলভাবে হুইসেল বাজাল অ্যালান। কিন্তু এ-ই যথেষ্ট। লাফ দিয়ে পানিতে নেমে এল আসিকিরা। ক্যানুটাকে টেনে নিয়ে এল শুকনো মাটির দিকে। হাতে ধরে তীরে নামাল অ্যালানকে এবং মাথা ঝুঁকিয়ে দিল ওর দিকে।

তারপর এক বালককে টেনে আনা হলো। এক পুরোহিত বের করল বিরাট এক ছোরা। উদ্দেশ্য: ছেলেটাকে দেবীর উদ্দেশে বলি দেবে। ওদেরকে কিছু একটা বলল জিকি। শুনে ছেলেটাকে ছেড়ে দিল পুরোহিতরা। অ্যালানের ধারণা, জিকি ওদের বলেছে, 'কালো পানি'র ওপারে থাকায় দেবীর অভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে। তিনি

এখন রক্ত চান না। খাবার চান। জ্ঞান হারাল অ্যালান।

দশ

জ্ঞান ফিরে পেতেই নিজেকে একটা পালকির ভিতর আবিষ্কার করল অ্যালান। দুলছে পালকিটা। সাধারণ পালকির চেয়ে অনেক বড় ওটা। অনুভব করল, ওর মুখের উপর কিছু একটা আছে। নির্ঘাত ছোট বনসা। 'খোদা!' ভাবল, '*ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক*-এর মত আমাকেও কি সারা জীবন মুখোশ মাথায় দিয়ে কাটাতে হবে?' ভাবতে ভাবতেই হাত তুলে নিজের মুখটা স্পর্শ করল। এবং আবিষ্কার করল, ওটা ছোট বনসা নয়। ওর চেহারার আদলে বানানো একটা মুখোশ। চমৎকার লিনেনে তৈরি। চোখ বরাবর ফুটো আছে। নাক-ঠোঁটও রয়েছে। বিশেষ কায়দায় তৈরি, নীচের চোয়াল ওঠা-নামা করানো যায়।

ধারণা করল অ্যালান, স্বর্ণের মুখোশটা খোলার পর এটা পরার নিয়ম। জিনিসটা খুলতে চেষ্টা করল ও। কিন্তু অনেক টানাটানি করেও খুলতে পারল না। মুখের সঙ্গে একদম এঁটে বসেছে মুখোশটা। আবার ঘাড়ের সঙ্গেও বাঁধা। এতই শক্ত বাঁধুনি যে, দুর্বল শরীর নিয়ে ওটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার চিন্তা বাদ দিতে হলো। আশপাশে দেখতে শুরু করল অ্যালান।

চমৎকার করে বোনা ঘাসের মাদুর দিয়ে তৈরি পালকির দেয়াল। মাদুরগুলো রঙ করা। ভিতরে কুশন সহ কাউচ। তাতে ইচ্ছা করলে বসা বা শোয়া যায়। মাদুরের ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি

দিতেই দেখতে পেল, পাথুরে একটা পাহাড়ি পথ ধরে চলেছে পালকি। পথটা সুন্দরভাবে দুরমুশ করে সমান করা হয়েছে। সামনে-পিছনে দু'সারি লোক পালকিটা বহন করছে। সবার পরনে সাদা আলখেল্লা। আলখেল্লা পরা আরও কিছু লোক হেঁটে চলেছে পালকি ঘিরে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওরা সৈনিক। সবার হাতেই লম্বা বর্শা আর ঢাল। অনেকেরই পরনে টর্ক (নেকলেসের মত দেখতে গলায় পেঁচানোর একরকম অলঙ্কার) আর ব্রেসলেট। জিনিসগুলো সোনালি রঙের কোনও ধাতুয় তৈরি। সোনা অথবা তামা।

পালকির পিছন দিকেও একটা ফুটো রয়েছে, যাতে ভিতরে বসা মানুষটি নিজেকে প্রকাশ না করে বাইরে দেখতে পারে। ওদিক দিয়ে তাকিয়ে অ্যালান দেখল, গম্ভীরদর্শন কিছু লোক পালকির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। লোকগুলোর চেহারায় সেমিটিক ভাব। কিছুটা মিশরীয় ছাপও যেন রয়েছে। তিরিশ গজ পিছনে বয়ে আনা হচ্ছে আরেকটা পালকি। একই রকম দেখতে। কিন্তু ওটার সামনে সৈন্য বেশি। ওদের পিছন পিছন আসছে সাদা আলখেল্লা পরা অনেক নারী-পুরুষ। অদ্ভুত সব প্রতীক আর ব্যানার তাদের হাতে। পুরোহিত, ধারণা করল অ্যালান।

আশপাশে যতটুকু নজর চলে, দেখে নিয়ে আবার কুশনের উপর গা এলিয়ে দিল সে। ভীষণ দুর্বল অনুভব করছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। এই সময় জিকির পরিচিত কণ্ঠ কানে এল। ঠিক কথা নয়, গান গাওয়ার মত সুর করে ইংরেজিতে বলছে, 'ঘুম ভেঙেছে, মেজর? আমি যেভাবে বলছি, ঠিক সেভাবেই সুর করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। মনে রাখবেন, এখানে আপনি স্বয়ং শয়তান এবং ছোট বনসার স্বামী। সাধারণ মানুষের সাধারণ ভাষায় কখনওই আপনি কথা বলবেন না।'

সুর করে বলা কথাগুলো শুনে হা-হা করে হেসেই উঠেছিল

প্রায় অ্যালান। তখন ওর খেয়াল হলো যে, আসিকিরা নিশ্চয় ওর কাছ থেকে এমন হাসি আশা করবে না। কাজেই, সুর করে, কিন্তু গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিল ও। টেনে টেনে বলল, 'ঘুম ভেঙেছে। খাওয়া দরকার। কিছু আছে? ছোট বনসার স্বামীর জন্য সেটা যদি "হালাল" হয়, তা হলে দাও।'

'ভাল খাবারের আয়োজন পাহাড়ের ওপারে।' জিকির কণ্ঠ গম্ভীর। 'আমি নিজে আপনার জন্য খাবার আনতে পারছি না। কারণ, আমিও এদের কাছে কেউকেটা হয়ে গেছি। ওদেরকে বলছি আপনার জন্য পাখির মাংস নিয়ে আসতে। ভাল রাঁধতে পারে আসিকিরা।'

গম্ভীর গলায় চিৎকার করে কিছু একটা হুকুম করল জিকি। নড়েচড়ে উঠল সবাই। খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। অ্যালানকে বহনকারী পালকিটা থেমে দাঁড়াল। এক মহিলা এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল পালকির সামনে। হাতে কাঠের প্লেট। পর্দা সরিয়ে পরিবেশন করল মাংস আর সোনার একটা কাপে করে সুগন্ধি পানি। মাংসটা গিনি ফাউল বা মুরগির।

নির্মাণশৈলী আর আকৃতির কারণে বিশেষভাবে অ্যালানের দৃষ্টি কাড়ল কাপটা। রাফভাবে বানানো এ ধরনের আরও অনেক তৈজসপত্র পাওয়া গেছে মাইসেনিয়ান কবরগুলোয়। জিনিসটা প্রমাণ করছে যে, জিকির সোনার গল্প অতিকথন নয়। প্রচুর স্বর্ণ না থাকলে ওরা নিশ্চয়ই ভ্রমণের সময় ব্যবহৃত কাপ সোনা দিয়ে বানাত না।

খাবার পৌঁছে দেয়ার পরই আবার চলতে শুরু করল পালকি। খুবই আগ্রহের সঙ্গে খেল অ্যালান। ওর মনে পড়ল, ইউরোপ-আমেরিকায় কেউ ট্রেনে করে দূরে কোথাও গেলে লাঞ্চ বাস্কেট থেকে এভাবেই চলার উপরে খেয়ে নেয়। পার্থক্য শুধু, সোনার কাপে করে পানি খায় না। মুখোশ পরা অবস্থায় খাওয়া মুশকিল।

ওটার মুখ উপর-নীচ করা গেলেও ব্যাপারটা স্বস্তিকর নয়। একটা হাড্ডির সাহায্যে সমস্যাটার সমাধান করল অ্যালান। ওটা দিয়ে খুঁচিয়ে মুখোশের আলগা চোয়ালটা খুলে ফেলল। এরপর খাওয়া অনেকটাই সহজ হয়ে গেল।

খাওয়া শেষে প্লেট সহ উচ্ছিষ্ট সবকিছু বাইরে ছুঁড়ে ফেলল ও। তবে কাপটা নিজের কাছেই রেখে দিল।

জানা গেল, কিছুক্ষণের মাঝেই ওরা আসিকিদের শহরে পৌঁছে যাবে। বনসার মুখোশটার ব্যাপারে ঠিকই অনুমান করেছে অ্যালান। ওটা যখন মাথায় থাকবে না, তখন লিনেনের মুখোশ ছাড়া বাইরে বেরোনো নিষেধ। আসিকা ছাড়া আর কারও ছোট বনসার স্বামীর মুখ দেখার অধিকার নেই। এ কাজ আসিকিদের কাছে রীতিমত ধর্মদ্রোহিতার শামিল। কথাটা জানিয়ে জিকি বলল, যেসব পুরোহিত ওকে মুখোশটা পরিয়ে দিয়েছে, তারা প্রথমে নিজেদের চোখ বেঁধে নিয়েছিল।

রীতিমত হতাশ হলো অ্যালান। অনির্দিষ্টকাল মুখোশ পরে থাকা অসম্ভব। কোনও রকমে হতাশা চেপে জানতে চাইল ওগুলা আর ফেহনির কথা।

'সবাই বেঁচে আছে। তবে ফিরে যেতে পারেনি কেউ। আমাদের পিছনে কোথাও আছে ওরা। ফ্যানির ধারণা, আসিকিরা ওদের নিয়ে যাচ্ছে বলি দেবে বলে। খুবই ভয়ে আছে বেচারারা।'

অ্যালান জানতে চাইল, ছোট বনসার মূর্তিটা কোথায়। উত্তর এল, মূর্তিটার উপরেই বসে আছে সে। দেবীর আইনগত অভিভাবক এখন অ্যালান।

অ্যালান চুপ করে গেল। গানের সুরে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং খবর দিল জিকি। তবে অ্যালানের মনোযোগ কেড়ে নিল অন্য কিছু। দেয়ালের ফুটো আর ফাঁক-ফোকর দিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল সে, পথযাত্রা শেষের দিকে। যে পাহাড়ি পথ বেয়ে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা উপরে উঠেছে, তা শেষ হয়েছে একটা রিজে গিয়ে। ওদের সামনে এখন বিস্তীর্ণ উর্বর সবুজ ভূমি। বেশির ভাগই চষা খেত। একপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চওড়া এক নদী। উল্টো দিকে পশ্চিমমুখী লম্বা এক টুকরো জমি। পাহাড়ের কিনারে গিয়ে শেষ হয়েছে জমিটা। পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে কোথাও এক শ', কোথাও হাজার ফুট পর্যন্ত। জমির কিনার থেকে সগর্জনে নীচে নামছে জলপ্রপাত। ধোঁয়ার মত উড়ছে বাষ্পের মেঘ। শেষ বিকেলের সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ওখানে তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন রঙধনু।

প্রপাতটার নাম মনে ছিল ওর। রাবা। বিপুল পানি গিয়ে পড়ছে নীচে থাকা বিশাল এক পুলে। ওখান থেকে দুটো ধারা তৈরি হয়েছে। প্রায় ডিম্বাকৃতি একটা চর ঘিরে এগিয়ে গেছে ধারা দুটো। চরের সর্বপশ্চিম প্রান্তে গিয়ে আবার মিলিত হয়েছে। সৃষ্টি করেছে স্রোতস্বিনী। এভাবে বেশ কিছুটা এগিয়ে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ হয়ে গেছে নদীটা। তারপর থেকে ওভাবেই বয়ে গেছে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত।

ওপর থেকে দেখে ধারণা করল অ্যালান, চরটা তিন বাই দুই মাইল হবে। হাজারও বর্গাকৃতি ঘর চরের উপর। খড়ের চাল। ব্লক-ব্লক করে এলাকা ভাগ করা। ব্লকগুলোর মাঝ দিয়ে চলে গেছে কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ধারে পাম গাছের সারি।

পুলের পাড়টা দেখতে লাগছে পার্কের মত। বিরাট-বিরাট সব গাছ ওদিকে। ধারণা করল, সিডারের কোনও আফ্রিকান জাত হবে। সিডার বনের ভিতর দেখা যাচ্ছে গাঢ় রঙের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিশাল এক দোচালা ঘর। পড়ন্ত বিকেলের লালচে আলো পড়েছে ঘরটার উপর। সেই লালিমায় মনে হচ্ছে, আগুনের মত জ্বলছে ঘরটা। অদ্ভুত সুন্দর!

'স্বর্ণগৃহ!' খাবি খেয়ে বলে উঠল অ্যালান। মিথ্যে বলেনি তা

হলে জিকি।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় পিছনের ভ্যালিটাকেও দেখতে লাগছে অপূর্ব। এ যেন প্রশান্তিময় এক স্বপ্নের দেশ।

পাহাড়ি এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দ্রুতই ডুবে গেল সূর্য। পালকি তখন উর্বরা সেই ভ্যালিটা পার হচ্ছে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল একটু আগে দেখা চমৎকার দৃশ্যাবলি। সন্ধ্যার আবছা আলোয় শুধু দেখা যাচ্ছে কুঁড়েঘরগুলোর সাদা দেয়াল। পরিত্যক্ত ও ভুতুড়ে এলাকার মত লাগছে জায়গাটা। শুধু তখনও জ্বলজ্বল করছে স্বর্ণগৃহের ছাত। একসময় সেই আলোও উধাও হলো। আকাশে হেসে উঠল উজ্জ্বল চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে পুরো পাল্টে গেল স্বর্ণগৃহের অপ্রাকৃত রূপ। ঝকঝকে রূপালি বর্ণে চকমক করতে লাগল।

বিস্মিত ও পুলকিত অ্যালান কুশনে হেলান দিয়ে বসে আছে। আফ্রিকার এই জলাভূমি আর পাহাড়ঘেরা গোপন দেশে পা রাখা দ্বিতীয় সৌভাগ্যবান শ্বেতাঙ্গ সে। আগের জন, মানে ওর চাচা এ দেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্যের কথা লেখেনি কিছুই। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। নাকি ভেবেছিল, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না? আসিকার কথা মনে হলো। স্বর্ণগৃহ বা মন্দির—যা-ই হোক, নারী পুরোহিতের সঙ্গে ওখানে হয়তো থাকতে হবে তাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী ঘটবে তখন ওর ভাগ্যে?

একটু কেঁপে উঠল অ্যালান। মনে হচ্ছে, এখনই ওর উপর মহিলার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে সেসব ভুলে গেল। নদীতীরে পৌঁছে গেছে ওরা। এখান থেকে একটা ফেরি বা বার্জ আকৃতির নৌকায় তুলে নেয়া হলো অ্যালানের পালকি। প্রচুর সশস্ত্র প্রহরী ফেরিটাকে পাহারা দিচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, দেবতার ঘরের নিরাপত্তা নিয়ে আসিকিরা কতটা সতর্ক।

গুন বা দাঁড়ের টানে এগিয়ে চলল ফেরি। অন্ধকারে নিশ্চিত করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নদী পেরিয়ে চওড়া এক রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অনেক নারী-পুরুষ। দেখছে ওদের 'শোভাযাত্রা'।

কিন্তু মিছিলে থাকা লোকগুলো কোনও কথা বলছে না। বা বললেও কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে জলপ্রপাতের বজ্রগম্ভীর আওয়াজের নীচে। আওয়াজটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক সময় লেগেছে অ্যালানের। কিন্তু আসিকিদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। জন্মের পর থেকেই তো ওরা শুনে আসছে আওয়াজটা। রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে ওই শব্দ।

আসিকিদের মূল শহরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে দলটা। সিডার বনসহ গোটা শহর ঘেরা নিচু এক দেয়াল দিয়ে। কাঠের এক ফটকের সামনে পৌঁছে অ্যালান খেয়াল করল, পালকি বহনকারী বেয়ারা ও হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই চলে গেল ওদের ছেড়ে। যারা থেকে গেল, তারা বোধ হয় পুরোহিত, ভাবল অ্যালান।

সিডার গাছগুলো সত্যিই বিশাল। শতাব্দীপ্রাচীন গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকা শ্যাওলা, ধুলো ইত্যাদির কারণে এমনিতেই গুঁড়ির রঙ দেখাচ্ছে কালো। তার উপর ততক্ষণে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে। ডাল থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা ঝুরি। বুড়ো মানুষের দাড়ির মত দেখতে মসের ধূসর ঝুল। গাছের নীচে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে অ্যালানদের সঙ্গে আসা লোকগুলো। জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার। ডালপালার ফাঁক-ফোকর দিয়েই কেবল চাঁদের রূপালি আলো আসছে।

আরেকটা দেয়াল এবং আরও একটা ফটক পেরোনোর পর মাটিতে নামিয়ে রাখা হলো অ্যালানের পালকি। মশাল হাতে হাজির হয়েছে সাদা রোব পরা কয়েকজন মহিলা। নেকাব দিয়ে

ঢাকা তাদের চেহারা। রোদে পোড়া তামাটে হাত ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। অ্যালান নিজের উপর ওদের দৃষ্টি অনুভব করল। প্রাচীন পালকিটা থেকে যতটা সম্ভব ধীরে বাইরে বেরোতে চাইল ও। আরামদায়ক আশ্রয় ছেড়ে বেরোতে মন চাইছে না। কিন্তু মহিলারা ওর হাত ধরে টানাটানি-ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে দিল। পিছনের পালকিটাও চলে এসেছে ততক্ষণে। নামল জিকি। তখনও ওর মাথায় মশারি ঝোলানো হ্যাট। 'পৌঁছে গেছি,' বলল, 'ছোট বনসার কৃপা, পথে খারাপ কিছু ঘটেনি।'

'জিকি,' বলল অ্যালান, 'এই মহিলাগুলোকে বলতে পারবে, তারা যেন আমাকে আমার মত থাকতে দেয়?'

'ঠিক বলতে পারছি না, মেজর। এরা বোধ হয় আপনার স্ত্রী। এখানে আপনি অনেক স্ত্রী পাবেন। প্রতিদিন তো আর ওরা একটা করে সাদা মানুষ পায় না। তাই চাইবে যতক্ষণ সম্ভব আপনাকে কাছে রাখতে। সবচেয়ে ভাল হয় লাথি মেরে ওদের তাড়িয়ে দিলে। বুঝিয়ে দিন, ওদের স্থান কোথায়। নাকে খত দেয়ান। জংলি মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার এটাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তবে এমন স্পর্শকাতর ব্যাপারে আমার নোংরা নাকটা গলানো মনে হয় ঠিক হবে না।'

মহিলারা ওর 'স্ত্রী' শুনে রীতিমত কাঁপুনি উঠে গেছে অ্যালানের। গা ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিল ওদের। অবাক কাণ্ড, কিছু মনে করল না ওরা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অ্যালানকে বাউ করল একবার। তারপর স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। জিকি ওদের জিজ্ঞেস করল, মহান স্বর্গীয় লর্ডকে নোংরা হাত দিয়ে স্পর্শ করে তারা কী পেতে চাইছে?

জবাবে আরও বিনীতভাবে বাউ করে কিছু একটা বলল। শুনে জিকি অ্যালানের পালকি থেকে টিনের বাক্সটা বের করল। ওটাতেই রয়েছে ছোট বনসার মূর্তি। বাক্সটা মাথার উপর তুলে

ধরে মহিলাদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল জিকি।

শুরু হলো চলা। যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অ্যালান। দুর্বল। সবার সামনে টিনের বাক্স মাথায় জিকি। তারপর অ্যালানের সামনে-পিছনে আপাদমস্তক ঢাকা মশালধারী মহিলারা।

পথের পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা নদীটা। রাতের অন্ধকারে নদীর পানিকে মনে হচ্ছে কালির মত কালো। বেশ বড় একটা ঘরে গিয়ে শেষ হলো পথটা। উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। ছাত ধরে রাখা কাঠের থামগুলো সোনা দিয়ে মোড়া। কুশন দেয়া কাউচ, আইভরির নকশাখচিত কাঠের টুল, পানির পাত্র আর কালো কাঠে তৈরি বিশাল এক বেসিন ঘরের মধ্যে। ঘরের ঠিক মাঝখানে বড়সড় এক পাথরের ব্লক। দেখে মনে হচ্ছে, জিনিসটা একটা বেদি।

বেদিটার উপর টিনের বাক্সটা নামিয়ে রাখল জিকি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মহিলাদের বলল, 'খাবার আনো।'

সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেল তারা।

'মুখ ধুতে হবে,' বলল অ্যালান। 'মুখোশটা খুলে দাও, জিকি।'

'না, মেজর, এখনই না। ওই মহিলারা আপনাকে মুখোশ ছাড়া দেখলে খুন করে ফেলা হবে ওদের। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

পানি ভরে রাখা কাঠের বেসিনটার কাছে চলে গেল অ্যালান। পানিতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। এই মুখোশটাতেও সোনার কারুকাজ। টকটকে লাল রঙে রাঙানো ঠোঁট আর চোখের ফুটোর চারপাশে কালো কালি দিয়ে বর্ডার দেয়া। কুৎসিত শয়তানের মত লাগছে।

'আসিকিরা আমাকে কী মনে করছে?' জিজ্ঞেস করল

অ্যালান।

'ওরা আপনাকে রেভারেণ্ড অস্টিন বলে ভাবছে। ওরা মনে করে, আপনার চাচা কখনওই ছোট বনসাকে নিয়ে পালিয়ে যাননি। বরং "হাওয়া পরিবর্তন" করতে ছোট বনসাই তাঁকে নিয়ে এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, বা এরকমই কিছু একটা। বিদেশ দেখতে দেখতে ছোট বনসা ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তাই ফিরে এসেছেন। আর যেহেতু আপনি দেবীর প্রিয়ভাজন, তাই ওদের কাছে খুবই পবিত্র একজন মানুষ। জাদু দিয়ে আপনাকে যুবক বানিয়ে রেখেছেন দেবী।'

'স্বর্গের কসম, ছোট বনসা কি স্রেফ দেবী না আর কিছু?'

'আস্তে বলুন। দেবীর ঘরে তাঁর নাম নেবেন না। ছোট বনসা "জীবিত"। অন্তত এখানকার গণ্ডমূর্খ কালোরা এটাই বিশ্বাস করে। তিনি বড় বনসার স্ত্রী। খুব সম্ভব আগামীকাল তাঁকেও দেখতে পাবেন। গল্প প্রচলিত আছে: সাদা মানুষ প্রচার করছিলেন যে, স্রেফ একটা মূর্তি ছাড়া আর কিছু নন ছোট বনসা। তাই দেবী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দেখিয়ে দেবেন, তিনি মূর্তি, না তার চেয়েও বেশি। সেজন্যই সাদা মানুষকে নিয়ে এখান থেকে পালান তিনি। ওই সময় বড় বনসার উপর কোনও কারণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন দেবী। সেটাও পালানোর একটা কারণ। গল্পটা আজই শুনলাম পুরোহিতদের মুখে।

'দেবী চলে যাওয়ার পর থেকেই লেকের পাড়ে গিয়ে তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষা করত ওরা। নিশ্চিত ছিল, একদিন-না-একদিন অবশ্যই ফিরবেন ছোট বনসা। তাই আপনার "ফিরে" আসায় মোটেই অবাক হয়নি। একবার যেহেতু আপনাকে "ভালবেসেছেন" দেবী, ওদের কাছে খুবই পবিত্র হয়ে গেছেন আপনি। সঙ্গে আমিও। কারণ, দেবী আমাকে তাঁর খাস চাকর হিসেবে সঙ্গে নিয়েছিলেন। শান্তিতেই ঘুমাতে পারব আমরা। গলা

কাটা যাওয়ার ভয় নেই। অন্তত এখনই নয়। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, ওরা কখনওই আমাদের এখান থেকে যেতে দেবে না।'

শুনে গুঙিয়ে উঠল অ্যালান। আবার বলল জিকি, 'ভাববেন না, মেজর। কোনও-না-কোনও ব্যবস্থা হবেই। ততদিন পরিস্থিতির সুবিধা আদায় করতে হবে। যতটা সম্ভব। আপনি আসিকিল্যাণ্ড দেখতে চেয়েছিলেন—এসে গেছেন। যদিও আমি বলেছিলাম, দেশটা ভাল না। কিন্তু এখন...যত চাইবেন, ততই সোনা পাবেন।'

'কিন্তু এখান থেকে যদি বেরোতেই না পারি, তা হলে সোনার মূল্য কী?'

'সময়ই সবকিছু বলে দেবে, মেজর। ...শ্‌শ্‌শ্‌, ডিনার নিয়ে আসছে ওরা। আপনি টুলে বসে "পবিত্র" ভাব ধরে থাকুন।'

কাপ-প্লেট হাতে ঘরে ঢুকল চারজন মহিলা। মশালধারীদের মধ্যে ছিল ওরা। তবে নেকাব সরিয়ে ফেলেছে এখন। বোরকার মত পোশাকগুলোও নেই পরনে। টিপিক্যাল আফ্রিকান পরিচ্ছদ। পাতলা লিনেন দিয়ে তৈরি। সামনের দিকটা চেরা। খাটো স্কার্ট। পায়ে স্যাণ্ডেল। পোশাক সংক্ষিপ্ত হলেও খারাপ লাগছে না। বরং ভালই দেখাচ্ছে।

সোনার ব্রোচ পোশাকে। স্যাণ্ডেলেও তা-ই। স্কার্টের সঙ্গে লাগানো বলের মত কিছু। সেটাও সোনার। হাঁটলেই মিষ্টি টুং-টাং আওয়াজ হচ্ছে। গলায় ঝলমলে পাথরের মালা। কাঁচ হতে পারে, আবার দামি রত্নও হতে পারে।

লম্বা আর কালো চুল ওদের। চমৎকার দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। চোখে বিনীত নম্র দৃষ্টি। অ্যালানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দু'জন। বাড়িয়ে ধরল খাবারের ট্রে। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসেই রইল ওভাবে। একবারের জন্যও নড়াচড়া করল না। এমনকী অ্যালান যখন আসিকিদের ভাষায় বলল,

খাবার রেখে চলে গেলেই বেশি খুশি হবে ও, তখনও না। শুধু দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল, অ্যালানকে ওদের ভাষায় কথা বলতে শুনে খুব অবাক হয়েছে ওরা। বেশ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল অ্যালান। এত দ্রুত খেতে লাগল যে, কী মুখে দিচ্ছে-না-দিচ্ছে, সেই হুঁশ ছিল না। দ্রুত খাওয়া শেষ হলো ওর। বেচারা জিকির তখন আধপেটও খাওয়া হয়নি। দুই মহিলার সামনে থেকে সরে গেল অ্যালান। সঙ্গে সঙ্গেই ওরা কাপ-প্লেট তুলে ফেলল। জিকির খাওয়া শেষ হয়নি, তবু।

দুঃখী গলায় বলল সে, 'অত দ্রুত খেলে আপনার পেটে না-ও সইতে পারে, মেজর। আর আপনার দ্রুত খাওয়া মানে, প্রতি রাতেই আমাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিছানায় যেতে হবে।'

মৃদু একটু হাসল অ্যালান। 'দুঃখিত, জিকি। কিন্তু একটা জীবন্ত মানুষ টেবিলের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তার থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছি—এটা কেমন না? তার উপর কেমন জুলজুল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। আগামীকাল ওদের বলবে, আমরা একা একা সকালের নাশতা করব।'

'ঠিক আছে, মেজর, বলব। কিন্তু ওরা আমার কথা মানবে কি না, জানি না। খুবই পুণ্যের কাজ বলে ভাবছে ওরা এটাকে। আসতে নিষেধ করলে ভাববে, আপনি ওদের পছন্দ করছেন না। তখন আরেক দল মেয়েকে পাঠানো হবে।'

'এত কিছু বুঝি না। এর একটা বিহিত করতেই হবে তোমাকে। ওদের বলো, আমি এত পবিত্র যে, এক ছোট বনসাই যথেষ্ট আমার জন্য। আর কাউকে আমার দরকার নেই। বলো, ওদের আমি সহ্য করতে পারছি না। ওরা যদি কথা না শোনে, তা হলে সবাইকে ধরে-ধরে বলি দিয়ে দেব। যা ইচ্ছা, বলো। বেরিয়ে যেতে বলো ওদের।'

কথা বলল জিকি মহিলাদের সঙ্গে। খুব একটা পাত্তা দিল না

ওরা। তখন একরকম ঘাড়ধাক্কা দিয়েই বের করে দিল ওদের জিকি।

'আপদ বিদায় হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে ওরা আমাকে বিষ খাইয়ে না দিলেই হয়। ...খাওয়া তো শেষ। এবার গড়িয়ে নেয়ার পালা। খানিকটা গোপনীয়তা এখন আশা করতেই পারেন। তবে কি না, স্বর্ণমন্দিরে কোনও ব্যাপারেই পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না।' সন্দেহের দৃষ্টি বোলাল চারদিকে। 'স্বর্ণমন্দির খুব ভয়ের জায়গা। হাজার বছর আগের পুরোহিতরা কোথায় কোন্ ফুটো করে রেখেছে, কে জানে! ঝুঁকি আছে, তারপরও বলব, মুখোশটা খুলতে পারেন। ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিন।' অ্যালানের মাথা থেকে মুখোশটা খুলতে শুরু করল ও।

বল নাচের আসরে নরম্যান নাইটের জমকালো বর্ম, হাতিয়ার ইত্যাদি পরিয়ে একজন শহুরে ক্লার্ককে পাঠানো হলে ওটা খোলার জন্য সে যেমন উদ্‌গ্রীব থাকে, অ্যালানের অবস্থাও সেরকম। মুখোশটা খুলতে পেরে ভীষণ খুশি লাগছে ওর। ময়লা পোশাকের সঙ্গে ওটাকেও এককোণে ছুঁড়ে ফেলল। গোসল সারল আরাম করে। গায়ে চড়াল আইভরি রঙের গাউন। তারপর রিভলভারটা পাশে রেখে গা এলিয়ে দিল কাউচে।

'প্রদীপটা কি সারা রাতই জ্বলবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'জী, মেজর। ঘর অন্ধকার হোক, তা চাই না। ভারী ভয় লাগে অন্ধকারকে। তা ছাড়া আমাদের কাছে কোনও ম্যাচও নেই,' ঘুমজড়িত গলায় বলল জিকি। পরক্ষণে শোনা গেল ওর নাক ডাকার আওয়াজ।

অ্যালানও ঘুমিয়ে পড়ল। অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত থাকায় ভাল ঘুম হলো না ওর। নানারকম স্বপ্ন দেখল। ঘুম ভাঙার পর মনে করতে পারল ওগুলোর একটা। সম্ভবত স্বপ্নটা সবার শেষে দেখেছিল বলে মনে আছে। ও দেখল:

কিছু একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেছে ওর। চোখ মেলে দেখল, ঘরে ওরা ছাড়াও আর কেউ রয়েছে। তেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে প্রদীপগুলোর। নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। ওই টিমটিমে আলোতেই দেখতে পেল, আবছায়ার মধ্যে কোত্থেকে যেন উদয় হয়েছে লম্বা এক নারীমূর্তি। বেদির মত দেখতে পাথরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। টিনের বাক্সটা রাখা ওটার উপরে। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর বাক্সটা খুলতে পারল সে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মুখোশটার দিকে। একটু পরে বন্ধ করে দিল বাক্সটা। তারপর যেন মেঝের উপর দিয়ে ভেসে চলে এল অ্যালানের বিছানার দিকে। ঝুঁকে অনেকটা সময় নিয়ে তাকিয়ে রইল।

মহিলার পরনের পোশাক অনেকটা বোরকার মত। তাতে সোনার কারুকাজ করা ছোট ছোট প্লেট। পোশাকের বুকের উপর স্বর্ণনির্মিত বস্ (গোলাকৃতি পাতলা পাত)। প্রদীপের টিমটিমে আলো এসে পড়েছে কালো চুল আর চুলে বসানো কর্নেটের উপর।

কী চমৎকার চেহারা! কিন্তু একই সঙ্গে ভীষণ শয়তানী মাখা। এমনটা আগে আর দেখেনি অ্যালান। কেমন একটা অলস দৃষ্টি টানা আয়ত দুই চোখে। ধনুকের মত বাঁকা ঠোঁটজোড়া খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু হাসিটা ভীষণ কুটিল। উঁচু কপাল, ছোট চুল, বাঁকা ভ্রু, মসৃণ সুন্দর চিবুক, ঝুঁকে থাকা কাঁধ আর ফণা তোলা সাপের মত উদ্ধত মাথা—সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর সুন্দর। রূপসী হলেও মুখটা দ্বিতীয়বার দেখতে মন চাইল না অ্যালানের। শয়তান যদি তামাটে চামড়ার একটা বউ চাইত, তার চেহারা বোধ হয় এমনই হত।

মহিলা গভীর আগ্রহ নিয়ে অ্যালানকে দেখছিল। দুয়েকবার সরছিল একটু, যাতে অ্যালানের গায়ে আলো পড়ে আর সে ভালভাবে ওকে দেখতে পায়। এক পর্যায়ে কম্বলের একটা প্রান্ত

তুলে ধরল। বেরিয়ে পড়ল অ্যালানের বাম হাত। আঙুলে বারবারার দেয়া সোনার আংটি। ওটা বারবারার দাদা সিলমোহর হিসেবেও ব্যবহার করতেন। একটা কাটা দাগ রয়েছে আংটিটায়। মহিলাকে খুবই কৌতূহলী করে তুলল আংটিটা। লম্বা সময় ধরে পরীক্ষা করল সে ওটা। তারপর নিজের আঙুল থেকে খুলে আনল আরেকটা আংটি। সেটা এমনভাবে তৈরি, যেন দুটো সাপ পরস্পরকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে। খুব সাবধানে অ্যালানের আঙুলে পরিয়ে দিল আংটিটা। তারপর গায়েব হয়ে গেল।

এগারো

সকাল পর্যন্ত টানা ঘুমাল অ্যালান। যখন ওর ঘুম ভাঙল, ততক্ষণে উঁচু জানালাটা দিয়ে উজ্জ্বল সূর্যালোক ঢুকে পড়েছে ঘরে। আড়মোড়া ভাঙল সে। নড়াচড়ায় জিকিও জেগে উঠল। খুবই পাতলা ঘুম ওর। ঘুম ভাঙা মাত্রই পুরোপুরি সজাগ। কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল, 'ঘুম ভাল হয়েছে তো, মেজর? নাকি স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছেন?'

'খুব একটা ভাল ঘুম হয়নি, জিকি। এক মহিলাকে স্বপ্নে দেখলাম। সে আমার পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। একসময় গায়েব হয়ে গেল।'

'তাই বুঝি? তা আপনার হাতের ওই আংটিটা কোথায় পেলেন, মেজর?'

বারবারার আংটিটার উপর আরও একটা আংটি! দুটো সাপ

পেঁচিয়ে যেন আংটিটা তৈরি করেছে! ঠিক স্বপ্নের মত!

ভীত, নিচু কণ্ঠে বলল অ্যালান, 'ওটা তা হলে স্বপ্ন ছিল না! কিন্তু মহিলা কীভাবে এ ঘরে এল, আর কোথায়ই বা গায়েব হয়ে গেল?'

'গতকালই বলেছিলাম, মেজর, স্বর্ণমন্দির খুবই রহস্যময় জায়গা। এই ঘরে গোপনে আসা-যাওয়ার জন্য লুকানো গর্ত আছে। ওসব গর্ত দিয়ে ইঁদুরের মত লুকিয়ে ঢোকে মানুষ, আবার বেরিয়েও যায়। স্বর্ণমন্দিরে কখনওই নিশ্চিত হওয়া যায় না, আপনি একা আছেন। ...আচ্ছা, মহিলা দেখতে কেমন?'

বর্ণনা করল অ্যালান।

'ভারি সুন্দর!' মন্তব্য করল জিকি। 'বড় বড় চোখ, সোনার মুকুট, সোনার কাজ করা আঁটসাঁট পোশাক...জিঙ্গোর কসম, স্বয়ং আসিকা এসেছিলেন! দারুণ ব্যাপার তো!'

'এটা দারুণ হলো কীভাবে? ব্যাপারটা তো রীতিমত ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে আমার,' রাগত গলায় বলল অ্যালান। 'রাতের বেলা আমার বিছানার পাশে ঘুরঘুর করছিল কেন? আমার হাতে আংটি পরিয়ে দিয়ে কী বোঝাতে চাইছে?'

'জানি না, মেজর। সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি আপনাকে পছন্দ করেন। আংটিটা আপনার রক্ষাকবচ। ওটা হাতে থাকার কারণে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'তুমি তো বলেছিলে, আসিকা বিবাহিতা, তা-ই না?'

'জী, মেজর। বলেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্বামীরা একের পর এক আসে আর মারা যায়। আবার আরেকজন আসে। নিজেই দেখতে পাবেন সময় হলে। সব স্বামীকে পছন্দ করেন না আসিকা। আর যাকে পছন্দ করেন না, সে বেচারার কাছে দ্বিগুণ বেগে ছুটে আসে মৃত্যু। আসিকার স্বামী হওয়া বিরাট সম্মানের ব্যাপার। তবে কি না আপনার ইহজীবনের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসবে দ্রুত...খুব দ্রুত।'

প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে গোসল করার পর আরবদের মত একটা রোব চাপাল গায়ে অ্যালান। জিকি চাপাচাপিতে ভীষণ অপছন্দের মুখোশটা আবার পরল। দরজায় নক হলো। অ্যালানকে ওর 'আসনে' বসতে বলে দরজা খুলে দিল জিকি। খাবার নিয়ে এসেছে আগের রাতে আসা মহিলারা। এবারেও খাবার সময়টুকু অপেক্ষা করল তারা। তবে এবার আর নার্ভাস হয়নি অ্যালান। বরং সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করল। অ্যালান যেহেতু 'পবিত্র', তাই ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা নিষেধ মহিলাদের জন্য। খাওয়া শেষ হলে পরে তাদের একজন জিকিকে জিজ্ঞেস করল, তার মালিক বাগানে হাঁটতে যেতে আগ্রহী কি না। তারপর জিকি বা অ্যালানের জবাবের অপেক্ষা না করেই বড় ঘরটার এক কোনায় চলে গেল সে। ওখানে একটা দরজা রয়েছে। কিন্তু অ্যালান বা জিকি—কেউই সেটা আগে বুঝতে পারেনি।

দরজার ওপাশে একটা প্যাসেজ। প্যাসেজের শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় নানান জাতের গাছ আর ফুলের ঝাড়। বাগানটা দেখিয়ে দিয়ে খাবারের উচ্ছিষ্ট তুলে নিয়ে চলে গেল মহিলারা।

'চলো, বাতাস খেয়ে আসি।' টিনের বাক্সটা তুলে নিল অ্যালান। কোনওভাবেই ওটা দৃষ্টির আড়াল করতে রাজি নয় ও।

সোনা বা তামা দিয়ে বানানো ফটক প্যাসেজের শেষ মাথায়। গেটটা খোলা, নিঃসন্দেহে ওদের জন্য। বাগানটা বেশ বড়। কয়েক একর জায়গা নিয়ে তৈরি। বোঝা যাচ্ছে, অনেক চিন্তা-ভাবনা করে করা।

পায়ে হাঁটা পথ আর ফুলের গাছ বাগানে। স্পষ্টতই লাগানো হয়েছে গাছগুলো। আর রয়েছে উঁচু-উঁচু সব সিডার গাছ। গত সন্ধ্যায় এই গাছগুলোই দেখেছে অ্যালান। বাগান থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে ঝর্ণা। প্রবল গর্জনে বয়ে চলেছে। বেরোনোর

কোনও উপায় দেখতে পেল না সে এখান থেকে। একদিকে ঝর্ণার প্রবল স্রোত। আরেকদিকে খাড়া পাহাড়ি দেয়াল।

দেয়ালটা জরিপ করল অ্যালান। নাহ, কোনও রাস্তাই নেই। জিকিকে বলল, 'চলো, যাই।'

ঘরে ফিরে এসে দেখল, ঘর ঝাড়ু দেয়া হয়েছে। ওরা ঢোকা মাত্রই অপর একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল আসিকি পুরোহিতদের লম্বা লাইন। প্রত্যেকের কাঁধে ছোট ব্যাগ। ছোট হলে কী হবে, ওই ব্যাগের ভারেই পা রীতিমত টলমল করছে ওদের। ব্যাগগুলো এনে বেদির পাশে রাখল ওরা। তারপর যার-যার ব্যাগের মুখ খুলল। প্রতিটা ব্যাগ সোনা দিয়ে ভরা। কোনওটায় স্বর্ণের গুঁড়ো, কোনওটায় স্বর্ণের টুকরো, কোনওটায় আস্ত, আবার কোনওটায় স্বর্ণনির্মিত ভাঙা তৈজসপত্র। একসঙ্গে এত সোনা জীবনে কখনও দেখেনি অ্যালান।

'এত সোনা কী জন্য?' পুরোহিতদের ওর কথা অনুবাদ করে শোনাল জিকি।

উত্তরে দলের প্রধান বলল, 'ছোট বনসার লর্ডের জন্য এগুলো আসিকার উপহার। আর আমাদের তরফ থেকে ভেট হিসেবে এনেছি। ওগুলা দূতের মাধ্যমে স্বর্গীয় সাদা মানুষ বলে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি স্বর্ণ চান। তাই এসব আনা হয়েছে।'

সোনার দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালান। ভাবছে, মিশন বুঝি সফল হবার পথে। এসব ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। এক মুহূর্তে ধনী হয়ে যাবে ও। সমস্ত সমস্যার হবে অবসান। কিন্তু নেয়া যায় কীভাবে? এখানে তো সোনা আর এক দলা কাদার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

ও বলল, 'আসিকাকে ধন্যবাদ। এসব আমার দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেয়ারা দরকার। দু'জনে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে এগুলোর ওজন অনেক বেশি।'

অ্যালানের কথা শুনে পুরোহিত সামান্য হাসল। বলল, আসিকা সাদা লর্ডকে দেখতে চায়, আর সোনার বিনিময়ে চায় ছোট বনসাকে। অ্যালানের প্রয়োজনের কথা তাকে সামনাসামনি বলাই ভাল।

সুতরাং রওনা হলো ওরা। অ্যালানের হাতে ছোট বনসাকে রাখা বাক্স। পিছন পিছন চলেছে জিকি। অনেকগুলো প্যাসেজ আর দরজা পেরিয়ে পৌঁছল গিয়ে বড় একটা হলঘরে। ওখানে সারি সারি প্লেটের উপর স্তূপ করে রাখা স্বর্ণ। হলঘরটার শেষ মাথায় একটা মঞ্চের উপর রাখা কালো আবলুশ কাঠ আর আইভরি দিয়ে বানানো বিশাল এক চেয়ার। তাতে বসে আছে এক মহিলা। স্বপ্নে দেখা সেই নারী। ঘরের ছাতে কায়দা করে বানানো কোনও ফোকর থেকে সরাসরি আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপর। মাথায় মূল্যবান রত্নখচিত মুকুট। গায়ে জ্বলজ্বলে একটা পোশাক।

মঞ্চের পায়ের কাছে একটা টুল। তাতে বসা সুদর্শন কিন্তু বিষণ্ন চেহারার এক লোক। সোনার ব্যাণ্ড দিয়ে টানটান করে বাঁধা লোকটার চুল। গলা, হাত, কোমর আর পায়ে রশির মালা। গলার রশিটায় উজ্জ্বল রঙের পাথর। লাল, সাদা আর হলুদ রঙে মুখটা রাঙানো তার। হাতে রাজদণ্ড-জাতীয় কিছু।

'লোকটা কে?' জিকিকে জিজ্ঞেস করল অ্যালান, 'দরবারের কৌতুকাভিনেতা নাকি?'

'না, মেজর। ও বিরাট মানুষ। মুঙ্গানা—আসিকার বর্তমান স্বামী। সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে বিষণ্ন মুখে বসে আছে। চলুন, মেজর, আসিকা আমাদের ডাকছেন। পেটের উপরে ভর দিন। তারপর বুকে হেঁটে এগিয়ে চলুন। এটাই এ দেশের রীতি,' বলতে বলতে নিজেও ওভাবে ঝুঁকে পড়ল জিকি। একই সঙ্গে ঝুঁকতে শুরু করল ওদের সঙ্গে আসা পুরোহিতরাও।

'কখনওই না,' বলল অ্যালান।

সাপের মত বুকে হেঁটে এগোতে থাকা জিকি আর পুরোহিতদের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে মঞ্চের সামনে দাঁড়াল ও। মহিলাকে বাউ করল।

আসিকা কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিচু গলায় ধীরে ধীরে বলল, 'স্বাগতম, সাদা মানুষ। তুমি আমার ভাষা বুঝতে পারছ?'

'কিছুটা,' আসিকিদের ভাষায় বলল অ্যালান, 'আমার ভৃত্য এই ভাষা ভাল জানে। সে আমাকে অনুবাদ করে দিতে পারবে।'

'আচ্ছা। তোমার দেশের লোকেরা কি রানীকে সম্মান দেখাতে তার সামনে হাঁটু ঘষটে ঘষটে যায় না? তা না হলে কীভাবে সম্মান জানায়?'

জিকির সাহায্য নিয়ে অ্যালান বলল, 'হ্যাট উঁচু করে বা রানীর হাতে চুমু খেয়ে সম্মান দেখাই আমরা।'

'ওহ। তোমার তো হ্যাট নেই। তা হলে আমার হাতে চুমু খাও,' হাত বাড়িয়ে দিল আসিকা। একই সঙ্গে, যে লোকটাকে জিকি বলেছিল আসিকার স্বামী, তাকে পা দিয়ে ধাক্কা দিল। পথ ছেড়ে দিতে বলছে।

কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল অ্যালান। ওর দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা। থেমে দাঁড়িয়ে অ্যালান বলল, 'মুখোশ পরা অবস্থায় কীভাবে চুমু খাব?'

ব্যাপারটা নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল আসিকা। তারপর বলল, 'সত্যি কথা। বহু বছর আগে ছোট বনসা তোমার সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। তুমিই আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছ। তা-ই না, সাদা মানুষ?'

'ছোট বনসাকে ফিরিয়ে এনেছি আমি,' আসিকার শেষ কথাটুকু স্বীকার করল অ্যালান।

'তোমার দূত বলেছিল, দেবীর বিনিময়ে উপহার হিসেবে

সোনা চাও তুমি। যা দিয়েছি, তা কি যথেষ্ট? যথেষ্ট না হলে আরও পাবে।'

'যথেষ্ট কি না, এখনই বলতে পারছি না। দেখে বলতে হবে। তবে সোনার জন্য ধন্যবাদ। আমার কিছু বেয়ারা দরকার, যাতে ওগুলো বয়ে নিতে পারি।'

'বেয়ারা? আচ্ছা। এক বা দুই চাঁদ বিশ্রাম নাও, তারপর এ বিষয়ে কথা বলব। এখন ছোট বনসাকে দাও। তাঁকে বেদিতে অধিষ্ঠিত করি।'

টিনের বাক্স খুলে মূর্তিটা আসিকার হাতে তুলে দিল অ্যালান। ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করল সেটা আসিকা। মাথার উপর তুলে ধরল। তারপর মুখোশটা তিনবার পরল নিজের মাথায়। পুরোহিতদের ডেকে নির্দেশ দিল, সবাইকে যেন জানিয়ে দেয়া হয়, ছোট বনসা ফিরে এসেছেন। এ উপলক্ষে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী আগামী পূর্ণিমা রাতে ভোজ হবে। তিন দিন পর পূর্ণিমা। সমস্ত প্রস্তুতি যেন দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

প্রধান ওঝা বুকে হেঁটে এগিয়ে এল। আসিকার হাত থেকে নিল মুখোশটা। গেয়ে উঠল যুদ্ধজয়ের গান। নিজের সঙ্গী-সাথী নিয়ে ক্রল করেই হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। ঘরে শুধু আসিকা, তার কথিত স্বামী, অ্যালান আর জিকি।

আসিকা তার পায়ের কাছে বসে থাকা লোকটার দিকে চিন্তিত চোখে তাকিয়ে আছে। অ্যালানও দেখছে লোকটাকে। ইন্টারেস্টিং চরিত্র। অদ্ভুত সব আঁকিবুঁকির নীচে বেশ সুদর্শন। অন্যান্য আদিবাসীর তুলনায় তো বটেই। চেহারায় আরব প্রভাব সুস্পষ্ট। লম্বা ও পেশিবহুল শরীরের অধিকারী। বয়স আনুমানিক তিরিশ। তবে এসব কিছু অ্যালানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এমনকী গলায় ঝুলতে থাকা রত্নখচিত চেইন কিংবা সোনার কারুকাজ করা হেয়ারব্যাণ্ডও নয়। ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে লোকটার চোখ

দুটো। ওখানে খেলা করছে ভয়, তীব্র ভয়। মনে পড়ে গেল আসিকার স্বামীকে নিয়ে বলা ভূতের গল্পটা। ভূতগুলোর কারণে কীভাবে আসিকার স্বামীরা পাগল হয়ে যায়।

লোকটাকে নাম ধরে ডাকল আসিকা। বলল, 'আমাদের কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও। সাদা লর্ডের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।'

এক চুলও নড়ল না লোকটা। যেন আসিকার কথা শুনতেই পায়নি। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে অ্যালানের দিকে।

বরফশীতল গলায় আবার বলল আসিকা, 'চলে যাও এখনি। নইলে আজ রাতে তোমাকে একা ঘরে ঘুমাতে হবে। ভাল করেই জানো, একা ঘুমাতে গেলে কী ঘটবে।'

হুমকিটা শুনে উঠে গেল মুঙ্গানা। দুষ্ট মালিকের হাতে মার খাওয়ার আগমুহূর্তে ভেগে যাওয়া কুকুরের মত দুঃখিত ওর চোখের দৃষ্টি। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল পাশের একটা দরজা দিয়ে।

স্বামীকে ওভাবে ছুটে যেতে দেখে হেসে উঠল আসিকা। 'বিয়ে জীবনকে বিরক্তিকর করে তোলে,' বলল, 'তোমার নাম কী, সাদা মানুষ?'

'ভার্নন।'

আসিকা 'ও' উচ্চারণ করতে পারে না। নামটা মনে রাখার ভঙ্গিতে দু'বার আওড়াল, 'ভার্নুন, ভার্নুন।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বিয়ে করেছ, ভার্নুন?'

'করিনি এখনও। তবে খুব শিগগিরি করতে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ। তোমার হয়তো মনে আছে, বহু বছর আগেও একবার এমন হয়েছিল। ছোট বনসার হিংসা জেগে উঠেছিল তখন। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এবার আর তেমনটা হবে না। দেবী নিশ্চয়ই এতদিনে তোমাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে

পড়েছেন। তা ছাড়া...' রহস্যময় সুরে বলল আসিকা জোরাল কণ্ঠে, 'অমন কিছু ঘটার আগেই ওঁকে আগুনে গলিয়ে ফেলব আমি। মুক্ত করে দেব তাঁর আত্মাকে। ...ভার্নুন, তুমি কি সবসময় মুখোশটা পরে থাকতে চাও?'

'অবশ্যই না।'

শুনে জিকিকে ইশারা করল আসিকা মুখোশটা খুলে দিতে। মুখোশ খোলার পর বলল, 'তবে যখনই তুমি প্রকাশ্যে বেরোবে, তখন এটা পরতেই হবে। কথাটা ভাল করে মাথায় গেঁথে রাখো।' কথাগুলো বলার সময় এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যে, ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল অ্যালান। পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'কিন্তু কেন?'

'কারণ, কোনও নারী যদি তোমার চেহারা দেখে ফেলে, তবে তাকে মরতে হবে। সেটা নিশ্চয়ই ভাল হবে না।'

আসিকি ভাষায় জবাব দেয়ার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে না পেয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অ্যালান আসিকার দিকে। ওর দ্বিধাগ্রস্ততা বুঝতে পেরে হেসে উঠল আসিকা। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'তোমার ঠোঁট তো এখন মুক্ত। এসো, তোমাদের রীতি অনুযায়ী আমার হাতে চুমু খাও।'

উপায়ান্তর না দেখে এগিয়ে গেল অ্যালান। চুমু খাওয়ার পর আসিকাও ওর হাত তুলে নিল। হাতের পিঠে আলতো করে ঠোঁট বুলাল সে। দুষ্টুমি মাখা গলায় বলল, 'ভার্নুন, তুমি কি চোর? তোমার হাতের এই আংটিটা ছিল আমার হাতে। কীভাবে ওটা চুরি করলে?'

'জানি না,' জিকির মাধ্যমে জবাব দিল অ্যালান। 'ঘুম থেকে উঠে দেখি, এটা আমার আঙুলে। কীভাবে কী হয়েছে, বলতে পারব না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। রেখে দাও এটা। কিন্তু এর বদলে অন্য আংটিটা আমাকে দাও।'

'পারব না। এটা সবসময় পরে থাকব বলে একজনকে কথা দিয়েছি।'

রেগে গেল আসিকা। 'কাকে কথা দিয়েছ? কোনও মহিলাকে? না, এটা তো পুরুষের আংটি। বেঁচে গেছ। মহিলা হলে, যতদূরেই থাকুক না কেন, অভিশাপ দিতাম তাকে। ...দুঃখিত। হঠাৎ রেগে উঠেছিলাম। শপথ শপথই। ঠিক আছে, রেখে দাও আংটিটা। কিন্তু আগে যখন এখানে ছিলে, তখন যে আংটিটা পরতে, সেটা তো দেখছি না। কোথায় ওটা? মনে আছে, ওটায় একটা ক্রস ছিল। কিন্তু এটায় তো দেখছি ঈগল আর তারা।'

কথাটা শুনে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল অ্যালান। মনে পড়ল, রেভারেণ্ড চাচা সত্যিই একটা ক্রুশাঙ্কিত আংটি পড়ত। কিন্তু সেকথা এই মহিলা জানল কীভাবে! চাচা যখন এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন আসিকা হয় খুবই ছোট, নয়তো তার জন্মই হয়নি। ওই সময় তরুণ থাকলে তো আজ তার বয়স্ক হওয়ার কথা। এটা সম্ভব হলো কেমন করে?

'কী হয়েছে, ভার্নুন?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল আসিকা। সাদা মানুষের চেহারার ভাববদল তার নজর এড়ায়নি।

ভাঙা ভাঙা আসিকিতে নিজের সন্দেহের কথা বলল অ্যালান।

'বহুকাল আগে থেকেই আমাদের আত্মার বন্ধুত্ব, ভার্নুন। আমার আগে এখানে যে আসিকা ছিল, সে ভালবাসত সাদা মানুষকে। কিন্তু আমি আর সে আলাদা নই। আগের আসিকার আত্মাই এখন আমার দেহে। সে-ই আমাকে পুরনো দিনের গল্প শোনায়। আমার আগে হাজার হাজার আসিকা এ দেশ শাসন করে গেছে। সবার আত্মা একই। আমাকে তুমি যুবতী ভাবছ, সাদা মানুষ। কিন্তু আমার আত্মার বয়স এত বেশি যে, কল্পনাই করতে পারবে না তুমি। আদিম কালে আমি ছিলাম বানরী। বাস করতাম সিডারের ডালে। শুনতে চাও সেসব গল্প?'

'অবশ্যই। তার আগে একটা কথা। কবে আমি নিজের দেশে ফিরে যেতে পারব?'

উত্তরে শয়তানী হাসি হাসল আসিকা। 'এখনি নয়। ...যারাই এখানে এসেছে, পরিযায়ী পাখির মত দ্রুত নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চেয়েছে। ওদের মাঝে একজন ছিল সাদা মানুষ। প্রায় দু'হাজার বছর আগের কথা। রোমা নামে এক দেশের লোক ছিল সে। মাথায় অদ্ভুত একটা হেলমেট পরত। আসিকা তাকে যেতে দেয়নি। তুমি চাইলে লোকটাকে আমি দেখাতে পারি। তারও আগে এক লোক এসেছিল। গায়ের রঙ বাদামি। সে ছিল তার দেশের রাজপুত্র। বিশাল এক নদী ছিল সেই দেশে। নদীর পানি উপচে প্রতিবছরই বন্যা হত। রাজার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল লোকটা। পরে মরুভূমির দস্যুরা ওকে দাস বানিয়ে রাখে। অনেক হাত ঘুরে একসময় সে এসে পড়ল আমার দেশে। লোকটা ফিরে যেতে পারলে ওর দেশের লোকেরা রাজা হিসেবে মেনে নিত তাকে। কিন্তু আসিকা তাকে যেতে দেয়নি। এখনও সে এখানেই আছে। দেখবে?'

স্তম্ভিত অ্যালান নির্বাক হয়ে আসিকার কথা শুনছিল। এ কী অদ্ভুত কথা! মহিলা নির্ঘাত পাগল! আগের প্রশ্নটাই করল সে আবার, 'আমাকে কবে যেতে দেবে, আসিকা?'

একই জবাব আসিকার। 'এখনই নয়। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে,' কথাটা বলে হাসল সে। তবে হাসিতে কোনও কুটিলতা নেই। বরং কেমন এক আধ্যাত্মিক রহস্যময়তা। স্বপ্নালু কণ্ঠে বলে চলল, 'আমার সঙ্গে থাকবে তুমি, যতদিন না তোমার আর আমার আত্মা মিলেমিশে আরও শক্তিশালী করে তুলছে আমার আত্মাকে। এভাবেই আগের আসিকাদের ভালবাসার মানুষেরা রয়েছে আমার সঙ্গে।'

বেশ শক্ত একটা নাড়া খেল অ্যালান। সতর্ক ও মরিয়া হয়ে

উঠল। বলল, 'একটু আগে তোমার স্বামী ছিল এখানে। ও থাকতে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে?'

হাসতে হাসতে বলল আসিকা, 'স্বামী? স্রেফ একটা দাস ছাড়া আর কিছু নয় ও। অবশ্যপালনীয় প্রাচীন আইনের কারণে স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। আঙুলের ডগায় একবার চুমু দেয়া ছাড়া আর কখনও সে আমার ধারেকাছে আসতে পারেনি। তোমার খাবার নিয়ে যায় যে মহিলাগুলো, আমার ভৃত্য, ওরাই মুঙ্গানার প্রকৃত স্ত্রী। আমার প্রতি প্রেমের কারণে শিগগিরি মরতে যাচ্ছে লোকটা। ও মারা যাওয়ার পর যে-কাউকে আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারব। যে-কাউকে। তবে মারা যাওয়ার আগে নয়। আমার শিরায় বইছে বিশুদ্ধ রক্ত। চাই না, কালোদের কেউ আমার স্বামী হোক। ...জানো, ভার্নুন, আসিকা প্রকৃত অর্থে বিয়ে করেছে পাঁচ শতাব্দী হয়ে গেছে। বিদেশি লোকটা মাথায় সবুজ পাগড়ি পরত। বলত, সে নাকি কোন্ নবীর সন্তান। লোকটার চোখ ছিল জ্বলজ্বলে, নাকটা হুকের মত বাঁকা। আসিকা তাকে খুবই পছন্দ করত। তারপরও এখানকার লোকেরা ওকে মেরে ফেলেছিল। অপরাধ, দেবতার প্রকৃত রূপ দেখিয়ে দিয়েছিল সে। তারপর থেকে আসিকা আমৃত্যু অবিবাহিতাই থেকে গেছে।'

'কিন্তু বিয়েই যদি না করে, তা হলে তুমি এলে কী করে?'

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার, সাদা মানুষ?' আসিকার গলায় আত্মম্ভরিতার সুর। '...এসো, আসিকার সমস্ত স্বামীকে দেখাচ্ছি।' উঠে পড়ল সে। হাতে ধরে নিয়ে চলল অ্যালানকে।

একের পর এক অনেকগুলো দরজা পেরিয়ে পড়ল গিয়ে ওরা মৃদু আলোয় আলোকিত লম্বা এক প্যাসেজে। প্যাসেজটার শেষ মাথায় বিশাল এক গেট। পাহারা দিচ্ছে বর্শাধারী পুরোহিতরা। ওদের দৃষ্টিসীমার কাছাকাছি হতেই গা থেকে স্কার্ফ খুলে ফেলল আসিকা। সেটা দিয়ে ঢেকে দিল অ্যালানের মুখ। পুরোহিতদেরও

ওর মুখ দেখা নিষেধ। গেটের কাছে পৌঁছে প্রহরীদের কিছু একটা বলল আসিকা। গেটটা খুলে দিল ওরা।

জিকি ইতস্তত করছে। অ্যালানকে বলল, তার মত নিতান্তই সাধারণ এক কালো মানুষের জন্য জায়গাটা বেশি পবিত্র। আসিকা জানতে চাইল, কী বলছে ও। বলল জিকি।

জবাবে বলল আসিকা, 'অসুবিধা নেই, এসো। তোমার লর্ডকে অনুবাদ করে সব শোনাতে পারবে। সাক্ষীও থাকবে যে, তোমার মালিকের উপর কোনও কৌশল খাটানো হয়নি।'

তারপরও গোঁয়ারের মত দাঁড়িয়ে রইল জিকি। বিরক্ত আসিকার ইশারায় পুরোহিতদের একজন বিশাল বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল ওর পিঠে। ছোট একটা আর্তনাদ করে সামনে বাড়ল জিকি।

লম্বা একটা প্যাসেজ ধরে ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেল আসিকা। প্যাসেজটার শেষে প্রদীপের আলোয় আলোকিত বিশাল এক হলঘর। সেখানে পা রেখেই অ্যালান বুঝতে পারল, ওরা আসলে প্রবেশ করেছে আসিকিদের ধনভাণ্ডারে। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে স্বর্ণের স্তূপ। নুড়ি পাথর বা তার চেয়েও বড় আকারের সোনার টুকরো রয়েছে স্তূপে। পাথরের পাত্রে গুঁড়ো সোনা। একপাশে ফেলে রাখা হয়েছে স্বর্ণনির্মিত বিশাল সব মূর্তি, বাসন-কোসন, ছোট-বড় কিউব আর নানারকম তৈজসপত্র। এত সোনা একসঙ্গে দেখা তো দূরের কথা, থাকতে পারে বলেই কখনও ভাবেনি অ্যালান। অবাক গলায় বলল আসিকাকে, 'তুমি তো বিরাট ধনী, লেডি।'

নির্বিকারভাবে কাঁধ ঝাঁকাল আসিকা। 'তা বলতে পারো। সেই শুরু থেকেই দেবতাকে খুশি করার জন্য ভেট হিসেবে এসব দিয়েছে লোকেরা। তা ছাড়া পাহাড়ে যে সোনা পাওয়া যায়, সেগুলোর মালিকও দেবতা। এখানকার চেয়েও বেশি সোনা আছে

ওখানে। তোমাকে যেসব পাঠিয়েছি, তা এখান থেকে নেয়া। সত্যি বলতে কি, উপহার হিসেবে কমই হয়ে গেছে। এখানে যা দেখছ, অল্প কয়েকটা তৈজসপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাকিগুলোর তেমন উপযোগিতা নেই। তারপরও এগুলোকে মূল্যবান ভাবা হয়, কারণ অন্যান্য ধাতুর চেয়ে জিনিসটা আহরণ করা কষ্টসাধ্য। আর কোনও কারণ নেই।' বড় বড় আকাটা পাথর বসানো লম্বা এক নেকলেস তুলে নিল সে। 'এটা দেখো। সোনার চেয়ে অনেক সুন্দর এটা।' নেকলেসে বসানো পাথরগুলো লাল আর সাদা রঙের। অ্যালান ধরে নিল, সাদাগুলো কোনও ধরনের ক্রিস্টাল আর লালগুলো স্পিনেল। 'এটা তোমার। রেখে দাও। জিনিসটা অনেক পুরনো। গত এক শতাব্দীতে এমন আর বানানো হয়নি।' জিনিসটা অ্যালানের দিকে ছুঁড়ে দিল আসিকা। নেকলেসটা ওর মাথা গলে কাঁধে এসে ঝুলতে লাগল। আসিকাকে ধন্যবাদ দিল সে। মনে পড়ে গেল মুঙ্গানার কথা। ওকেও হয়তো এভাবেই স্বাগত জানানো হয়েছিল। চিন্তাটা অ্যালানকে একটু কাঁপিয়ে দিল। ফিরিয়ে দেবে নেকলেসটা? না। সেটার অন্য অর্থ করা হতে পারে।

এই সময় পিছন থেকে আসা জিকির আতঙ্কিত স্বর অ্যালানের পুরো মনোযোগ কেড়ে নিল। 'ও খোদা, ওদিকে দেখুন, মেজর!'

আবছায়ার মধ্যে প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারল না অ্যালান। তারপর চোখে পড়ল মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত হালকা উজ্জ্বল কিছু একটা।

'এসো।' টেবিল থেকে একটা লণ্ঠন তুলে নিল আসিকা। স্বর্ণের স্তূপ পাশ কাটিয়ে আগে আগে চলেছে সে। অ্যালান আর জিকি তার পিছু নিল। জিকির মত অ্যালানও ভয় পাচ্ছে এখন।

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত একের পর এক সাজিয়ে রাখা হয়েছে সোনার তৈরি মানবমূর্তি। জ্বলজ্বল

করছে তাদের চোখ। প্রথমে সত্যিকারের মানুষ ভেবেছে। পরে বুঝতে পারল, মানুষই, তবে মৃত। পাতলা সোনার চাদর দিয়ে পেঁচিয়ে মূর্তি বানিয়ে ফেলা হয়েছে মানুষগুলোকে। মুখে বসানো হয়েছে সোনার মুখোশ। চোখের জায়গায় জ্বলজ্বলে রত্নপাথর।

মূর্তিগুলো দেখিয়ে আসিকা বলল, 'এরা সবাই আমার আত্মার স্বামী, অতীতের মুঙ্গানা। এই যে...এটা রাজপুত্র, যার দেশে প্রতিবছর বন্যা হত।' একেবারে নীচের মূর্তিটা নির্দেশ করল সে। মুখোশটা ঢিলে করে উন্মোচন করল তার চেহারা।

কোনও ধরনের প্রিজারভেটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে লাশটা। শুকনো চামড়াটাই কেবল খুলির উপর কোনওভাবে আটকে আছে। ভ্রু বোঝা যাচ্ছে মমিটার। মাথায় যে অলঙ্কার, সেটা ব্যবহৃত হত প্রাচীন মিশরীয় রাজপরিবারের প্রতীক হিসেবে। লোকটা হয়তো আসলেই রাজপরিবারের সদস্য ছিল। নয়তো মুকুটটা চুরি করে নিয়ে এসেছে।

কিছুটা এগিয়ে ওদেরকে আরেকটা মমির সামনে নিয়ে গেল আসিকা। মুখোশ খুলে উন্মোচন করল মুখ। 'এই যে...রোমার জন। দেখো, মাথায় হেলমেটটা এখনও রয়েছে। যদিও সময়ের সঙ্গে ক্ষয় ধরেছে তাতে। তোমার হাতের ওই আংটিটা ওর কাছ থেকেই নেয়া। সাহসী যোদ্ধা ছিল লোকটা। ছিল সত্যিকারের প্রেমিক। ওর শিরস্ত্রাণের মত আমিও একটা মুকুট বানিয়েছি। মাঝে মাঝে লোকটাকে স্মরণ করে মুকুটটা মাথায় দিই।'

ভাল করে তাকিয়ে দেখল অ্যালান, স্যালুটের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো লোকটার হাতে খাটো এক রোমান তলোয়ার। অর্থাৎ, এর ব্যাপারেও মিথ্যা বলেনি আসিকা।

বিশাল হলঘরটার অন্যদিকে চলে গেল মহিলা। স্তূপ করা রত্নভাণ্ডারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'এখানে আরেক শ্বেতাঙ্গ আছে। অবশ্য এর সম্বন্ধে খুব কমই জানি আমরা।

লোকটা ছিল ভয়াবহ হিংস্র আর একদম বর্বর। আমাদের ভাষা শেখার আগেই সে মারা যায়। সেজন্য তার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানার সুযোগ হয়নি। লোকটা আমাদের অনেক পুরোহিতকে কুঠার দিয়ে মেরে ফেলেছিল। কারণ, ওরা ওকে যেতে দিচ্ছিল না। লড়তে লড়তে একসময় সে নিজেও মারা পড়ল।' জিকিকে ডাক দিল আসিকা, 'এদিকে এসো। মাটিতে হাত রেখে ঝুঁকে বসো এখানে।'

ঠিক একটা বিড়ালের মত লাফিয়ে জিকির পিঠে উঠল আসিকা। কথা বলতে বলতে খুলতে লাগল দ্বিতীয় সারিতে রাখা হিংস্র লোকটার মুখোশ। অন্যান্য মৃতদেহের তুলনায় ওটা বেশ ভাল অবস্থায় রয়েছে। চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। চুল-দাড়ি সব সোনালি। চওড়া ফলার এক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান যুদ্ধ-কুঠার কাঁধে শোয়ানো।

ভাইকিং! চমকে উঠল অ্যালান। এ লোক এখানে এল কী করে?

জিকির পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল আসিকা। তারপর এত দ্রুত কথা বলতে শুরু করল যে, কিছুই মাথায় ঢুকল না অ্যালানের। জিকিকে বলল আসিকার কথা অনুবাদ করে শোনাতে।

'উনি বলছেন, এখানে থাকা বাকি সব লোক স্থানীয় আদিবাসী। তবে একজন আছে, যে নাকি হলুদ দেবতাকে মোটেও পরোয়া করত না। কোনও রকম পাত্তাই দিত না ভূতদের। ভুয়া এক স্রষ্টার উপাসনা করত। তখনকার আসিকার গলা দু'ফাঁক করে দিয়েছিল সে। আসিকার অপরাধ, তিনি ওই লোকের কথা বিশ্বাস করেননি। লোকটা ছিল আরব। খুবই গোঁয়ার প্রকৃতির। ছোট বনসার কাছে বলি দেয়ার জন্য নেয়া হচ্ছিল তাকে। পুলের পানিতে ফেলে দেয়ার আগমুহূর্তে ধরে

ফেলে তাকে পুরোহিতরা। গরম গলিত স্বর্ণে ফেলে লোকটাকে মেরে ফেলা হয়। তারপর থেকে সে এখানে আছে। মারা যাওয়ার সময় খুশিতে চিৎকার করছিল লোকটা। বলছিল, তার নবীর বলা হুর-পরী ভরা স্বর্গে যাচ্ছে। হলুদ দেবতারা পূজারীদের নিয়ে যাবে নরকের আগুনে। লোকটার ভূত নাকি এখনও ফিরে আসে। ভূতের দলে ও হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ানক। মুঙ্গানাদের মারার জন্য ফিরে আসে বারবার। ...এখন চলুন। আসিকা আপনাকে ডাকছেন। অপেক্ষা জিনিসটা মোটেও পছন্দ করেন না তিনি।'

পুরো হলঘর ঘুরে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল আসিকা। ওখানে একটা স্বর্ণমূর্তি তৈরির কাজ চলছে। তৈরি অবস্থায় রাখা আছে অনেকগুলো ফাঁপা মূর্তি। একটা মূর্তি দেখিয়ে আসিকা বলল, 'এটা তোমার জন্য, ভার্নুন। আসলে তৈরি করা হয়েছিল ছোট বনসাকে নিয়ে যে পালিয়ে গেছে, তার জন্য।' স্বর্ণের আরেকটা মূর্তি বা কফিন দেখাল। একেবারেই নতুন দেখাচ্ছে কফিনটা। 'মাত্র গতবছরই মারা গেছে লোকটা।'

অ্যালানের মনে হচ্ছে, এই ভুতুড়ে ভল্টে আর কিছুক্ষণ থাকলে জ্ঞান হারাবে ও। হলঘর থেকে একরকম পালিয়েই এল সে।

বারো

'আসিকিল্যাণ্ড কেমন লাগছে, মেজর?' জানতে চাইল জিকি। একটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল হাত

দুটো দুলিয়ে বাতাস করছে নিজেকে। 'আগেই বলেছিলাম, এ বড় মজার দেশ। কিন্তু আপনি তো আমার কথা বিশ্বাসই করেননি।'

'হ্যাঁ, ভীষণ মজার। এত মজার যে, এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

'চিংড়ির পিছু ধাওয়া করে বাইম মাছ যখন ফাঁদে পড়ে, সেই ব্যাটাও তখন একই কথা বলে। কিন্তু ফ্রাইং প্যানে চামড়া পোড়ার পরই কেবল তার মুক্তি মেলে। যাকে বলে চির-মুক্তি। ...ওই যে "রাঁধুনি" আসছেন...আসিকা। খোদাকে ধন্যবাদ যে, ওঁর "সুনজর" আমার উপর পড়েনি। আমি অন্তত খ্রীষ্টান পুরুষের মত খোলা মাটিতে কবর পাব।'

'চুপ না করলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই তোমার কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব,' রেগে গিয়ে বলল অ্যালান।

'কিছু মনে করবেন না, মেজর। মনে মনে আমিও শঙ্কিত। ভাবছি, আপনাকে নিয়ে মহিলার আগ্রহ দেখলে কী করতেন মিস বারবারা।'

আসিকা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ধনভাণ্ডারে খুব গরম ছিল, তাই চলে এসেছে–সাফাই গাইল অ্যালান।

'তা-ই? মুঙ্গানাও একই কথা বলে। মৃতদের অভিভাবক ও। যখনই দরকার পড়ে, ওখানে গিয়ে রাতে ঘুমাতে হয় তাকে। তার আগে চলে যাওয়া মুঙ্গানাদের আত্মার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয় অমূল্য জ্ঞান।'

'লোকটা কি ওই ঘরে ঘুমাতে পছন্দ করে?'

'আমি যা পছন্দ করি, তা-ই পছন্দ করে মুঙ্গানা। ওর নিজের পছন্দ-অপছন্দে কিছু আসে-যায় না।' থেমে আবার বলল আসিকা, 'আমি ওকে যেখানে ঘুমাতে পাঠাই, সেখানেই ঘুমায় ও। বাদ দাও ওসব। চলো, তোমাকে ছোট বনসার থাকার জায়গাটা দেখাই। আমারটাও দেখাব। যখন খুশি দেখা করতে

এসো।' অন্ধকার আর গা ছমছমে একটা পথ ধরে ওদের এগিয়ে নিয়ে চলল আসিকা।

'জায়গাটা বানিয়েছিল কারা?' জানতে চাইল অ্যালান।

'কেউ জানে না, ভার্নুন। জায়গাটা এতই পুরনো যে, সঠিক ইতিহাস জানা নেই কারও। তবে আমার মনে হয়, কোনও একসময় আসিকিরা বিখ্যাত আর বিরাট কিছু ছিল। তারা নৌপথে পুব-পশ্চিমের নানান জনপদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এভাবেই হয়তো শ্বেতাঙ্গরা আসিকাদের মুঙ্গানা হয়েছিল। আসিকিরা এখন স্রেফ হলুদ দেবতার নামের উপর বেঁচে আছে। জনসংখ্যা খুব কম। এর কারণ মনে হয়, আগের দিনের বোকা গাধার দল সাদা মানুষদের জ্ঞানের কিছুই নিতে পারেনি। ভাবো একবার, আমার জাদুর সঙ্গে যদি তোমার জ্ঞান যুক্ত হয়, তা হলে মহান জাতি হিসেবে আসিকিদের পুনরুত্থান সম্ভব। আমাদের অনেক সোনা আছে। সাদা লোকেরা এই জিনিস খুব পছন্দ করে। সোনার জন্য হলেও এখানে আসবে তারা। এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত সবাই হলুদ দেবতার নাম জানবে আর সালাম ঠুকবে। দেবতার জন্য বলি হিসেবে পাঠাবে প্রিয় সন্তানদের। সেই দিন দূরে নয়।'

জিকিকে ডাক দিল আসিকা। 'তোমার মালিকের মুখে মুখোশটা এঁটে দাও। আমরা মহিলাদের থাকার জায়গায় পৌঁছে গেছি।'

বাধা দিল অ্যালান। রাগে মাটিতে পা ঠুকল আসিকা। বাধ্য হয়ে জঘন্য মুখোশটা আবার মাথায় গলাল সে। তারপর পিছনের একটা দরজা দিয়ে আসিকার বাড়িতে প্রবেশ করল ওরা।

বাড়ি তো নয়, রীতিমত প্রাসাদ। অনেকগুলো কামরা। তবে সবই একেবারে সাধারণ। একটা মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া আর কোথাও সোনার কারুকাজ নেই। বাসন-কোসনগুলো অবশ্য

সোনার। আসিকার থাকার ঘরে সিডার কাঠের প্যানেল করা। কালের আঁচড়ে কালো হয়ে গেছে ওগুলো। ঘরের সমস্ত আসবাব আবলুশ কাঠে তৈরি।

ঘরে আলো আসার ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। উপরন্তু বাইরের উঁচু দেয়ালের উপর ঘন জালের বেড়া বসানো। ফলে ঘরময় অন্ধকারাচ্ছন্ন, রহস্যময় আবহ। আবছায়ার ভিতর নিঃশব্দে চলাফেরা করছে অর্ধনগ্ন ভৃত্য আর পুরোহিতরা।

সমগ্র প্রাসাদ জুড়ে যেন কেঁদে ফিরছে গোপন ও অপ্রকাশিত হাজার পাপের বয়ান। ওই ঘরগুলোতে হয়তো শত-শত কিংবা হাজার বছর ধরে সংঘটিত হয়ে আসছে অসংখ্য কুটিল ও নিকৃষ্টতম অপরাধ। অপঘাতের শিকার আত্মারা যেন প্রাসাদের কোণে কোণে আর্তনাদ করে বেড়াচ্ছে। চিন্তাটা অ্যালানের আত্মা কাঁপিয়ে দিল। মৃতদের ঘরে গিয়েও এতটা বিচলিত হয়নি সে।

আসিকা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল আমার ঘর?'

'বড় বেশি অন্ধকার।'

'শুরু থেকেই অন্ধকার পছন্দ আমার আত্মার। ঘোর অমাবস্যার রাতে জন্ম বোধ হয় তার।'

এরপর ওরা ধনুকের মত বাঁকা খিলানের নীচে কারুকাজ করা বড় এক কাঠের দরজা পেরোল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে পৌঁছল ছাত ও দেয়াল দিয়ে ঘেরা উঠান মত একটা জায়গায়। এখানটা আরও বেশি অন্ধকার। শুধু ছাতের এক ফোকর দিয়ে একটুখানি আলো আসছে। ঠিক সেই ঘরটার মত, যেখানে আসিকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

আলোটা পড়ছে স্বর্ণনির্মিত একটা স্ট্যাণ্ডের উপর। জিনিসটা মেসার্স এইলওয়ার্ড অ্যাণ্ড হ্যাসওয়েলের অফিসে থাকা স্ট্যাণ্ডটার কথা মনে করিয়ে দিল অ্যালানকে, যদিও ওই জিনিস সম্পূর্ণ ভিন্ন

বস্তু দিয়ে তৈরি। স্ট্যাণ্ডের উপরে রাখা কদর্য চেহারার ছোট বনসার মূর্তি বা মুখোশ। সেই আদ্যিকাল থেকে ওটার মুখে লেগে আছে কুটিল, কুৎসিত হাসি।

মূর্তিটাকে পাহারা দিচ্ছে বর্শাধারী একদল পুরোহিত। আসিকার সঙ্গে ওটার কাছে এগিয়ে গেল অ্যালান। ওদেরকে বাউ করল প্রহরীরা। বিস্মিত হয়ে আসিকার দিকে তাকাল অ্যালান। উত্তরে সে কেবল হাসল। একটু সামনেই বড়সড় এক বেসিন। খালি। ওটার দিকে এগিয়ে গেল অ্যালান। বেসিনের অপর পাড়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরে একটা মঞ্চ। মঞ্চের মেঝেতে ইঞ্চিখানেক গভীর দুটো ছোট্ট গর্ত দেখা যাচ্ছে। সুদীর্ঘকাল ধরে হাঁটুর ঘষায় তৈরি হয়েছে গর্ত দুটো। বেসিনের পাড়ে অজস্র কাটা দাগ। যেন অসংখ্যবার ওখানে তলোয়ারের কোপ পড়েছে। নিখাদ ধাতুয় গড়া বেসিনের পাড়ে গভীরভাবে বসে গেছে দাগগুলো।

বেসিনের প্রতি অ্যালানের আগ্রহ দেখে আসিকা এগিয়ে এল। জিকির মাধ্যমে বেসিন সম্বন্ধে নানান তথ্য দিল সে। ওটা একটা স্বর্গীয় বস্তু। যারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে চায়, তারা ছোট বনসাকে এখানে ভাসিয়ে দেয়। ছোট বনসার নড়াচড়া দেখে বুঝে নেয় যা বোঝার।

বেসিনটায় পানি আসার কোনও পথ দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যালান, 'এটায় পানি আসে কোত্থেকে?'

কুটিল চাপা হাসি হাসল আসিকা। 'মানুষের হৃৎপিণ্ড থেকে। ওই যে দাগগুলো দেখছ...ওগুলো সব তলোয়ারের কোপের দাগ। প্রতিটা দাগ এক-একজন মানুষের প্রাণনাশের চিহ্ন।' অ্যালানের চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখে বলল, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। এতদিন ধরে অভুক্ত থাকার পর ছোট বনসা নিশ্চয়ই ভীষণ তৃষ্ণার্ত। এই, তোমরা দু'জন এদিকে এসো,' দুই ভৃত্যকে হুকুম করল আসিকা। তৃতীয় একজনকে বলল কুঠারসহ জল্লাদ ডেকে

নিয়ে আসতে।

প্রচণ্ড ভয়ে কালো লোক দুটোর চেহারা মুহূর্তেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু পালাবার বা বাধা দেয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না কেউ। একজন কাঁপতে কাঁপতে উঁচু মঞ্চটায় উঠে বাড়িয়ে দিল নিজের গলা। দ্বিতীয়জন কোনও কথা না বলে পায়ে পড়ল। মুক্তি নয়, বরং আসিকার আশীর্বাদ চেয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে।

পাশের একটা দরজা খুলে অ্যালানদের সামনে এসে দাঁড়াল হিংস্র চেহারার এক বিশালদেহী লোক। স্রেফ নেংটির মত করে জড়ানো সিংহের চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই গায়ে। হাতে আধা-কুড়াল আধা-তলোয়ার ধরনের একটা অস্ত্র। বলিদানের খড়্গ।

অনুমোদনের জন্য আসিকার দিকে তাকিয়ে রইল জল্লাদ। আসিকা হালকা একটা বাউ করে সম্মতি দিতেই লাফিয়ে চলে গেল সে বলির বেদির সামনে। তুলে ধরল খাঁড়া।

সংবিৎ ফিরে পেল অ্যালান। বুঝতে পারল, কী হতে যাচ্ছে। প্রথমে ও ভেবেছিল, স্রেফ মক-শো এটা। ওকে দেখানোর জন্য। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, অভিনয় নয়, সত্যি-সত্যিই একটা খুন হতে যাচ্ছে।

'থামো,' ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠল অ্যালান। আসিকিদের ভাষায় কথাটা কী হবে, ভুলে গিয়েছিল ও।

ওর চিৎকার শুনে মাঝপথে খড়্গ থামিয়ে ফেলল জল্লাদ। অবাক হয়ে মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল 'বলি'। ধুপ করে হাঁটু গেড়ে বসে ঝড়ের গতিতে প্রার্থনা শুরু করল জিকি। গড, যিশু বা মাতা মেরির কাছে নয়, প্রার্থনা করছে ছোট বনসার কাছে। একটু হেসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আসিকা।

অ্যালান বুঝতে পারল, ওর কথার গুরুত্ব দিচ্ছে না কেউ।

আবার খড়গ তুলতে শুরু করল জল্লাদ। উপায়ান্তর না দেখে তাকে আক্রমণ করল অ্যালান। এক লাফে বেসিনটা পেরিয়ে গেল ও। তারপর গায়ের জোরে ঘুষি মারল লোকটার চোয়ালে। কয়েক হাত উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল বিশালদেহী মাটির উপর। আগে পড়ল মাথাটা। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল বদমাশটা। নয়তো অজ্ঞান। দীর্ঘ সময়ের জন্য।

দৃশ্যটা দেখে হাসিতে ভেঙে পড়ল আসিকা। হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, অ্যালানের এই পাগলামির কারণ কী। জবাবে অ্যালান বলল, বিনা কারণে দুটো নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

খুবই আশ্চর্য হয়ে বলল আসিকা, 'কেন মরবে না? ওরা ছোট বনসার পুরোহিত। আর আমি দেবীর কণ্ঠস্বর। আমি চাইলে ওদের মরতেই হবে। অবশ্য দেবী অনেক দিন তোমার সঙ্গে ছিলেন। তুমি হয়তো তাঁর অনেক কথা জানো। ঠিক আছে, তুমি চাইলে ওরা বেঁচে যাবে। নাকি অন্য কাউকে তোমার পছন্দ?' জিকির দিকে ইশারা করল সে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অ্যালানের দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে কেঁদে পড়ল জিকি, 'খোদা! মেজর, ওঁকে বলুন, বলির জন্য মোটেও উপযুক্ত নই আমি। বলুন যে, আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু হচ্ছেন হলুদ দেবতা। আমার গলা কাটা পড়লে রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠবেন ওঁরা...

'আমি কোনও বলি চাই না,' অ্যালান বলল, 'এমনকী কোনও মানুষের রক্তপাত দেখতে চাই না। এটা আমার জন্য অরুন্দা। মনুষ্যরক্তের দিকে তাকানো আমার জন্য নিষিদ্ধ। তুমি যদি বাধ্য করো, তা হলে আমি সবসময় তোমাকে ঘৃণা করব।'

আসিকার পিছনে থাকা জিকি প্রার্থনার ফাঁকে বলল, 'দারুণ বলেছেন, মেজর। চালিয়ে যান। আমি মারা পড়লে আসিকিল্যাণ্ড

নামের এই কালো গুহা থেকে কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল আসিকা, 'তোমার যা ইচ্ছা। আমি তোমার ঘৃণার পাত্রী হতে চাই না। যা যা দেখা তোমার জন্য নিষিদ্ধ, চাই না তা দেখাতে। যদিও ভোজ আর নানারকম অনুষ্ঠানে থাকতেই হবে তোমার। চেষ্টা করব, যাতে তোমার উপস্থিতিতে কাউকে বলি দেয়া না হয়। তোমার ভৃত্য এই কুকুরটাও যাতে মারা না পড়ে, সেটাও দেখব।' জিকির দিকে এক পলক তাকাল সে, 'মনে হচ্ছে, দেবতার কাছে নিজের প্রাণ উপহার দেয়ার মহত্ত্ব ওর জন্য নয়।'

কথাটা শুনে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল জিকি। ও জানে, আসিকার ডিক্রি ভাঙার নয়। বলল, প্রাণনাশের ভয়ে বসে পড়েনি ও। আসলে ওর মৃত্যু ছোট বনসার পছন্দ নয়। এ বিষয়ে ও পুরোপুরি নিশ্চিত।

জিকির কথায় কান দিল না আসিকা। ছোট বনসাকে হালকা একটু বাউ করে ফিরে চলল। অ্যালানকে ইশারা করল তার সঙ্গ নিতে। আসিকা চলে গেলে পরে দুই পুরোহিত বলির বেদি থেকে মাথা তুলল। দু'জনের চোখ থেকেই কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। একজন গিয়ে অ্যালান যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানকার মাটিতে চুমু খেতে লাগল। চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটার নাম জিজ্ঞেস করল জিকি। মনে আশা, তথ্যটা হয়তো একদিন কাজে লাগবে।

ওদিকে আসিকার পিছন পিছন এগিয়ে চলেছে অ্যালান। একটা সুইং ডোরের মত দরজা ঠেলে ঢুকল অন্য এক প্যাসেজে। দু'কদম সামনে বেড়েই দেখে, আসিকা গায়েব। তার বদলে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে অন্য এক পুরোহিত। অ্যালানকে জানাল সে, আসিকা নিজের ঘরে চলে গেছে। অ্যালানের সঙ্গে বিকেল

বেলা দেখা করবে সে। একবার বাউ করে অ্যালানকে ফিরতি পথ দেখাল লোকটা।

ঘরে ফিরতে ফিরতে দুপুর। এবার খাবার নিয়ে এল কয়েকজন পুরুষ ভৃত্য। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জিকিকে ধরল অ্যালান।

'আচ্ছা, জিকি, তুমি তো এ দেশে জন্মেছ, বড় হয়েছ, সত্যি করে বলো তো, আত্মার ব্যাপারটা কী? শুরু থেকেই আসিকার আত্মা এখানে আছে মানে?'

'মানে হচ্ছে, মেজর, এক আসিকা মারা যাওয়ার পর তাঁর আত্মা আরেকজনের ভিতর ঢুকে পড়ে। পুরোহিতরা তখন তাঁকে খুঁজে বের করে বিভিন্ন চিহ্ন দেখে। আসিকারা সবসময় তরুণী অবস্থায় মারা যান। তাঁদের কখনও বয়স্ক হতে দেয়া হয় না। তবে কীভাবে মারা যান, কোথায় শেষকৃত্য হয়, সেটা পুরোহিত ছাড়া আর কেউ জানে না। কখনও কখনও আসিকা পিছনে রেখে যান একটা কন্যা সন্তান। সেই মেয়েই হন পরবর্তী আসিকা। মেয়ের বদলে ছেলে হলে সেই সন্তানকে মেরে ফেলা হয়। এখনকার আসিকা আগের আসিকার মেয়ে। তিনি আপনার রেভারেণ্ড চাচাকে পছন্দ করতেন, হয়তো তাঁর সঙ্গে প্রেমও করেছেন। আসিকারা বিয়ে করেন না, এ গল্প মিথ্যা। অন্য গল্পগুলোও মিথ্যার বেসাতি ছাড়া কিছু নয়। আসিকারা প্রায়ই বিয়ে করেন।'

'কিন্তু আত্মার বারবার ফিরে আসার ব্যাপারটা কী?'

'কিছুই না। স্রেফ মিথ্যা কথা। পুরোহিতরাই হয়তো তাঁকে পুরানো দিনের ইতিহাস শিখিয়ে দেয়। তবে এটা ঠিক যে, আসিকা বিরাট ওঝা। এমন অনেক কিছু তিনি জানেন, যার সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কীভাবে জানেন, বলতে পারব না। এই আসিকা বড়ই অদ্ভুত চরিত্র, মেজর।'

'ঠিকই বলেছ। আসলেই। এখন আসল কথা বলো। আমার কাছে ও কী চায়?'

'ওহ, মেজর, এটা তো খুব সাধারণ ব্যাপার। কালো পুরুষ পেতে পেতে তিনি ক্লান্ত। এখন স্বাদ পরিবর্তন করতে চাইছেন। মানে, বিয়ে করতে চান আপনাকে। বর্তমান মুঙ্গানা মারা যাওয়ার আগে তা পারবেন না বটে। তবে শিগগিরি মরছে মুঙ্গানা। আসিকা নিজে মারবেন না, কিন্তু ওকে এমন করে তুলবেন যে, ভিতরে ভিতরে ধ্বংস হয়ে যাবে লোকটা। আসিকা ওকে বাধ্য করবেন মমিগুলোর সঙ্গে থাকতে। ওভাবেই থাকবে সে, যতদিন না জেগে জেগেই আবোল-তাবোল দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এক পর্যায়ে পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করবে। তারপর আপনাকে বিয়ে করবেন আসিকা। ততদিন পর্যন্ত আপনি নিরাপদ। ততদিন পর্যন্ত আপনার সঙ্গে স্রেফ কথা বলবেন তিনি। আর কিছু করবেন না।'

'আচ্ছা! তা মুঙ্গানা কতদিন বাঁচবে বলে তোমার ধারণা?'

'খুব সম্ভব দুই থেকে তিন মাস। এর বেশি না। আজ সকালেই মুঙ্গানার চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখেছি। মনে হয়, এখনি সে জেগে জেগে সাপ দেখতে শুরু করেছে। সে ক্ষেত্রে মনে হয় না দুই মাসের বেশি বাঁচবে।'

'বেশ। এবার আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আগামী দু'মাসের মধ্যেই আমাদেরকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আর বের করতে হবে তোমাকেই। নইলে ওই মহিলা ছলে-বলে-কৌশলে বিয়ে করতে বাধ্য করবে আমাকে। সন্দেহ নেই, জল্লাদ এখানে ওই একজনই নয়।'

'বোকার মত কথা বলবেন না, মেজর। বোকাদের ঘৃণা করে জিকি। আপনি ভাল করেই জানেন, এ দেশ আমার মত একজন "অতি-খ্রীষ্টানের" উপযুক্ত জায়গা না। আমি এখানে এসেছি

কেবল আপনার জন্য। আপনি আর আমি—দু'জনই একই গ্যাঁড়াকলে পড়েছি। আমি যদি মরি, তা হলে আপনিও মরবেন, মেজর। মিস বারবারার কথা না হয় না-ই বললাম। হ্যাঁ, যদি পারি, অবশ্যই আমি এ দেশ থেকে বের করব আপনাকে। তবে সোনাগুলো ফেলে যেতে চাই না। এগুলো নিয়ে যাব আমরা। ততদিন আপনি আপনার খেলা খেলতে থাকুন।'

'খেলা! কোন্ খেলা?'

'কেন, মেজর, আসিকার সাথে! যদি তিনি শ্বাস ফেলেন, আপনিও ফেলবেন। আপনার চোখে তাকালে আপনিও তাকাবেন। আপনার হাত ধরলে আপনিও ধরবেন। আপনাকে চুমু খেলে আপনিও খাবেন।'

'অমন কিছু করার আগে ফাঁস পড়ব গলায়।'

'অমনটা করতেই হবে, মেজর। নয়তো কখনওই আসিকিল্যাণ্ড থেকে বেরোতে পারবেন না। আর কী-ই বা আসে-যায় তাতে। মিস বারবারা তো কিছু জানতে পারছেন না। আমিও কাউকে কিছু বলতে যাব না। তা ছাড়া মুঙ্গানা মারা যাওয়ার আগে তো আর আসিকা আপনাকে বিয়ে করার সুযোগ পাচ্ছেন না। স্রেফ একটা কাজ বা সময় কাটানো বলে মনে করুন এটাকে। তা হলেই সব সহজ হয়ে যাবে। বরঞ্চ আপনি ওঁকে দূরে ঠেলে দিলেই সবকিছু কঠিন হয়ে যাবে। কাছে থাকুন। কাছাকাছি রাখুন। ওঁকে সুন্দর বললে তো কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না।'

জিকির কথার ধরনে হা-হা করে উঠল অ্যালান। 'কিন্তু মুঙ্গানার ব্যাপারে কী করব?'

'কী আর করবেন! ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে ওর। চেষ্টা করব ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, ওকে বোঝাতে। মানবে কি না, জানি না। ওর ব্যাপারে আসলে কিছুই বলার নেই। দু'মাসের মধ্যেই মমিতে পরিণত হবে ও।

'এখন আমি মাকে দেখতে যাব। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সে এখনও বেঁচে আছে। বনসার ঘরের সঙ্গেই থাকে। হাত টানের অভ্যাস আছে। সেজন্য অনেক আগেই সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ভাবছি, নিজে না গিয়ে খবর পাঠাব কি না কাউকে দিয়ে। বিশ্বাস করবে তো? চুরি করা সমস্ত জিনিসের দাম চুকিয়ে না দেয়া পর্যন্ত প্রহরীরা কি মাকে বেরোতে দেবে?'

তেরো

ছোট বনসার ফিরে আসা উপলক্ষে মহা ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। রাতটা ভরা পূর্ণিমার। অ্যালান বসে আছে ওর ঘরে। অপেক্ষা করছে অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য ওর ডাক আসার অপেক্ষায়। শুনতে পাচ্ছে মরণ-ঢাকের গম্ভীর দ্রিম দ্রিম আওয়াজ। এই বিশেষ বাদ্যটার কথা ইংল্যাণ্ডে থাকতেই বলেছিল জিকি। ঢাকের আওয়াজ এতই গম্ভীর আর জোরাল যে, জলপ্রপাতের বজ্রসম আওয়াজ সত্ত্বেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ক'দিনের বিশ্রামে অ্যালানের স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। কিন্তু মানসিক জোর পুরোপুরি ফিরেছে, তা বলা যাবে না। ওর মনের অবস্থা এত খারাপ যে, যখন কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল, তখনও এতটা ভেঙে পড়েনি। এমনকী লণ্ডনে থাকতে প্রত্যেক সকালে যখন শঙ্কা নিয়ে ঘুম থেকে জাগত—এই বুঝি সবাই ওকে প্রতারক বলতে শুরু করল, তখনও নয়।

একরকম বন্দিই ওরা। মুখোশ পরা অবস্থায় অভিনয় করে

যেতে হচ্ছে ওকে ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্কের ভূমিকায়। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যেটা—পালানোর কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না।

তার উপর আরেকটা ভয়ানক সত্য নিজের কাছ থেকে আড়াল করতে পারছে না ও। অ্যালানের প্রেমে পড়ে গেছে আসিকা। মহিলা ধরেই নিয়েছে যে, সে-ই হবে ওর পরবর্তী স্বামী। কিন্তু অ্যালান তাকে সহ্যই করতে পারছে না। মেয়েটার দৃষ্টি, শয়তানী মাখা সৌন্দর্য—কিছুই না। এদিকে এ থেকে মুক্তিরও উপায় দেখছে না কোনও। কিছু বলতে বা বাধা দিতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। রাতে ঘুমানোর সময়টুকু বাদ দিলে পুরোটা সময় অ্যালানকে নিজের সঙ্গে রাখছে আসিকা। এমনকী রাতেও গোপন পথ দিয়ে অ্যালানের ঘরে আসে সে। প্রদীপের মলিন আলোয় একভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সাপের মত চাউনি। যেন শিকারকে ছোবল দেয়ার আগে সম্মোহন করছে। তবে অ্যালান ভুলেও কখনও বুঝতে দেয়নি, পাপড়ির ফাঁক দিয়ে ও সব দেখছে বা বুঝতে পারছে। ঘুমিয়ে পড়লেও আসিকার উপস্থিতি টের পায় ও। যদি না-ও পায়, একের পর এক জিকির বিকট হাঁচিতে ঘুম চটে যায়। আসিকার শরীরের সৌরভ নাকে ঢুকলেই হাঁচতে আরম্ভ করে জিকি।

আসিকার উপস্থিতি অ্যালান টের পায় বেড়ালের মত মৃদু পদশব্দ থেকে। রোবের খসখসে আওয়াজে। মেঝেতে কাপড়ের ঘষায়। ব্রেস্টপ্লেটের মৃদু টুং-টাং শব্দে।

বুভুক্ষু দৃষ্টিতে অ্যালানের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। লম্বা সময় ধরে। এমনকী ওর যে টুকিটাকি দুয়েকটা সম্বল, সেগুলোর দিকেও একইভাবে চেয়ে থাকে। একসময় গোপন দরজা দিয়ে গায়েব হয়ে যায়। দরজাটা যে কোথায়, আজও তা আবিষ্কার করতে পারেনি অ্যালান। সদর দরজা দিয়ে কখনও আসে না

আসিকা। অ্যালান এখন ভাবতে শুরু করেছে, ও হয়তো দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার। এ বিষয়ে ওর সঙ্গে একমত নয় জিকি। সে নিশ্চিত, আসিকা অবশ্যই আসে। ওকে ডিঙিয়ে যাবার সময় মহিলার চুলে মাখা সুগন্ধির ঘ্রাণ পায় জিকি। তবে ওর ধারণা, জাদুর মাধ্যমে আসে আসিকা।

'ওই জাদুটা জানলে ভাল হত,' বক্তব্য অ্যালানের, 'মুহূর্তে এখান থেকে হাওয়া হয়ে যেতাম।'

পুরো দিনটাই অ্যালানকে কাটাতে হয় আসিকার সঙ্গে। হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হয় মহিলার। প্রশ্নগুলো অ্যালানের অতীত নিয়ে, ওর ভ্রমণ করা দেশ নিয়ে, বিশেষ করে ওর দেখা বা পরিচিত মেয়েদের নিয়ে। আসিকাকে বলে ও, ওর দেখা কোনও মেয়েই মহিলার অর্ধেক সুন্দরী নয়। কথাটা আসলেও সত্যি। শুনে খুব খুশি হয় আসিকা। অন্যদের থেকে সে যতই আলাদা হোক, মেয়ে তো! সব মেয়েই নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে।

আসিকার হাসি-ঠাট্টার মুড দেখে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একদিন বলেছিল অ্যালান, নিজের দেশে ফিরতে চায় সে। ব্যস, আর যায় কোথায়! প্রচণ্ড রাগে চেহারা সাদা হয়ে গেল আসিকার। বলল, 'আমায় ছেড়ে যেতে চাও তুমি? জেনে রাখো, ভার্নুন, এমন কিছু ঘটার আগে তোমার মৃত্যু ঘটবে। সঙ্গে মরব আমিও। তারপর আবার আমরা একসঙ্গে জন্ম নেব, যাতে কেউ আমাদের আলাদা করতে না পারে।' কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল অ্যালানকে। কপালে চুমু খেল। তারপর ওকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'অভিশাপ পড়ুক বদমাশ পুরোহিতদের উপর। ওদের কারণেই আমাদেরকে এত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। মুঙ্গানার উপরও অভিশাপ পড়ুক। না ব্যাটা মরছে, না ওকে খুন করা যাচ্ছে! আর দুই মাস, ভার্নুন, মাত্র দুই মাস... সেদিনের মত

চলে গেল আসিকা।

'ওরে সর্বনাশ!' বলে উঠল জিকি। সেদিন শুরু থেকেই পুরো ঘটনা দেখেছে ও। 'আসিকার আবেগটা তো দারুণ সত্যি মনে হলো। মিসেস জিকি বা আর কোনও মহিলা কখনও জিকিকে চুমু খায়নি এভাবে। দারুণ, মেজর! আপনি মুঙ্গানা হলে অনেকদিন পর্যন্ত আপনাকে জীবিত রাখবেন তিনি। কমপক্ষে পাঁচ বছর তো বটেই। যদি না আর কোনও সাদা মানুষ এদিকে আসে। এলেও সেটা আপনার জন্য খারাপ হবে না। কারণ, তখন আপনার প্রতি ওঁর আর কোনও আগ্রহ থাকবে না। কিন্তু ততদিনে আপনি এখানকার সর্দার হয়ে যাবেন। ফলে সহজেই পালাতে পারব আমরা। ...মিস বারবারা ভাল মানুষ। তিনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না। তা ছাড়া যখন দেখবেন, আপনি এত্ত-এত্ত টাকা নিয়ে ফিরে এসেছেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন তিনি। বলবেন—*সাহসী পুরুষ। অসভ্যদের দেশ থেকে পালাতে পেরেছ, তাতেই আমি খুশি।* তবে, মেজর, আমাকে কিন্তু সোনাদানার দশ পার্সেন্ট দিতে হবে। আমি না থাকলে তো এখানে আসতে পারতেন না...'

অ্যালানের অবস্থা তখন এমন যে, হাসতে বা কোনও মন্তব্য করতে পারেনি। স্রেফ নির্বাক হয়ে বসে ছিল। পরিস্থিতি সামনে আরও খারাপ ছাড়া ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মরণ-ঢাকের স্বাভাবিক আওয়াজ বদলে গেছে। বেজে উঠেছে বন্য এক সুর। ঘরের দরজাটা বিস্ফোরিত হলো যেন। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পুরোহিতদের ব্যাণ্ড পার্টি। লোকগুলোর পরনে পোশাক নেই বললেই চলে। সারা গা কদাকারভাবে রঙ করা। সবার মুখেই কুৎসিত মুখোশ। কিছু লোক ছোট ড্রাম পেটাচ্ছে। কয়েকজনের হাতে স্থানীয় হর্ন। আরেক দল বাজাচ্ছে সিমবাল (ধাতুর তৈরি প্লেট-সদৃশ এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। সাধারণত এক

জোড়া প্লেট পরস্পরের গায়ে আঘাত করে বা কাঠি দিয়ে এর উপর আঘাত করে সুর তৈরি করা হয়।)। একজন ব্যাণ্ডমাস্টারের অধীনে শব্দদূষণ করছে ওরা। দলের অগ্রভাগে বিশালদেহী মুঙ্গানা।

'মেজর,' বলল জিকি, 'ওরা এসেছে বনসা পূজার অনুষ্ঠানে আমাদের নিয়ে যেতে। অনুষ্ঠানটা চার্চের প্রার্থনার মত বিরক্তিকর না। চার্চের মত ওতে আপনার ঘুম আসবে না। শুধুই দেবতাকে দেখবেন। সারমনের ঝামেলা নেই।'

ইউরোপীয় পোশাকের উপর লিনেনের তৈরি স্থানীয় রোব চাপিয়েছে অ্যালান। মুখোশটা তো আছেই। উঠে দাঁড়িয়ে মুঙ্গানাকে বাউ করল। প্রত্যুত্তরে ঘৃণাভরা দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল লোকটা। জিকিকে নিয়ে পুরোহিত দলের সঙ্গে এগিয়ে চলল অ্যালান। অনেকগুলো দরজা আর করিডরের গোলকধাঁধা পার হলো। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে মোড় নিয়ে হাজির হলো শেষে একটা পার্শ্ব-দরজার সামনে। ওটা পেরোতেই ওদের সামনে উন্মোচিত হলো অসম্ভব সুন্দর এক দৃশ্য।

স্বচ্ছ কালো পানির শান্ত এক লেক। চওড়ায় আশি ফিটের মত। পাড়ে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে চকচকে একটা পাথরের মঞ্চের উপর আসীন আসিকা। দূর থেকে চেনা যাচ্ছে তাকে চকচকে ব্রেস্টপ্লেট আর অন্যান্য অনুষঙ্গ দেখে। তবে ভয়ঙ্কর সুন্দর চেহারাটা লুকানো ছোট বনসার মুখোশের আড়ালে। আশপাশে শ'খানেক নারী-পুরুষ। সবার পরনে নরকের প্রেতের মত পোশাক। সঙ্গে ম্যাচ করা মুখোশ। কারও কারও মুখোশ আধা-মানুষ আধা-দানবের মত। কারও আবার জন্তুর মত। মুখোশের মাথায় বসানো শিং। পোশাকও পশুর চামড়া দিয়ে বানানো। তাতে লেজও রয়েছে। কিছু পুরানো চার্চে সঙ্গী-সাথীসহ শয়তানের অধিবেশনের (Doom picture) ছবি দেখা যায়।

আসিকার সভাস্থলটাকেও সেরকম কল্পনা করা যেতে পারে।

হ্রদের দূরবর্তী প্রান্তে অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত জায়গা। অনেক বড়। চাঁদের আলোয় সঠিক আয়তন অনুমান করতে পারল না অ্যালান। ওখানে সম্ভবত জড়ো হয়েছে আসিকিল্যাণ্ডের সমস্ত অধিবাসী। সংখ্যায় কয়েক হাজার তো হবেই। পরনে পশ্চিম আফ্রিকানদের সাধারণ পোশাক। কারও পরনে লিনেনের আলখেল্লা।

অ্যালানের কনুইয়ে হালকা খোঁচা দিল জিকি। লেকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। লেকে ভেসে রয়েছে বিশালাকৃতি এক স্বর্ণের মাথা। সাধারণ আকৃতির মানুষের মাথার চেয়ে অন্তত বিশ গুণ বড়। জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আকাশের দিকে নিবদ্ধ। জিনিসটা দেখতে যেমন অদ্ভুত, তেমনি ভয়ানক কুৎসিত। মানুষ, মাছ আর জন্তুর মিশেলে গড়া। মানুষের মত মুখ-দাঁত, মাছের মত চোখ আর নাসারন্ধ্র, আর জন্তুসুলভ হিংস্র ভাব ফুটে আছে চেহারায়।

'বড় বনসা,' বলল জিকি। 'সেই ছোটবেলায় দেখেছিলাম। এখনও তেমনই আছেন। হাজার বছর ধরে এখানেই আছেন বনসা।'

মুঙ্গানা আর তার বাদকদলের সঙ্গে জিকিকে নিয়ে এগিয়ে চলল অ্যালান। আসিকার মঞ্চ পর্যন্ত গেল সবাই। অ্যালান খেয়াল করল, মঞ্চে আরও দুটো খালি চেয়ার রয়েছে। অ্যালানকে ওদিকে এগিয়ে যেতে ইশারা করল মুঙ্গানা। অ্যালানের সঙ্গে এগোতে যাচ্ছিল জিকিও। সঙ্গে সঙ্গে জিকির মুখের উপর প্রচণ্ড থাবা পড়ল।

মুখোশের চোখের ফুটো দিয়ে অ্যালানকে মঞ্চে উঠতে দেখল আসিকা। ঘটনাটা ওর চোখ এড়ায়নি। রাগত স্বরে বলল, 'মুঙ্গানা, আমার অতিথির ভৃত্যকে আঘাত করতে কে বলেছে তোমাকে? ওকে আসতে দাও। আমাদের পিছনে দাঁড়াবে। আমাদের কথা

অনুবাদ করে শোনাবে অতিথিকে।'

প্রতিবাদ করার সাহস হলো না লোকটার। মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল। তারপর একসঙ্গে মঞ্চের দিকে পা বাড়াল সে, অ্যালান আর জিকি। ওদের সঙ্গে আসা পুরোহিত আর বাদকদল রয়ে গেল নীচে।

'এসো, ভার্নুন,' স্বাগত জানিয়ে বলল আসিকা। 'আমার বাঁ পাশে বসো।' একটু বেশি আন্তরিক শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠটা। অন্যদিনের তুলনায় অনেক উষ্ণ।

আসিকাকে একবার বাউ করে ওর দেখিয়ে দেয়া আসনে গিয়ে বসল অ্যালান। আসিকার স্বামী বসল ডান দিকের আসনে। পিছনে গিয়ে দাঁড়াল জিকি। সবাইকে ছাড়িয়ে গেল ওর মাথা।

'আজ আমার প্রজাদের জন্য আনন্দের দিন,' বলল আসিকা, 'উৎসব আয়োজন করা হয়েছে ছোট বনসার ফিরে আসা উপলক্ষে। বহু বছর ধরে এ দেশে এমন উদ্‌যাপন হয়নি।'

'কী হতে যাচ্ছে, আসিকা?' অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্ন করল অ্যালান। 'তুমি তো জানো, কোনও রক্তপাতের স্বাক্ষী হতে পারব না আমি।'

'জানি। কিন্তু বলি তো দিতেই হবে। দেবতাকে তুষ্ট করার এটাই প্রচলিত নিয়ম। না হলে রুষ্ট হবেন দেবতা। চিন্তা কোরো না। ওসব তোমার দেখতে হবে না। তোমার খুশিই আমার খুশি।'

মঞ্চের আশপাশে তাকাল অ্যালান। অদূরেই দেখতে পেল হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা ওগুলাদের। ফেহনিও রয়েছে সেই দলে। কদাকার সাজে সজ্জিত একদল বর্শাধারী পুরোহিত পাহারা দিচ্ছে ওদের।

জিকিকে বলল অ্যালান, 'জিজ্ঞেস করো, কেন ওদেরকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

ওগুলাদের ভাষায় জিজ্ঞেস করল জিকি। জবাবে অ্যালানের

উদ্দেশে কেঁদে পড়ল ফেহনি। বলল, বলি দেয়ার জন্য।

আসিকাকে জিজ্ঞেস করল অ্যালান, ওদের অপরাধ কী।

'কারণ, আমি জানতে পেরেছি, এ দেশে আসার পথে ওই মানুষখেকো শয়তানগুলো তোমার উপর আক্রমণ করেছিল। ছোট বনসা হস্তক্ষেপ না করলে মারাই পড়তে হয়তো। সেজন্যেই—'

'কোনও দরকার নেই। পরে ওরা আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। আমি অনুরোধ করছি, আসিকা, ওদের ছেড়ে দাও। নিজেদের দেশে ফিরে যেতে দাও।'

'না,' শীতল গলায় বলল আসিকা। 'তা হবার নয়। এ দেশে একবার ঢুকেছে—ঢুকেছে। বেরোতে পারবে না। আমৃত্যু ওদের এখানেই থাকতে হবে। বেশ, ওদের জীবন এখন তোমার। চাইলে মেরে ফেলতে পারো, নয়তো গোলাম হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে পারো। তোমার ইচ্ছা।' পাহারারত পুরোহিতদের কিছু একটা হুকুম করল আসিকা। সঙ্গে সঙ্গে বন্দিদের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। নিয়ে আসা হলো মঞ্চের পিছনে। কৃতজ্ঞ ওগুলারা দোয়া করতে লাগল অ্যালানের জন্য।

অদ্ভুত এক নাচের মাধ্যমে শুরু হলো অনুষ্ঠান। নাচ দেখে অ্যালানের মনে হলো, নরক থেকে উদ্ভব এই জিনিসের। মঞ্চ আর লেকের মাঝখানের খোলা জায়গাটায় বাজনা সহকারে উদ্দাম জংলি নাচ নাচছে একদল নারী-পুরুষ। বেশির ভাগই জন্তু-জানোয়ারের সাজ নিয়েছে। যে যে-জন্তুর সাজ নিয়েছে, সে সেই জন্তুর ডাক নকল করছে। কেউ কেউ প্রায় উলঙ্গ। কেউ পুরো। ঢাক আর শিঙ্গার সঙ্গে চলছে নাচ। দুনিয়ায় যত কুটিল আর কুৎসিত ব্যাপার রয়েছে, সবই যেন প্রতিফলিত হচ্ছে ওই নাচের মধ্যে। উন্মাদের মত নেচেই চলেছে ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকের তাল প্রভাবিত করে ফেলল লেকের পাড়ে দাঁড়ানো হাজারও জনতাকে। তারাও শুরু করল তাণ্ডব

নৃত্য। আসিকাকেও গ্রাস করল উন্মাদনা। মুঙ্গানাকে নিয়ে উন্মাতাল নাচ শুরু করল সে-ও। এমনকী জিকিও চিৎকার শুরু করেছে। নিশ্চুপ কেবল অ্যালান আর ওগুলারা।

একটু পরে মুঙ্গানাকে ছেড়ে অ্যালানের কাছে চলে এল আসিকা। নাচের সঙ্গী হিসেবে চাইছে ওকে। কিন্তু অ্যালান চেয়ার ছেড়ে উঠল না। হতাশ আসিকা আবার ফিরে গেল মুঙ্গানার কাছে। ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছে ঢাকের বাজনা, সেই তালে উন্মত্ত পড়ছে নাচিয়েরা। চলল বেশ কিছুক্ষণ। একসময় ক্লান্ত হতে শুরু করল লোকগুলো। ক্লান্তি দূর করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল লেকের পানিতে। হালকা স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দিল নিজেদের, কেউ আবার ডুব দিল পানিতে। নাটকের শেষ দৃশ্যের মঞ্চায়ন হচ্ছে।

কিন্তু আসল নাটক তখনও শুরুই হয়নি।

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আসিকা। উঁচু করল দুই হাত। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উপুড় হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আসিকা আবার একবার হাত না তোলা পর্যন্ত ওভাবেই নীরবে পড়ে রইল ওরা। মৃতবৎ। মাটি থেকে উঠে দাঁড়ানোর পরও কারও মুখে টুঁ শব্দ নেই। শুধু দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

কথা বলে উঠল আসিকা। বলা উচিত, চিৎকার করে উঠল। 'আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন ছোট বনসা। নিয়ে এসেছেন সাদা মানুষটিকে, যাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।'

উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি আপনার মাথায়। বলি হোক! দেবীর নামে বলি দেয়া হোক সাদা মানুষকে!'

'না!' চিৎকার করল আসিকা, 'সাদা মানুষ কেবল আমার। পরবর্তী মুঙ্গানা হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করছি আমি।'

'ওহ!' প্রতিক্রিয়া হলো। 'নতুন মুঙ্গানা! স্বাগতম! স্বাগতম! বিদায়, পুরানো মুঙ্গানা! বিয়ের ভোজ কবে?'

পুরানো মুঙ্গানার দিকে তাকাল আসিকা। লোকটাকে হতোদ্যম দেখাচ্ছে। 'বলো, মুঙ্গানা, কবে তুমি চির-বিদায় নিতে চাও।'

ভারাক্রান্ত মুঙ্গানা রীতিমত গর্জে উঠল, 'আজ থেকে দুই পূর্ণিমা পরে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আমিই তোমার মালিক। যদি এ কথা ভুলে যাও, তা হলে প্রাচীন আইন অনুযায়ী তোমার মরণ হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই হবে। এমন করলে মরণ হবে আমার আর বলি দেয়া হবে আমার প্রেমিককে। কিন্তু তুমি? তুমি তো মরবেই। তোমার পূর্ববর্তীদের মত। সম্মানের সঙ্গে।'

অ্যালান মনে মনে বলল, 'স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, আগামী দুই মাস অন্তত ডাইনিটার কাছ থেকে নিরাপদ থাকব।' মুখোশের ভিতর থেকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছে ও আসিকাকে। বন্য নাচের উন্মাদনা আর উত্তেজনার প্রভাবে আসিকার গা-ও গরম হয়ে উঠেছে। নিজেদের ঠাণ্ডা করতে অন্যরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তার সেই সুযোগ নেই। সে ব্রেস্টপ্লেট সহ বেশির ভাগ পোশাক খুলে ফেলল। শুধু সোনার সুতায় কারুকাজ করা পাতলা একটা রোব রইল গায়ে। কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে লম্বা এলোচুল। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল তাম্র বর্ণের ত্বক আর কুটিল হাসি মাখা ছোট বনসার মুখোশে ভীষণ অদ্ভুত, অপার্থিব লাগছে আসিকাকে। মানুষ বলেই মনে হচ্ছে না। আসিকার নাম-মাত্র স্বামী মুঙ্গানার জন্য করুণা বোধ করল অ্যালান।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওসব ভুলে গেল ও। ঢাকে বেজে উঠেছে নতুন সুর। শুরু হয়েছে আরেক নাটক।

আসিকার কাছ থেকে কোনও সঙ্কেত পেয়ে মঞ্চের দিকে

লাফিয়ে উঠল দুই পুরোহিত। লেজ আর শিং লাগিয়ে নিয়েছে ওরা নিজেদের গায়ে। ছোট বনসার মুখোশটা মাথা থেকে খুলে উঁচু করে তুলে ধরল আসিকা। তারপর ওটাকে দু'হাতে বুক বরাবর সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে এগিয়ে গেল মঞ্চের কিনারে। শয়তানের সাজ নেয়া কয়েকজন পুরোহিত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল ওটা।

অ্যালান খেয়াল করল, প্রত্যেকে সর্বোচ্চ তিনবার লাফ দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে ওটা। সর্বশক্তিতে লাফ দিচ্ছে। গভীর আগ্রহের সঙ্গে ওদের লাফালাফি দেখছে জনতা। কেন? জানা নেই অ্যালানের।

পুরোহিত দলের প্রথম দু'জন মধ্যবয়সী। সর্বশক্তিতে লাফিয়েও মুখোশটার ধারে-কাছে যেতে পারেনি তারা। নিজের ব্যর্থতায় কেঁদে ফেলল একজন। অপর লোকটি একদমই নীরব। ওদিকে পুরোহিতদের ব্যর্থতায় উল্লসিত হয়ে উঠছে দর্শকরা। হর্ষধ্বনি করছে।

ওদের পরে লাফ দিল এক তরুণ। প্রায় ধরেই ফেলেছিল মুখোশটাকে। কিন্তু আসিকা একটা বদমায়েশি করল। ইঞ্চি দুয়েক উঁচু করে ধরল মুখোশটা। ফলে তরুণও যোগ দিল ব্যর্থদের দলে। এরপর হালকা-পাতলা এক তরুণের পালা। জোর করতালি আর হর্ষধ্বনির সঙ্গে তাকে স্বাগত জানাল জনতা। তার মুখোশটা বেশ হালকা। পোশাকে আঁকিবুঁকিও অনেক কম। সাজপোশাক কঙ্কালের প্রতিনিধিত্ব করছে। লাফ দেয়ার আগে মুহূর্তখানেক মুখোশটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ভাবভঙ্গি হিংস্র নেকড়ের মত। যেন ধরতে পারবে না এমন এক টুকরো হাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ দৌড়ে এল সে। লাফ দিল প্রচণ্ড শক্তিতে। আর কাউকে এমন লাফ দিতে দেখেনি অ্যালান। লাফের গতিতে মাথা চলে

এল তার বনসার মুখোশের সামনে। আসিকার হাত থেকে মুখোশটা ছিনিয়ে নিল সে। ধুপ করে আছড়ে পড়ল মাটির উপর। খুশির চোটে লাফাতে লাফাতে চুমু খেতে লাগল মুখোশটার গায়ে।

জনতা চিৎকার করে বলল, *ছোট বনসা একজনকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু অন্যদের কী হবে? দেবীকে জিজ্ঞেস করো, পুরোহিত!*

লোকটা তখন লাফালাফি থামিয়ে মুখোশটা নিয়ে গেল কানের কাছে। মাঝে মাঝে বাউ করছে। ভাবটা যেন, বনসা কিছু একটা বলছে তার কানে। এবং তার সবই বুঝতে পারছে সে। মঞ্চের পাশ ঘুরে অ্যালানের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল লোকটা। মুহূর্তখানেক পর ফিরে এল। ডান হাতে মুখোশ আর বাম হাতে বড়সড় এক সোনার পেয়ালা। গোটা মাঠ জুড়ে নীরবতা নেমে এল। তরুণ এগিয়ে গেল প্রথমবার লাফ দেয়া বয়স্ক পুরোহিতের কাছে। কাপটা সাধল তাকে। মাথা সরিয়ে নিল বুড়ো।

জনতা চিৎকার করে উঠল, 'খাও!'

বাধ্য হয়ে কাপে চুমুক দিল সে। তারপর কাপটা তুলে দিল পরের জনের হাতে। সে-ও খেল। এবার কাপটা গেল তৃতীয় বারে লাফ দেয়া ব্যর্থ পুরোহিতের কাছে। সবটুকু পানি খেয়ে ফেলল তরুণ পুরোহিত। তারপর প্রচণ্ড জোরে কাপটা ছুঁড়ে মারল বিজয়ী পুরোহিতের মুখে। কাপের আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল বেচারা। হতভম্ব হয়ে ওখানেই পড়ে রইল। ওদিকে প্রথম পুরোহিত অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফালাফি শুরু করেছে। মুহূর্তের মধ্যে তার সঙ্গে যোগ দিল বাকি দু'জনও। নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলল ওরা। অদ্ভুত নাচাকুঁদা দেখে তীব্র উপহাসে ফেটে পড়ল জনতা। আসিকাও যোগ দিল সেই হাসিতে।

ওদের আচরণকে প্রথমে স্রেফ কৌতুক ভেবেছিল অ্যালান।

উত্তেজক কোনও পানীয় খেয়ে অমন করছে। কিন্তু লোকগুলোর চোখের দিকে ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। আসিকার দিকে তাকাতেই হিসহিস করে উঠল সে, 'চুপ থাকো, ভার্নুন। রক্ত দেখা যেহেতু তোমার জন্য অরুন্দা, তাই দেবতার হুকুমে ওরা বিষ খেয়ে আত্মবলি দিচ্ছে।' অট্টহাসি দিল আসিকা।

চোখ বন্ধ করে ফেলল অ্যালান। ভয়ানক একটা সম্মিলিত চিৎকার শুনে খুলল আবার। দেখল, হতভাগা তিন পুরোহিত ঝাঁপিয়ে পড়েছে লেকের পানিতে। আহত শুশুকের মত দাপাদাপি করতে করতে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ওরা। ক'মুহূর্ত পর ডুবে গেল।

শেষ হলো প্রধান পুরোহিত নির্বাচন নাটকের মঞ্চায়ন। হাসতে হাসতে এলাকা ছাড়তে শুরু করল নিষ্ঠুর আসিকিরা। যাওয়ার আগে নতুন পুরোহিতকে ভাল করে দেখে নিল কাছ থেকে। আঘাত সামলে উঠেছে সে ততক্ষণে। অন্যান্য পুরোহিতদের সহায়তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বনসার মূর্তিটাকে ছোট এক নলখাগড়ার ভেলায় বাঁধার কাজে। বাঁধা হয়ে গেলে ভেলাটা নিয়ে গেল লেকের পাড়ে। ওখানে আগে থেকেই রাখা ছিল লম্বা এক কাঠের পাটাতন। ভেলাটাকে পাটাতনের সামনে বেঁধে কয়েক কদম ছুটে এসে উঠে পড়ল সে ওটার উপর। তারপর ভেলাটাকে নিয়ে গেল লেকের মাঝে ভাসতে থাকা বড় বনসার কাছে। একটু পরে দেখা গেল গায়ে গা লাগিয়ে ভাসছে বড় আর ছোট বনসা।

খুশিতে চিৎকার করে উঠল দর্শক—স্বামী-স্ত্রী আবার এক হয়েছে। দ্রুত হাত-পা চালিয়ে পাড়ে ফিরে আসতে লাগল নতুন পুরোহিত।

এদিকে আসিকার কাছ থেকে কোনও ইশারা পেয়ে শয়তানের সাজ নেয়া পুরোহিতরা গায়েব হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই

ওরা আবার আত্মপ্রকাশ করল ওপারের জনতার মাঝে। অ্যালান ধারণা করল, আশপাশে দৃষ্টির আড়ালে কোথাও একটা ব্রিজ আছে। সেটা দিয়েই লেক পার হয়ে ওপারে চলে গেছে ওরা।

দর্শকরা তাদের মাঝে পুরোহিতদের উপস্থিতি আশা করেনি। তারা চাইছে ওদের কাছ থেকে সরে যেতে। কিন্তু কোথা থেকে যেন উদয় হয়েছে কিছু বর্শাধারী সৈন্য। দর্শকদের বাধ্য করল ওরা আগের জায়গায় ফিরে যেতে। এই সৈন্যদেরকে আগে দেখা যায়নি। ওদের সঙ্গে আরও কয়েকজন উদয় হয়েছে। সাজপোশাক দেখে জল্লাদ বলে মনে হয়। জনতার ভিতর দিয়ে মার্চ করে হারিয়ে গেল ওরা অন্ধকারে।

জিকিকে জিজ্ঞেস করল অ্যালান, 'এখন আবার কী হচ্ছে?'

'কৌতুক শেষ। এবার আসল কাজ। সবাই এখন জাহান্নামে যাবে,' ফিসফিস করে বলল জিকি। 'গাধার দল হাসাহাসি করতে করতে ভুলেই গিয়েছিল যে, বড় বনসার রক্তক্ষুধা কখনও মেটে না। আরেকটু অপেক্ষা করুন, নিজেই দেখতে পাবেন।'

কোনও ধরনের সঙ্কেত পেয়ে শয়তানের সাজ নেয়া পুরোহিতরা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নারী-পুরুষদের উপর। চুল ধরে টেনে নিয়ে গেল তাদের লেকের পাড়ে। ওখানে থাকা পুরোহিতদের সহকারীরা ধরে আনা লোকগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল অন্ধকারের দিকে। লোকগুলো ধস্তাধস্তি করছে। চেষ্টা করছে ওদের হাত থেকে ছুটতে। লাভ হচ্ছে না। অ্যালানের চোখে ভেসে উঠল খোঁয়াড়ে ভেড়া জবাইয়ের দৃশ্য।

হঠাৎ একজনকে ছেড়ে দেয়া হলো। দৌড়ে চলে গেল সে একটা খোলা জায়গায়। পাশেই অগভীর পানিতে ভাসছে হলুদ দেবতা। পলায়নরত লোকটাকে মুহূর্তের জন্য থামাল কয়েকজন বর্শাধারী সৈন্য। মুহূর্তখানেক অপেক্ষা করল তারা। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে বর্শা সরিয়ে নিল লোকগুলো। সঙ্গে

সঙ্গেই উল্টো ছুট লাগাল লোকটা। হারিয়ে গেল হাজারও দর্শকের ভিড়ে।

এরপর আরেকজন লোককে ছাড়া হলো। সে অবশ্য আগের জনের মত ভাগ্যবান নয়। কাঠের পাটাতন দিয়ে বানানো একটা গ্যাংওয়ে পার হয়ে লেকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। গোসল করানোর জন্য অপেক্ষারত ভেড়ার মত কাঁপতে লাগল ওখানে দাঁড়িয়ে। পানি ওখানে কোমর পর্যন্ত গভীর। এই সময় দেখা গেল অদ্ভুত এক দৃশ্য।

ছোট বনসাকে পিছনে বাধিয়ে সাঁতরাতে শুরু করেছে বড় বনসার বিশাল মাথা। সাঁতরে চলে এল হতভাগা লোকটার কাছে। কচ্ছপের মত নিজের নাক দিয়ে গুঁতো দিল লোকটার বুকে। তারপর ডুবে গেল মাথাটা। মুহূর্তখানেক পরই ভেসে উঠল আগের জায়গায়। কোন্ শক্তির বলে ওটা সাঁতার কাটছে, বুঝতে পারল না অ্যালান।

দেবমূর্তির স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড ভয় বা ব্যথায় ঘোড়ার মত চেঁচিয়ে উঠেছে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গেই বন্য হুঙ্কার ছেড়ে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েকজন সৈন্য। লোকটাকে ওরা টেনে নিয়ে গেল আরেক পাশে থাকা আরেক গ্যাংওয়ের দিকে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, তার ভিতর আর প্রাণশক্তি অবশিষ্ট নেই। দর্শকদের আসন থেকে একটু দূরে অন্ধকারের ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ঢাক আর শিঙ্গায় বেজে উঠল যুদ্ধজয়ের সুর। অনুমোদনের ভঙ্গিতে হাততালি দিল আসিকা। তালি দিয়ে উঠল দর্শকরাও। এরপর আরেকজনকে পাঠানো হলো বড় বনসার 'পছন্দের' জন্য। হতভাগার দিকে ক্ষুধার্তের মত ছুটে এল বড় বনসা।

একের পর এক লোক পাঠানো হলো এভাবে। এদের কেউ কেউ মুক্তি পাচ্ছে আর কেউ কেউ নির্ধারিত হচ্ছে বলির জন্য।

একসময় পুরোহিতরা ভেড়ার পালের মত দলে দলে লোক পাঠাতে লাগল কোমর সমান পানিতে। যে দলের একজনকেও বড় বনসা ছুঁয়ে দেখছে না, ছেড়ে দেয়া হচ্ছে সে-দলের সবাইকে।

একসময় ধৈর্যচ্যুতি হলো অ্যালানের। আসিকার হাততালি দেয়ার ফাঁকে ও বলল, 'লেডি, আমি খুব দুর্বল বোধ করছি। ঘুমাতে যাওয়া দরকার।'

আসিকা অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! আজ রাতে শয়তান লোকগুলো কৃতকর্মের শাস্তি পাচ্ছে। এমন একটা মহিমান্বিত রাতে তুমি ঘুমাবে? বেশি খারাপ লাগলে যাও। বাকি কাজ তোমাকে ছাড়াও চলবে। শুভরাত্রি। আগামীকাল আবার দেখা হবে।'

এক পুরোহিতকে বলল সে অ্যালান আর ওগুলাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। ওখান থেকে সরে যেতে পেরে খুশি অ্যালান। পিছনে হতভাগ্যদের আতঙ্কিত ও যন্ত্রণাকাতর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ভেসে আসছে জনতার বন্য উল্লাস।

'আপনি চলে আসায় আরও বেশি করে খুন করবে ওরা,' জিকি বলল, 'থাকলেই পারতেন। দেখার মত একটা ব্যাপার।'

'মুখ সামলে কথা বলো। ছোটবেলায় তোমাকে যখন ওটার সামনে নেয়া হয়েছিল, তখনও কি তোমার ফুর্তি লেগেছিল?'

'না, মেজর। তা লাগেনি। কিন্তু সে বহু আগের কথা। এখন ওসব ভাল মনেও নেই। ব্যাপারটা আপনার সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু এরিনায় বসে যারা দেখছে, তাদের কাছে কিন্তু মোটেও খারাপ লাগছে না।'

ওরা ওদের ঘরে ফিরে এল। ফেহনি সহ অন্যদের নিয়ে যাওয়া হলো আরেক দিকে। জীবন বাঁচানোর জন্য অ্যালানকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাল ওগুলারা।

সবাই চলে যাওয়ার পর জিকিকে ধরল অ্যালান। 'এবার বলো, জিকি, বনসার মাথাটা পানির উপর ভাসছিল কী করে? সাঁতারই বা কাটছিল কী করে? ওটা দেখলাম কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে, কাউকে আবার দেখিয়ে দিচ্ছে...কীভাবে সম্ভব?'

'জানি না, মেজর। আসিকা আর পুরোহিতরা ছাড়া কেউই জানে না। হয়তো নীচে কোনও মানুষ আছে। অথবা হতে পারে রশি দিয়ে টেনে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বা দেবতা হয়তো আসলেই জীবিত। ইচ্ছামত নড়াচড়া করেন তিনি। যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দেন, যাকে পছন্দ বলি নেন। মেজর, দয়া করে দেবতার নাম ধরে ডাকবেন না। তিনি সবকিছুই মনে রাখেন। শেষে হয়তো আমাদের পিছনেই লাগবেন। দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকবে না তখন।' রীতিমত কেঁপে উঠল জিকি।

অ্যালান নিজেও একটু কেঁপে উঠল। 'আচ্ছা, জিকি, যাদেরকে সে শুঁকল, তাদের কী হবে?'

'চির-বিদায়। কখনও সরাসরি মাথা কেটে ফেলা হয়। কখনও সোনার গামলার সামনে বলি দেয়া হয়। জীবন্তও পুঁতে ফেলা হয় কখনও। সব আসিকার উপর নির্ভর করে। যার প্রতি দয়া হয়, তাকে কম কষ্ট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু কাউকে তাঁর ভাল না লাগলে তার কপালে বহুত খারাবি আছে।'

কপালে ভাঁজ নিয়ে বিছানায় গেল অ্যালান। অনেক রাত পর্যন্ত কেবল এপাশ-ওপাশ করেই কাটাল। বারবার চোখে ভেসে উঠছে সন্ধ্যায় দেখা বলির দৃশ্য। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে ছোট বনসার ক্রিস্টাল চোখের ভিতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা আসিকার দৃষ্টি আর অর্ধনগ্ন শরীর। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল অ্যালান। দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরল ওকে। স্বপ্নে দেখল, পুলের ভিতর বড় বনসার সঙ্গে একা দাঁড়িয়ে। হাঙরের মত ধাওয়া করল ওকে বড় বনসার বিশাল ভৌতিক কাঠামো।

এমন দুঃস্বপ্ন জীবনে দেখেনি অ্যালান। ওই স্বপ্নের চেয়ে ভয়ানক হতে পারে কেবল একটা মাত্র জিনিস। স্বপ্নটার সত্যি হয়ে যাওয়া!

চোদ্দ

পরদিন। সকালে জিকিকে বলল অ্যালান, 'এই জঘন্য দেশে অন্যায়-অনাচার অনেক দেখেছি। আর দেখতে চাই না। যে-কোনও মূল্যে এখান থেকে বেরোতে চাই।'

'পনির খাওয়া শেষ করে ফাঁদে পড়া ইঁদুরও একই কথা বলে। কিন্তু বাড়ির মালকিন ইঁদুরকে মোটেই দয়া করে না। অতি দয়ালু হলে মুখে বলতে পারে, ইঁদুরটা তো দেখতে একেবারে খারাপ না। ব্যস, ওই পর্যন্তই। শেষ পর্যন্ত ওটার কপালে পানিতে ডুবে মরণই লেখা থাকে।'

'পালাতেই হবে। যেভাবেই হোক, পালাতেই হবে, বুঝেছ? আগামী দুই মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করার চেয়ে পালাতে গিয়ে মারা পড়াও ভাল। এক মাসের বেশি এখানে থাকতে হলে প্রথমে আসিকাকে গুলি করে মারব, তারপর আত্মহত্যা করব। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি তোমার ভাগ্যের হাতে। যেমন করে পারো, পালাবার সুযোগ করে নিয়ো।'

'বুঝতে পেরেছি, আমার জন্য কিছুই ভাবেননি। আমার মাথায় এখন কিছু আসছে না।' হাতের তালু দিয়ে চিন্তিতভাবে নিজের নাক ডলতে লাগল জিকি। 'ফ্যানি আর ওর লোকজন

এখন আপনার গোলাম। ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। কিছু একটা বেরোলেও বেরোতে পারে। নাশতার সময় পুরোহিতদের বলব ওদের এখানে নিয়ে আসতে। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন, মেজর।'

তা-ই করল অ্যালান। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর ফেহনিদের আসার অনুমতি দিল পুরোহিতরা। সাঙ্গপাঙ্গসহ হাজির হলো বিশালদেহী সর্দার। সসম্মানে বাউ করল অ্যালানকে। লোকটাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ওর সঙ্গীদের বসতে বলে ফেহনিকে টেনে নিয়ে গেল অ্যালান ঘরের এক কোণে। তারপর জিকির সহায়তায় জিজ্ঞেস করল, সে বাড়ি ফিরতে চায় কি না।

'অবশ্যই, সাদা লর্ড। কিন্তু কীভাবে যাব? আমাদের গোত্রের প্রতি আসিকার খুব রাগ। আপনি বাধা না দিলে তো গতরাতেই সে আমাদের মেরে ফেলত। ফাঁদে পড়েছি আমরা। মৃত্যুর আগপর্যন্ত এখানেই হয়তো বন্দি থাকতে হবে।'

'তুমি বন্দি জানলে তোমার লোকেরা সাহায্য করবে না?'

'করবে মনে হয়। কিন্তু ওদের কাছে খবর পাঠাব কীভাবে? চারদিকে প্রহরা। চোখে পড়া মাত্রই খুন হয়ে যাবে আমার লোকেরা। তা ছাড়া আমি নিশ্চিত, গোত্রের অন্যরা ভেবে বসে আছে, আমরা মারা গেছি।'

জিকিকে বলল অ্যালান, 'তুমি তো এ দেশেই জন্মেছ। এখানে কি তোমার কোনও বন্ধু নেই? কোনও দূত পাঠানো সম্ভব না?'

বিশাল মাথাটা নেড়ে না করল জিকি। পরক্ষণে একটা আইডিয়া এল ওর মাথায়। 'ছোট্ট একটা সম্ভাবনা আছে, মেজর। মাকে রাজি করাতে পারলে পাঠানো যাবে।'

'তোমার মা! যোগাযোগ করেছিলে তার সঙ্গে?'

'জী, মেজর। করেছি। বুড়িয়ে গেছে। তবে পায়ে বেশ জোর

আছে এখনও। মনে হয়, রাজি হবে। এখানে কেউ তাকে সহ্য করতে পারে না। এমনকী জেলখানায় রাখতেও রাজি না মাকে। কোনও কাজে নেয়ারও ইচ্ছা নেই। সবাই চায়, বুড়ি যেন না খেতে পেয়ে মারা যায়। তাকে দিয়ে খবর পাঠানো যেতে পারে। সমস্যা একটাই। ওগুলাদের ভয় পায় সে। ওরা যে বুড়ো-বুড়িদের মেরে খেয়ে ফেলে!'

ফেহনিকে অনুবাদ করে শোনানো হলো কথাগুলো। প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সর্দার, তারা মোটেও জিকির মাকে খাবে না। বরং তার সম্মানে বুড়োদের খাওয়াই বাদ দেবে জীবনের তরে; সে মোটাই হোক বা শুকনো।

'আচ্ছা, তা হলে চেষ্টা করে দেখি, মা'র সঙ্গে দেখা করতে পারি কি না। যে পুরোহিতটাকে মেজর বাঁচিয়েছেন, তাকে ধরে দেখি। সে হয়তো একটা রাস্তা বের করতে পারবে।'

সেদিন বিকেলের কথা। সিডার বনে একা একা পায়চারি করছে অ্যালান। হঠাৎ ওর কানে এল দু'জন মানুষের উঁচু গলার চেঁচামেচির আওয়াজ। ইতিউতি তাকাতেই চোখে পড়ল ইন্টারেস্টিং দৃশ্য। কৃশকায় এক দীর্ঘাঙ্গিনী এক হাতে জিকির কান ধরে টানছে আর অন্য হাতে সমানে চড় মারছে গালে। মহিলার বয়স ষাট থেকে এক শ'র মধ্যে যে-কোনওটাই হতে পারে। চিৎকার করে বলছে, 'চোর কোথাকার! বনসার অভিশাপের কারণে তোর মত একটা ছেলেকে জন্ম দিয়েছিলাম। বল, আমার কম্বল কী করেছিস? একা ফেলে গিয়েছিলি আমাকে, সেটাই কি যথেষ্ট ছিল না? বাঁচার জন্য সবকিছু এখন আমার নিজেরই করতে হয়। শয়তান কোথাকার! তোর কারণে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়ে মরছি। আজ পর্যন্ত গা গরম করতে পারিনি সেদিন থেকে। কোথায় রেখেছিস কম্বল? বল, কোথায় রেখেছিস?'

'শান্ত হও, মা! শান্ত হও!' নিজের কান মুক্ত করার চেষ্টা

করতে করতে বলল জিকি। 'ভুলে যাচ্ছ যে, আমিই বুড়ো হয়ে গেছি। তোমার তো বহু আগেই মারা যাওয়ার কথা। তা হলে একটা কম্বল কীভাবে এতদিন টিকে থাকে? কান ছাড়ো, মা, দয়া করে। তোমাকে আমি নতুন কম্বল কিনে দেব। এখন বলো, কেমন আছে তোমার স্বামী? অর্ধেক দুনিয়ার ওপার থেকে এসেছি তোমাদেরকে দেখতে।'

'স্বামী? কোন্ স্বামীর কথা বলছিস, হতভাগা? তোর বাবার কথা? ওকে তো তোর কারণেই বলি দেয়া হয়েছে। যা, ভূতের দুনিয়ায় গেলে খুঁজে পাবি তাকে। মরার আগে আমাকে বলে গেছে: সবচেয়ে বড় বেতটা নিয়ে তোর জন্য ওখানে অপেক্ষা করবে। কত বছর তার কথা মনে পড়েনি! তোর বাপ মারা যাওয়ার পর বাঁচার তাগিদে একে একে তিনটা বিয়ে করেছি। সবাই ওরা খারাপ ছিল। কিন্তু তোর বাবার চেয়ে ভাল। বল, কার কথা জানতে চাইছিস? আমার তো আর কোনও ছেলেমেয়ে বেঁচে নেই। আর তুই, বুড়ো বদমাশ, কম্বলটা চুরি করে পালালি!' বিকট চিৎকার ছেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল মহিলা।

'শান্ত হও, মা! শান্ত হও! আমার কথামত কাজ করলে এত কম্বল পাবে যে, সারা জীবন গায়ে দিয়েও শেষ করতে পারবে না। আর, এখনও যেহেতু সুন্দরী তুমি, হয়তো আরেকটা স্বামীও পেয়ে যাবে। খাবার-দাবার, চাকর-চাকরানী–যা চাও, তা-ই পাবে।'

'কী করতে হবে আমাকে?' সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বুড়ি। 'তুই কি আমাকে তোর বাড়ি নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবি? নাকি এই সাদা লর্ড আমাকে বিয়ে করবে? সবাই তো বলছে, লোকটাকে পরবর্তী মুঙ্গানা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে আসিকা। ভীষণ হিংসুটে মেয়ে! এত হিংসুটে আর দেখিনি, বাপু!'

'না, মা। সাদা লর্ড চাইলেও তোমাকে বিয়ে করতে পারবে না। আর আমিও তোমাকে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।

আমার কোনও ঘরবাড়ি বা সহায়-সম্পত্তি নেই। যা-যা বললাম, সেগুলো পেতে হলে লম্বা পথ হাঁটতে হবে তোমাকে। মুখটাও সামলে রাখতে হবে। ...ওই যে লোকটাকে দেখছ, ওর নাম ফ্যানি। ভাটির দেশের মহান জাতি ওগুলাদের রাজা সে। সে চায়, তুমি একটা খবর নিয়ে তার লোকেদের কাছে যাবে। তারপর দেশে ফিরে তোমাকে বিয়ে করবে ও। তাই না, ফ্যানি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও যা চায়, তা-ই করব। বড়লোক হয়ে যাবে তোমার মা। সব্বাই সম্মান করবে তাকে।'

'বুঝেছি। কী করতে হবে, বল,' যতটা মনে হয়, ততটা বোকা নয় মহিলা।

বলল জিকি। ওগুলাদের দেশে গিয়ে জানাতে হবে সর্দারের বন্দি হওয়ার কথা। সমস্ত যোদ্ধাকে জড়ো করবে ওরা। শুকনো মৌসুমে রওনা দেবে। যতটা সম্ভব আসিকিল্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে অবস্থান নেবে। তারপর যদি পারে, আক্রমণ করবে। নয়তো ওখানেই অপেক্ষা করবে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত।

গম্ভীর মুখে শুনল মহিলা। জানাল, সে রাজি। তবে কাজটা করার জন্য আগাম হিসেবে কিছু দিতে হবে। আসিকার দেয়া সুন্দর একটা রোব সহ টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস দিল জিকি মাকে। মহিলা সন্তুষ্ট। যাত্রার জন্য খাবার জোগাড়ে বেরিয়ে পড়ল। জোগাড় মানে চুরি। কারও চোখে ধরা না পড়ে চুরিতে খুবই পটু সে।

খাবার জোগাড়ের পর রওনা হলো মহিলা। চোখে ওগুলাদের রানী হওয়ার স্বপ্ন। যাত্রার প্রাক্কালে ছেলেকে একবার জড়িয়ে ধরল।

'একটা কথাও যদি মুখ ফসকে বলে ফেলে কাউকে, কম্ম কাবার!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল অ্যালান, 'গলা কাটা পড়বে সবার!'

'পড়বে না, মেজর। আমি তার সব স্বামী, এমনকী বড়

বনসার নামেও কসম খাইয়েছি। শপথ ভাঙলে আজীবন বিরক্ত করবে সবার আত্মা। এমনকী মারা যাওয়ার পর আমিও আত্মা হয়ে ধাওয়া করব। আসল কথা হচ্ছে, পৌঁছাতে পারবে কি না। পৌঁছে তো ভাল। আর যদি না পৌঁছায়, তা হলেও বিশেষ কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। মা মুখ বন্ধই রাখবে। ভাববেন না।'

সেদিন আর বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যালান—আসিকার মুখোমুখি হতে হয়নি বলে। আগের রাতের উন্মাতাল নারকীয়তা আর ভয়াবহ রক্তপাতের পর ঝিমিয়ে পড়েছে পুরো শহর। কোনও দিক থেকেই কোনও শব্দ আসছে না। কেবল শোনা যাচ্ছে প্রপাতের গমগমে বজ্রনির্ঘোষ। সিডারের ছায়াঘেরা বনের ভিতর একা একা হেঁটে বেড়াতে লাগল অ্যালান। একসময় ওর সঙ্গে যোগ দিল জিকি আর ওগুলারা।

পরদিন সকাল। অ্যালান বসে আছে ঘরে। দু'জন পুরোহিত এল। আসিকার কাছে নিয়ে যাবে ওকে। 'না' বলার উপায় নেই। চলল অ্যালান। যথারীতি পরতে হয়েছে জঘন্য মুখোশটা। অনুবাদক হিসেবে পিছন পিছন আসতে লাগল জিকি।

অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো অ্যালানকে। আগের ঘরটার চেয়ে বেশ ছোট এটা। তবে এটায় আলো-বাতাস আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি। আসিকার একান্ত নিজস্ব কামরা। এক গাদা কুশনের উপর শুয়ে আছে মহিলা। সামনে, মেঝেতে বিছানো একটা সিংহের চামড়া। চামড়াটা উপহার হিসেবে ওকে দিয়েছিল অ্যালান। আসিকার গলায় ঝুলছে সিংহের নখ দিয়ে বানানো একটা নেকলেস। খুব ভালভাবে সোনায় মুড়ে নেয়া হয়েছে নখগুলো।

অ্যালানকে ঢুকতে দেখেই আসিকার মুখে ফুটে উঠেছে মুচকি হাসি। কিন্তু পিছনে জিকিকে দেখা মাত্রই সেখানে দেখা দিল প্রচণ্ড রাগের আভাস। রাগত স্বরেই বলল, 'আচ্ছা, ভার্নুন, তোমার

পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করা ওই কালো কুকুরটাকে ছাড়া একবারের জন্যও কি একা পাব না তোমাকে? ওকে কি দেহরক্ষী হিসেবে এখানে আনো? দরকার কী? আমি নিজেই তো তোমার নিরাপত্তা দেয়ার শপথ নিয়েছি। আমার দেশে তুমি সবসময়ই নিরাপদ।'

জিকির বদৌলতে কথাগুলো শুনল অ্যালান। তারপর ওর মাধ্যমেই বলল, জিকির ভূমিকাটা এখানে দোভাষীর, দেহরক্ষীর নয়।

'আমিই তো তোমাকে শেখাতে পারি ভাষাটা। সে ক্ষেত্রে সবসময় ওকে চোখের সামনে দেখতে হবে না। অবশ্য খুব বেশিদিন সহ্য করতে হবে না ওকে।' আসিকা এমনভাবে জিকির দিকে তাকাল যে, ভয়ে রীতিমত কুঁকড়ে গেল লোকটা। 'এই, কুকুর, আমাদের পিছনে এসে দাঁড়া। আর ভার্নুন, তুমি কুশনের উপর বসো। না, না, ওখানে নয়। আমার পাশে। মুখোশটা খুলে দিচ্ছি। নইলে তোমার চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছি না। চোখ দুটো খুব সুন্দর তোমার, ভার্নুন।' অ্যালানের মুখ থেকে মুখোশটা খুলে নিল আসিকা। 'আহ, বিয়ে করলে আমরা দু'জনেই অনেক সুখী হব। হব না, ভার্নুন, বলো? ভয় পেয়ো না। অন্যদের মত আমি তোমার আত্মা খাব না। বুড়ো হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে থাকব। একসঙ্গে জন্ম নেব মৃত্যুর পর। এভাবেই চলবে শেষকাল পর্যন্ত। হাসছ না যে, ভার্নুন? একবারও বলোনি যে, আমাকে পেয়ে, আমার সঙ্গে থাকতে পারলে তুমি খুশি হবে। বলোনি, তুমি আমাকে ভালবাসো। কথা বলো, ভার্নুন, নয়তো আমি রেগে যাব।'

'বুঝতে পারছি না, কী বলব। যে সম্মান আমাকে দিতে চাইছ, আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে তা অনেক বেশি। আমি তো স্রেফ একজন ভবঘুরে ছাড়া আর কিছু নই। এ দেশে এসেছি কিছু লাভের আশায়। ভেবেছিলাম, ছোট বনসার মূর্তি পেয়ে

তোমরা খুশি হবে। বিনিময়ে আমার চাহিদা অনুযায়ী দেবে সোনা।' বলতে চাইছিল, ওগুলো দরকার হবু স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য। কিন্তু মনে হলো, আসিকা তা ভালভাবে নেবে না। সেজন্য বলল, 'আমার বুড়ো বাবা-মা আর আট ভাই-বোনের পুরো সংসার আমার উপর নির্ভরশীল। আমি ফিরে না গেলে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে।'

'না, ভার্নুন, আমি বেঁচে থাকতে ফিরে যাওয়া চলবে না তোমার। আমি তোমাকে ভালবাসি। এতই যে, যেতে দেয়ার পরিবর্তে বরং মেরে ফেলব তোমাকে। মেরে আত্মা রেখে দেব এখানে। সেটাও অনেক ভাল।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল আসিকা। উন্মাদিনীর মত জ্বলজ্বল করতে লাগল ওর চোখ দুটো। তারপর একটু শান্ত সুরে বলল, 'তোমার পরিবারের জন্য সোনা পাঠিয়ে দিলেই পারো। আমার লোকেরা উপকূলে বয়ে নিয়ে যাবে ওসব। ওখান থেকে বড় ক্যানুতে করে কালো পানির ওপারে পাঠিয়ে দিতে পারবে সব। ...এই, কালো কুকুর, দেখবি তুই, সব যেন ঠিকমত বাঁধাছাঁদা হয়।'

আসিকাকে ধন্যবাদ দিল অ্যালান। মনে মনে ভাবছে, মহিলা কথা রাখলেও ওর লোকেরা আদৌ কোনও দিন ওল্ড ক্যালাবার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে কি না। আর ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত ওসব যাবে কি যাবে না, সে চিন্তা করাও অবান্তর। আসিকা হাত নেড়ে এমনভাবে প্রসঙ্গটা বাদ দিল, যেন এত মামুলি বিষয়ে কথা বলতে মোটেও আগ্রহ পাচ্ছে না সে। 'বলো, ভার্নুন, আমাকে তুমি কেমন দেখতে চাও? তার আগে বলো, আমি কি সুন্দরী?'

'হ্যাঁ, এখন তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে,' একদম মন থেকে বলল অ্যালান, 'কিন্তু সেদিন যখন রোবটা ফেলে দিয়ে মাতালের মত নাচলে, তখন কিন্তু-মোটেও সুন্দর লাগেনি।'

অবাক হয়ে দেখল সে, আসিকার গাল লাল হয়ে উঠেছে।

লজ্জা পাচ্ছে মহিলা!

নরম গলায় বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত, ভার্নুন। ক্ষমা করে দিয়ো। আসলে ছোটবেলা থেকেই এমন করতে শেখানো হয়েছে আমাকে। খেয়াল ছিল না, এসব তোমার চোখে অদ্ভুত বা খারাপ লাগতে পারে। ভোজ আর বলিদানের দিনে অমন করাই আসিকার জন্য নিয়ম। তোমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে হয়তো এরকম নিয়ম নেই। তারা কি সবসময় নিজেদের ঢেকে রাখে? শুনেছি, নবীর অনুসারীরাও (মুসলিম) এমনটা করে।'

'ঠিকই শুনেছ, আসিকা। আমার দেশের মেয়েরা নিজেদের ঢেকে রাখে। তবে মুখ ঢাকে না।' ভাবল অ্যালান, মিউজিক হলে বল নাচের অনুষ্ঠান দেখলে আসিকা কী ভাবত।

আসিকা জানতে চাইল, 'আর কোনও ভুল কি করেছি? বলো। আমি শুধরে নিতে চাই।'

'আমি নরবলি পছন্দ করি না, আসিকা। তোমাকে আগেই বলেছি, রক্তপাত আমার জন্য নিষিদ্ধ। ভোজের অনুষ্ঠানে লোকগুলোকে বিষ খাইয়ে হত্যা করালে তুমি। ওদের যন্ত্রণা দেখে হাসাহাসি করলে। আরও অনেককে কতল করালে। অথচ ওদের কোনও অপরাধ ছিল না।'

আসিকা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল অ্যালানের দিকে। 'কী বলব, ভার্নুন, এর সবটুকু দায় আমার একার নয়। ওই লোকগুলোকে দেবতার কাছে বলি দেয়া হয়েছে। যদি না দিতাম, তা হলে পুরোহিত আর ওঝারা আমাকেই বলি দিয়ে দিত। আমাকে ওরা বাধ্য করত বিষের পাত্রে চুমুক দিতে। যন্ত্রণায় যখন মেরুদণ্ড-ভাঙা সাপের মত মোচড় খেতাম, তখন আমাকে নিয়েই হাসাহাসি করত ওরা। কোনওভাবে ওদের হাত থেকে ছুটতে পারলেও লাভ হত না। দেবতারা নিজ হাতে হত্যা করতেন আমাকে। তারপর অন্য কাউকে বসিয়ে দিতেন আমার জায়গায়। তোমার দেশে

লোকেরা বলি দেয় না, ভার্নুন?'

'না, আসিকা। একান্ত যদি দরকার পড়ে, তা হলে যুদ্ধ করে। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিচার করা হয় তার। বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে মেরে ফেলা হয় হত্যাকারীকে। কিন্তু আমাদের এমন কোনও দেবতা নেই, যে রক্ত দাবি করে। আমাদের আইন দয়ার আইন। কঠোরতা আর কুটিলতার আইন নয়।'

অবাক দৃষ্টিতে অ্যালানের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল আসিকা। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'অদ্ভুত কথা শোনালে। আমার জানা-শোনার সম্পূর্ণ বিপরীত! আমরা জানি, দেবতারা সব শয়তান। সবসময় তাঁদেরকে খুশি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। নয়তো দুর্ভাগ্যের বোঝা এসে পড়বে ঘাড়ে। আর মানুষ যদি তোমাকে ভয় না-ই পায়, মানবে কেন? সেজন্য আতঙ্কে রাখতে হয় ওদের। নয়তো সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে বসবে। জাদুকরদের তো জাদু শিখতেই হবে, তা-ই না? নইলে জাদু করবে কী করে? আবার দুষ্ট জাদুকরদেরও মারতে হবে। নইলে যে ওদের জালে ফেঁসে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে সাধারণ মানুষ। সত্যি বলতে কি, আমরা একরকম নরকের মধ্যেই বাস করছি। তো, আমাদের কি উচিত না, নরকের আগুনের উত্তাপ কমানোর জন্য পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগানো? বলো, ভার্নুন, আমি জানতে চাই।'

'নিজের নরক তুমি নিজেই বানিয়েছ,' মন্তব্য করল অ্যালান।

আসিকা এক মুহূর্ত অ্যালানের কথা বিবেচনা করল। 'এটা নিয়ে আমাকে আরও ভাবতে হবে। বলো, আর কী-কী ভুল করেছি।'

'আমার মনে হয়, তোমার স্বামী, যাকে তুমি মুঙ্গানা বলে ডাকো, তার সঙ্গে তোমার ব্যবহার অনেক কঠোর। তাকে মৃত্যুর

মুখে ঠেলে দিচ্ছ কেন?'

এ কথায় প্রচণ্ড রেগে উঠল আসিকা। রাগে রীতিমত লাফিয়ে উঠল। রাগ ঝাড়ার মত আশপাশে কিছু না পেয়ে ধরে বসল জিকিকে। জোরদার এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর কানের উপর। তারপরও রাগ না কমায় লাথির বন্যা বইয়ে দিল ওর উপর।

রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে করতে বলতে লাগল আসিকা, 'মুঙ্গানা? কী করব আমি ওই জানোয়ারটাকে নিয়ে? আগের সবার মত ওকেও আমি ঘৃণা করি। পুরোহিতরা জোর করে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে ওকে। দিন ফুরিয়েছে লোকটার। এখন ওকে যেতেই হবে। তোমার দেশে কি এমন হয়? ওখানেও কি মহিলাদের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় তাদের ঘৃণার পাত্রকে? আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি। হয়তো তোমার সাদা চামড়া আর সাদা মনের কারণে। কিন্তু ওই লোকটাকে ঘৃণা করি আমি। অসম্ভব ঘৃণা করি। নিজের পছন্দমত আমি যদি গ্রহণ বা বর্জন না-ই করতে পারলাম, কী লাভ তা হলে আসিকা হয়ে? চলে যাও, ভার্নুন। তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছ। একটু আগে তোমার দেশের দয়ার আইনের কথা না বললে এখনই তোমাকে কতল করার হুকুম দিতাম।' আবার মারধর শুরু করল সে জিকিকে।

উঠে দাঁড়িয়ে আসিকাকে বাউ করল অ্যালান। দরজার দিকে চলল। আসিকা ওর দিকে পিছন ফিরে চোখ মুছছে। ঠিক যখন অ্যালান দরজায় পা দেবে, ঘুরে দাঁড়াল আসিকা। হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে বলল, 'একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম, ভার্নুন। তোমাকে ডেকেছিলাম উপহারের জন্য ধন্যবাদ দিতে।' সিংহের চামড়া আর গলায় পরে থাকা নেকলেস দেখাল। 'ওরা বলছিল, বজ্রপাতের মত আওয়াজ করে সিংহটাকে মেরেছ তুমি। তা-ও আবার মানুষখেকো ওগুলাটাকে বাঁচাতে। আমি যেহেতু এই জিনিস পরার যোগ্যই নই, তোমার উপহার তুমিই নিয়ে যাও।'

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল নেকলেসটা জিকির মুখে।

আরও খারাপ কিছু ছুটে আসার ভয়ে আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়ে ছুটে পালাল জিকি। নেকলেসটা কুড়িয়ে নিল অ্যালান। ফের বাউ করে তুলে দিল আসিকার হাতে। গ্রহণ করল আসিকা। অ্যালান চলে যাওয়ার জন্য ঘুরতেই ডাক দিল আবার, 'দাঁড়াও। মুখোশটা না পরেই চলে যাচ্ছ তুমি। বাইরে কাজের মেয়েরা আছে। এসো।' নিজ হাতে মুখোশটা পরিয়ে দিল আসিকা। তারপর ধাক্কা দিয়ে ওকে বের করে দিল।

ঘরে ফিরে এসে বলল জিকি, 'এটা খুব অন্যায়, মেজর। লেডি আপনাকে ভালবাসেন আর আপনি তাঁকে অবহেলা তো করছেনই, আবার তাঁর পবিত্র লোকাচার নিয়ে লেকচারও ঝাড়ছেন। "সুফল" হিসেবে আমাকে খেতে হচ্ছে লাথি-ঘুষি। দয়া করে এমন কাজ আর করবেন না। পরের বার হয়তো দেখা যাবে, উন্মাদ মহিলা আমার পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছেন। তারপর আপনাকে চুমু খেয়ে বলবেন, অমনটা করা তাঁর উচিত হয়নি। কষ্ট দিতে চাননি আপনাকে। বেচারা জিকির তাতে কী উপকার হবে? ততক্ষণে তো উপরে পাড়ি ধরেছি আমি।'

'থামো তো। লাথিগুলো আমি খেলেই খুশি হতাম। বাদ দাও ওসব। এখন বলো, এসব থেকে মুক্তি পাই কীভাবে? স্রেফ একটা জংলি সুন্দরী হয়ে থাকলে সহজেই সামলাতে পারতাম আসিকাকে। কিন্তু ও এখন ভাল মানুষ হতে চাইছে। ঝামেলা হয়ে গেল। এখন ওকে সামাল দিই কী করে?'

জিকির চোখে সহানুভূতি আর করুণা। মাথা নেড়ে বলল, 'জানতাম, সাদা লোকেরা শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়। আমি অশিক্ষিত কালো মানুষ। আমার চিন্তাভাবনা খুবই সরল। যেহেতু আসিকা চাইছেন, আর আপনিও বাধ্য, তাই সত্যি সত্যি না করলেও প্রেমের অভিনয় করুন লেডির সঙ্গে। তারপর প্রথম

সুযোগ আসা মাত্রই কেটে পড়বেন। অভিনয়টা করতে পারলেই দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। আমাকেও আর লাথি-ঘুষি খেতে হবে না।'

অ্যালান এ বিষয়ে আর কথা বাড়াতে চাইছে না। জানতে চাইল, আসিকা কি আসলেই সোনা পাঠাবে উপকূলে?

'কেন নয়, মেজর? মহিলা যা করবেন, তা-ই বলেন। আসিকা সাদা মহিলাদের মত না যে, মুখে বলবেন একটা আর মনে থাকবে আরেকটা। তাঁর ভালবাসা মানে ভালবাসা। আর ঘৃণা মানে কেবলই ঘৃণা। যেহেতু বলেছেন পাঠাবেন, অবশ্যই পাঠাবেন। তবে উপকূলে পৌঁছানোর পর কী হবে, বলা যায় না। অত ধনরত্ন হাতে পেলে যে-কেউই পালানোর মতলব করতে পারে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল অ্যালান। 'খুব ক্ষীণ হলেও খবর পাঠানোর একটা সুযোগ এটা। আরেকটা ব্যাপার, যদি কখনও আমরা পালানোর সুযোগ পেয়ে যাই, এত ভারী জিনিস সঙ্গে করে নিতে পারব না। তবে আগেই ওগুলো পাঠিয়ে দিলে সব না হলেও জায়গামত পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে। এ সুযোগ আমাদের নিতেই হবে। আসিকার কাছে খবর পাঠাও, আমাদের কাঠমিস্ত্রি লাগবে। আর লাগবে প্রচুর কাঠ।'

খবর দেয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাজির হলো একদল নেটিভ কাঠমিস্ত্রি। সঙ্গে প্রাচীন যন্ত্রপাতি আর আবলুশ ও লোহা কাঠ। এক মুহূর্তও দেরি না করে কাজে লেগে গেল মিস্ত্রি দলের সর্দার। একটা লাঠি দিয়ে জিকির উচ্চতা মাপতে শুরু করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল জিকি। জানতে চাইল, ওরা কী করছে। সর্দার ব্যাখ্যা করল, কাঠ আর কাঠমিস্ত্রি চাওয়ায় আসিকা ধরে নিয়েছে, অ্যালান হয়তো ভৃত্যকে মেরে কবরে শোয়াবে। সেজন্য আগে থেকেই কফিন প্রস্তুত রাখছে।

এমনটা ভাবার কারণ, আজ সকালে জিকির কারণে মনে আঘাত পেয়েছে আসিকা। তাই তার ধারণা ছিল, লোকটাকে মেরে বা জীবিত দাফন করে প্রতিদান দেবে অ্যালান।

শুনেই জিকির শরীর কাঁপা শুরু করল। কাঁপতে কাঁপতেই বলল ও অ্যালানকে, 'ও, খোদা! মহিলার ভিতর থেকে সমস্ত কোমলতা, দয়া-মায়া চলে গেছে। তিনি চান, আমি আপনার কাছ থেকে সরে যাই। তা হলে কথা বলার নাম করে আপনার সঙ্গে "লীলাখেলা" শুরু করতে পারবেন। সবই বুঝতে পেরেছি আমি।'

এমন জোরে হেসে উঠল অ্যালান যে, হাসির দমকে মুখোশটা খুলেই যাচ্ছিল প্রায়। 'সতর্ক থেকো, জিকি,' বলল, 'বোঝোই তো, সাদা মহিলাদের মত নয় আসিকা। একবার মনস্থির করে ফেললে আর সিদ্ধান্ত বদলায় না। আপাতত এই লোকটাকে বলো, আসিকা ভুল ভেবেছে। ওর যত বাধ্যই হই না কেন, জীবন্ত দাফন করতে পারব না তোমাকে। তুমি মরলে আমাকেও কবরে শুতে হবে।'

'ধন্যবাদ, মেজর।' স্বস্তির শ্বাস ফেলল জিকি। 'শুনে খুশি হলাম। আপনার কথা ওকে বলে দিচ্ছি।' মিস্ত্রিদের ভুল ভাঙাল সে। ব্যাখ্যা করল, ওর মনিব আসলে কী চায়।

কাঠমিস্ত্রিদের বাক্স বানানোর কায়দা দেখাতে নিজেই একটা মডেল তৈরি করতে বসল অ্যালান। যন্ত্রপাতি আদিম হলেও যথেষ্ট দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে সাইজ মত কাঠ কেটে জোড়া দিল। পেরেক হিসেবে ব্যবহার করল লোহা কাঠের খিল। আর ছিদ্র করার জন্য গরম লোহার শিক। শেষ পর্যন্ত সুন্দর একটা বাক্স দাঁড়িয়ে গেল। মোটামুটি যে-কোনও কাজেই ব্যবহার করা যাবে। আর, একবার বন্ধ করার পর হাতুড়ি-বাটালির সাহায্য ছাড়া খোলা সম্ভব নয় বাক্সটা। ওই মডেল দেখে পুরো দুই দিন ধরে চলল মিস্ত্রিদের কাজ। প্রতিটা বাক্সে স্বর্ণ ভরে ভালমত বেঁধে নেয়া হলো

সেগুলো। বাইরে থেকে যাতে বোঝা না যায়, সেজন্য কাঠের গুঁড়ো দিয়ে বাক্সের ভিতরের ফাঁকা জায়গাগুলো ভরে দিল অ্যালান। লাল রঙ আর পালকের তুলি দিয়ে বাক্সের গায়ে ঠিকানা লিখল। রঙগুলো আসিকিদের সাজগোজের জিনিস।

চল্লিশ পাউণ্ড করে সোনা ভরা হলো একেকটা বাক্সে। এর বেশি দিলে বহন করতে কষ্ট হবে। মোট তিপ্পান্ন ভাগে ভাগ হলো এভাবে সমস্ত সোনা। দামের একটা রাফ হিসাব করল অ্যালান। তাৎক্ষণিক বাজারদর হিসেবে দাঁড়ায় এক লক্ষ পাউণ্ড স্টারলিং।

ঠিকানা লেখার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগল ও। তারপর মনস্থির করে বাক্সের গায়ে লিখল: 'মেজর এ. ভার্নন। প্রযত্নে: মিস চ্যাম্পার্স, কিংস ওয়েলের পাশে দ্য কোর্ট, ইংল্যাণ্ড।' পাশে এক কোণে: 'আসিকিল্যাণ্ড, আফ্রিকা থেকে।'

লেখালেখির কাজটা করতে গিয়ে বিমলানন্দ পেল অ্যালান। জানে, ঠিকানা লেখার ব্যাপারটায় খানিকটা ছেলেমানুষি কাজ করেছে। তবে নিজের কাজে বেশ সন্তুষ্ট ও। বাক্সগুলোর একটাও যদি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছায়, দারুণ একটা কাজ হবে। আর যেহেতু ওগুলোতে নিজের নাম লেখা, আশা করা যায়, দখলের চিন্তা করবে না বারবারার চাচা।

অ্যালান ভাবছিল, মালামালগুলোর সঙ্গে একটা চিঠিও পাঠাবে। চিন্তাটা বাদ দিতে বাধ্য হলো ও। ওর কাছে কলম, কালি, পেনসিল বা কোনও কাগজপত্র নেই। আসিকিদের মধ্যে খুব সামান্য আঁকাআঁকির চল থাকলেও লেখার প্রচলন নেই একেবারেই। এ বিষয়ে ওরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতীক ব্যবহারের চল রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ছোট বনসার মাথার ভিতর আঁকা চিহ্নের কথা। অবশ্য সেটা খুব সম্ভব বহুকাল আগের। এই সময়ে কোথাও কোনও প্রতীক বা চিহ্ন চোখে পড়েনি অ্যালানের। অর্থাৎ, ওদের কেবল পতনই

হয়েছে, উত্থান নয়।

শেষ পর্যন্ত লিখতে পারল অ্যালান। তবে সেজন্য বহু কায়দা-কৌশল করতে হলো। মিস্ত্রিদের কাছ থেকে একটা সাদা কাঠের টুকরো চেয়ে নিল ও। ছুরি দিয়ে চেঁছে যতটা সম্ভব মসৃণ করে নিল কাঠটাকে। তারপর তাতে রঙ দিয়ে লিখল:

মেসার্স অ্যাশটন,

ওল্ড ক্যালাবার,

এই তিপান্নটি বাক্স বা যতগুলো আপনার কাছে পৌঁছায়, অনুগ্রহপূর্বক কিংস ওয়েল, ইংল্যাণ্ডে মিস চ্যাম্পার্সের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। সেই সঙ্গে একটা টেলিগ্রামও করবেন যে, 'আসিকিদের হাতে বন্দি আমি। ছাড়া পাওয়ার আশা নেই এই মুহূর্তে। সুযোগের অপেক্ষায় আছি। জিকি আর আমি একসঙ্গেই আছি, ভাল আছি। নিকট ভবিষ্যতে আর কোনও খবর হয়তো পাঠাতে পারব না।'

বিদায়। অ্যালান।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লেখার কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় পিছনে শুনতে পেল চকিত একটা নড়াচড়ার শব্দ। তাকিয়ে দেখে, ওর পাশে দাঁড়িয়ে আসিকা। সেদিনের পর মেয়েটার চেহারা আর দেখতে হয়নি।

প্রবল সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল আসিকা, 'কাঠের উপর ওই চিহ্নগুলো কী, ভার্নুন?'

আসিকার কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে জিকি। ওর সহায়তায় অ্যালান বলল যে, বাক্সগুলো যাতে জায়গামত গিয়ে পৌঁছায় সেজন্য এগুলো লেখা হয়েছে। বাড়ির ঠিকানা।

শুনে আসিকা বলল, 'বাহ, দারুণ তো। লেখালেখির কথা

শুনিনি কখনও। আমাকে লিখতে শেখাবে তুমি। বিয়ের আগের সময়টা এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাবে। যদিও লেখার চাইতে মুখে বলাই অনেক সহজ আর ভাল।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আসিকার চোখ-মুখ। 'বুদ্ধি পেয়েছি। জিকিকেও পাঠিয়ে দেব মালপত্রের সঙ্গে। তা হলে আর কুত্তাটাকে দেখতে হবে না। না, তা বোধ হয় ঠিক হবে না। কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে পারে পথে। যদি মারা যায়? গণকরা তো বলছে, ওর কিছু হলে তুমিও মরবে। নাহ, ওকেও তোমার সঙ্গে এখানেই রাখতে হচ্ছে দেখছি। আমৃত্যু। ওই ছোট ছোট বাক্সগুলোয় কী ভরেছ, ভার্নুন?'

'সোনা। যেগুলো আমাকে দিয়েছ।'

'সে তো খুবই সামান্য! আর চাও না? আচ্ছা, ঠিক আছে। পরের বার যত ইচ্ছা পাঠিয়ো। বেয়ারারা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। তিপ্পান্ন জন। অতিরিক্ত আরও দশ জন দিয়ে দিচ্ছি। কেউ মারা পড়লে যাতে তার জায়গা নিতে পারে, কিংবা বিশ্রাম দিতে পারে অন্যদের। কিন্তু ওরা পথ চিনবে কী করে, বুঝতে পারছি না। ওদের কেউ কখনও উপকূলের দিকে যায়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে অ্যালানের মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। পথ প্রদর্শক হিসেবে ওগুলাদের কথা ভাবল ও। দূত হিসেবে জিকির মা'র উপর ভরসা করতে পারছে না। বলল, 'বন্দি ওগুলারা কিন্তু পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। জঙ্গল পর্যন্ত ওদের সাহায্যে গেল। তারপর না হয় নিজেরাই খুঁজে নিল বাকি রাস্তা। অবশ্য তুমি যদি অনুমতি দাও, তবেই।'

'তুমি চাইলে তা-ই হবে। কাল ভোরে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে দিয়ো ওদের। তবে সর্দার যেতে পারবে না। ও এখানেই থাকবে। ওগুলাদের আমি মোটেও বিশ্বাস করি না। কয়েকবারই ওরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে হুমকি দিয়েছে।'

পুরোহিতদের বলল আসিকা বেয়ারাদের নিয়ে আসতে।

একজন সর্দারের অধীনে এল সবাই। বলল ওদের, 'সাদা লর্ড যেখানে পাঠাতে চায় তোমাদের, যাবে। সঙ্গে বয়ে নেবে এই বাক্সগুলো। জায়গাটা কোথায়, তা আমার জানা নেই। মানুষখেকো ওগুলারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কিছুদূর। বাকিটা তোমাদের খুঁজে নিতে হবে। একটা কথা ভাল করে মনে রেখো, যদি কাজ শেষ না করে ফিরে আসো, তা হলে আগামী মহা ভোজের সময় তোমাদের বলি চড়াব। আর যদি পালিয়ে যাও, তা হলে বলি দেয়া হবে তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের। তো, ভার্নুন, বুঝিয়ে দাও ওদের, কোথায় কীভাবে যেতে হবে।'

অ্যালানের তরফ থেকে কাজটা করল জিকি। পথের বিবরণ এত লম্বা যে, শুনতে শুনতে ক্লান্ত আসিকা আর থাকতে পারল না। চলে গেল। বলল, বেয়ারাদের সর্দার সব বুঝতে পারলেই হলো। জিকির বলা শেষে কুলি সর্দারকে বলল অ্যালান, 'একটা কথা খুব ভাল করে মাথায় গেঁথে নাও। সফল বা ব্যর্থ যা-ই হও না কেন, কোনও অবস্থাতেই তোমাদের এই পবিত্র দেশের কথা ফাঁস করবে না। কোনও অবস্থাতেই না।'

'জী, লর্ড। মনে থাকবে,' বলল সর্দার।

সেরাতেই ওগুলাদের ডেকে পাঠাল অ্যালান। জিকির মাধ্যমে সবকিছু বুঝিয়ে বলল ওদের। শুনে প্রথমে ওগুলারা বলল যে, কোনও অবস্থাতেই ওরা সর্দারকে ছেড়ে যাবে না। তাকে একা ফেলে যাওয়ার চেয়ে একসঙ্গে থেকে মরবে বরং।

তখন ফেহনি ওদের বলল, 'না, বাছারা। তোমরা যাও। তোমরা গেলে বাঁচার সম্ভাবনা বাড়বে আমার। যাও, গিয়ে যোদ্ধাদের একত্র করো। ফিরে এসে আক্রমণ করো আসিকিদের উপর। ততদিন পর্যন্ত যদি জীবিত থাকি, আমাকে উদ্ধার করবে। আর যদি মারা যাই, শোধ নেবে। কিন্তু এই বেয়ারাদের কোনও ক্ষতি করবে না। সাদা লর্ডের মালসামানাসহ উপকূলের পথে

পাঠিয়ে দেবে ওদের।'

শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি হলো ওগুলারা। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জানতে পারল অ্যালান, বেয়ারাদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ওরা। শুনেই ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ও। শুরু থেকেই সে ধরে নিয়েছে, ওই চালানের এক কণাও বাড়ি কিংবা বারবারার কাছে পৌঁছবে না। পথেই চুরি হয়ে যাবে, নয়তো মাঝরাস্তা থেকে স্রেফ গায়েব হয়ে যাবে।

পনেরো

পোর্টাররা চলে যাওয়ার পর অ্যালানের মন খুব বিষণ্ন হয়ে গেল। ভালমতই জানে ও, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের এটাই শেষ ও একমাত্র সুযোগ।

এক-একটা দিন যাচ্ছে আর আসিকাকে নতুন করে চিনছে অ্যালান। নিজেকে বদলে ফেলছে সে। আদতে, চাইছে অ্যালানের মনোযোগ। বাধ্য হয়ে মেয়েটার শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে অ্যালান। ওর দেশের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির উপর সবক দিচ্ছে। শেখাতে হচ্ছে লেখাপড়াও। মেয়েটা শিখছেও আন্তরিকতার সঙ্গে আর খুব দ্রুত। একসময় অ্যালান অনুভব করল, কেমন একটা নেশার ঘোরে পড়ে যাচ্ছে ও। নেশাটার নাম আসিকা। তীব্র নেশা। বিশুদ্ধ। ভাবতে বাধ্য হলো, শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে তো?

অভিযানের ধকলে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও। তার উপর এই মানসিক চাপ। ফলাফল: দিনকে দিন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। তদুপরি আসিকিল্যাণ্ড ও এর আশপাশের প্রায় সব এলাকায় বিশেষ এক ধরনের জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেই জ্বর পেয়ে বসল অ্যালানকে। বেয়ারারা রওনা হওয়ার তিন দিনের মাথায় জ্বরে পড়ল ও। সাত দিন চলল যমে-মানুষে টানাটানি। তবে ঘোরে চলে যাওয়ার আগেই ওষুধ সম্বন্ধে কিছু নির্দেশনা দিতে পেরেছিল জিকিকে। বলে দিয়েছিল, কী ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পেলে কী ওষুধ দিতে হবে।

জ্বরের সময়কার স্মৃতি ওর কাছে অস্পষ্ট। ঘোরের ভিতর অনেকবারই মনে হয়েছে, রোব পরা এক মহিলাকে দেখেছে আবছাভাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, মেয়েটা আসিকা। যতবারই চোখ খুলেছে, দেখতে পেয়েছে ওর উপর ঝুঁকে থাকা মহিলার উদ্বিগ্ন মুখ। কখনও মনে হয়েছে, বারবারার সঙ্গে কথা বলছে ও। হুঁশ ফেরার পর বুঝেছে, স্রেফ কল্পনা ওটা।

সাত দিন পর যখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরল, অনুভব করল, স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারছে। শরীরে কোনও যন্ত্রণা নেই। তবে ভয়ানক দুর্বল। এতটাই যে, হাত তোলাটাও ভীষণ ক্লান্তিকর বলে মনে হচ্ছে। পাশের বিছানায় জিকি। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করল অ্যালান, 'তুমিও অসুস্থ নাকি, জিকি?'

কণ্ঠ শুনে লাফিয়ে উঠল লোকটা। 'জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, মেজর? শুকরিয়া ঈশ্বরের কাছে। সাদা, কালো, এমনকী হলুদ দেবতার কাছেও শুকরিয়া। আমি তো ভেবেছি, আপনি শেষ। না, মেজর, অসুস্থ নই আমি। বাধ্য হয়ে শুয়েছি। যেই আপনি বিছানায় পড়েছেন, অমনি মহিলা আমাকে বাধ্য করেছেন বিছানা নিতে। আপনার অবস্থা একটু খারাপ হতে দেখলেই খারাপ করে ফেলতেন আমার অবস্থা। আবার ভাল হলেই খাওয়াতে খাওয়াতে

পেট ফাটিয়ে মারার দশা। কোন্ হারামজাদা নাকি বলেছে, আমার আর আপনার মৃত্যু ঘটবে একই দিনে। তাই এই দুর্গতি। খোদা! আগে আর কখনও এভাবে প্রার্থনা করিনি। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, আজই জীবনের শেষ। কারণ, খুব ভালভাবেই জানি, আপনার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পর দশটা মিনিটও আমাকে বাঁচতে দেবেন না আসিকা। জিঙ্গোর কসম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আপনার ওষুধও কাজে দিয়েছে দারুণ।' ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল ও। সন্তুষ্টির নমুনা বলা যেতে পারে সেটাকে।

ক্লান্তি সত্ত্বেও হা-হা করে হেসে উঠল অ্যালান। সত্যি বলতে, ওই স্ফূর্তিটুকু ওষুধের চেয়েও বেশি কাজ করল। চনমনে বোধ করল সে।

ফিসফিসিয়ে বলল জিকি, 'ওই যে, আসিকা আসছেন। তাড়াতাড়ি ঘুমের ভান করুন। আর দয়া করে ভাব দেখান যে, আপনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। নয়তো আবার আমাকে বাঁশডলা খেতে হবে।'

চোখ দুটো প্রায় বুজে সোজা হয়ে পড়ে রইল অ্যালান। পরমুহূর্তে দেখতে পেল মেয়েটাকে। ঝুঁকে বসেছে ওর উপর। চুলগুলো এলোমেলো। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। কেঁদেছে নাকি? কিছুক্ষণ অ্যালানের অবস্থা দেখে তারপর চলে গেল জিকির বিছানার পাশে। ওর কান ধরে এমন জোরে টান দিল যে, ব্যথায় কাতরে উঠে বসল বেচারা।

'তোর মালিকের অবস্থা এখন কেমন, কুকুর?' বলল আসিকা।

'অনেক ভাল, লেডি। মনে হয়, শেষ ওষুধটা খুব ভাল কাজ করেছে। একটু আগেই তিনি জেগেছিলেন। কথাও বলেছেন আমার সঙ্গে। আশা করছেন তিনি, তাঁর কারণে মনে কোনও কষ্ট নেবেন না আপনি। উনি নাকি তাঁর সব স্বপ্নে কেবল আপনাকেই দেখেছেন, আর কাউকে না।'

জিকির কথা শুনে দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠল আসিকা। 'তা-ই? তা হলে জ্বরের ঘোরে বারবারা নামে কাকে ডাকছিল? নিঃসন্দেহে ওটা কোনও মহিলার নাম। কী, ঠিক বলেছি না?'

'ঠিকই বলেছেন। ওঁর মায়ের নাম। ওঁর এক বোনের নামও বারবারা। আপনার পরে দুনিয়ায় ওকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল আসিকা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমার ভালর জন্যই বলছি, কথাগুলো যেন মিথ্যা না হয়।'

ঘুরে অ্যালানের কাছে গিয়ে একটা টুলে বসল। সতর্কতার সঙ্গে ওর হাতে-মুখে লম্বা আঙুলগুলো বুলাতে লাগল আলতো করে। হবু স্বামীর ফ্যাকাসে ত্বক দেখে মনে পড়ল, আগে কী সুন্দর শুভ্র ছিল গায়ের রঙ। চোখ দিয়ে পানি নেমে এল। কান্নার ফাঁকে বলল, 'ভার্নুন, তুমি যদি মারা যাও, তা হলে আমিও মরব। তারপর জন্ম নেব আবার। তবে আসিকা হয়ে নয়। শ্বেতাঙ্গ নারী হয়ে জন্মাব।' দাঁতে দাঁত ঘষল সে। 'তবে তার আগে সমস্ত জাদুকরকে বলি দেব। ওরাই তোমাকে অসুস্থতার অভিশাপ দিয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলব সব। হলুদ দেবতার অর্চনা বাতিল করে গলিয়ে ফেলব ওগুলোকে। মুঙ্গানাকেও ছাড়ব না। সবকিছু মুছে ফেলব আমার জীবন থেকে।' কাঁদতে লাগল সে। বারবার অ্যালানের নাম ধরে ডাকছে—সে যেন মারা না যায়।

অ্যালান ভাবল, এবার জেগে ওঠা যায়। ধীরে ধীরে চোখ খুলল ও। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল আসিকার দিকে। জিজ্ঞেস করল, বৃষ্টি হচ্ছে কি না। আসলেই বৃষ্টি হচ্ছে, অশ্রুবৃষ্টি। আসিকার চোখ থেকে বড় বড় ফোঁটায় পানি পড়ছে সরাসরি ওর মুখের উপর। অ্যালানের কণ্ঠ শুনে আনন্দে রীতিমত খাবি খেতে লাগল

আসিকা। বলল, 'না, না, বৃষ্টি হচ্ছে না। আবহাওয়া পরিষ্কার। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল।' নরম লিনেনে চোখ মুছে বলল, 'ভাবছিলাম, মারা যাচ্ছ তুমি। কিন্তু মরবে না। বলো, মরবে না। আমার জন্য বেঁচে থাকবে তুমি।'

আসিকার দিকে তাকিয়ে রইল অ্যালান। ওর মাথা চিন্তাশূন্য হয়ে গেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আত্মা নাড়িয়ে দিয়েছে ওর। 'আশা তো করি,' বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। দয়া করে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

মুহূর্তেই যেন ঝড় বয়ে গেল ঘরে। অ্যালান একবার মাথা তুলল জিকির অবস্থা দেখতে। ওর পরনে খুবই হালকা পোশাক। খাবারের ব্যবস্থা করতে ঘর থেকে ছিটকে বেরোল।

'এখনি চলে আসবে খাবার,' বলল আসিকা, 'উফ, জানতে যদি, কী পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করেছি তোমার জন্য...ভাগ্য ভাল, বিপদ কেটে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে তুমি। এই জ্বর খুব দ্রুতই সেরে যায়। বলি দেয়া হবে তোমার জন্য। না-না, বলি না...ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি বলি পছন্দ করো না। "ধন্যবাদ দিবস" পালন করব। সমস্ত মহিলাকে সেদিন অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হবে। স্বামী বা প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে ফেলতে পারবে ওরা। তারপর যাকে ভাল লাগে, তাকেই গ্রহণ করবে। এর জন্য কোনও ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না ওদেরকে। আমিও তা-ই করব। এটা "দয়া"র আইন। তুমিই তো শিখিয়েছ।'

এই উন্মাদসুলভ 'দয়া ঘোষণা' জারি হলে আসিকিল্যাণ্ডে যে কী মহা দুর্যোগ শুরু হবে, চিন্তা করে রীতিমত স্তব্ধ হয়ে গেল অ্যালান। ঠিক সেসময় খাবার নিয়ে ঢুকল জিকি। তরল খাবার এনেছে বাটিতে করে। থাবা দিয়ে পাত্রটা নিল অ্যালান। মরুভূমিতে পথহারা পথিক হঠাৎ পানি পেলে যেমন পাগলের মত

পান করে, ঠিক সেভাবে তরলটুকু পেটে চালান করে দিল ও। খাওয়া শেষে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে অ্যালান। আসিকা একদিন জিজ্ঞেস করল, ওর কিছু লাগবে কি না।

'তাজা বাতাস আর ব্যায়াম,' অ্যালানের উত্তর।

পরদিন সকাল। জঘন্য মুখোশটা পরিয়ে পালকিতে তোলা হলো অ্যালানকে। পালকিটা বিছানার মত। একটা অ্যালানের জন্য, আরেকটা জিকির। আসিকার চোখে সে-ও "অসুস্থ"। সেজন্যই পালকির ব্যবস্থা। ওরা পালকিতে ওঠার পর আরেকটা পালকি যোগ দিল ওদের সঙ্গে। নানারকম কারুকার্যখচিত। বেয়ারাদের মুখে মুখোশ। স্বয়ং আসিকা বসেছে সেটায়। মুকুট আর রোবে দারুণ লাগছে তাকে।

আসিকার পালকিতে আসিকার পাশে একটা খালি আসন রয়েছে। সচরাচর মুঙ্গানার জন্য বরাদ্দ থাকে ওটা। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে। তাই অ্যালানকেই বসতে দেয়া হলো আসিকার পাশে। নিজের পালকি ছেড়ে মেয়েটার পালকিতে এসে উঠল অ্যালান। ওদের নিয়ে পালকি চলে এল পাহাড়ের চূড়ায়। বজ্রগম্ভীর শব্দ তুলে নীচে পড়ছে ঝর্ণার পানি। পালকি থেকে নেমে পাহাড়ঢাকা জঙ্গলের পাশে চলে গেল ওরা। ওখানেই থেমে খেয়ে নিল। সূর্য ডোবার পর ফিরে এল শহরে।

অসুস্থতা আর দুর্বলতা সত্ত্বেও দিনটা অ্যালানের কেটেছে অতুলনীয়। আসিকার মুডও ছিল অন্যরকম। কয়েকবার গাছপালা বা আর কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া ওকে বিরক্ত করেনি।

পাহাড়ের উপরের খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে পেরে খুব ভাল লেগেছে অ্যালানের। কুসংস্কার, রক্তপাত আর মৃত্যুর এত কাছাকাছি থেকে খোলা নীল আকাশ দেখতে পাওয়াটা অনেক বড়

কিছু মনে হচ্ছে।

সেদিনের পর থেকে প্রতিদিনই অ্যালানের জন্য পালকি অপেক্ষা করে। প্রতিদিনই নতুন নতুন জায়গায় যায় ওরা। শহরের বাইরে কয়েকটা গ্রামেও গেছে। প্রতিবারই মুখোশটা পরতে হয়েছে অ্যালানকে। আগেই বলে দেয়া হয়েছিল গ্রামবাসীদের—ওরা যাওয়ার সময় কেউ যেন গ্রামে না থাকে। সেজন্য গ্রামগুলোয় গিয়ে কারও দেখা পায়নি ওরা। শুধু খোঁয়াড়ে বন্দি অবস্থায় ডাকাডাকি করছিল গবাদি পশু। অযত্নে পড়ে ছিল চাষের ফসল।

একদিন অনুরোধ করল অ্যালান, সোনা পাওয়া যায় যেখানে, সেখানে যাবে। জায়গাটা একটা শুকনো খালের তলায়। বর্ষা মৌসুমে খালটা পরিণত হয় প্রমত্তা নদীতে।

পালকি থেকে নেমে আসিকা আর জিকির সহায়তায় ছোট একটা গর্ত খুঁড়ল সে। হতাশ হতে হয়নি ওকে। ওই গর্তেই স্বর্ণের ছোট ছোট কয়েকটা পিণ্ড পেয়ে গেল।

এরপর ওরা কোয়ার্টজ রিফ দেখল। পানির স্রোত সেটাকে উন্মুক্ত করে রেখেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অতীতে প্রচুর কোয়ার্টজ তোলা হয়েছে ওখান থেকে। রিফটা এখনও বেশ সমৃদ্ধ।

কল্পনার চোখে নিজেকে নিজের অফিসে দেখল অ্যালান। এই সম্পদ দিয়ে তো হাজার কোটি টাকার ফ্লোটেশন বাজারে ছাড়া সম্ভব।

এরপর রত্নখনি। কয়লার মত দেখতে কাদার সঙ্গে লেগে আছে রত্নগুলো। নেবার লোক নেই। অবাক কাণ্ড, এসব রত্ন-টত্ন নাকি আসিকাকে একদমই টানে না। অ্যালানকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলো তো, ভার্নুন, তৈজসপত্র বানানো ছাড়া আর কী কাজে লাগে সোনা? পাথরগুলোরই বা মূল্য কী? স্রেফ খেলনা ছাড়া তো আর কিছু নয় ওগুলো! খাবার আর জ্ঞান ছাড়া অন্য

কিছু গুরুত্বপূর্ণ হয় কী করে? বাঁচতে হলে খাবার লাগবেই। আর জ্ঞান হচ্ছে ক্ষমতা। জ্ঞানই উন্মোচন করতে পারে সব রহস্যের। ...আর ভালবাসা...কেবল ভালবাসাই পারে একাকীত্বের যন্ত্রণা দূর করে মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে। নয় কি?'

ভালবাসা নিয়ে কথা বলার কোনও ইচ্ছাই নেই অ্যালানের। ও জানতে চাইল, আসিকার কাছে আত্মা কী।

'আমিই আমার আত্মা, ভার্নুন। এই আত্মার বয়স অনেক। হাজার হাজার বছর ধরে আমার আত্মাই এ দেশ শাসন করে এসেছে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব? আসিকারা তো মারা যাচ্ছে। তা-ই না?'

'না, ভার্নুন। আসিকা মারা যায় না। মারা যায় কেবল তার শরীর। একজন মারা যাওয়ার পর আত্মা প্রবেশ করে পরবর্তী জনের শরীরে। চোদ্দ বছর পর্যন্ত আমি ছিলাম পাশের এক গাঁয়ের সর্দারের সাধারণ এক মেয়ে। অন্তত সবাই তা-ই বলে। তবে আমার নিজের ওই সময়ের কোনও স্মৃতি মনে নেই। ওই সময়ের আসিকা মারা গেলে পুরোহিতরা বড় বনসার সামনে দাহ করে তার শরীর। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে গ্রহণ করে নতুন আসিকা হিসেবে। কারণ, আমার চেহারা আসিকার মত, দেহে রয়েছে আসিকার বিশেষ চিহ্ন। অভিষেকের সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। যখন জ্ঞান ফিরল, আগের সব স্মৃতি উধাও। ততক্ষণে আমার শরীর আসিকার আত্মার দখলে। বদলে পেয়েছি ওর জ্ঞান, ঘৃণা, উদগ্র ভালবাসার মোহ আর অতীত-ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা।'

'এই ক্ষমতাগুলো তুমি ব্যবহার করে দেখেছ কখনও?'

'তুমি আসার আগে কয়েকবার অতীত দেখেছি। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আর চেষ্টা করিনি। সত্যি বলতে কি, আমি

খুব ভীতু। কী-না-কী দেখতে হয়—এই ভয়ে বিরত রেখেছি নিজেকে। ওহ, ভার্নুন, আমি জানি, তুমি আমাকে ডাইনি ভাবো। সুন্দর ডাইনি, যে কি না ভালবাসতে জানে। ভালবাসি, কারণ তুমি সাদা, আমাদের থেকে আলাদা। এই ভালবাসায় দোষ কী, বলতে পারো? আমরা জংলি। আমাদের দেবতাও বর্বর। তাঁরাই আমার ভিতর একটা দানবী ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন আমি দেবতার দাসী হয়ে বেঁচে আছি। তবে আমার মধ্যে কেবল খারাপ নয়, কিছু ভাল গুণও রয়েছে। এই গুণ আমি নিজে অর্জন করেছি। বিশ্বাস করবে না হয়তো; তুমি এখানে আসার অনেক আগে থেকেই জানতাম, তুমি আসবে, আসবেই। তখন থেকেই আমি তোমার হয়ে গেছি। কিন্তু আসার পর কী হবে, জানতাম না। এখনও জানি না। চাইও না জানতে। যা হবার, হবে। আগে থেকে জেনে কী লাভ?'

দ্বিধাগ্রস্ত চোখে আসিকার দিকে চেয়ে রইল অ্যালান।

আসিকা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ভার্নুন, আসিকিল্যাণ্ডের কোনও স্মৃতিই কি তোমার মনে নেই? তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে, এ দেশে তুমি আগে এসেছ?'

'নাহ, অমন কোনও স্মৃতি নেই আমার। আগেরবার আমি নই, আমার চাচা এসেছিল। সে-ই ছোট বনসাকে এখান থেকে নিয়ে গেছে।'

'অ্যাঁ! বলো কী! তা হলে কি আমি ওই লোকের সঙ্গে তোমাকে গুলিয়ে ফেললাম? ...না, না, এ হতে পারে না! তুমিই সে। আমরা একসঙ্গে থাকতাম, প্রেম করতাম। ভুলে গেছ সব? ...আচ্ছা, বাদ দাও। পরে এ নিয়ে কথা বলব। ...আজ রাতে ভবিষ্যৎ দেখাব তোমাকে। সব আয়োজন সম্পন্ন হলে পরে ডাকব, কেমন?'

নিজের ঘরে ফিরে এসে সব খুলে বলল জিকিকে অ্যালান। জিজ্ঞেস করল, কী হতে যাচ্ছে আসলে। ওদেরকে কি ক্রিস্টাল

বলের ভিতর তাকাতে হবে? নাকি অন্য কিছু? এখানে ওর ভূমিকা কী?

'মনে হয়, আপনাকে দেখিয়ে বিশ্বাস করাতে চান, সত্যিই আপনারা একে অপরের জন্য।'

'আর যদি তা না হয়? যদি দেখা যায়, ভবিষ্যতে ও আর আমি একসাথে থাকছি না?'

'সেটাও নিশ্চিত হতে চান তিনি। মন বলছে, মেজর, সামনে খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে ওঁর জন্য।'

'কিন্তু, জিকি, আসলেই কি আমরা কিছু দেখব? এসবের ভিত্তি কী?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, মেজর। হতে পারে, সবই কথার কথা। আবার এটাও ঠিক যে, আমাদের চারপাশে অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঘটে। আর এটা হচ্ছে আফ্রিকা। তুকতাকের দেশ। হতেও পারে। দেখা যাক, কী হয়। শুধু আসিকার মাথায় আজ বলিদানের ভূত না চাপলেই হয়।'

কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না অ্যালান। তবে যা-ই ঘটুক, দেখতে চায় সে। কৌতুক করল, 'ভেবেছিলাম, তুমিও হয়তো জানো, মাম্বো জাম্বোর জাল কেটে কীভাবে বেরোতে হয়।'

'না, মেজর,' সিরিয়াস শোনাল জিকির গলা। 'এখান থেকে বেরোতে হলে জাদু নয়, জলদি একটা কিছু করতে হবে। মুঙ্গানার সময় ফুরিয়ে আসছে। কী যে আছে সামনে...উফ!'

দেখতে দেখতে রাত দশটা বেজে গেল। সাধারণত এই সময়ই বিছানায় যায় অ্যালান। তখন পর্যন্ত ডাক না আসায় ভাবতে শুরু করল, আসিকা হয়তো ঘটনাটা ভুলে গেছে। বা ওকে ডাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিকিকে বলতে যাচ্ছিল সেকথা। ঠিক তখনই খেয়াল করল, ওর পিছনে কোথাও থেকে আলো আসছে। ঘুরে তাকিয়ে দেখে, একটা লণ্ঠন হাতে বিশাল

ঘরটার এক কোণে দাঁড়িয়ে আসিকা।

ওর গায়ে কোনও অলঙ্কার নেই। এমনকী সদাসঙ্গী মুকুট বা ব্রেস্টপ্লেটটাও না। একদম সাদা একটা রোব পরনে। মাথায় জড়ানো নানদের হুডের মত একটা জিনিস। কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে ঝুল। লম্বা কালো চুলগুলো খুব সাধারণভাবে খোঁপা করা। সাধারণ এই সাজে অসম্ভব সুন্দর লাগছে আসিকাকে। চেহারার কুটিল ভাবটা একদমই নেই। সেখানে জায়গা নিয়েছে অদ্ভুত এক রহস্যময়তা। স্রেফ নারী নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু মনে হচ্ছে। এই প্রথমবারের মত ওর প্রতি সামান্য একটু আকর্ষণ তৈরি হলো অ্যালানের ভিতর। যে সুরে সচরাচর মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে, তার চেয়ে মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে এলে কীভাবে?'

আসিকা একটু হাসল। খানিকটা লজ্জা পাচ্ছে। লালচে হয়ে উঠেছে চেহারা। 'এ ঘরের অনেক গোপন ব্যাপার আছে, ভার্নুন। আমার স্বামী হওয়ার পর সবই তুমি জানতে পারবে। তার আগপর্যন্ত কিছুই বলতে পারছি না। তবে অন্য একটা গোপন ব্যাপার তোমাকে দেখাব। চলো। তুমিও এসো, জিকি।'

বাউ করে মাথা প্রায় মাটিতে লাগিয়ে ফেলার জোগাড় করল জিকি।

রওনা হয়ে গেল ওরা। অনেকগুলো লম্বা প্যাসেজ পার হয়ে পৌঁছল ট্রেজার হাউসের সামনে। দরজাটা খোলা মাত্রই ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল মুঙ্গানা। আতঙ্কে উন্মাদপ্রায়। এসেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল আসিকার সামনে। হড়বড় করে কিছু একটা আবেদন করল আসিকার রোব ধরে। এত দ্রুত যে, একটা বর্ণও বুঝতে পারল না অ্যালান।

এক মুহূর্ত মুঙ্গানার কথা শুনল আসিকা। তারপর টান দিয়ে নিজের পোশাকটা ছাড়িয়ে নিল ও। লাথি দিয়ে ফেলে দিল

লোকটাকে। ব্যাপারটা এত নির্দয় আর অমানবিক যে, মোটেই পছন্দ হলো না অ্যালানের।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুঙ্গানা। ওর গলা দিয়ে যে আওয়াজটা বেরোচ্ছে, সেটাকে হুঙ্কার বা আর্তনাদ—যে-কোনওটাই বলা যায়। প্রথমবারের মত অ্যালানের মুখ দেখতে পাচ্ছে সে। মুখোশটা পরেনি অ্যালান। কারণ আসিকা বলেছিল, এখানে কেউ থাকবে না। অ্যালানকে দেখে যুগপৎ হিংসা আর ক্রোধ ফুটে উঠল মুঙ্গানার চেহারায়। লাফিয়ে আগে বাড়ল সে অ্যালানের টুঁটি টিপে ধরার জন্য। সতর্ক ছিল অ্যালান। চট করে একপাশে সরে গেল। উড়ে গিয়ে দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল মুঙ্গানা। গতির তোড়ে গড়াতে গড়াতে গায়েব হয়ে গেল অন্ধকারে।

'শুয়োর কোথাকার,' হিসহিসিয়ে উঠল আসিকা। 'কত বড় সাহস আমাকে ছোঁয়, আঘাত করতে চায় তোমাকে! ওর আয়ু এমনিতে খুব কম। না হলে আরও আরেকটু কমিয়ে দিতাম। শুনেছ, কী বলেছে ও?'

শোনার ইচ্ছা ছিল না অ্যালানের। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, ট্রেজার হাউসে মুঙ্গানা কী করছিল। উত্তরে আসিকা বলল, এখানে যেসব আত্মা বাস করে, তাদের ভোগে লাগছিল। ওরা যখন মুঙ্গানার আত্মাকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলবে, পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যাবে ও। নিজেই নিজেকে শেষ করে দেবে।

'সব মুঙ্গানার কপালেই কি এমন সৌভাগ্য জোটে?'

'আসিকা যদি কাউকে ঘৃণা করে, তবে। কিন্তু যাকে ভালবাসে, তার বেলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ...বাদ দাও ওসব।' স্বর্ণের স্তূপগুলোর পাশ কাটিয়ে হলঘরটার ভিতর দিকে নিয়ে গেল সে ওদের।

একটা টেবিলের উপর পড়ে আছে রত্ন বসানো অনেকগুলো

নেকলেস। টেবিলের উপর লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখল আসিকা। আগেই সেখানে রাখা হয়েছে ছোট বনসার মূর্তি। লণ্ঠনের আলোয় ওটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে হলুদ আভা। সোনা দিয়ে মুড়ে থরে থরে সাজিয়ে রাখা লাশগুলোর গায়েও আলো পড়ছে। তৈরি করেছে ভৌতিক আবহ।

'ঈশ্বর, এই গোরস্থানে... কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে উঠল জিকি। আসিকা ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাতে চুপ করে গেল।

'এখানে, আমার সামনে বসো,' অ্যালানকে বলল আসিকা। 'জিকি, তুমিও বসো ওর পাশে। আমি না বলা পর্যন্ত একদম কথা বলবে না।'

স্বর্ণের একটা স্তূপের পিছনে চলে গেল আসিকা। হাতে করে আনা কাপড় মাথায় দিয়েছে। ও স্তূপটার পিছনে চলে যেতেই কী করে যেন নিভে গেল লণ্ঠনটা। প্রগাঢ় অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। যেন মৃত্যুশীতল নীরবতা আর কবরের অন্ধকার ঘিরে ধরেছে অ্যালানদের। আলোর ছিটেফোঁটা না থাকলেও মনে হচ্ছিল ওর, ছোট বনসার রত্ন বসানো চোখ দুটো জ্বলছে। অবাক কাণ্ড। এমনকী থরে থরে রাখা মমিগুলোর চোখে বসানো রত্নগুলোও জ্বলজ্বল করছে। আরেকটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে অ্যালানের। মমিকেসগুলোর ভিতরে দেহগুলোর নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছে ও। অবশ্য এমনও হতে পারে, আসিকাই হয়তো হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিশাল হলঘরের দূরপ্রান্তে মেঝেতে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পেল অ্যালান। নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়েছে একটা। উৎকর্ণ স্নায়ুতে ওই হালকা শব্দই ধরা দিল বজ্রপাতের মত গম্ভীর আওয়াজে। একই অনুভূতি জিকিরও। ওসব শব্দ তো শুনছেই, সঙ্গে শুনতে পাচ্ছে নিজের হৃৎপিণ্ডের মুগুর পেটার মত ধুমাধুম আওয়াজ।

অ্যালান ভাবল, এই জঘন্য জায়গায় একা একা কী করছে আসিকা। নাকি ওদেরকে ভয় দেখাতে চায়?

গোপন কোনও জায়গা থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। কোনও পুরোহিতের হয়তো। আসিকার গলাও ভেসে এল অন্ধকার থেকে। পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন চাপা আর গম্ভীর। কিছু একটা নিয়ে তর্ক করছে ও। এক বর্ণও বুঝতে পারল না অ্যালান। লম্বা সময় ধরে চলল তর্কাতর্কি। তারপর হঠাৎই থেমে গেল। নেমে এল ঘোর নীরবতা।

ষোলো

অ্যালানের মনে হচ্ছে, ও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বপ্ন দেখছে ঘুমের ঘোরে। শরতের শেষ। ডাল থেকে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। হাওয়ায় ভেসে গিয়ে পড়ছে রাস্তার পাশের খালে বা কোনও পাথরের বুকে। রাস্তাটা অ্যালানের পরিচিত। এমনকী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এলম গাছটাকেও চিনতে পারছে। গাছটার নীচে একটা টিলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও। পথটা চলে গেছে দ্য কোর্ট থেকে চার্চের দিকে। ও যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে চার্চ আর কোর্ট—দুটোই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু'জায়গাতেই কেমন উৎসব-উৎসব ভাব। সাজানো-গোছানো। মানুষের ভিড়। মনে হচ্ছে, কোনও অনুষ্ঠান হতে চলেছে।

কোর্টের বিশাল গেটটা খুলে গেল। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসতে লাগল একদল শবযাত্রী। হেঁটে নয়, হাওয়ায় ভেসে

আসছে যেন। দৃশ্যটা অ্যালানের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল। ওর মনে হলো, মৃত মানুষটি বারবারা। আর সহ্য করতে পারল না ও। লোকগুলো অ্যালানকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই বারবারাকে দেখতে পেল। বহরের প্রথম গাড়িটাতেই। বিমর্ষ। অন্যমনস্ক। অবসন্ন। কিন্তু সুস্থ। এর পরের ক্যারিজটায় রয়েছে স্যর রবার্ট। আবেগশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। শবযাত্রায় মোটরগাড়ি দেখে ভাবল অ্যালান, এইলওয়ার্ড নিজেই হয়তো ওগুলো ভাড়া করে এনেছে।

শবযাত্রা ওকে পার হয়ে চার্চের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। অ্যালান ভাবল, হ্যাসওয়েলকে কেন দেখা যাচ্ছে না? নাকি কফিনটার ভিতরে ও-ই শুয়ে?

ঘুমের ঘোরেই আসিকার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। জিকিকে জিজ্ঞেস করছে, কী দেখছে সে। জিকি বলল, 'ইংল্যাণ্ড নামের এক দেশের শেষকৃত্যানুষ্ঠান।'

'কাকে কবর দিচ্ছে?'

'এক মহিলাকে। আমার মালিক তাঁকে ভীষণ ভালবাসতেন।'

'নাম কী তার?'

'বারবারা।'

'বারবারা! তুমি না বলেছিলে, ভার্নুনের মা আর বোনের নাম বারবারা? তাদের কেউ?'

'না। এটা আরেকজন। এই লেডিও আমার মালিককে ভালবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন মালিককে বিয়ে করতে।'

'ভালবাসলে তাকে ফেলে চলে এল কেন ভার্নুন? তবে মেয়েটা যেহেতু মারা গেছে, ওসব এখন আর কোনও ব্যাপার নয়। মরা মানুষ নিয়ে কেউ ভাবে না। অন্তত যতক্ষণ না নিজের শরীর ফিরে পাচ্ছে সে। ...সত্যি কথাটা বলার জন্য ধন্যবাদ। তোমাকে পুরস্কার দেব।'

বিনয়ের সঙ্গে বলল জিকি, 'কী দরকার ওসবের, লেডি! আমার তো মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই।'

আবার শুরু হলো স্বপ্ন দেখা। ঘন একটা বন দেখতে পেল অ্যালান। এমন বন ও দেখেছে ওগুলাদের রাজ্যে ঢোকার আগে। গাছের নীচে টানানো হয়েছে তাঁবু। তাঁবুর ভিতরে বারবারা। কাঁদছে। কেউ একজন ঢুকতে যাচ্ছে তাঁবুতে। ফ্ল্যাপ সরানো মাত্রই লাফিয়ে উঠল মেয়েটা। পিস্তল তুলে নিল পাশ থেকে। ধরল নিজের হৃৎপিণ্ড বরাবর। মানুষটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অ্যালান। লোকটা ও নিজে! ওকে দেখে হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল বারবারার। সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, যেন সত্যি সত্যি গুলি খেয়েছে। লাফিয়ে এগোল অ্যালান। কিন্তু মেয়েটার কাছে পৌঁছানোর আগেই বিছানায় ঢলে পড়ল ও।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যালানের মগজ থেকে গায়েব হয়ে গেল দৃশ্যগুলো। আবার শুনতে পেল জিকির গলা।

তৃতীয়বারের মত স্বপ্ন দেখতে শুরু করল অ্যালান। মেঘের পর্দা সরে গিয়ে উন্মোচিত হলো যেন নতুন এক দৃশ্য। মনে হলো, নতুন করে জন্ম হয়েছে ওর। আশপাশে সবকিছুই অপরিচিত। ও দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক খোলা ময়দানে। আদিগন্তবিস্তৃত সেই মাঠ বাঁকা হয়ে হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমার নীচে। মাথার উপরে আকাশ আলো করে রাখা পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু আলো তার লালচে। অদ্ভুত ব্যাপার, চাঁদ সেখানে একটা নয়। অসংখ্য। অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য।

অ্যালান দেখতে পেল, ওকে পার হয়ে একের পর এক এগিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য আত্মা। স্পর্শ করতে চাইল তাদের। পারল না। অসম্ভব দ্রুত গতিতে ধোঁয়াটে শরীরগুলো নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। উপহাসের মৃদু হাসি কানে এল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল একটা আত্মা। আসিকা। রূপ যেন বেড়ে গেছে তার।

চটুল ধরনের জমকালো পোশাক পরনে। মদির দৃষ্টিতে অ্যালানের চোখের দিকে তাকাল সে। চকচকে সে-চোখের সম্মোহনী দৃষ্টি যেন ওর চোখ দুটোকে চুম্বকের মত টেনে রাখল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরোনো মদির সুবাস মাতাল করে তুলল ওকে।

আসিকা বলল, 'বহুকাল আর বহু জীবন ধরে তোমাকে খুঁজেছি। তোমাকে পাওয়ার জন্য ঝরিয়েছি অনেক রক্ত, অনেক-অনেক বলি দিয়েছি। এতকাল পর আজ তোমার দেখা পেলাম। এতদিন তোমাকে না পাওয়ায় অতৃপ্ত ছিল আমার আত্মা। আজ সে শান্ত হবে। অনন্তকাল তোমাকে আমার করে রাখব, শুধু আমার। এসো, দেখো, তোমার জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছি আমি...এসো...তোমার পদস্পর্শে স্বর্গ হয়ে উঠুক এই নরক। তোমার মধ্য দিয়েই সব ফিরে পাব আমি। উদ্ধার পাব দেবতাদের অত্যাচার থেকে। দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব তাঁদের। দাসী বানিয়ে কম অত্যাচার করেননি ওঁরা আমার উপর।'

আসিকার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছিল, মৃদু ঘণ্টা বাজছে দূরে কোথাও। কথাগুলো অ্যালানের আত্মা কাঁপিয়ে দিল। তারপরও ওর কাছ থেকে সরতে পারছে না। রহস্যময় এক তীব্র শক্তি টেনে ধরে রেখেছে ওকে মেয়েটার সঙ্গে। ঠিক তখন ঝলসে উঠল উজ্জ্বল এক আলোকরশ্মি। প্রশান্তিময় আলোটা আসছে বারবারার চেহারা থেকে। অদ্ভুত স্বপ্নটা এখানেই শেষ।

হুঁশ ফেরার পর নিজেকে ঘরে আবিষ্কার করল অ্যালান। কীভাবে ফিরেছে, মনে করতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল, জিকি? এলাম কী করে এখানে? ...অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখলাম, জানো! স্বপ্নে তোমার গলা শুনেছি।'

'ঘুমের ঘোরে হেঁটে এসেছেন, মেজর। আসিকা আগে আগে এসেছেন, তাঁর পিছন-পিছন আপনি। মেরির পিছনে যেমন ভেড়ার বাচ্চারা হাঁটত, তেমনি।'

'সত্যি করে বলো তো, কী হয়েছিল?'

'বিশেষ কিছু না, মেজর। জাদু। আসিকার কল্যাণে নানান কিছু দেখলাম। আমার পরলোকগত স্ত্রীকে, আপনার রেভারেণ্ড চাচাকে। তারা দু'জনেই খুব রেগে ছিল।'

'তা-ই? ভাল। এখন শোনো, এখান থেকে যে-কোনও মূল্যে বেরিয়ে যেতে হবে। নয়তো সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। জায়গাটা অভিশপ্ত, জিকি, খুবই অভিশপ্ত। আমার মনে হয়, আসিকা কোনও সাধারণ মানুষ নয়। খোদ শয়তান।'

'পুরোহিতরাও একই কথা বলে, মেজর: স্বয়ং বনসার অংশ তিনি।' সাগ্রহে অ্যালানের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল জিকি। 'ভয় পাবেন না। আমি কোনও শয়তানকে ভয় পাই না। সময় হলে অবশ্যই আপনাকে এই জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে যাব। আপাতত ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

পনেরো দিন পর। রাতটা পূর্ণিমার। বিয়ের লগ্ন এসে পড়েছে। সেদিন সকালে অ্যালানকে ডেকে পাঠিয়েছে আসিকা। খুশিতে ঝলমল করছিল সে। আসিকিল্যাণ্ডের সমস্ত লোককে দাওয়াত দেয়া হয়েছে বিয়ে উপলক্ষে। আজই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছে মুঙ্গানা। সোজা কথায়, আত্মহত্যা।

মিষ্টি গলায় বলল আসিকা, 'ভার্নুন, আমি জানি, আমি যতটা বাসি, তুমি আমাকে ততটা ভালবাসো না। তবে তোমার মধ্যেও পরিবর্তন আসবে। তোমার মত করে নিজেকে শুধরে নেব আমি। ভদ্র আর বিনয়ী হয়ে উঠব। এমনকী চাইলে তোমার ধর্মবিশ্বাসও শেখাতে পারো আমাকে। এখন থেকে তুমি যা-যা ভাল বলে জানো আমিও সেটাকে ভাল ভাবব। শুধু একবার বলে দেখো, সাধ্যে থাকলে সেটাই করব আমি তোমার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে।

মুঙ্গানার পর আমার হাত দিয়ে আর কারও রক্ত ঝরবে না। পারলে ওকেও ক্ষমা করে দিতাম। কিন্তু ও বেঁচে থাকলে বিয়ে করতে পারব না তোমাকে। এই আইন এমনকী আমার হুকুমের চেয়েও শক্তিশালী। বরখেলাপ করলে মুহূর্তেই তোমার-আমার মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে।'

অ্যালান ওসব ভাবছিল না। ওর একমাত্র ভাবনা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া। ভাবল, আসিকা যদি টের পায়, ও কী ভাবছে! মেয়েটার ভালবাসা যেমন তীব্র, ঘৃণাও তেমনি তীব্র নিশ্চয়ই। কিছু একটা বলতে হয়। মুখ খুলল অ্যালান, 'একটা আর্জি আছে তোমার কাছে। ফেহনিকে মুক্ত করে দাও। ও ওর দেশে চলে যাক।'

'এই কথা! ওকে ছাড়লে দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে। অসুবিধা নেই। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

হাততালি দিয়ে এক পুরোহিতকে ডাকল আসিকা। লোকটা এলে তাকে বলে পাঠাল ফেহনিকে বনসা টাউনের বাইরে রেখে আসতে। সঙ্গে যদি আরও কোনও ওগুলা-বন্দি থাকে, তাদেরকেও যেন ছেড়ে দেয়া হয়। নিজেদের পথ দেখবে ওরা। গার্ডপোস্টগুলোতে বলে দিতে হবে, ওদের যেন বাধা দেয়া না হয়। চলার পথে পাথেয় যা-যা লাগে, দিয়ে দেয়া হোক।

এরপর অ্যালানের সঙ্গে গল্পে মশগুল হলো আসিকা। দায়সারা ভাব দেখিয়ে পাশ কাটাতে চাইলেও পরোয়া করল না। গল্প যেন আর শেষই হয় না তার। যেন অ্যালানকে কাছছাড়া করতে ভয় পাচ্ছে। কীসের ভয়? হারানোর?

অবশেষে অ্যালানকে স্বস্তির সাগরে ভাসিয়ে মুক্তি দিল সে। বিয়ে-সংক্রান্ত গোপন এক অনুষ্ঠানে ওর হাজির না হলেই নয়। অনুষ্ঠানটার নাম: *অতীত ঝেড়ে ফেলা*। তিন-তিনবার ডাক পড়ার পর অ্যালানকে ছাড়ল। উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি। বলল, 'যাচ্ছি,

ভার্নুন। বিদায়। আগামীকাল দেখা হবে। এরপর আমরা আর আলাদা হব না। কিন্তু কেমন যেন অস্থির লাগছে আমার। কেন এমন লাগছে, বলো তো? কালো কুত্তাটা তো বলেইছে: তোমার ভালবাসার মেয়েটা মারা গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেনি ও। বলার কথাও না। ও ভাল করেই জানে, অমন করলে ওর হাড়-মাংস আলাদা করে শকুন দিয়ে খাওয়াব। তা হলে মনটা এমন ভারী হয়ে আছে কেন? তুমি কি চলে যাবে আমাকে ফেলে? অতটা কঠোর লোক তো তুমি নও। মরণ ছাড়া আমার কাছ থেকে যাওয়ার উপায় নেই তোমার। মরেও যেতে পারবে না। ওপারে গিয়েও তোমার উপর থেকে দাবি ছাড়ব না আমি। অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করেছি। কেউ আর তোমাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

এক মুহূর্তের জন্য অ্যালানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কী খুঁজল, সে-ই জানে। হয়তো অ্যালানের আশ্বাস। তারপরই ভেঙে পড়ল বাঁধভাঙা কান্নায়। কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। বারবার চুমু খেতে লাগল অ্যালানের পায়ে।

অ্যালান চলে এল। কিন্তু তখনও বসেই রইল আসিকা। অঝোরে ঝরছে চোখের পানি। সেই রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অ্যালানের কানে বাজল মেয়েটার কান্নার আওয়াজ। বড্ড অসহায় লাগল নিজেকে।

এই এলাকা থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব। দিনের পর দিন জিকির সঙ্গে পরামর্শ করেছে ও। সবই নিষ্ফলা। আর পালাতে পারলেও লাভ হত না। বনসা শহরটা আর দশটা আফ্রিকান শহরের মত। সারারাত লোকজনের আনাগোনা রাস্তায়। দেখা মাত্রই চিনে ফেলবে ওদের। মুখোশ থাকুক আর না থাকুক। তায় অ্যালান শ্বেতাঙ্গ। এদিকে শহরটা বিশাল দেয়াল দিয়ে ঘেরা, পেরোতে হবে নদী। তারপর সুবিশাল প্রান্তর। পালানোর চেষ্টা

আত্মহত্যার নামান্তর।

একবারের জন্য কুচিন্তা খেলে গেল অ্যালানের মাথায়: আত্মহত্যা করবে। তেমন কোনও কঠিন কাজ নয়। রিভলভার আছে। কয়েকটা কার্তুজও রয়ে গেছে। মূর্তি পূজারী এক বন্য জাতির নারী পুরোহিতের ক্রীড়নক হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া অনেক ভাল। তারপর মনে হলো, ও মারা গেলে বারবারার কী হবে। বেচারা জিকিই বা করবে কী? ও-ও তো মরবে। নাহ। আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

পাথুরে বেদির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে জিকি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন ভাবছে আর নীচের ঠোঁট টানছে। অ্যালান পায়চারি করছিল। হাঁটা থামিয়ে বলল, 'সময় তো শেষ, জিকি! কী করব এখন, বলো তো!'

ব্যঙ্গ মিশ্রিত খুশি ফোটাল কণ্ঠে জিকি, 'কী করবেন? কেন, এ তো খুব সহজ! বিয়ে করে ফেলুন। তারপর যত ইচ্ছা মজা লুটুন। ক্লান্ত হয়ে গেলে পরে ভাগবেন। মেয়েটা খারাপ না। মাঝে মাঝে তো স্রেফ একটা বাচ্চা মেয়ের মত আদুরে হয়ে যান। বড় কথা হচ্ছে, আপনার হাতে আর কোনও বিকল্প নেই। করতেই হবে বিয়ে। নয়তো আপনার-আমার—দু'জনেরই মরণ।' পাকা চুলে ভরা বিরাট মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ল। 'দূরো ছাই! কায়মনোবাক্যে ডাকতেও পারছি না যিশুকে। কে আবার কোন্ দিক থেকে দেখে ফেলে! তোর এখন কী হবে রে, জিকি?'

হাসতে লাগল অ্যালান। 'একান্ত বাধ্য না হলে ওই মহিলাকে আমি বিয়ে করব না। ঠিক করেছি, আগামী সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর সোজা রওনা হব দেশের পথে। কেউ থামাতে চাইলে গুলি করব তাকে। অন্তত যতক্ষণ কার্তুজ আছে আমার কাছে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। মরার আগপর্যন্ত চলতেই থাকব।'

'ওরা আপনাকে মারবে না, মেজর। মাথার উপরে কম্বল ছুঁড়ে দেবে। তারপর বেঁধে নিয়ে যাবে আসিকার কাছে। কিন্তু আমাকে মারবে। চামড়া ছিলে নেবে জ্যান্ত। আরও কী-কী করবে, খোদা মালুম।'

'আশা করি, করবে না। করলেও কিছু করার নেই। সকালে আমি বেরোবই। সিদ্ধান্ত পাকা।' ক্লান্তি বোধ করছে অ্যালান। শুতে চলে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্তে।

জিকির চোখে ঘুম নেই। মন-মাথা জুড়ে রাজ্যের চিন্তা। সেদিনের আগে এত গভীরভাবে কখনও চিন্তা করেনি ও। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, মেজরের জীবন ওর বেঁচে থাকার উপর নির্ভর করছে—এ কথার ভাত নেই। আদিবাসীসুলভ স্বার্থপরতা থেকে একটা কুচিন্তা উঁকি দিল মাথায়। আসিকাকে সাবধান করে দিলেই পারে। তা হলে মেজরের আর পালানোর উপায় থাকবে না।

কিন্তু ভালবাসা আর আনুগত্যের কাছে মাথা নোয়াল স্বার্থপরতা। নাহ। আর কোনও রাস্তা নেই। মেজর যদি মনস্থির করে ফেলে, তা হলে রওনা হবেই। মাঝখান থেকে মূল্য চুকাতে হবে ওকে। শাস্তি ওর পাওনা। ও-ই তো অ্যালানকে এখানে নিয়ে এসেছে। ...আচ্ছা, কীভাবে মৃত্যু ঘটবে ওর?

চিন্তায় চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরোল। ক্লান্ত হয়ে একসময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। অনুভব করল, ঘরে ওরা ছাড়াও আর কেউ রয়েছে। ভাবল—আসিকাই। কিংবা তাঁর আত্মা। এমনটা ভাবার কারণ, মহিলা কোন্ পথে ঘরে ঢোকেন, তা ও আবিষ্কার করতে পারেনি।

একটুও নড়ল না জিকি। চোখের কোনা দিয়ে খেয়াল করল, অনুপ্রবেশকারী কালো একটা আলখেল্লা দিয়ে নিজেকে ভালভাবে আড়াল করে রেখেছে। মানুষটা আর যে-ই হোক, আসিকা নন।

চিতার মত নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে আলখেল্লাধারী এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। গভীর শ্বাস ফেলতে লাগল জিকি। মুখের উপর থেকে পর্দাটা একটুখানি সরে গেল মূর্তিটার। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল তাকে। মুঙ্গানা! বাঁকা ফলার লম্বা একটা ছোরা চকচক করছে ওর হাতে। একদম কাঠ হয়ে পড়ে রইল জিকি। ভাল করেই বুঝতে পারছে, ওর জেগে থাকার সামান্যতম নমুনা প্রকাশ পেলেই হৃৎপিণ্ড বরাবর নেমে আসবে ছোরা।

কিছুক্ষণ দেখল ওকে মুঙ্গানা। সে ধরে নিয়েছে, ঘুমিয়ে আছে জিকি। ধীরে ধীরে, খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে গেল সে অ্যালানের বিছানার দিকে। জিকির থেকে ওর বিছানা মোটামুটি তেরো-চোদ্দ ফুট দূরে। সাপের মত নিঃশব্দে কম্বল ছেড়ে উঠল জিকি। চিতা বাঘের সতর্কতায় পিছু নিল মুঙ্গানার। ঘাসের মাদুর বিছানো মেঝের উপর খালি পা পড়ায় কোনও শব্দ হচ্ছে না। মুঙ্গানার সমস্ত মনোযোগ অ্যালানের দিকে। পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না একটিবারও। একই সঙ্গে বিছানার কাছে পৌঁছল সে আর জিকি।

বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে অ্যালান। গলা, বুক উন্মুক্ত। আততায়ীর জন্য অতি সহজ নিশানা। কাঁধ থেকে আলখেল্লাটা ঝেড়ে ফেলল মুঙ্গানা। ছোরাটা তুলে ধরল বুকে বসিয়ে দেবে বলে। ঠিক তখনই এক হাতে ছোরা ধরা হাতটা ধরে ফেলল জিকি। আরেক হাতে চেপে ধরল মুঙ্গানার গলা। বনবিড়ালের মত লড়তে শুরু করল মুঙ্গানা। কিন্তু জিকির শক্তি ওর চাইতে অনেক বেশি। গলা চেপে ধরে শূন্যে তুলে জোর শক্তিতে আছড়ে ফেলল মাটিতে। এক আছাড়েই অবস্থা খারাপ মুঙ্গানার। অসহায় পড়ে রইল মাটিতে। আগেই হাত থেকে পড়ে গেছে ছোরা। এবারে ওর বুকের উপর চেপে বসল জিকি।

ধস্তাধস্তির শব্দে জেগে গেল অ্যালান। ঘুমজড়িত কণ্ঠে

জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে।

খুশি খুশি গলায় উত্তর এল, 'তেমন কিছু না। একটা সাপ এসেছিল আপনাকে ছোবল দিতে। ওটাকে ধরে ফেলেছি,' বলতে বলতে মুঙ্গানার গলায় আরেকটু চাপ বাড়াল জিকি। চোখ উল্টে যাবার দশা হলো আততায়ীর।

'সাবধান, জিকি।' পুরোপুরি সজাগ অ্যালান। 'মেরে ফেলবে তো লোকটাকে!'

'কেন মারব না? বদমাশটা এসেছিল আপনাকে মারতে। মেরে তারপর আমাকেও মারত। পবিত্র বইও তো বলেছে, এসব "ময়লা" ধুয়ে ফেলতে।'

'না, জিকি। একটু শ্বাস নিতে দাও ওকে। আর আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও।'

গলা থেকে হাত সরিয়ে নিতেই ফুঁপিয়ে উঠল মুঙ্গানা। অ্যালান জানতে চাইল, 'বলো। আমাকে মারতে চাও কেন?'

'কারণ, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। আগামীকাল তুমি আমার জায়গায় বসবে। যাকে আমি ভালবাসি, বিয়ে করবে তাকে।'

'এক বা দুই বছর আগে তুমিও তো অন্য কারও জায়গা নিয়েছিলে, তাই না? শোনো, তোমার জায়গা বা স্ত্রী—কোনওটাই আমি চাই না।'

'হাহ! স্বয়ং আসিকা যেখানে তোমাকে চায়, সেখানে তুমি না চাইলেই কী?'

'ভাবছি, আমাদের কথা শুনে ফেললে ও হয়তো নতুন কাউকে চাইবে। কালকে কীভাবে তোমার মৃত্যু হবে বলে ভাবছ? সহজ কোনও পদ্ধতিতে নয় নিশ্চয়?'

মুঙ্গানার চোখ দুটো যেন মাথার ভিতর সেঁধিয়ে গেল। আতঙ্কের মুখোশ হয়ে উঠল ওর চেহারা। অ্যালান বলল, 'শোনো, মুঙ্গানা, একটা উপায় ভেবেছি আমি। এসো, একটা চুক্তিতে

আসি। এখনই তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখাবে আমাকে। বিনিময়ে তোমাকে জীবিত অবস্থায় চলে যেতে দেব। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আসিকার হাতে তুলে দেব তোমাকে। বুঝেছ? উত্তর দাও। জলদি!'

'পরে তুমি আমাকে খুন করবে, সাদা মানুষ?'

'না। তোমাকে মেরে লাভ কী আমার? চাইলে তুমিও আমাদের সঙ্গে আসতে পারো। যাওয়া-থাকা তোমার মর্জি। তবে থেকে গেলে আসিকার হুকুমের গোলাম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না, সাদা মানুষ। এটা কী করে সম্ভব যে, এত ভালবাসা আর মহান জীবনের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তুমি পালাতে চাইছ? আর যে তোমাকে মারতে চেয়েছিল, তাকে ছেড়ে দেবে—সেটাই বা কী করে সম্ভব? তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, এখান থেকে তোমাকে বের করা অসম্ভব কাজ।'

'কী আর করা তা হলে!' হতাশ হওয়ার ভান করল অ্যালান। 'জিকি, পুরোহিতদের ডাকো।'

'না, না, লর্ড!' সম্বোধন বদলে গেল মুঙ্গানার। 'আমি চেষ্টা করব। চেষ্টা করব আমি।'

'খুব ভাল। জিকি, মালপত্র গুছিয়ে নেয়া পর্যন্ত ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকো। আর মুখোশটা দাও। আমার দিকে তাকালেই খুন করে ফেলবে ওকে।'

প্রস্তুত হয়ে পাহারায় দাঁড়াল অ্যালান জিকিকে তৈরি হওয়ার সুযোগ দিতে। মাথা নেড়ে আনমনে শঙ্কা প্রকাশ করছে জিকি। বিড়বিড় করে বলছে, 'পালানো যাবে না, কোনওমতেই পালানো যাবে না। পুরোহিতদের যদি ফাঁকি দিইও কোনওমতে, আসিকার জাদুর কাছে ধরা পড়ে যাব। রেভারেণ্ড চাচার সঙ্গে পালাতে পেরেছিলাম, কারণ তখন সঙ্গে ছিলেন ছোট বনসা। কিন্তু এবার?

মারা পড়ব। ঠিক মারা পড়ব!'

জিকির বিড়বিড়ানি শুনে কড়া ধমক লাগাল অ্যালান। বলল, থাকতে চাইলে থেকে যেতে পারে ও।

সঙ্গে সঙ্গে বলল জিকি, 'না, না, মেজর, আমি যাব। আসিকা আমাকে একা পেলে চামড়া ছিলে লবণ মাখাবেন। তারপর শুকাতে দেবেন রোদে। এর চাইতে আপনার সঙ্গে গিয়ে মরাও ভাল। তা ছাড়া আপনার সঙ্গী দরকার। আমি প্রস্তুত। চলুন।' হালকা একটা লাথি কষাল মুঙ্গানাকে। মানে, হাঁটতে শুরু করো।

লাথি খেয়ে পড়ে গেলেও জিকির দিকে ফিরে তাকাল না মুঙ্গানা। শুধু বলল, 'আমার পিছন-পিছন আসুন। বাঁচতে চাইলে একটুও আওয়াজ করবেন না। গা-মাথা ঢেকে রাখুন কাপড় দিয়ে।'

তা-ই করল ওরা। বিশাল ঘরটার প্রান্তের দিকে গিয়ে আবিষ্কার করল, ওখানে একটা সিঁড়ি হাজির হয়েছে। সিঁড়িটা কোত্থেকে কীভাবে এল, বোঝা তো দূরের কথা, অনুমানও করতে পারল না। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো যে, এ পথেই ঘরে ঢোকে আসিকা।

সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে নেমে গেল মুঙ্গানা। এক হাতে তার এক হাত ধরে রাখল জিকি। অপর হাতে ছোরাটা তৈরি। ওর আলখেল্লার প্রান্ত ধরে সব শেষে নামল অ্যালান।

বারো ধাপ নীচে নেমে ডানের একটা সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকল ওরা। তারপর একবার বামে, একবার ডানে মোড় নিয়েছে পথটা। কালিগোলা অন্ধকার। মুঙ্গানা ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। একসময় হঠাৎ করেই বেরিয়ে এল ওরা জ্যোৎস্নার আলোয়।

আশপাশে তাকিয়ে জায়গাটা চিনতে পারল অ্যালান। সেই

এরিনা, দু'মাস আগে যেখানে নরবলি হয়েছিল।

মুঙ্গানার আত্মাহূতি আর বিয়ের ভোজ উপলক্ষে সাজানো হয়েছে জায়গাটা। মঞ্চের উপর রাখা সোনার গিলটি করা দুটো চেয়ার। অ্যালান আর আসিকার জন্য। মঞ্চসহ সামনের উন্মুক্ত স্থানটাকে সাজানো হয়েছে অদ্ভুতদর্শন পতাকা আর লতা-পাতা দিয়ে। লেকের মাঝে তখনও ভাসছে বড় বনসার কুৎসিত মাথাটা। চকচক করছে চাঁদের আলোয়। অ্যালানের মনে হলো, পাথুরে চোখ দুটো যেন হিংস্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। মাছের মত নাক আর মলিন দাঁতে চাঁদের আলোর প্রতিফলন মূর্তিটাকে দিয়েছে ভয়ঙ্কর একটা আবহ। আতঙ্ক জাগানিয়া মূর্তিটার দিকে চেয়ে কেঁপে উঠল অ্যালান।

অ্যালানের মানসিক অবস্থা খেয়াল করল মুঙ্গানা। জানাল, 'সাঁতরে লেক পার হতে হবে। সাদা মানুষ, আপনার যদি কোনও দেবতা থাকে, তার কাছে প্রার্থনা করুন। বড় বনসার গ্রাস থেকে তিনি যেন আপনাকে রক্ষা করেন।'

জবাবে অ্যালান বলল, 'আগে বাড়ো। একটা বাজে মূর্তিকে আমি ভয় পাই না। ...পাড় দিয়ে ঘুরে যাওয়া যায় না?'

মাথা নেড়ে পানিতে নামতে শুরু করল মুঙ্গানা। জিকির ততক্ষণে দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে। নামতে চাইছে না ও। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে নামাল ওকে অ্যালান। ছলকে উঠল অনেকটা পানি। এরপর নিজে নামল। ঠাণ্ডা পানিতে বুক পর্যন্ত নেমে তাকাল বড় বনসার দিকে। মনে হলো, মাথাটা ঘুরে তাকাল যেন ওদের দিকে। কয়েক মুহূর্ত আগেও না আরেক দিকে ছিল ওটার নাক? নাহ। স্রেফ কল্পনা। গভীর পানিতে এসে সাঁতার কাটতে শুরু করল ওরা। পিস্তল আর কার্তুজগুলো এক হাতে মাথার উপর তুলে সাঁতার কাটছে অ্যালান আর জিকি। এবার অ্যালানের মনে হলো, মাথাটা একটু উঁচু হয়েছে। ওদেরকে

ভাল করে দেখবার জন্যই বুঝি! এমনটা ভাবার কোনও যুক্তি নেই। তবে হ্যাঁ, সাঁতারের কারণে সৃষ্টি হওয়া ঢেউ যদি ওটাকে উঁচু করে থাকে, সেটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার। কথা হচ্ছে, কৌতূহলী মাছের মত ওদের দিকে ভেসে আসছে কেন মাথাটা? এর ব্যাখ্যা কী?

লেকের মাঝামাঝি পৌঁছে গেল ওরা। মাথাটা পার হয়ে গেল মুঙ্গানা। ঠিক ওটার নাক বরাবর অ্যালান। হঠাৎ একরাশ ফেনা তুলে টর্পেডোর মত ছুটে এল মাথাটা ওর দিকে। দুটো ঢেউয়ের মাঝে পড়ে একটু নিচু হয়ে গেছে ওটা। অপার্থিব অমানুষিক হাসি কানে এল। এবং হঠাৎ একটা সোনালি ঝলকের মত অ্যালানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বনসা। ডুবিয়ে মারার জোগাড় করল।

সতেরো

চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশ আর জ্যোৎস্না। পানির নীচ থেকে আরও নীচে তলিয়ে যাচ্ছে অ্যালান। টের পাচ্ছে, ওর হাত-পা ধরে নীচের দিকে টানছে একাধিক 'কিছু'। সেগুলো যে কী, তা ওর চোখে ধরা পড়ল না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, যা-ই হোক, মানুষ না ওগুলো। সংখ্যায় অনেক। এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দিল ও। ঠিক তখনই বারবারার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখে। কিছু একটা ঘটে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এত কিছুর পরও পিস্তলটা রয়ে গেছে হাতে। ওটার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করল। একবার। দু'বার। তিনবার।

গভীর পানিতে থাকা সত্ত্বেও গানপাউডারের বিস্ফোরণের শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দিল। বুলেটের শেলগুলো তামা দিয়ে বানানো। তাই পানিতে পড়েও অকেজো হয়ে যায়নি।

বাতাসের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস। জ্ঞান প্রায় হারিয়ে ফেলার দশা। যতটুকু বোধ তখনও রয়েছে, তাতে কেবল এটুকু বুঝল, ওকে আর 'কেউ' বেঁধে রাখেনি। ভেসে উঠল অ্যালান। মুখোশের ফাঁক দিয়ে দম নিতে লাগল নাকে-মুখে। সেই ফাঁকেই নীচে তাকিয়ে দেখতে পেল, লেকের তলায় পড়ে আছে বনসার বিশাল মাথাটা। ওটার চকচকে গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। যেন আরেকটা চাঁদ শুয়ে আছে পানির নীচে।

মুহূর্তখানেক পরেই উপরে উঠতে শুরু করল মাথাটা। দৃশ্যটা যেন সম্মোহিত করে ফেলল অ্যালানকে। শুনতে পাচ্ছে, পাড় থেকে ডাকছে ওকে জিকি। কিন্তু মোটেও নড়তে পারছে না সে। তক্তার মত ওখানেই ভেসে রইল। ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে রইল আগুয়ান মাথাটার দিকে।

অ্যালানের বিমূঢ় অবস্থা দেখে ফের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিকি। দ্রুত সাঁতরে গিয়ে টেনে নিয়ে এল ওকে পাড়ের কাছে। ওরা মাটিতে ওঠার ঠিক আগে বিশাল একটা মাছের মত ভুশ করে মাথা জাগাল বনসা। চেষ্টা করল ছুঁতে। পারল না। পানির উপরে এক জায়গায় ঘুরতে লাগল মাথাটা বৃত্তাকারে। সাদা রঙের তরল বেরিয়ে এল মাথা থেকে। দুধের মত সাদা হয়ে গেল কালো পানি। রক্ত? ধারণা নেই অ্যালানের। কাতর চিৎকার করছে মাথাটা। এরকম কোনও কিছু কখনওই শোনেনি ওরা। অমন আওয়াজ যে কেউ করতে পারে, কল্পনাতেও আসেনি কারও। সারা জীবন ভুলতে পারবে না ওই শব্দ।

বিস্ময়ে, ভয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল অ্যালান পাড়ে। দেখতে

চাইছে, শেষ পর্যন্ত কী হয়। কিন্তু ফেনার মাঝে ওটার খাবি আর পাক খাওয়া ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না ওর।

'ওটা কী আসলে, জিকি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না, মেজর। খোদ শয়তান ছাড়া আর কী হতে পারে? চলুন, তাড়াতাড়ি সরে যাই এখান থেকে। নয়তো আবার আমাদের ধরতে আসবে।'

'মনে হয় না। অন্তত এই মুহূর্তে না। ঠিকমতই কাজ করেছে বুলেট। আরেকটা গুলি করব নাকি, জিকি?' পিস্তলটা তাক করতে করতে জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'না, না, মেজর, বোকামি করতে যাবেন না।' অ্যালানের হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিল জিকি।

কয়েক গজ দূরে সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল মুঙ্গানা। অ্যালানকে দেখছে। বিড়বিড় করে বলল, 'দেবতার চেয়েও শক্তিশালী...দেবতার চেয়েও শক্তিশালী সাদা মানুষ!'

পথটা চলে গেছে লেকের পাশ দিয়ে। কিছুদূর এগিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা একটা সুড়ঙ্গের ভিতর। অন্ধকারে চলার সুবিধার জন্য একজন আরেকজনকে ধরে রেখেছে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই টানেল থেকে বেরিয়ে এল খোলা আকাশের নীচে। সামনে সিডার বন। আলো-আঁধারির ভিতর দিয়ে ভূতের মত ছুটে চলল।

বিশাল জলপ্রপাতটা ওদের পিছনে, বামদিকে। সামনে দিয়ে চলে গেছে একটা ধারা। খরস্রোতা ওই জলধারায় রয়েছে এক শ' ফিট চওড়া বিশাল এক ঘূর্ণাবর্ত। নদী পার হওয়ার উপায় দড়ি আর কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো নড়বড়ে সাসপেনশন ব্রিজ। ব্রিজটার দু'পাড়েই রয়েছে প্রহরীদের গার্ডপোস্ট।

দেখে ফেলল ওদের প্রহরীরা। বাধা দেয়ার জন্য বর্শা বাগিয়ে দাঁড়াল দু'জন ব্রিজের এপারে। অপর পাড়ে ছুটে গেল আরেকজন। উদ্দেশ্য, ওরা নদী পেরোতে গেলে যেন ব্রিজের

রশিটা কেটে দেয়া যায়।

মুঙ্গানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আমরা শেষ।'

একই মনোভাব জিকির। পিছনে ছুটে আসছে সাদা আলখেল্লা পরা পুরোহিত দল। ওদের দেখে বেপরোয়া হয়ে উঠল অ্যালানরা। সর্বশক্তিতে ছুট লাগাল ব্রিজের দিকে। সবার আগে ব্রিজে পৌঁছল জিকি। দুই প্রহরীর ছুঁড়ে দেয়া বর্শা ফাঁকি দিয়ে বিরাট ছোরাটা বসিয়ে দিল একজনের বুকে। আরেকজনকে নারকেলের মত শক্ত মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে ফেলে দিল ব্রিজ থেকে। খসে পড়ল বেচারা নীচের পাথুরে পাড়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

'চলে আসুন, মেজর, তাড়াতাড়ি!' তাড়া দিল জিকি।

ব্রিজে উঠে পড়ল ওরা। সবার আগে অ্যালান। তারপর মুঙ্গানা। সবশেষে জিকি। কী মনে করে নীচে তাকাল অ্যালান। যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল, বেঁচে থাকতে কখনও ভুলতে পারবে না।

প্রায় পঞ্চাশ ফিট নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে প্রবল স্রোত। ওদিকে ব্রিজের অপর পাড়ে থাকা প্রহরী বর্শা দিয়ে সমানে কুপিয়ে যাচ্ছে রশিটা। কেটেও এনেছে প্রায়। দড়ি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ওপারে পৌঁছানো অসম্ভব। দৃশ্যটা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত জায়গায় জমিয়ে দিল ওদের। ঠিক তখন উরুতে কিছু একটার স্পর্শ টের পেল অ্যালান। তাকিয়ে দেখে, ওর পিস্তলটা। চামড়ার একটা রশি দিয়ে বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। হাতে নিয়েই গুলি করল অ্যালান। আলো কম, তার উপর দুলছে ব্রিজ—মিস করল। কিন্তু কোপানো থামিয়ে দিয়েছে প্রহরী। এ ধরনের আওয়াজ সে জিন্দেগিতে শোনেনি।

লোকটার হতভম্ব অবস্থার সুযোগে কক করে ফের গুলি করল অ্যালান। এবার লাগাতে পারল। পড়ে গেল লোকটা। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে কাটা দড়িটাকেই আঁকড়ে ধরল সে। বিপদ বুঝে

প্রাণপণে দৌড় শুরু করল সবাই। চিৎকার করছে অ্যালান: 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! ছিঁড়ে যাচ্ছে রশি!'

বিপদ এড়ানো গেল না। দড়ি ছিঁড়ে নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল লোকটা। এরপর যা হবার, তা-ই হলো। রশির অবলম্বন না থাকায় বিপজ্জনকভাবে একদিকে কাত হয়ে গেল ব্রিজ। কাঠের পাটাতনের প্রান্তে পা রেখে অবশিষ্ট রশি আঁকড়ে ঝুলতে লাগল ওরা তিনজন। ওই অবস্থাতেই কাটল শ্বাসরুদ্ধকর ক'টা মুহূর্ত। সবার আগে সামলে নিল জিকি। বলল, 'বানরের মত ঝুলে ঝুলে রশি বাইতে হবে। আর কোনও উপায় নেই।'

ধীরে ধীরে পাটাতন থেকে পা তুলে নিল অ্যালান। দু'হাতে ধরাই আছে দড়িটা, দু'পায়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরল। ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। মনে হলো, জায়গাটুকু পার হতে একটা ঘণ্টা লেগে গেল ওর। ঘামের স্রোতে চোখ জোড়া প্রায় দৃষ্টিহীন। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশিরিয়ে নেমে যাচ্ছে ভয়ের স্রোত। মাথা ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই অপর পাড়ে এসে পৌঁছল সবাই।

জিকি বলল, 'মানুষ যে বলে, আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল বানর; এখন মনে হচ্ছে, তাঁরা ভুল বলে না। আর কখনও বানরকে নিচু নজরে দেখব না। ...পুরোহিতরা আসছে। দাঁড়ান, ওদেরও ব্যবস্থা করছি!' বাঁকা ফলার ছুরির চার-পাঁচটা জোরাল কোপে ব্রিজের রেলিং হিসেবে কাজ করা দড়ি আর পাটাতন ধরে রাখা দড়িটাও কেটে দিল সে। খসে পড়ল ব্রিজ।

প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা আসিকি পুরোহিতরা বর্শা দেখিয়ে নিষ্ফল হুমকি-ধমকি দিতে লাগল ওপার থেকে। জবাবে ওদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করল জিকি। মুহূর্তখানেক বিশ্রাম নিয়ে ফিরে তাকাল পাশে। ব্রিজের রেলিং বেয়ে আসার সময় ঘষাঘষিতে মুখের সমস্ত আঁকিবুঁকি মুছে গেছে মুঙ্গানার। বিষণ্ন। চুলে দেয়া রঙ ধুয়ে গেছে আগেই, যখন পানিতে নেমেছিল। ভিজে গিয়ে জমকালো

আলখেল্লার জেল্লাও হারিয়ে গেছে। ভেঙে গেছে রত্নখচিত নেকলেসটা। মৃদু লাথি দিয়ে উঠতে ইশারা করল জিকি লোকটাকে। জিজ্ঞেস করল, পুরোহিতদের আসার কোনও উপায় আছে কি না।

জবাবে মুঙ্গানা বলল, সেটা করতে হলে সাঁতরে পার হতে হবে নদী। তারপর অনেক পথ ঘুরে শহরে গিয়ে আসতে হবে এপারে। তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই, ধাওয়া ওরা করবেই। আর ধরতে পারলে মৃত্যু অনিবার্য।

এ পর্যন্ত বলার পর ওকে বাধা দিল জিকি। আসিকিল্যাণ্ডের পুরোটাই ওর মুখস্থ। শুধু জানতে চাইল ওর অনুপস্থিতিতে নদীর উপর আর কোনও ব্রিজ তৈরি হয়েছে কি না। অ্যালানকে অভয় দিল। 'পাহাড়ের উপরের শর্টকাটগুলো আমার জানা আছে, মেজর। ছোটবেলায় যখন ছাগল-ভেড়া চরাতাম, তখন থেকেই পুরো এলাকা চেনা। কিছুই ভুলিনি। বেরিয়ে আমরা যাবই।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু মুঙ্গানাকে নিয়ে কী করা?'

'ওর কথা ভাবছি না। ও আমাদের কোনও কাজে আসবে না। যেখানে ইচ্ছা, চলে যেতে পারে।'

চলতে শুরু করল ওরা। মুঙ্গানাও আসছে। জিকি চাইছে ওকে তাড়িয়ে দিতে। তারপরও পিছু ছাড়ছে না সে। ভয় দেখানোর জন্য ছোরা বের করল জিকি, যেটা মুঙ্গানার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

'কী করছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'শয়তানটার মাথা কাটব, মেজর। নইলে বদমায়েশি করতে পারে ব্যাটা।'

'বাজে কথা বোলো না। আসতে চাইলে আসুক। আমাদের একটা উপকার করেছে ও। বিনিময়ে ওরও একটা উপকার পাওনা।'

'তা বটে। কিন্তু প্রথমে তো চেয়েছিল গলা কাটতে। সেজন্য আমিও কাটতে চাইছিলাম। ঠিক যেমনটা আপনি বললেন। ওটার বিনিময়ে এটা। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। বেশিক্ষণ আমাদের সাথে থাকছে না ও।'

'বলতে চাইছ, পালাবে?'

'না, মেজর, পালাবে না। কারণ, আশপাশের সবাই ওকে চেনে। কিছু একটা এসেছে ওর সঙ্গে। আজ রাতেই ওর মারা যাওয়ার কথা। নিজেই দেখবেন, মেজর। প্রার্থনা করছি, আপনার সঙ্গেও যেন অমন কিছু এসে না থাকে।'

'কই, আমি তো কিছু টের পাইনি,' বলতে বলতে অ্যালানের মনে পড়ল বনসার আর্তনাদের কথা। কেঁপে উঠল ও।

চলতে চলতে একসময় পৌঁছল ওরা এক ঝোপের কাছে। ঝোপটাকে ভেদ করে চলে গেছে হাঁটা পথ। ওই পথ ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে হেঁটে চলল। দলনেতা জিকি। আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ওকে। পথে কোথাও কোনও মানুষের দেখা পেল না। তবে মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু শব্দ কানে এল। অ্যালান ধরে নিল, ওগুলো বন্য জন্তুর ডাকাডাকি। জিকি আর মুঙ্গানা তাতে একমত নয়। ওদের মতে, আওয়াজগুলো ভূতেদের করা!

অস্বীকার করার উপায় নেই যে; পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নীরব-নিশ্চুপ, ঘোর লাগা আবহের কারণে সত্যি সত্যিই জঙ্গলটাকে ভৌতিক মনে হচ্ছে। আসিকিরা রাতে কোনওমতেই ঢোকে না এই বনে। খুব শক্তিশালী জাদুর কবচ ছাড়া দিনেও ঢোকার সাহস করে না। ব্যাপারটা শাপে বর হলো অ্যালানদের জন্য।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ওরা এসে পৌঁছেছে চওড়া এক রাস্তার কাছে। রাস্তাটা চলে গেছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। ওই পথ ধরে একটু এগিয়ে একটা ঝোপের পাশে আগুন জ্বলতে দেখল। আগুন ঘিরে ঘুমিয়ে আছে পাঁচ-ছ'জন মানুষ।

প্রথমে ভেবেছিল লোকগুলোকে এড়িয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল, ওদের একজন ওদের পরিচিত। সর্দার ফেহনি! অন্যরা সর্দারের সঙ্গে মুক্তি পাওয়া নরখাদক।

আস্তে ধীরে এগিয়ে গেল ওরা ক্যাম্পের দিকে। জাগিয়ে তুলল ফেহনিকে। ভয় পেয়ে গিয়েছিল লোকটা। ভেবেছিল, ভূত বা জঙ্গলের আত্মারা আক্রমণ করেছে ওদের উপর। অ্যালানদেরকে চিনতে পেরে আশ্বস্ত হলো। লাফিয়ে উঠে টেনে নিল অ্যালানের হাত। চুমু খেল উল্টো পিঠে।

'আনুষ্ঠানিকতার সময় নেই,' বলল অ্যালান, 'খাওয়ার মত কিছু থাকলে দাও।'

খাবারের অভাব নেই। আসিকার হুকুমে প্রচুর খাবার দিয়ে দেয়া হয়েছে—যতটা একেকজন বইতে পারে। আরাম করে খেল ওরা। খেতে খেতেই ওগুলাদের শোনাল পালিয়ে আসার গল্প। হাঁ করে শুনল বুড়ো সর্দার। জিকির মত সে-ও জিজ্ঞেস করল, কেন অ্যালান মুঙ্গানাকে মেরে ফেলেনি।

লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যা দেয়ার ইচ্ছা নেই অ্যালানের। সংক্ষেপে বলল, পরে কাজে আসতে পারে ভেবে ওকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল ফেহনি। 'বুঝতে পেরেছি এবার। কাজ ফুরালে...লোকটা একদম শুকনো যদিও, তারপরও ওকে দিয়ে এক বেলার মাংস হয়ে যাবে। টেনেটুনে দু'বেলাও হয়ে যেতে পারে। সাদা মানুষরা আসলেই অনেক জ্ঞানী। পিঁপড়ার মত আগামীকালের কথা ভেবে রাখেন আজকেই।'

খাওয়া শেষ হলে শুরু হলো আবার চলা। ফেহনিকে বলল অ্যালান, চাইলে চলে যেতে পারে সে। সেটাই হয়তো ওদের জন্য বেশি নিরাপদ। কিন্তু লোকটা অ্যালানকে বিপদের মুখে ছেড়ে যেতে চাইল না। বলল, 'বাঁচি বা মরি, একসঙ্গেই থাকব।'

এক পর্যায়ে সবাইকে নিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা ছড়ার ভিতর গিয়ে নামল জিকি। পানি ভেঙে উজানের দিকে চলল। ছড়া ব্যবহার করার উদ্দেশ্য—পায়ের ছাপ না পড়া। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল বিশাল পাহাড়টার কোলে। আসিকিল্যাণ্ডের সীমানায় পড়া জলাভূমিতে পৌঁছানোর বাধা কেবল ওই পাহাড়টাই। ফেলে আসা শহরের দিকে ফিরে তাকাল একবার অ্যালান। দেখতে পেল নদীঘেরা উর্বরা কিন্তু ঘৃণ্য এলাকাটা। বিশাল জলপ্রপাতটাও চোখে পড়ল। মনে হচ্ছে, আসিকিল্যাণ্ড নিয়ে স্মৃতিগুলো স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন।

কল্পনা করল অ্যালান, মুঙ্গানাকে নিয়ে ওদের পালানোর কথা শুনে আসিকার মনের অবস্থা কী হতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা, ওরা ধরা পড়ে গেলে কীভাবে নেবে ওকে আসিকা। না। কোনওভাবেই ধরা পড়া চলবে না। এখনও কয়েকটা কার্তুজ রয়ে গেছে। দরকার পড়লে সদ্ব্যবহার করবে ওগুলোর। একটা রেখে দেবে নিজের জন্য। জীবিত অবস্থায় কেউ ওকে বনসা শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

পাহাড় পাড়ি দিয়ে এক নাগাড়ে এগিয়ে চলল ওরা। বিকেলের দিকে পৌঁছে গেল পাহাড়ের পাদদেশের কাছাকাছি। চোখে পড়ল নীচে ফিতের মত সরু একটা পথ। পথটার শেষে দেখা যাচ্ছে লেগুন। ওখানেই বসে পড়ল বিশ্রাম আর খাওয়ার জন্য। খেতে খেতেই চলল পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা। মূল আলোচ্য বিষয়: ক্যানু জোগাড় করা যায় কীভাবে। ক্যানু ছাড়া লেগুন পাড়ি দেয়া অসম্ভব।

মুঙ্গানা একটা পরামর্শ দিল। 'লর্ড, গতকাল এই মানুষখেকোদের মুক্তি দেয়ার সময়ই একজন দ্রুতগামী দূতকে দিয়ে খবর পাঠানো হয়েছিল এদিকে। বলে দেয়া হয়েছে, পথ চলার মত রসদসহ ভাল একটা ক্যানু যেন প্রস্তুত রাখা হয় ওদের

জন্য। এতক্ষণে সেটা তৈরি থাকার কথা। লেগুনের ধারে চলে যাক ওগুলারা। খোঁজখবর নিয়ে আসুক। ক্যানু পেলে রওনা হয়ে যাব। না হয় রাত কাটাব ঝোপঝাড়ে।'

পরিকল্পনাটা মনে ধরল অ্যালানের। কিন্তু আপত্তি জানাল জিকি। ইংরেজিতে বলল, ফেহনি যদি খোলা পানিতে ফিরে যাওয়াই ভাল মনে করে, তখন কী হবে? ওদেরকে একা ছাড়া উচিত হবে না।

কথাটা ফেহনিকে শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত লাফিয়ে উঠল রাগের চোটে। নিজের সম্মান রক্ষার্থে লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জ করল জিকিকে। কিন্তু লড়তে অস্বীকার করল জিকি। তার বক্তব্য, এমনিতেই হাজারটা উপায় আছে মারা যাওয়ার। নতুন একটা উপায় যোগ করার দরকার নেই। ফেহনি তার দেবতা আর যত মানুষ সে খেয়েছে, তাদের সবার নামে কসম কেটে বলল, বেঁচে থাকলে অবশ্যই ফিরে আসবে সে অন্ধকার নামার পর।

পাহাড় বেয়ে নেমে গেল ফেহনিরা। অন্যরা উঁচু-নিচু জমির ভাঁজে ভাঁজে যতটা সম্ভব লুকিয়ে এগিয়ে চলল নীচের দিকে। পথটা বেশ দীর্ঘ আর বন্ধুর। এক জাতের কাঁটাঝোপে ভরা এলাকা। কাঁটার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করে জায়গামত পৌঁছাল। রুক্ষ অঞ্চল। লোকবসতি কম। যারা ছিল, বিয়ে উপলক্ষে চলে গেছে শহরে। ফলে পথে কারও মুখোমুখি হলো না অ্যালানরা। ঝোপঝাড়ের আড়ালে দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করল। ক্যানুর দেখা নেই।

হতাশ জিকি বলল, 'আশার গুঁড়ে বালি, মেজর। সুযোগ পেয়েই ভেগেছে কালো শয়তানটা। আমাদের ফেলে গেছে ধরা পড়ার জন্য। এখন পায়ে হেঁটে ভাটির দিকে রওনা হয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে ভাল। তারপর সুযোগমত ফ্যানির কাছ থেকে ক্যানু ছিনিয়ে নিয়ে ওকে তীরে ফেলে চলে যাব।'

কোনও উত্তর দিল না অ্যালান। ভীষণ ক্লান্ত ও। তা ছাড়া ফেহনির উপর থেকে বিশ্বাস হারায়নি। এমনও হতে পারে যে, ওরা হয়তো নৌকাই পায়নি। আর যদি তা না হয়...পালায় যদি লোকগুলো...দুর্ভাগ্য মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কী?

ঘুমিয়ে পড়ল অ্যালান। হঠাৎ ওর ঘুম চটে গেল। আশপাশে কোথাও বৈঠা পড়ার শব্দ হচ্ছে পানিতে। কয়েক মুহূর্ত পরই হালকা কুয়াশার মধ্যে ফুটে উঠল একটা ক্যানুর কাঠামো। দৃশ্যটা পরিষ্কার হতে দেখা গেল, স্টার্নে বসে আছে ফেহনি।

জিকি আর মুঙ্গানাকে জাগিয়ে তুলল অ্যালান। নিঃশব্দে উঠে বসল সবাই। তারপর এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল লেকের পাড়ে। ক্যানুটা বড় নয়। ঠেসেঠুসে জায়গা হলো সবার কোনওমতে। ওরা ক্যানুতে চড়ার পর ফেহনির ইশারায় প্রাণপণে বৈঠা বাইতে লাগল ওগুলারা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আসিকিল্যাণ্ড হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় আলোকিত পাহাড়টা চোখে পড়ছে শুধু।

একটু স্থির হয়ে দেরির কারণ খুলে বলল ফেহনি। ওরা লেগুনের ধারে গিয়ে দেখে, কোনও কারণে দারুণ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে এলাকাবাসী। কারণ? শহর থেকে লোক পালিয়েছে। তারা ভেবেছিল, পলায়নকারী হয়তো মুঙ্গানাই হবে। ফেহনি জানতে চাইল, কে ওদের এই খবর দিয়েছে। লোকগুলো বলল, স্বপ্নে দেখেছে ওদের সর্দার। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফেহনি তাদের কাছে ক্যানু দাবি করে। কিন্তু ক্যানু দিতে গড়িমসি করতে থাকে লোকগুলো। লম্বা সময় ধরে চলে তর্কাতর্কি। এক পর্যায়ে ফেহনি দলবল নিয়ে জোর করে চড়ে বসে একটা ক্যানুতে। কেউ বাধা দিতে সাহস করেনি। ওরা একটু সরে যাওয়া মাত্র শহর থেকে এসে হাজির হলো এক দূত। প্রচণ্ড ক্লান্ত। লম্বা দৌড়ের কারণে জিভ ঝুলে পড়েছে। জানাল সে, জিকি আর মুঙ্গানাকে সঙ্গে নিয়ে

পালিয়েছে সাদা মানুষ। আসিকিদের বিশ্বাস, পবিত্র বনে লুকিয়ে আছে ওরা। হুকুম জারি করা হয়েছে, তীর ছেড়ে যেন যেতে দেয়া না হয় কাউকে। শোনা মাত্র চিৎকার করে ডাকতে থাকে লোকগুলো ফেহনিকে। ফেহনি এমন ভান করে, যেন শুনতেই পায়নি ডাক। এ-ই হচ্ছে কাহিনি।

ফেহনিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল অ্যালান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে আসিকিল্যাণ্ড। একেবারে জন্মের তরে। কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবে ওদের আসিকা? মনে তো হয় না। আসিকার প্রচণ্ড রাগ যেন মেঘ হয়ে ঝুলে আছে মাথার উপরে। শান্তির বারি নয়, রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে যেন মেঘ। পুরোহিতরা এখনও বোধ হয় তল্লাশী চালাচ্ছে বনেই। ভুল ভাঙতে সময় লাগবে না ওদের। তারপর...

ভরা পূর্ণিমার জ্বলজ্বলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যালান। আসিকিল্যাণ্ডে থাকলে আসিকার পাশের চেয়ারে বসে থাকত ও এখন। বাধ্য হত বিয়ে করতে। মুঙ্গানার দিকে চোখ পড়ল। দেখে, লোকটার মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হচ্ছে। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন আসছে চেহারায়। চোখে উন্মাদসুলভ দৃষ্টি। ফেনা ভাঙছে মুখে। দু'হাতে খামচে ধরে আছে ক্যানুর প্রান্ত।

তারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুঙ্গানা। চিৎকারটাকে কুকুরের প্রলম্বিত ডাক বলাটাই বেশি মানানসই ওর মাথায় একটা গাট্টা মেরে চুপ করতে বলল জিকি। পাত্তাই দিল না মুঙ্গানা। জিকির কথা যেন ওর কানেই যায়নি। আচমকা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দুলে উঠল ক্যানু। উজ্জ্বল চাঁদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আগের চেয়েও জোরে ডেকে উঠল মুঙ্গানা। সামনে কিছু একটা দেখাতে চাইছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আতঙ্কে বিড়বিড় করে উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইল পানির দিকে। যেন ওখানেও দেখতে পাচ্ছে কিছু একটা। চোখের দৃষ্টি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ক্রমেই। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ক্যানুর কিনারা টপকে পানিতে লাফিয়ে পড়ল মুঙ্গানা। কয়েক মুহূর্ত জেগে রইল পানির উপর। তারপর তলিয়ে গেল পাথরের টুকরোর মত।

মুঙ্গানার ভেসে ওঠার আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অ্যালানরা। বৃথা। আর উঠল না সে। সলিলসমাধি হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা হতচকিত করে দিল ওদের। সবার আগে সংবিৎ ফিরে পেল জিকি। স্বগতোক্তির মত করে বলল, 'ভূত এসে নিয়ে গেছে লোকটাকে। এক্কেবারে সময়মত। আপনাকে বলেছিলাম না? যাক, ও মারা যাওয়ায় সুবিধাই হয়েছে। আরেকটু আরাম করে বসতে পারব।' কিন্তু বসতে গিয়ে নাক কুঁচকে ফেলল সে। মুঙ্গানা গেছে, কিন্তু রেখে গেছে গায়ের কটু গন্ধ। বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে লাগল জিকি।

মুঙ্গানার করুণ পরিণতি কাঁপিয়ে দিয়েছে অ্যালানকে। ভাবছে, আসিকার মায়াজাল কেটে সত্যিই কি বেরোতে পেরেছে ওরা? নাকি যে অদৃশ্য শক্তি মুঙ্গানাকে ডুবিয়ে মারল, সেটা ওদেরকেও টেনে নিয়ে ফেলবে মেয়েটার কব্জার ভিতর? অথবা 'মহান' বনসার গ্রাসে? রত্নকক্ষে দেখা স্বপ্নটা আবার ভেসে উঠল মনের পর্দায়। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে মাল্লাদের বলল দ্রুত দাঁড় বাইতে।

সেরাতে একনাগাড়ে চলল বৈঠা বাওয়া। এক দলকে বিশ্রাম দিয়ে তাদের জায়গা নিল আরেকদল। কিন্তু ক্যানু চালানো বন্ধ হয়নি এক মুহূর্তের জন্যও। অ্যালান আর জিকি বৈঠা বাওয়ায় অংশ নেয়নি। দু'জনেই পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল।

সূর্য উঠতেই নিজেদের আবিষ্কার করল ওরা লেগুনের বাইরে। আসিকিল্যাণ্ডের সীমানা ছেড়ে প্রায় তিরিশ মাইলের মত চলে

এসেছে। পৌঁছে গেছে উজানমুখী নদীটার প্রায় মুখে। এই কৃতিত্ব ওগুলাদের। সারারাত প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে ওরা। কিন্তু এখন জটিল এক সমস্যায় পড়েছে। শুকনো মৌসুম আসন্ন। নদীর পানি এতই নীচে নেমে গেছে যে, পানির বদলে কোথাও কেবল থকথকে কাদা। এগোনোর উপায় নেই। বাধ্য হয়ে ক্যানু ত্যাগ করল ওরা। পাড়ে নেমে খেয়ে নিল। তারপর শুরু হলো জলকাদার উপর দিয়ে পদযাত্রা। নদীর দু'পাড়ে বারো-তেরো ফিট উঁচু মরা নলখাগড়ার ঝাড়। শুকনো ডাঙায় পৌঁছাতে হলে পাড়ি দিতে হবে মাইলকে মাইল নলখাগড়ার বন, যা রীতিমত অসম্ভব।

খুবই ধীরে চলেছে ওরা। চোরাবালি এড়াতে অনেক পথ ঘুরে এগোতে হচ্ছে। লড়াই করতে হচ্ছে বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে গজিয়ে ওঠা কাঁটাঝোপের সঙ্গে। তারপরও দিন শেষে বিশ মাইলের মত এগোতে পারল। পথে খাবার শেষ হয়ে গেলেও না খেয়ে থাকতে হয়নি। অগভীর পানিতে মাছ রয়েছে প্রচুর। ধরাও পড়ছে সহজে। আবার নলখাগড়ার ঝাড় থেকে ফাঁদ পেতে হাঁসও মিলছে।

এভাবে চলতে চলতে একসময় গিয়ে পড়ল মূল নদীর মুখে। স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ক্যাম্প করল ওখানেই। জিকি বাদে সবাই ধরে নিয়েছে, কেউ ওদের পিছু নিয়ে থাকলেও এতদিনে ফিরে গেছে।

পরদিন। ভোরে অ্যালানকে ঘুম থেকে জাগাল জিকি। 'আসুন, মেজর, দারুণ একটা জিনিস দেখাব।' প্রাচীন এক উইলো গাছের কাছে নিয়ে গেল। 'গাছে চড়ে দেখুন।'

একদম উপরের দিকের একটা ডালে চড়ল অ্যালান। সামনে তাকাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। পাঁচ মাইলও হবে না, নদীর দুই পাড় ধরে এগিয়ে আসছে অজস্র সৈন্য। মাথার সাজ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আসিকি যোদ্ধা ওরা। সূর্যের আলো

পড়ে ঝকমক করছে তাদের বর্শার ফলাগুলো। মিনিটখানেক দেখে দ্রুত গাছ থেকে নেমে এল অ্যালান। জাগাল সবাইকে। জানতে চাইল, এখন ওদের করণীয় কী।

নির্বিকার ভঙ্গিতে উত্তর দিল জিকি, 'তল্পিতল্পা গুছিয়ে দৌড় মারতে হবে।' লালায় আঙুল ভিজিয়ে তুলে ধরল বাতাসে। বাতাস কোন্ দিকে বইছে, বুঝে নিয়ে বলল, 'রওনা হওয়ার আগে নলখাগড়ার ঝোপে আগুন দিয়ে যাব, যাতে বনসার চ্যালা-প্যালারা গা গরম করতে পারে।'

বুদ্ধিটা ভাল। সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে পড়ল ওরা। গাছের দাহ্য কষে আগুন ধরাল প্রথমে। উত্তুরে হাওয়ায় কয়েক শ' গজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। পনেরো মিনিটের মধ্যেই পঁচিশ-তিরিশ ফুট উঁচু শিখা তৈরি হলো। তীব্র গতিতে ধেয়ে চলল আসিকিদের দিকে। সেই সুযোগে চম্পট দিল অ্যালানরা। মাটি এখন শক্ত আর উন্মুক্ত থাকায় দৌড়ানো যাচ্ছে সহজে।

সারাদিন চলল এক নাগাড়ে দৌড়। মাঝে কয়েকবার থামল শুধু দম নিতে। রাতে বিশ্রাম। পরদিন সকালে উঁচু এক টিলায় উঠে দেখে, এক মাইল পিছনেও নেই আসিকিরা! আগুনও দমাতে পারেনি ওদের। অ্যালানরা কোন্ দিকে যেতে পারে আন্দাজ করে শর্টকাটে কাছে চলে এসেছে। আবার শুরু হলো ছোটা। এবার আগের চেয়েও জোরে। সারাটা সকাল ধরে ছুটে চললেও দুপুরের দিকে কমতে লাগল গতি। এগিয়ে আসতে লাগল আসিকিরা।

একটা উঁচু চড়াই বেয়ে উঠছে অ্যালানরা। ক্লান্তিতে সবার জিভ বেরিয়ে গেলেও একটুও ক্লান্ত হয়নি জিকি। অ্যালানের হাত ধরে টেনে নিয়ে এগোচ্ছে। একটু পিছন থেকে ওদেরকে অনুসরণ করছে ফেহনি। ওর দু'জন লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। ওদেরকে ফেলেই চলে এসেছে ওরা। অবস্থা কারোরই বিশেষ সুবিধার নয়। স্রেফ মনের জোরে চলেছে।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অ্যালান একসময় বলল, 'আর পারছি না, জিকি। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে ধরে ফেলবে ওরা আমাদের। তার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে লড়াই করে মরি।'

'অমন কথা বলবেন না, মেজর। পাহাড়ের ওপাশে কী আছে, কেউ জানে না। দেখিই না গিয়ে। আর দম ফুরিয়ে গেছে সবারই। এ অবস্থায় লড়বেন কী করে?'

বহু কষ্টে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠল ওরা। সব ভাল, যার শেষ ভাল। ওপাশে অপেক্ষমান বিশাল এক সেনাবাহিনী। ওগুলা। খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল জিকি। 'বলেছিলাম না, মেজর, বলেছিলাম না?'

আঠারো

পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অ্যালানরা পৌঁছে গেল ওগুলা বাহিনীর কাছে। ওগুলারাও দেখতে পেয়েছে তাদের সর্দারকে। অ্যালানদের স্বাগত জানাল হিংস্র শ্বাপদের মত চিৎকার আর করতালি দিয়ে। ব্যাখ্যা করার সময় নেই। শুধু জানানো হলো ওদের, আসিকি সেনাবাহিনী খুব কাছে চলে এসেছে। যে-কোনও সময় আঘাত হানতে পারে।

শুনে দ্রুত একটা ঝিরি পার হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল ওগুলারা। ওদের বাহিনীতে রয়েছে চার হাজারের মত সৈন্য। তবে ওই সন্ধ্যায় কোনও লড়াই হলো না। আসিকিদের প্রথম দলটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে দেখতে পেল, বন্দিরা ওগুলা

সৈন্যদের নাগালে পৌঁছে গেছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না ওরা।

আসিকিদের কালক্ষেপণ দেখে অ্যালান আর ফেহনি আশা করল, ওরা হয়তো লড়াই বাদ দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু বিশাল মাথাটা নেড়ে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করল জিকি। 'কোনওমতেই না। প্রাণ থাকতে খালি হাতে আসিকার কাছে ফিরে যাবে না ওরা।'

'হয়তো ওদের সঙ্গে আসিকাও আছে,' বলল অ্যালান, 'থাকলে ওর সঙ্গে চুক্তিতে আসার চেষ্টা করতে পারি আমি।'

'না, মেজর। আসিকা কখনও শহর ছেড়ে বেরোন না। সেটা তাঁর জন্য হারাম। শহর ছাড়লে সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতরা নতুন আসিকা নির্বাচন করবে। আর দেখা মাত্রই মেরে ফেলবে পুরানো আসিকাকে।'

অগত্যা ওখানেই রাতের মত ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত হলো। বসল ওঅর কাউন্সিলের মিটিং। সেদিনের মত যুদ্ধ না বাধায় অ্যালান অবশ্য মনে মনে খুশি। বিশ্রাম দরকার ওর। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য যে-কোনও কিছু করতে রাজি। ইতোমধ্যে ও জেনেছে, ওর পাঠানো সোনার চালান ওগুলাদের কাছে পৌঁছেছিল। আসিকি বেয়ারারা সেগুলো নিয়ে বনের পথ ধরেছে। ওদের আর কোনও খবর ওগুলারা পায়নি। সর্দারের বন্দিদশার খবর শুনে আসিকিল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ওরা; যদিও লড়তে রওনা হওয়াটা অনেকেই ঠিক পছন্দ করতে পারেনি।

মিটিং-এ কথা উঠল, ওদের অবস্থান যেহেতু ভাল, তাই নিজেরাই আগে আসিকিদের উপর আক্রমণ করতে পারে। ওদেরকে আগে সুযোগ দিলে ওগুলাদেরই ক্ষতি। মিটিং শেষে জিকিকে জিজ্ঞেস করল অ্যালান, ওর মায়ের কথা কিছু জানতে পেরেছে কি না।

মুখ কালো করে জবাব দিল, 'না, মেজর। কিছুই শুনিনি তার

ব্যাপারে। জানি না, সে এখন কোথায় আছে। যুদ্ধক্যাম্পে থাকার কথা নয়। মনে হচ্ছে, ওগুলাদের কাছে পৌঁছাতেই পারেনি মা। দেখি খোঁজখবর নিয়ে...'

গাছের নীচে শুয়ে মাত্রই ঘুমিয়েছে অ্যালান, ঠিক তখনই আশপাশে কোথাও থেকে ভেসে এল কোলাহল আর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। জিকির গলা চিনতে পারল সে। তাড়াতাড়ি উঠে দৌড়ে গেল কাহিনি কী, দেখার জন্য। গিয়ে দেখে বিশালদেহী এক ওগুলার সঙ্গে কুস্তি করছে জিকি। লোকটাকে চিনতে পারল অ্যালান। স্বর্ণবাহী বেয়ারাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে একে পাঠানো হয়েছিল।

জিকি আর বেয়ারাটা পরস্পরকে জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি আর গড়াগড়ি করছে মাটিতে। ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে লোকজন। বয়স হলেও শরীরে শক্তির কোনও ঘাটতি নেই জিকির। ওগুলাটাকে মাটিতে ঠেসে ধরে পেটের উপর চেপে বসল। গলা চেপে ধরেছে। এবার হস্তক্ষেপ করল অ্যালান। জিকিকে নিবৃত্ত করতে করতে জিজ্ঞেস করল ঘটনা কী?

'মারাত্মক ঘটনা, মেজর। এই কালো রাক্ষসটা মাকে মেরে খেয়ে ফেলেছে। সে আর কয়েকজন। পথের ধারে ঘুমন্ত অবস্থায় মাকে ধরেছিল ওরা। সাথে সাথেই চালান করে দিয়েছে পেটে। ওকে আমি খুন করব, মেজর। মাকে তো কবর দিতে পারলাম না, এই শয়তানটাকে কবরে শোয়াব। ব্যাটার পেটের ভিতরেই আছে মা।'

'শান্ত হও, জিকি, শান্ত হও। খ্রীষ্টানের মত আচরণ করো। যে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তা ছাড়া ওগুলাদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিলে রেগে গিয়ে আসিকিদের হাতে তুলে দিতে পারে ওরা আমাদের। ও যদি তোমার মাকে খেয়ে থাকে, তবে এর বিচার হবে। আমি এ বিষয়ে ফেহনির সঙ্গে কথা বলছি।'

তখনকার মত শান্ত হলো জিকি। কিন্তু বিচারের মুখোমুখি আর করানো গেল না বদমাশটাকে। দুই সঙ্গীর সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে প্রাণটাই হারাল বেচারা।

রাতে গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল অ্যালান। হঠাৎ অগ্রগামী সেনাদলের পদশব্দ আর তাদের রণহুঙ্কারে ঘুম ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে বসল ও। দেখে, ঢাল আর বর্শা হাতে পাশেই দাঁড়িয়ে জিকি। যুদ্ধংদেহী। অ্যালানও সামিল হতে চাইল যুদ্ধে। কিন্তু জিকি ওকে বাধা দিল। বলল, 'এদিকে আসুন, মেজর। তাড়াতাড়ি।' অ্যালানকে টেনে নিয়ে এল সে লড়াইয়ের ময়দানের পিছন দিকে।

'তুমি তো উল্টো দিকে যাচ্ছ,' বলল অ্যালান, 'আসিকিরা সামনে আক্রমণ করেছে।'

'জানি, মেজর। জিকি বোকা নয়। আসিকিদের হাতে এখন ওগুলারা মরবে। মরুক। আমাদের কী? কিন্তু আপনার মত সাদা মানুষ অনেক দামি। কাজেই ওই বিপদে আপনাকে যেতে দিচ্ছি না।'

'বুড়ো শয়তান কোথাকার!' তিরস্কার করল অ্যালান। ঘুরেই ছুটল ময়দানের দিকে। বাধ্য হয়ে পিছনে ছুটল জিকি। ফ্রন্টলাইনে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আক্রমণের সবচেয়ে খারাপ ধাক্কাটা কেটে গেল। অপ্রত্যাশিত একটা সময়ে ওগুলাদের উপর আক্রমণ করেছিল আসিকিরা। ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছে ওদেরকে। তবে আসিকিদের আক্রমণের ধরন ওগুলাদের অজানা নয়। আহতদের নিয়ে পিছিয়ে আসতে থাকে ওরা। পঞ্চাশ জনের মত মারা গেছে। অ্যালানরা মাঠে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পিছিয়ে গেল শত্রুবাহিনীও।

মৃত সৈন্যদের দেখতে এগিয়ে গেল জিকি। হাতে একটা যুদ্ধকুঠার। অ্যালান সাহায্য করছে আহতদের। ভাবছে, মৃত

লোকগুলোর উপর জিকির এত আগ্রহ কেন। আধ ঘণ্টা পর ফিরে এল জিকি। সঙ্গে নিয়ে এসেছে অনেকগুলো স্বর্ণের আংটি, ব্রেসলেট, ইত্যাদি। সবই খুব ভারী।

অ্যালান জিজ্ঞেস করল, 'এসব কোথায় পেলে?'

'মরে পড়ে থাকা আসিকিদের কাছে, মেজর। এসব তো ওদের কোনও কাজে আসবে না। ভাবলাম, ফেলে রেখে লাভ কী। আংটিগুলো খুলতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। সব আংটিই আঙুলের চেয়ে এক সাইজ ছোট। শেষে আঙুল কেটে...আসিকিদের হাড্ডি খুব শক্ত। আরে! আমার দিকে অমন কড়া চোখে তাকাচ্ছেন কেন? এগুলো ওদের কোনও কাজে লাগত? আপনিই বলুন।'

সামনে উপস্থিত হলো ফেহনি। 'আসিকি জেনারেল শান্তিপ্রস্তাব ও শর্ত দিয়ে দূত পাঠিয়েছে।'

'কী শর্ত?' জানতে চাইল অ্যালান।

'একটাই শর্ত। আপনাকে আর আপনার ভৃত্যকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। তা হলে আমাদের সবাইকে নিরাপদে চলে যেতে দেবে।'

'তা, তুমি কী বললে?'

'প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি আমি। কিন্তু আর সবাই চাইছে আপনাকে ওদের হাতে তুলে দিতে। শয়তান জাদুকরদের ওরা খুব ভয় পায়। ভাবছে, ওদের কথা না শুনলে বনসার অভিশাপ নেমে আসবে আমাদের উপর। তারপরও প্রত্যাখ্যান করেছি আমি। বলেছি, আপনাকে আসিকিদের হাতে তুলে দিলে আমিও চলে যাব আপনার সঙ্গে। দুই-দুইবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি। একবার সিংহের থাবা থেকে, আরেকবার আসিকি পুরোহিতদের খড়গ থেকে। শুনে দূত চলে গেছে। ...আর দেরি নয়, লর্ড। এখনই এখান থেকে রওনা হই, চলুন।'

ভাটির দিকে চলতে শুরু করল ওরা। একঘেয়ে, ক্লান্তিকর যাত্রা। ছোটখাট দুয়েকটা লড়াইও হলো যাত্রাপথে। প্রায় প্রতিদিনই আসিকিদের পক্ষ থেকে দূত আসছে। বক্তব্য একই। চলতে চলতে অ্যালানরা পৌঁছে গেল প্রথমবার যেখানে ওগুলাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই জায়গায়। সেই চরেই ক্যাম্প করল ওরা, যেখানে সিংহীটাকে গুলি করেছিল অ্যালান। সেদিন রাতে খাওয়া শেষ করার পর ফেহনি এল দেখা করতে। চোখে-মুখে অনাগত বিপদসঙ্কেত।

বলল, 'আপনাকে আর রক্ষা করতে পারছি না, সাদা মানুষ। আবার এসেছিল দূত। বলে গেছে, কাল ভোরের মধ্যে আপনাকে ওদের হাতে তুলে না দিলে চরম সর্বনাশ হবে। আগে আগে চলে যাবে ওরা আমাদের শহরে। আবালবৃদ্ধবণিতা—সবাইকে খুন করবে। তারপর লড়বে আমাদের সঙ্গে। ধ্বংস করে ছাড়বে সবাইকে। আমার শহর এখান থেকে মাত্র দুই দিনের পথ। হুমকি শুনে আমার লোকেরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছে, ওদের হাতে তুলে দিতেই হবে আপনাকে। না দিলে নতুন সর্দার নির্বাচন করবে, যাতে আমাকে বাদ দিয়েই আপনাকে ওদের হাতে তুলে দিতে পারে।'

'তা হলে একজন মৃত মানুষকে তুলে দিতে হবে ওদের হাতে!'

ফেহনি নিচু স্বরে বলল, 'আজ রাতটা খুব অন্ধকার। বনটাও এখান থেকে বেশি দূরে না। বনের দিকে আজ কোনও প্রহরী রাখব না। জিকি আপনাকে পথ দেখাবে। ও নিশ্চয়ই এখানে আসার রাস্তা ভুলে যায়নি। তা ছাড়া কানে এসেছে, বনের ধারে ক্যাম্প ফেলেছে কয়েকজন সাদা মানুষ। তাদের কাছে অস্ত্র আছে। আপনি পালিয়ে যান।'

'বুঝতে পেরেছি, সর্দার। সাধ্য অনুযায়ী সবকিছুই তুমি

করেছ। এবার তা হলে বিদায় জানাতে হচ্ছে। শুভ রাত্রি। আমি আর জিকি একটু পরে "হাঁটতে" বেরোব। ...মাঝে মাঝে আমাদের কথা মনে কোরো, বন্ধু।'

'অবশ্যই, বন্ধু। সারা জীবন আপনাকে মনে রাখব। তাড়াতাড়ি হাঁটবেন। আসিকিরা পায়ের ছাপ ধরে অনুসরণ করতে দারুণ ওস্তাদ। শুভ রাত্রি। তোমাকেও শুভ রাত্রি জানাচ্ছি, কুটিল মনের মানুষ। এখন আমার লোকদের গিয়ে বলব, কাল সকালে আপনাদেরকে আসিকিদের হাতে তুলে দেব।' আর একটা কথাও না বাড়িয়ে অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেল ফেহনি। গায়েব হয়ে গেল ওদের জীবন থেকেও।

জিকি আগেই বুঝে নিয়েছিল কী করতে হবে। ওদের যৎসামান্য জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লেগে পড়ল সে। জিনিস বলতে সামান্য কিছু খাবার, স্থানীয়ভাবে বানানো একটা রান্নার পাত্র, দু'জনের জন্য গাঢ় রঙের দুটো কম্বল আর ওর জোগাড় করা সোনার ব্রেসলেট আর আংটিগুলো। নিজে একটা বর্শা নিয়ে অ্যালানের হাতে আরেকটা দিতে দিতে বলল, 'চলুন, মেজর। বুড়ো ফেহনি ঠিকই বলেছে। আজ রাতটা আসলেই চমৎকার হাঁটার জন্য। নদীটাও অগভীর। সমস্যা হবে না। আপনি শুধু আমাকে অনুসরণ করবেন।'

ওদের লতাপাতার আশ্রয়ের সামনে আগুন জ্বালিয়ে রেখে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। পথে কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি। ঘন অন্ধকারেও পথ খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে না জিকির। এটা ওর এক আশ্চর্য ক্ষমতা। একবার যে পথ ব্যবহার করে, তা আর কখনওই ভোলে না। সারারাত ধরে একটানা হেঁটে চলল ওরা। ভোর নাগাদ পৌঁছে গেল বনের ধারে।

'আচ্ছা, জিকি, সাদা মানুষের কথা বলে কী বোঝাল ফেহনি?'

'ঠিক বলতে পারব না, মেজর। সম্ভবত আমাদের ভাগাতে

মিথ্যা বলেছে। আরে, ওটা কীসের শব্দ?'

শব্দটা অ্যালানও শুনেছে। রাইফেলের গুলির দূরাগত আওয়াজ। 'মনে হচ্ছে, ফ্যানি পুরোপুরি মিথ্যা বলেনি!' মন্তব্য করল জিকি, 'কিন্তু ব্যাটারা এই জাহান্নামে কী করছে? অসুবিধা নেই। শিগগিরই জানতে পারব। চলুন, মেজর।'

ভীষণ ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও দৌড়াতে শুরু করল ওরা। এই বাজ পড়া এলাকায় স্বজাতির দেখা পাওয়া অনেক বড় ব্যাপার অ্যালানের কাছে। আধ মাইল বা তার কিছু বেশি পেরিয়ে আসার পর একজন মানুষের উপর চোখ পড়ল ওদের। শিকারের পিছু নিয়েছে। লোকটার সতর্কতা দেখে তা-ই অনুমান করল ওরা।

'সাদা মানুষ!' জিকি বিস্মিত। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল অ্যালান।

খুব ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে ওরা। বেসিন আকারের জায়গাটা ঘুরে একদম কাছে চলে গেল লোকটার। হাজির হলো ওর পাঁচ গজের ভিতর।

খাবি খেতে লাগল অ্যালান। চিনতে পেরেছে লোকটাকে। বিবর্ণ মুখ রোদে পুড়ে তামাটে। তারপরও ওই চেহারা কখনও ভুলবার নয়।

নাম ধরে ডাক দিল অ্যালান, 'এইলওয়ার্ড, আপনি এখানে?!'

অ্যালানের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল লোকটার অভিব্যক্তি। নিরাবেগ চেহারা ভয়ঙ্কর বিকৃত হয়ে উঠল প্রবল রাগ আর প্রতিহিংসায়। চকচক করে উঠল চোখ জোড়া। পাতলা ঠোঁট দুটো একটা আরেকটার উপর চেপে বসল। এক মুহূর্তও দেরি না করে রাইফেল তুলল সে। তুলেই গুলি করল। একটুর জন্য বুলেটটা মাথা ছুঁল না অ্যালানের। ঠিক পিছনেই ছিল জিকি। অ্যালানের চেয়েও লম্বা সে। গুলিটা ওর মাথার চুল দু'ভাগ করে দিয়ে হারিয়ে গেল বনের ভিতর।

পরমুহূর্তেই অ্যালানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জিকি এইলওয়ার্ডের উপর। তাল হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল এইলওয়ার্ড। পড়েই রইল।

ওর গলা আঁকড়ে ধরে ক্রোধান্বিত গলায় বলল জিকি, 'কেন এ কাজ করলেন? একজন সম্মানিত কালো লোকের চুলের ভিতর গুলি করলেন কেন? এখন আপনাকে খুন করব। এই জঙ্গল বামুনদের রাজত্ব। এখানে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট নেই যে, বিচার করবে আমার...' কথাকে কাজে পরিণত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল জিকি।

'ছেড়ে দাও, জিকি,' বারণ করল অ্যালান। ঘটনার আকস্মিকতায় সে-ও বিমূঢ়। 'তবে রাইফেলটা নিয়ে নাও। নিশ্চয়ই কোনও ভুল হয়েছে। স্যর রবার্ট তো আমাকে খুন করতে চাইতে পারে না।'

'কী চাইতে পারে, জানি না, মেজর। ওঁর বুলেট আমার চুল কেটে দিয়ে গেছে।' গজগজ করতে করতে এইলওয়াডকে ছেড়ে দিল জিকি।

'ভীষণ ভুল হয়ে গেছে, ভার্নন,' বলে উঠল এইলওয়ার্ড। 'হঠাৎ ওভাবে তোমাকে মাটি ফুঁড়ে উদয় হতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভয়ে গুলি করে ফেলেছি। তা ছাড়া তোমাকে চিনতেও পারিনি। নানারকম বিপদের মধ্যে আছি আমরা। নার্ভের উপর চাপ পড়ছে সর্বক্ষণ। জিকিকে দোষ দিই না। রাগাটাই স্বাভাবিক।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। এই পচা গরমে মাথা ঠিক রাখা সত্যিই মুশকিল। আপনাকে আর কষ্ট করে রাইফেল বইতে হবে না। জিকিই বইবে ওটা। পিস্তলের বোঝাটাও না হয় ওর ঘাড়ে ফেলুন। আপনার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র সবসময়ই একটু বিপজ্জনক। অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। ...হুম, ঠিক আছে। এবার আপনি আরাম

করে হাঁটতে পারবেন। ভাল কথা, "আমরা" মানে?'

ধীরে ধীরে বলল এইলওয়ার্ড, 'আমি আর বারবারা।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল অ্যালানের। কেঁপে উঠল। হতভম্ব গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি আর বারবারা? আমি কি ঠিক শুনলাম?'

'শুয়োরটার কথা বিশ্বাস করবেন না, মেজর,' সতর্ক করল জিকি। 'ওর ক্যাম্পে তল্লাশী করতে হবে। ...হাঁটুন, মিয়া! পথ দেখান!'

'লর্ড এইলওয়ার্ড বললে খুশি হই...

'লর্ড এইলওয়ার্ড! টাইটেলটা আপনি কিনতে যাচ্ছেন, শুনেছিলাম। কিনে ফেলেছেন?' খোঁটা দিয়ে বলল অ্যালান। 'জিকি যা বলছে, করুন!'

বাধ্য হয়ে রওনা হলো এইলওয়ার্ড। গোমড়া মুখে অ্যালান আর জিকির মাঝখানে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। দুই শ' গজ মত যাওয়ার পর কিছু একটা শুনতে পেল অ্যালান। মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করছে কেউ। কয়েকটা বিরাট গাছ পার হওয়ার পর আচমকা ওদের সামনে পড়ল একটা ঝিরি। জায়গাটার কথা মনে ছিল অ্যালানের। খোলা জায়গায় বোমা তৈরি করে তার ভিতরে দাঁড়া করানো হয়েছে এইলওয়ার্ডের ক্যাম্প। দুটো তাঁবু আর স্থানীয় কাফ্রিদের জন্য লম্বা ঘাস, লতাপাতা আর গাছের ডাল দিয়ে বানানো আশ্রয়। ছোট একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে কালো এক লোককে। চামড়ার তৈরি চাবুক দিয়ে পেটাচ্ছে তাকে ষাঁড়ের মত দেখতে দু'জন নিগ্রো। মার খাওয়া লোকটা অন্য কোনও উপজাতির। ভীষণ অসন্তুষ্টির সঙ্গে তার মার খাওয়া দেখছে লোকটার অপরাপর সঙ্গীরা।

'এই লোকের আর্তনাদই শুনতে পেয়েছিলাম তখন,' বলল জিকি, 'মাই লর্ড, থামতে বলুন ওদের। নইলে মারা যেতে পারে লোকটা। ওর ভাইয়েরা ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারছে বলে মনে

হচ্ছে না।'

'ক্যাম্পের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য করা হচ্ছে কাজটা,' বিড়বিড় করে সাফাই গাইল এইলওয়ার্ড, 'কথা শুনছিল না ও।'

ষাঁড় দুটোকে উদ্দেশ্য করে অ্যালানের অজানা এক ভাষায় চিৎকার করে কিছু বলল জিকি। লোকগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরা জিকির কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছে। আস্তে করে পিছিয়ে গেল।

'মেজর, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি। ওদের দুয়েকজন আমার বন্ধু। ওল্ড ক্যালাবারে থাকতে পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।'

এদিকে এইলওয়ার্ডের চরকায় তেল দেয়ায় জিকির উপর খেপে বোম সে। হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করল। ঘুরে তার দিকে তাকাল জিকি। ঝকঝকে সাদা দাঁতে নেকড়ের মত হিংস্র হাসি দিয়ে বলল, 'মেজর, লোকটা যদি একটুও নড়ে, ওর মাথায় গুলি করবেন। দায় আমার। যদি ইতস্তত করেন, তা হলে ফিরে এসে আমিই সামলাব।'

এই প্রথমবারের মত উপলব্ধি করল এইলওয়ার্ড, কালো লোকটার মধ্যে কিছু একটা আছে। সাহস হারিয়ে তার চেহারায় স্পষ্ট ফুটে উঠল কাপুরুষতা। হাতের রাইফেলটা রিলোড করে এগিয়ে গেল জিকি বারো গজ তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর কাছে।

'আমরা সবসময়ই একে অপরকে ঘৃণা করে এসেছি, ভার্নন,' বলল এইলওয়ার্ড, 'কিন্তু ভাবিনি, আমারই ক্যাম্পে এসে শাসাবে আমাকে।'

'আমিও না। ভাবতেও পারিনি, আপনার মত একজন মানুষ আমার মত সাধারণ একটা মানুষকে মেরে ফেলতে গুলি চালাবেন। থাক, মিথ্যা বলে নিঃশ্বাসের অপচয় করার দরকার নেই। আমি ভাল করেই খেয়াল করেছি, ঠিকই চিনেছেন আপনি

আমাকে, চিনতে পেরেও গুলি করেছেন। ধাক্কা দিয়ে জিকি আপনাকে মাটিতে ফেলে না দিলে বন্দুকের ব্যারেল আমার উপর খালি করতেন।'

এইলওয়ার্ড কোনও উত্তর করল না। অ্যালান স্পষ্ট বুঝতে পারল, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলা গেলে লোকটার কোপানলে পড়ে বহু আগেই মরে ভূত হয়ে যেত সে। অদূরে গাছের নীচে নতুন একটা কবর চোখে পড়ল তার। ছোটখাট কবরটা।

'কার কবর ওটা?' জিজ্ঞেস করল অ্যালান।

'নিজেই জেনে নাও গে।'

'সবই জানব সময়মত।'

অ্যালান দেখল, এক স্থানীয়র হাত ধরে কথা বলছে জিকি। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, কোনও বিষয়ে একমত হয়েছে ওরা। লোকটা দৌড়ে গিয়ে নির্যাতিতের বাঁধন কেটে দিল। কষ্ট করে হেঁটে এসে মার খাওয়া লোকটাও যোগ দিল আলোচনায়। ক্ষতগুলো দেখিয়ে কিছু একটা বলতে লাগল। দৃশ্যপটে উদয় হলো আরও জনা পঁচিশেক নিগ্রো। চেহারা আর অস্ত্রশস্ত্র দেখে ভাড়াটে সৈন্য বলে মনে হয়। কিছু একটা বলল ওদের জিকি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল লোকগুলো। কিছু একটা জিজ্ঞেস করা হলো ওদের। জবাবে হইচই করে উঠল সৈন্যরা। আর একটা কথাও উচ্চারণ করল না জিকি। এইলওয়ার্ডের কাছ থেকে নেয়া এক্সপ্রেস রাইফেলটা তুলে গুলি করে দিল দুই ষাঁড়কে। আকস্মিকতায় বিমূঢ় সৈন্যরা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ওঠার আগেই জিকি সহ অন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। বর্শা আর লাঠির আঘাতে শুইয়ে ফেলল সবাইকে। তিন মিনিটেই শেষ হয়ে গেল সব। একটা গুলি করারও অবকাশ পায়নি কেউ। বেশির ভাগই মারা

পড়েছে। কিছু পালিয়েছে বন্দুক ফেলে।

লড়াই শেষ। মত্ত উল্লাসে চিৎকার করতে করতে টেনে সরিয়ে নেয়া হলো মৃতদেহগুলো। কয়েকজন সংগ্রহ করল রাইফেল-বন্দুক। বাকিরা রক্তসিক্ত বর্শা হাতে এগিয়ে এল অ্যালান আর এইলওয়ার্ডের দিকে।

হতভম্ব হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল অ্যালান। কী হলো না হলো, তার কিছুই ও বুঝতে পারেনি। কেনই বা লোকটাকে চাবকানো হচ্ছিল, গিয়ে কী জিজ্ঞেস করল জিকি, কী উত্তর পেল, আর হঠাৎ অমন মারমুখী হয়ে একদল অস্ত্রধারী সৈন্যকে পিটিয়ে মেরে ফেলল কেন লোকগুলো? রহস্য।

সদলবলে জিকিকে এগোতে দেখে এইলওয়ার্ডের ফ্যাকাসে চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মোমের মত সাদা। বলল, 'এবার নিশ্চয়ই আমাকে খুন করতে আসছ, তা-ই না, কালো শয়তান?'

শয়তানী চেহারা করে বিনয়ের অবতার সাজল জিকি। 'না, না, লর্ড, মারব না। তবে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি। আপনিও তো বেচারাকে তা-ই দিয়েছিলেন। সে যাক, এখন আমরা যাব মিস বারবারার কাছে। আপনাকেও আসতে হবে, মাই লর্ড। তার আগে হাত দু'খানা আপনার পিছমোড়া করে বেঁধে নেয়া দরকার। মাথা চুলকানোর দরকার পড়লে বলবেন। চুলকে দেব। একটু আগে বুলেট দিয়ে আমার মাথা চুলকে দিয়েছেন। ভুলি কী করে?'

জিকির ইশারা পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এল দুই কাফ্রি। দুই হাত বেঁধে ফেলল এইলওয়ার্ডের।

ছোট কবরটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যালান জিকিকে, বারবারা বেঁচে আছে কি না।

'আছে,' আশ্বস্ত করল জিকি। 'এরা তো তা-ই বলছে।'

সরু একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। বেশ ভাল একটা

জায়গা বেছে নিয়ে আরেকটা ক্যাম্প করা হয়েছে। চারদিক বেশ খোলামেলা। দুটো কাঠ দিয়ে বানানো উল্টো V আকৃতির খিলানের নীচ দিয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করল অ্যালানরা। একটু ভিতর দিকে দেখা যাচ্ছে দুটো তাঁবু। একটার ফ্ল্যাপ ওঠানো। স্পষ্টতই শূন্য ওটা। অপর তাঁবুটার ফ্ল্যাপ আটকানো। গেরো খুলতে এগিয়ে গেল জিকি। বেশ শক্ত গেরো। ছোরা বের করে রশিটাই কেটে ফেলল ও।

একটা টুলে বসে কাঁদছিল বারবারা। মুখটা ফ্যাকাসে। তাঁবুর ফ্ল্যাপ ঠেলে অ্যালান ভিতরে ঢুকতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। টেনে নিল পাশে রাখা পিস্তলটা। পরক্ষণে সচকিত হলো—কাকে দেখছে। ঢিল পড়ল হাতের পেশিতে। মেঝেতে খসে পড়ল পিস্তলটা। নিজেও পড়ে যাচ্ছিল। লাফিয়ে আগে বেড়ে ধরে ফেলল ওকে অ্যালান।

উনিশ

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে ফিরে পেল বারবারা। অ্যালান ওর হাত ধরে বসে আছে পাশে। ওদের সামনে বন্দি অবস্থায় দাঁড়িয়ে এইলওয়ার্ড। এইলওয়ার্ডের পিছনে জিকি। সতর্ক রয়েছে।

'এবার তোমার গল্প শোনাও, বারবারা,' বলল অ্যালান, 'সংক্ষেপে বোলো।'

শুরু করল বারবারা: 'তুমি চলে আসার পর এক-দু'মাস সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। তারপরই শুরু হলো ঝামেলা। প্রথমে

শেয়ার বাজারে গুঞ্জন। তারপর দর পড়তে লাগল সাহারা কোম্পানির। পতন ঠেকাতে লাখ লাখ শেয়ার কিনে ফেলে চাচা। বাধ্য হয় আসলে। কেনার জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছিল তাকে। এইলওয়ার্ড ততদিনে লর্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে-ই সবচেয়ে বেশি শেয়ার বিক্রি করছিল। গোপনে। কিন্তু এ ব্যাপারে জানতে চাইলে স্রেফ অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত ইংলিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তুরস্কের অটোমান সরকার জনসমক্ষে প্রকাশ করে যে, সাহারা লিমিটেডের গোটাটাই ছিল বিশাল এক প্রতারণা। কনস্ট্যান্টিনোপোলে সেদেশের সরকারপ্রধানের সই-স্বাক্ষর জাল করার ঘটনাও ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। জালিয়াত স্বয়ং আমার চাচা। মামলা দায়ের করা হয় তার নামে। কিন্তু মামলা কোর্টে ওঠার আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় সে।

'মৃত্যুর সময় চাচার পাশে ছিলাম আমি। সে নাকি সোনার মুখোশটা দেখতে পাচ্ছিল। যা-ই হোক, মারা যাওয়ার পর চাচার উইল খুলে দেখি, সমস্ত সম্পত্তি সে আমার নামে লিখে দিয়েছে। কিন্তু গোল পাকিয়েছে অন্য জায়গায়। আমার বয়স পঁচিশ হওয়া পর্যন্ত উইলে একজন ট্রাস্টি নিযুক্ত করে গেছে, লোকটা একই সঙ্গে আমার অভিভাবকও। সে আর কেউ না, এইলওয়ার্ড। জিজ্ঞেস কোরো না যে, কেমন গার্জেন হতে চাইছিল আমার সে।

'চাচার সব সম্পত্তি উচ্ছন্নে গেছে। এমনকী আমারটাও। খুব সামান্যই এখন অবশিষ্ট আছে। সাহারা লিমিটেডের স্বার্থে ব্যবহার করে ওসব খুইয়েছে চাচা। তবে আমার উকিলের জিম্মায় যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড রাখা ছিল, তাতে হাত দিতে পারেনি। ওখান থেকেই দু'হাজার পাউণ্ড নিয়ে চলে এসেছি তোমাকে খুঁজতে।

'সাহারা লিমিটেডের কারণে সবাই নিঃস্ব হলেও এইলওয়ার্ড হয়েছে আঙুল ফুলে কলা গাছ। আমার আসার খবর জানতে পেরে পিছু নিয়েছে সে। তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান আমাকে বিয়ে করা।

তা ছাড়া নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্য ইংল্যাণ্ডে থাকাটাও নিরাপদ ছিল না তার জন্য।

'আমি এখানে এসেছিলাম পঁচিশ জন স্থানীয় আদিবাসী আর স্নেলকে নিয়ে। ওকে তো তুমি চেনো। এখানে এসে আমরা দু'জনেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এতটাই যে, মরতে বসেছিলাম প্রায়। কালো লোকগুলো না থাকলে মারাই যেতাম বোধ হয়। ওদের অহোরাত্রি সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে উঠি। স্নেলের কপাল খারাপ। বাঁচল না বেচারী। ওদিকের একটা গাছের তলায় কবর দেয়া হয়েছে ওকে। ও মারা যাওয়ার দিন দুয়েক পর বিশাল লটবহর নিয়ে হাজির এইলওয়ার্ড। সঙ্গে বারোজন সশস্ত্র সৈন্য আর কয়েকজন কুলি। চাইছিল, আমার লোকেদের দিয়েই আমাকে কব্জা করতে। কিন্তু ওরা আমার প্রতি অনুগত। স্রেফ অপারগতা প্রকাশ করে। তখনই ওদের উপর শুরু হয় অত্যাচার। এইলওয়ার্ড ওর সৈন্যদের লেলিয়ে দেয় আমার লোকেদের উপর। ওরা আমার কয়েকজন লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ছলছুতোয় চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নিত। একটু আগেও একজনকে চাবকাচ্ছিল। ...শেষ পর্যন্ত ওরা ভেঙে পড়ে।

'খুবই অসহায় হয়ে পড়েছিলাম, অ্যালান। আর কোনও উপায় না দেখে মনস্থির করেছিলাম, আত্মহত্যা করব। স্রষ্টার দয়া, তার আগেই চলে এলে তুমি। পায়ের আওয়াজ শুনে ভেবেছিলাম, শয়তানটা বোধ হয় আসছে। আত্মহত্যার জন্য পিস্তল তুলে নিয়েছিলাম।

'নিশ্চয়ই ভাববে না যে, খুব বেশি বোকামি করেছি। যা করেছি, তোমাকে খুঁজে পাওয়ার আশায়। ওহ, অ্যালান, যদি জানতে, কী অসহ্য যন্ত্রণা সইতে হয়েছে আমাকে! প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম, বিপদে পড়েছ তুমি। চাইছ আমাকে পাশে পেতে।

'জানতামই তো, কোথায় আছ। তা ছাড়া তোমার ম্যাপটাও

ছিল। ...অ্যালান, দয়া করে লোকটাকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো। ব্যাটাকে সহ্য করতে পারছি না!'

এইলওয়ার্ডের দিকে ফিরল অ্যালান। শীতল ও শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, বারবারার অভিযোগ সম্বন্ধে তার কী বলার আছে।

কী বলবে? দুর্বলভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করল শুধু।

শুনে কৌতুকের ছাপ পড়ল জিকির চেহারায়। তা দেখে দাঁতে দাঁত ঘষল এইলওয়ার্ড। বলল, 'সভ্য জগতে ফিরি আগে। তারপর তোমার ব্যবস্থা করছি, শয়তান! বিচারের মুখোমুখি তোমাকে দাঁড় করাবই। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়ব তবে!'

লোকটার আস্ফালন আর সহ্য হলো না অ্যালানের। 'জিকি,' বলল ও, 'ওকে ওর তাঁবুতে নিয়ে যাও। পাহারা লাগবে তাঁবুর সামনে।'

'চলুন, মহান লর্ড,' কৌতুক করল জিকি, 'নিজ থেকেই চলুন। জিকির মত অচ্ছুৎ আপনাকে স্পর্শ করে আঙুল নোংরা করতে চায় না।'

এইলওয়ার্ডকে নিয়ে বেরিয়ে গেল জিকি।

ওরা চলে যাওয়ার পর অ্যালানের কাঁধে মাথা রাখল বারবারা। দু'চোখ ভরে উঠেছে আনন্দাশ্রুতে। একটু পরেই তাঁবুর বাইরে কারও কাশির শব্দ পাওয়া গেল।

'নিশ্চয় জিকি শয়তানটা,' বলল অ্যালান, 'ভিতরে এসো।' খানিকটা বিরক্ত। 'বলো, কী বলবে?'

'নাশতা, মেজর। হিজ লর্ডশিপ প্রচুর রসদ নিয়ে এসেছেন। গরম কফি, হেরিং মাছ, বেকন, মাখন আর বেথ অলিভার বিস্কিট।'

'খুব ভাল। নিয়ে এসো।'

কিন্তু যাওয়ার লক্ষণ নেই জিকির।

'কী হলো?'

'খবর ভাল না, মেজর।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, আসিকিরা ক্যাম্পের খবর পেয়ে গেছে। পানি আনতে গিয়ে বেয়ারারা দেখে এসেছে ওদের। এইলওয়ার্ডের পালিয়ে যাওয়া সৈন্যদের ধরে ফেলেছে ওরা। টর্চার করছে।'

লাফিয়ে উঠল অ্যালান। বারবারাকে পেয়ে আসিকিদের কথাই ভুলে গিয়েছিল।

'অত উত্তেজিত হবেন না, মেজর,' বলল জিকি, 'এখনই আসছে না ওরা। আসলেই বা কী? উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হবে। প্রচুর রাইফেল আর গুলি আছে আমাদের হাতে।'

'পালাতে পারি না আমরা?' জানতে চাইল বারবারা।

'না, মিসি। লড়াই করতে হবে আমাদের। বেশ ভাল জায়গায় পড়েছে ক্যাম্পটা। আশপাশে অনেক দূর পর্যন্ত নজর যায়। খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না ওরা। জিকির উপর ছেড়ে দিন ওসব ভাবনা-চিন্তা। বাইরে চলুন। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।'

খাওয়া শেষ করে বারবারা ফিরে গেল ওর তাঁবুতে। ক্যাম্পের নিরাপত্তা জোরদার করতে লেগে পড়ল অ্যালান আর জিকি। গোলাবারুদ মজুত রাখা হলো হাতের কাছে।

উঁচু এক গাছের মগডালে ওয়াচপোস্ট বসাল অ্যালান। দুপুরের দিকে গার্ড চিৎকার করে জানাল, আসিকিরা অগ্রসর হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এক কোম্পানি আসিকি যোদ্ধা ধেয়ে এল ক্যাম্পের দিকে। খোলা জায়গার উপর দিয়ে আসছে। সহজ শিকার করল অ্যালানরা। হতভম্ব হয়ে পিছু হটল যোদ্ধারা।

অ্যালান জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয়, জিকি? ওরা চলে গেছে?'

মাথা নেড়ে নেতিবাচক উত্তর করল জিকি। 'না। বুলেটের কেরামতি দেখে ঘাবড়ে গেছে। পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করছে

সম্ভবত। বড় দল নিয়ে হামলা করবে আবার।'

'তোমার পরামর্শ কী? পিছু হটব?'

'লাভ নেই। মিস বারবারা আছেন সঙ্গে। বেশিক্ষণ হাঁটতে পারবেন না তিনি। না, ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া যাবে না। অপেক্ষাই করতে হবে। দেখি, ওরা কী করে।'

সারাদিন ভূতের মত খাটল সবাই। মাটি আর পাথর দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ মজবুত একটা দেয়াল দাঁড়া করাল ক্যাম্পের। গুলি করার সুবিধার্থে লুপহোল রাখা হয়েছে দেয়ালের মাঝে।

কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ। সারাদিন এত ব্যস্ত রইল অ্যালান যে, বারবারার সঙ্গে কথা বলার ফুরসত হলো না। কাজ শেষে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অ্যালান দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। অবস্থা দেখে জিকি বলল, 'এবার কিছু খেয়ে বিশ্রাম নিন। মিসির তাঁবুতে গিয়ে একটু ঘুমিয়েও নিতে পারেন। আমি জেগে আছি। আসিকিরা এলে আপনাকে ডেকে দেব।'

প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইল অ্যালান। কিন্তু বারবারাও জিকির পক্ষ নিয়ে কথা বলায় বিশ্রাম নিতে গেল। দশ মিনিটের মধ্যেই শোনা গেল ওর গাঢ় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে গভীর ঘুমটা ঘুমাচ্ছিল সেদিন অ্যালান।

'মিস বারবারা,' বলল জিকি, 'ওঁর দিকে খেয়াল রাখবেন। জেগে গেলে ডেকে দিয়েন আমাকে। এখন যাই। মহান লর্ডকে রাতের খাবার দিয়ে আসি। আজ রাতটা খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে।'

প্রথমেই গেল ও এইলওয়ার্ডের তাঁবুতে। সাপার দিল তাকে। সঙ্গে আধ বোতল উইস্কি। খেল না এইলওয়ার্ড। সামান্য একটু উইস্কি নিল শুধু। খুঁটির সঙ্গে হাত বাঁধা থাকায় মুখে তুলে খাইয়ে দিল ওকে জিকি। খোশমেজাজে জানাল পরিস্থিতির সর্বশেষ বিবরণ। এটা বলতেও ভুলল না যে, এইলওয়ার্ড যেন তার সমস্ত

পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়। আগামীকাল ভোরেই আসিকিরা আসছে তার গলা কাটতে।

প্রচণ্ড রেগে ছিল এইলওয়ার্ড। খেঁকিয়ে উঠল, 'আসিকি আবার কারা?'

'কোর্টে দেবীর গল্প বলেছিলাম, ভুলে গেছেন? বেশ, বলছি আবার।'

শুনতে শুনতে মাথা এলিয়ে পড়ল এইলওয়ার্ডের। ঘুমিয়ে পড়েছে।

'আরিব্বাপরে!' স্বগতোক্তি করল জিকি, 'উইস্কিটা তো অসম্ভব কড়া!' বাকিটা চালান করে দিল নিজের পেটে। একটু পানি দিয়ে ধুয়ে তলানিটুকুও গলাধঃকরণ করল। মুখে লেগে রয়েছে ভারি অদ্ভুত আর কুটিল এক টুকরো হাসি। বোতলটা এইলওয়ার্ডের পাশে ফেলে রেখে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে তিনজন হেডপোর্টার। জিকির বন্ধু ওরা। কিছু একটা নিয়ে নিচু কণ্ঠে ওদের সঙ্গে আলোচনা করল জিকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোচ্য বিষয়ে একমত হলো ওরা। হাততালি দিল। শপথ করল নিজেদের মধ্যে।

পুরো ক্যাম্পটা একবার চক্কর দিল জিকি। দেখে নিল, সবাই যার যার জায়গায় রয়েছে কি না। এরপরে যে কাজটা করল, সেটাকে অদ্ভুত না বলে উপায় নেই। বেড়া টপকে জঙ্গলের ভিতর গায়েব হয়ে গেল সে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বন থেকে ভেসে এল পেঁচার ডাক। শুনে তিন পোর্টার খোঁচা দিল একে অন্যকে। এমন ডাকের মানে জানে ওরা। আবার শোনা গেল ডাক। এবার আরেক দিক থেকে।

পশ্চিম আফ্রিকান আদিবাসীদের মধ্যে রহস্যময় এক পাখি নিয়ে কুসংস্কার প্রচলিত। ওদের বিশ্বাস, পাখিটা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে ইচ্ছামত। তিন বেয়ারার মাথায় সেই ভাবনাই

ঘুরপাক খাচ্ছে।

দুই পেঁচার একজন হচ্ছে জিকি। অপরজন এক আসিকি পুরোহিত। সৌভাগ্যক্রমে জিকির রক্তসম্পর্কের কাজিন সে।

'তুমি আসায় খুশি হয়েছি, ভাই,' বলছিল জিকি, 'তোমাদের তো কেবল সাদা মানুষটাকে দরকার, তা-ই না? আমাকে রেহাই দিলে ওকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি ওকে। বয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটু পরে আটজন নিরস্ত্র লোক নিয়ে আসবে। বেড়ার পাশে দাঁড়াবে। ওখানেই তোমাদের হাতে ভার্নুনকে তুলে দেব। একজনও যদি বেশি আসো, তা হলে জাদু-অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানব আমরা। এবার বলো, তোমার বক্তব্য কী?'

জবাবে পুরোহিত বলল, 'দুই বনসার নামে শপথ করে বলছি। সাদা মানুষকে নিয়ে যেতে আটজনই আসব আমরা। তোমাদের কারও কোনও ক্ষতি করব না।'

'খুব ভাল। আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের হাতে তুলে দেব ভার্নুনকে। চুপচাপ চলে যাবে। কোনওরকম আওয়াজ করবে না।'

'করব না। সাদা মানুষ চিৎকার করলে মুখে কাপড় ঠেসে দেব। নিশ্চিন্ত থাকো। যেমনটা চাইছ, তেমনই হবে।'

আলাদা হয়ে গেল দুই পেঁচা।

এইলওয়ার্ডের তাঁবুতে ফিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জিকি। মোমবাতির আলোয় নিজের ঝোলা থেকে বের করল সোনার আস্তর দেয়া লিনেনের মুখোশটা। ওটা এইলওয়ার্ডকে পরিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিল ফিতে। ইউরোপিয়ান পোশাক খুলে নিয়ে পরিয়ে দিল নিজের স্যাণ্ডেল আর আসিকি রোব। দুটোই ভীষণ নোংরা। 'এতেই চলবে,' ভাবল, 'মেজরের সঙ্গে লোকটার উচ্চতা, চুলের রঙ—সবই মিলে গেছে। তা ছাড়া আসিকিরা কেউ অ্যালানের চেহারা দেখেনি। চিনতেই পারবে না। কিন্তু আসিকা

যখন চুমু খাওয়ার জন্য মুখোশটা খুলবেন...খোদাই জানেন, কী ঘটবে তখন। মহিলার হুঙ্কারে ফেটে পড়বে গোটা শহর। উল্টোদিকে বইতে শুরু করবে জলপ্রপাত। আর লর্ড এইলওয়ার্ড...হা-হা-হা!' দু'হাতে পেট চেপে ধরে নীরব হাসি হাসতে লাগল জিকি।

বিশ

ঠিক সূর্য ওঠার সময় ঘুম ভাঙল অ্যালানের। সূর্যের আলো পড়ে পান্নার মত চকচক করছে কচি সবুজ পাতা। খুব ভাল ঘুম হয়েছে ওর রাতে। এক ঘুমে রাত কাবার।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল সে। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিল রাতে আসিকিরা আক্রমণ করেনি বলে। ঠিক তখন বাতাসে ভেসে এল একটা আর্তনাদের শব্দ। এক গার্ডকে ঘাড়ে ধরে টেনে আনছে জিকি। বেচারা ওর বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে কাকুতি-মিনতি করছে।

'মহান লর্ড পালিয়ে গেছে, মেজর!' ফেটে পড়ল জিকি। 'এই হারামজাদার জন্য! আহাম্মকটা বলছে, তিন ঘণ্টা আগে বোমার বেড়ায় নড়াচড়ার শব্দ পেয়েছিল। ভেবেছিল হায়েনার আওয়াজ। তাই আর ওদিকে মনোযোগ দেয়নি। নিজে এসে দেখে যান, মেজর! শালাকে বেঁধে চাবকাব!'

সবই নাটক। আসল ঘটনা ফাঁস করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিকি।

ছুটল অ্যালান এইলওয়ার্ডের তাঁবুর দিকে। ফাঁকা তাঁবু। বলল জিকি, 'ওই দেখুন, "হায়েনা" কীভাবে দাঁত বসিয়েছে দড়িতে।' ভাঙা উইস্কি বোতল আর কাটা রশির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল অ্যালানের। 'বোতল ভাঙা কাঁচ দিয়ে রশি কেটে ফেলেছে ধূর্ত লর্ড। পালিয়েছে।'

পরীক্ষা করল অ্যালান। জিকির কথায় দ্বিমত করার মত কিছু চোখে পড়ল না। স্বীকার করতে বাধ্য হলো, দারুণ খেল দেখিয়েছে লর্ড। 'কিন্তু কোথায় যাবে সে? এখানকার কিছুই তো এইলওয়ার্ড চেনে না!'

'কে জানে, মেজর! হয়তো উপকূলের দিকে রওনা দিয়েছে। চায় আমাদের আগেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছে আপনার-আমার নামে অভিযোগ দাখিল করতে। আসল কথা হলো, পালিয়ে গেছে। প্রার্থনা করি, আসিকিদের হাতে যেন না পড়ে। পড়লে কী হবে, ভাবতেও চাই না!'

এ-ই বোধ হয় ভাল হলো। ভাবল অ্যালান। *আপদ গেছে।* বলল, 'লোকটাকে ছেড়ে দাও।'

ছেড়ে দিল জিকি। ওর চেহারায় ফুটে উঠল বিরাট স্বস্তির ছাপ। ঠিক তখন ছুটতে ছুটতে এল ওয়াচম্যান দূর থেকে।

আসিকিরা আক্রমণ করছে নাকি! শঙ্কিত হলো অ্যালান।

না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা, গাছের উপর থেকে দেখেছে সে, ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই অনেক দূরে চলে গেছে। খবরটা শুনে যার-পর-নাই আনন্দিত হয়ে উঠল অ্যালান। জিকির বিরাট মুখখানাও খুশিতে উদ্ভাসিত।

'হাজার শুকরিয়া খোদার কাছে,' বলল অ্যালান। 'কিন্তু হঠাৎ এভাবে মত পাল্টাল কেন?'

'কী জানি, কেন!' উদাস গলায় বলল জিকি। 'মনে হয়, বন্দুক-রাইফেলের কারণেই ভয় পেয়েছে।'

এক মাস পর। মিস বারবারা এখন মিসেস ভার্নন। বেনিন নামের একটা জাহাজে চড়ে দেশের পথে রওনা হয়েছে ওরা। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বারবারা। অস্তাচলগামী সূর্যের অপরূপ লালিমা দেখছে। কথা বলছে অ্যালানের সঙ্গে। অনেক...অ-নেক কথা।

'...ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট মিস্টার অ্যাশটন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে,' বলছে বারবারা, 'ভারী-ভারী পঞ্চাশটা বাক্স নাকি আছে আমার নামে। বাক্সের মধ্যে কী আছে, জিজ্ঞেস করেনি। আমিও কিছু বলিনি নিজ থেকে। তবে আন্দাজ করতে পারছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, জিনিসগুলো এ পর্যন্ত পৌঁছল কী করে। জবাবে বলল, এক সকালে ওয়্যারহাউসের দরজা খোলার আগেই নাকি নিয়ে এসেছে একদল আদিবাসী। দরজার সামনে সেগুলো নামিয়ে রেখে বলল, নদীর অনেক উজানে আরেকটা দল পৌঁছে দিতে বলেছে এখানে, পারিশ্রমিকও দিয়ে দিয়েছে। অ্যাশটনকে তার চার্জ পরিশোধ করে ধন্যবাদ দিই আমি। এই হচ্ছে কাহিনি। বাক্সগুলো খুলিনি। আমি যা ভাবছি, তা কি ঠিক? মানে...'

সায় দিল অ্যালান। আহা, জীবনের সব ক'টা দিন যদি এমন সুখের হত!

সাড়ে ছ'টায় ডিনার। পোশাক বদলাতে নীচে চলে গেল বারবারা। ডেকে দাঁড়িয়ে রইল অ্যালান। একটু পরে এল জিকি। গোধূলি লগন। সেই আলোয় জাহাজটাকে অপ্রাকৃত আর রহস্যময় মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর কথা বলল অ্যালান, 'কী ভাবছ, জিকি?'

'আসিকার কথা, মেজর,' ভীত গলায় বলল লোকটা, 'মনে হচ্ছে, তিনি যেন আমাদের আশপাশেই কোথাও আছেন। পিঠের উপরে তাঁর দৃষ্টি অনুভব করতে পারছি। মাথার চুলগুলো সব দাঁড়িয়ে গেছে, দেখুন!'

'অদ্ভুত! আমারও কেন যেন একই অনুভূতি হচ্ছে।'

হঠাৎই চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল জিকির। 'ওরে, খোদা!' দাঁতে দাঁতে তীব্র ঠোকাঠুকি। হাত তুলে দেখাল জাহাজের বুলওয়াকের দিকে। 'পিছন ফিরে দেখুন, মেজর! ওহ!'

ঝট করে ঘুরল অ্যালান।

বাতাসে ভেসে দাঁড়িয়ে আছে আসিকা! পরনে জমকালো রোব। বুকের উপরে সোনার ব্রেস্টপ্লেট। ঘন কালো চুল লুটিয়ে পড়েছে কাঁধে। জোরাল বাতাস বয়ে যাচ্ছে জাহাজের উপর দিয়ে। কিন্তু সেই বাতাস তাকে স্পর্শ করছে না। সুন্দর চেহারাটা বিকৃত হয়ে আছে প্রচণ্ড রাগ, ঘৃণা আর প্রতারিত হওয়ার কষ্টে। আসিকার ডান হাতে বিরাট এক ছোরা। বুকের ডান পাশে ক্ষত। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। সোনালি পোশাকটা ভিজে যাচ্ছে। ছোরাটা তুলে অভিযোগের ভঙ্গিতে তুলল জিকির দিকে। তারপর অ্যালানের দিকে তাকিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে রইল মুহূর্তখানেক। ধীরে ধীরে তুলে ধরল অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের পানে। গায়েব হয়ে গেল তারপর।

কেন জানি গভীর বেদনায় ভরে উঠল অ্যালানের মন।

মেঘের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে চাঁদ। আলোয় ভেসে যাচ্ছে ডেক। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

***